হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



ঊর্দ্ধবাহুর্ব্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।

মহাভারত।

১৯৩৩

প্রকাশক—
শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র
৪।৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস।
প্রিণ্টার—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়।
৭১।১, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকখানি,

আমি আমার স্বর্গীয়া মাতা,

শ্রীমতী বরদা দেবীর,

পবিত্র নামে উৎসর্গ করিলাম

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

আমাদের এক অদ্ভুত অবস্থা, আমরা সকল দেশের ইতিহাস পড়ি, সে সব দেশের ইতিহাসের সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর পরিচয়ও আছে; কিন্তু আমরা নিজেদের ইতিহাস-সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের কোন ইতিহাস নাই। নিজেদের ইতিহাস বুঝিবার দ্বার আমাদের পক্ষে একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদের ইতিহাস লিখিবার যাহা কিছু উপাদান আছে, সে সকল সংগ্রহ করিতে প্রধানতঃ পুরাণ অনুসন্ধান করিতে হয়। পুরাণগুলি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত এবং ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া পরিগণিত। সংস্কৃতভাষা ও ধর্ম্মপুস্তক শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত; উভয়ের অনুশীলন অপরের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা।

পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়, নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস বুঝিবার এখন পর্য্যন্তও বিশেষ চেষ্টা করে নাই। পুরাণ অথবা পুরাণের সদৃশ কোন গ্রন্থ আলোচনা করিলে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ চিরকালই এক কথা বলেন, যে, এইরূপ আচরণে তাঁহাদের ধর্ম্মে আঘাত লাগে। প্রধানতঃ এই কারণে অনেকের প্রকৃত ইতিহাসের তথ্য বাহির করিবার জন্য প্রবৃত্তি অথবা সাহস হয় না। তাহার ফল এই যে, পৌরাণিক উপকথা অপরদেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এদেশে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

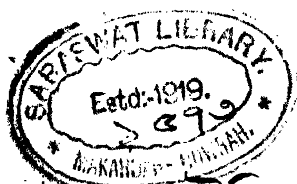
আমরা নিজেদের ইতিহাস নিজেরা না লিখিলেও বিদেশীয়েরা সে অভাব পূরণ করিয়াছে, এবং তাহাদের অপ্রকৃত ও অনেক সময়

গ্রন্থ-পরিচয়।

আমাদের এক অদ্ভুত অবস্থা, আমরা সকল দেশের ইতিহাস পড়ি, সে সব দেশের ইতিহাসের সহিত আমাদের অল্প-বিস্তর পরিচয়ও আছে; কিন্তু আমরা নিজেদের ইতিহাস-সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তাহার প্রধান কারণ আমাদের কোন ইতিহাস নাই। নিজেদের ইতিহাস বুঝিবার দ্বার আমাদের পক্ষে একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদের ইতিহাস লিখিবার যাহা কিছু উপাদান আছে, সে সকল সংগ্রহ করিতে প্রধানতঃ পুরাণ অনুসন্ধান করিতে হয়। পুরাণগুলি সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত এবং ধর্ম্মপুস্তক বলিয়া পরিগণিত। সংস্কৃতভাষা ও ধর্ম্মপুস্তক শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদের অধিকারভুক্ত; উভয়ের অনুশীলন অপরের পক্ষে অনধিকার-চর্চ্চা।

পাশ্চাত্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়, নিজেদের প্রকৃত ইতিহাস বুঝিবার এখন পর্য্যন্তও বিশেষ চেষ্টা করে নাই। পুরাণ অথবা পুরাণের সদৃশ কোন গ্রন্থ আলোচনা করিলে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ চিরকালই এক কথা বলেন, যে, এইরূপ আচরণে তাঁহাদের ধর্ম্মে আঘাত লাগে। প্রধানতঃ এই কারণে অনেকের প্রকৃত ইতিহাসের তথ্য বাহির করিবার জন্য প্রবৃত্তি অথবা সাহস হয় না। তাহার ফল এই যে, পৌরাণিক উপকথা অপরদেশে যাহাকে ইতিহাস বলে, এদেশে তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমরা নিজেদের ইতিহাস নিজেরা না লিখিলেও বিদেশীয়েরা সে অভাব পূরণ করিয়াছে, এবং তাহাদের অপ্রকৃত ও অনেক সময়



হিন্দুসমাজের ইতিহাস

অশ্ব ও অশোক।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের সকলের মনে কতকগুলি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার আছে, এই সংস্কারগুলি আমরা মনে করি শাস্ত্রমূলক, সেই কারণে তাহাদের সম্বন্ধে বিচার বা আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি না। আমাদের মনে এক প্রকার ধারণা আছে যে, এখন আমরা যে প্রকার হিন্দু সমাজ দেখি অথবা যাহাকে হিন্দুসমাজ বলি তাহা চিরদিন এই ভাবে ছিল, কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি স্থূলতঃ হিন্দুসমাজ এক ভাবেই চলিয়া আসিতেছে। আজ কত দিন জগৎ স্থষ্ট হইয়াছে তাহা বলা কঠিন, তথাপি জগৎ সৃষ্টির সহিতই হিন্দুসমাজ সৃষ্ট হইয়াছে। তখন যেভাবে গঠিত হইয়াছিল এখনও এই কোটি কোটি অথবা ততোধিক বৎসর হিন্দুসমাজ সমভাবেই চলিয়া আসিতেছে। যে প্রবন্ধগুলি লিখিত হইল তাহাদিগের নাম হিন্দুসমাজের ইতিহাস ; ইতিহাস কথাটির সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এখন আমরা ইংরেজি হিষ্ট্রী শব্দের অনুবাদ করি ইতিহাস ও সেইভাবে ইতিহাস শব্দের অর্থ করি ; সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু, ইতিহাস শব্দের অন্য অর্থ। পারম্পর্য্য উপদেশ আছে যাহাতে তাহার নাম ইতিহাস, ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য হইল

উপদেশ প্রদান। এই অর্থে মহাভারত গ্রন্থকে ইতিহাস বলে, মহাভারতকে ইতিহাস ভিন্ন আখ্যান এবং উপাখ্যান ও বলে। উপদেশ দিবার নিমিত্ত উপাখ্যানের অবতরণা মহাভারতে অসংখ্য স্থানে আছে।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্, এই বলিয়া অসংখ্য উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল উপাখ্যানের সহিত যাহাতে ইংরেজিতে হিষ্ট্রী বলে, তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই প্রবন্ধগুলিতে হিষ্ট্রী অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই হিষ্ট্রী অর্থে সংস্কৃত ভাষায় সমগ্র ভারতবর্ষের অথবা সমগ্র হিন্দু-জাতির কোন ইতিহাস নাই। কোন বিশেষ রাজবংশের কিংবা কোন প্রসিদ্ধ পুরুষের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, যেমন রাজতরঙ্গিনী ও প্রতাপাদিত্য কারিকা, ঘটকদের নিকট কুলজী পাওয়া যায়, কিন্তু এ সকলকে ইতিহাস বলা যায় না। কেন হিন্দুদিগের লিখিত ইতিহাস নাই, এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করা নিরর্থক হইবে না। গ্রীক্‌দের মধ্যে থুসিডাইডিস্, হিরোডোটাস্ ছিলেন রোমানদের মধ্যে শিশিরো সীজার, প্লীনী লীভী প্রভৃতি ইতিহাস লেখক ছিলেন, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে এ জাতীয় লেখকদিগের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না ; সে বিচার করিবার এস্থান অথবা সময় নয়।

ধারাবাহিকরূপে হিন্দুদিগের ইতিহাস না থাকিলেও ইতিহাস লিখিবাব উপাদান এককালে যে কিছুই নাই তাহা বলা যায় না। যে সকল সামগ্রী আছে, তাহা সঙ্কলন করিলে অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিন্দুদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য অবগত হওয়া

যাইতে পারে। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের ইতিহাস, যাহাকে ব্রাহ্মণ্য যুগ বলা যাইতে পারে, এবং ব্রাহ্মণ্যযুগের পূর্ব্বে যাহাকে বৈদিক যুগ বলা যাইতে পারে, এই দুই যুগের হিন্দুদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে উপাদান অতি বিরল, তথাপি সেই সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া তৎকালের হিন্দুদিগের সামাজিক চিত্র প্রদর্শন করিতে অনেক পণ্ডিত এখন চেষ্টা করিতেছেন। এই দুই যুগের কথা এই প্রবন্ধ গুলিতে থাকিবে না।

পাঁচশত ষাট খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। অনেকে অনুমান করেন, যে চারিশতআশী খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে বৌদ্ধযুগের সূচনা হয়, এ কথা বলিলে বলিতে পারা যায়। এই সময়ে বৈদিকদিগের সহিত যাহাকে আমরা বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত এই প্রবন্ধগুলিতে হিন্দুযুগ বলিব— বৌদ্ধদিগের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, এই সংঘর্ষের ফল যেরূপ হইয়াছিল তাহা পরে দেখিব। খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ ২৭২ হইতে ২৩২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত অশোক ভারতবর্ষের সম্রাট্ ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের প্রতাপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, সমগ্র ভারতবর্ষ বৌদ্ধদিগের অধীন ছিল; তখন ভারতবর্ষে হিন্দু (বৈদিক) দিগের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন। বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষের অবস্থা যদি কিছু লিখিত থাকে, তাহা বোধহয় পালি ভাষায় আছে। সম্ভবতঃ সেই সব গ্রন্থে বৌদ্ধদিগেরই অবস্থার আলোচনা আছে। ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের সেই সময়ের অবস্থা বিস্তৃতভাবে বৌদ্ধ গ্রন্থে বর্ণিত হইবার কথা নহে, যাহা হউক সে সম্বন্ধে এখনও আমাদের জ্ঞান বিশেষ কিছুই নাই।

ধীরে ধীরে হিন্দুধর্ম্মের পুনরায় অভ্যুত্থান হইল, পুনরায় ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত হইল, বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মিয়াছিল, পরিপুষ্ট হইয়াছিল, বৈদিক ধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্মকে পরাজয় করিয়াছিল, হিন্দুধর্ম্ম একপ্রকার বিনষ্ট হইয়াছিল; আবার হিন্দুরা বল সঞ্চয় করে, বৌদ্ধদিগের সহিত সংগ্রাম করে, সেই সংগ্রাম ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে লোপ প্রাপ্ত হয়। এইসকল ঘটনা ঘটিতে এক সহস্র বৎসরেরও অধিক সময় লাগে। ভারতবর্ষের এই দীর্ঘকালের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই, কখন লিখিত হইবে কিনা তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। তবে এই সময়ের শেষভাগে ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহার চিত্র আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে কিছু পরিমাণে দেখিতে পাই। রামায়ণ, নলদময়ন্তী, মহাভারত ও তাহাদের পরে মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক, মৃচ্ছকটিকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে এক সময়কার ভারতবর্ষের অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এই সময়ের চিত্র মহাভারতে বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে, সেই কারণে প্রবন্ধগুলি প্রধানতঃ মহাভারত আশ্রয় করিয়া লিখিত হইয়াছে।*

আমি পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম, বৌদ্ধযুগ, বৌদ্ধ প্রভাব প্রভৃতি কথার উল্লেখ করিয়াছি, এরূপ সুবিধার নিমিত্ত করিয়াছি। সকলেই জানে, বুদ্ধদেব-প্রচলিত ধর্ম্ম অতি অল্প সময়ের মধ্যে রূপান্তর

* এই প্রবন্ধগুলিতে মহাভারত হইতে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলি বঙ্গবাসী-প্রেসে মুদ্রিত মহাভারত হইতে গৃহীত, এবং শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা বর্দ্ধমানরাজ সংস্করণ হইতে গৃহীত।

গ্রহণ করে ও বিবিধ শাখা ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। প্রত্যেক শাখা ও সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত কোথাও বা সদৃশ কোথাও বা বিরোধী হয়। ইহাদের প্রত্যেকের সহিত ও বৈদিকধর্ম্মের সংঘর্ষ হয়, তাহার ফলে দেশে অগণিত মত ও অগণিত মতাবলম্বীদিগের উৎপত্তি হয়।

দার্শনিক মত সম্বন্ধে মহাভারতে অনন্ত বিচার আছে, যথা সময়ে যে সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু প্রয়োজন, তাহার উল্লেখ করিব, কিন্তু এক সময়ে দেশের সামাজিক অবস্থা বুঝিতে মহাভারত এক প্রকার অদ্বিতীয় খনি। উহা হইতে যে সকল তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহা কেবল ঐতিহাসিক গবেষণার সামগ্রী নহে, তাহাদের সাহায্যে আমরা কিরূপে বর্ত্তমান দশায় উপস্থিত হইয়াছি তাহা সোপানক্রমে অবগত হওয়া যায়। মহাভারতে চিত্রিত অবস্থা হইতে কিরূপে আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, এই দীর্ঘকাল ব্যাপী পথ একপ্রকার স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে মহাভারত হইতে সে রহস্যের উত্তর পাওয়া যাইবে।

তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, মহাভারতে দেশের কোন সময়ের অবস্থা বর্ণিত আছে? কোন্ সময়ে মহাভারত লিখিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। ইহা একজনের রচনা নয় ও এক সময়ে অথবা একস্থানে লিখিত হয় নাই। মহাভারত মধ্যে লিখিত আছে, যে একসময়ে ইহার শ্লোক সংখ্যা চারিটি মাত্র ছিল, আর একস্থানে লিখিত হইয়াছে ষাট লক্ষ শ্লোকে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একলক্ষ লইয়া

বর্ত্তমান মহাভারত রচিত হয়। একথাগুলি হইতে বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ছিল, পরে এক সময়ে ইহা বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হয়। সমগ্র মহা-ভারত একখানি রূপক কাব্য, এবং ব্যাসদেব যাঁহাকে ইহার রচয়িতা বলে একটি কল্পিত নাম।

শৃনুধ্বমাখ্যানবর মিদমার্ষেয়মুত্তমম্।
আদি কালোদ্ভবং বিপ্রাস্তপমাধি গতং ময়া॥

১৬—৩৪৯ শান্তি।

ব্যাসদেব বলিলেন, হে বিপ্রগণ! আদি কালে সমুদ্ভূত এই ঋষি প্রণীত (মহাভারত) উত্তম আখ্যান, যাহা মদীয় তপস্যা দ্বারা অধিগত হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর।

উপরে বলিয়াছি মহাভারতকে আখ্যান, উপাখ্যান, ইতিহাস পুরাণ, কাব্য বলে। মহাভারতে অন্ততঃ চারি সহস্র নাম আছে, সকলই কল্পনা মূলক। তবে তিন ব্যক্তির নাম আছে, যাঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না, হয়ত তিনের অধিক নাম থাকিতে পারে, কিন্তু ঐ তিন নামের অধিকারী বাস্তবিক তিনজন ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। প্রথম জ্যোতিষী গার্গ, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কথা নাই, তবে তাঁহার উল্লেখ আছে। ১১১—৫৯ শান্তি ৭৭—১১৫ অনু। ১৮-৩৮ অনু।

দ্বিতীয় বেদের নিরুক্ত কর্ত্তা যাস্ক, তাহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—স্তুত্বাং মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্ক ঋষিরুদারধীঃ।

মৎপ্রসাদাদধো নষ্টং নিরুক্ত মতিজগ্মিবান্॥ ৭৩-৩৪২ শান্তি।

উদারধীশক্তিসমন্বিত যাস্ক ঋষি আমাকে শিপিবিষ্ট এই নাম দ্বারা স্তুতি করিয়া আমার প্রসাদে বেদ হরণ সময়ে পাতাল তলে অন্তর্হিত নিরুক্ত লাভ করিয়াছিলেন।

উপরে বলিয়াছি, মহাভারত একখানি রূপক কাব্য, যাস্ক সম্বন্ধে উদ্ধৃত অংশটী রূপকের একটি উদাহরণ। হয়শিরা নামের রহস্য সম্বন্ধে শীঘ্রই কিছু বলা প্রয়োজন হইবে। গর্গ অথবা গার্গ ও যাস্ক ব্যতীত আর একজনের নাম আমরা মহাভারতে পাই, তিনি হইলেন স্বনাম প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট অশোক।

"অশ্ব অসুর পৃথিবীতে প্রবল পরাক্রান্ত অপরাজিত রাজা অশোক হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন।" গর্গ ও যাস্ক ইহাঁরা কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, কিন্তু রাজা অশোক সম্বন্ধে এরূপ মতভেদের সম্ভাবনা নাই, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২৭২ হইতে ২৩২ পর্য্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, এ সম্বন্ধে ভিন্নমত নাই। তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারি, যাহাকে আমরা এখন মহাভারত বলি তাহা ঐ সময়ের পরে রচিত বা সঙ্কলিত। মহাভারত যে বৌদ্ধ যুগের পরে লিখিত তাহার প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে অনেক স্থানে আছে। আমরা মঠ, বিহার, ক্ষপণক, শ্রমণ, কাপালিক প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই, মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাগুলির সময়ে রাজগৃহ মগধে ছিল, মগধ বৌদ্ধ ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ, তখন মগধের রাজা ছিলেন জরাসন্ধ। মহাভারতে সৌগত মত

ও তাহার খণ্ডনের বিচার দেখিতে পাই, সুগত হইল বুদ্ধ দেবের নাম ; আমরা দেখিতে পাই যবনাঃ সুরাঃ সর্ব্বজ্ঞাশ্চ, এই সর্ব্বজ্ঞ শব্দের দুই অর্থ আছে, এক অর্থ পণ্ডিত, দ্বিতীয় অর্থ বৌদ্ধ, বুদ্ধদেবের একনাম সর্ব্বজ্ঞ। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এসকল অংশ প্রক্ষিপ্ত, সেকথা লইয়া আমাদের বাদানুবাদ করিবার প্রয়োজন নাই। স্থূলকথা ভারতবর্ষের এক সময়ের চিত্র, আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই ; প্রথমে চিত্রটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্, পরে সময় লইয়া বিচারের কথা।

যস্ত্বশ্ব ইতি বিখ্যাতঃ শ্রীমান্ যস্ত মহাসুরঃ॥ ১৩
অশোকো নাম রাজাভূন্মহাবীর্য্যোঽ পরাজিতঃ।
তস্মাদ বরজো যস্ত রাজন্নশ্বপতিঃ স্মৃতঃ॥ ১৪—৬৭ আদি।

শ্রীমান্ মহাসুর অশ্ব অশোক নামে মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় নরপতি হইয়া জন্মিল। অশ্বের অনুজ দৈত্য অশ্বপতি।

অসুর অশ্ব রাজা অশোক হইয়া পৃথিবীতে জন্মিলেন। পৃথিবী পাপভারে পীড়িতা হইয়াছিলেন, সেই পাপের ভার হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য দেব ও দানবগণ মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবেন স্থির করিলেন, স্বয়ং নারায়ণ ও মনুষ্য রূপে জন্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। মহাভারতে আদিপর্ব্বে ৬৭ অধ্যায়ে দেবাসুরদিগের পৃথিবীতে অবতরণ বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে দেওয়া আছে।

অশ্ব অসুর অপরাজিত রাজা অশোক হইয়া জন্মিলেন, এ অশ্ব অসুর কে ? উপরে বলিয়াছি, মহাভারত একখানি রূপক কাব্য, ইহার একাধিক অর্থ আছে, এক সহজ অর্থ, দ্বিতীয় গূঢ় অর্থ ;

কথার খেলায় এবং ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে এই গূঢ় অর্থ রক্ষিত হইয়াছে। অশ্ব অসুর তাহার একটি উদাহরণ; শ্ব অর্থে কল্য, কল্য বলিলে ভবিষ্যৎ আসে, ভবিষ্যৎ হইতে পরলোক আসে। এই এক অর্থ হইতে অর্থান্তর গ্রহণ উপলক্ষণ—প্রভৃতি যে কারণেই হউক, কেবল সংস্কৃত ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে, পুরাতন ইজিপ্ট বাসীদিগের মধ্যেও এই-রূপ ছিল। তাহাদের মধ্যে অক্ষরের ব্যবহার ছিল না, তাহারা অক্ষরের পরিবর্ত্তে কোন পশুপক্ষী অথবা সামগ্রীর চিত্র আঁকিত; সেই চিত্রের প্রথমে একটি অর্থ করিত, সেই অর্থ হইতে নানা প্রকার অর্থ কল্পনা করিয়া লইত।

যেমন একটি অণ্ডের চিহ্ন দেওয়া হইল। তাহার এক অর্থ হইল অণ্ড, তাহা হইতে আর এক অর্থ হইল, যে সকল প্রাণী অণ্ড প্রসব করে, তাহা হইতে আর এক অর্থ হইল জাতি, বংশ। সেইরূপ সংস্কৃত ভাষায়, কালশব্দ অর্থে সময়, তাহা হইতে অর্থ হইল মৃত্যু। তবে ইজিপ্সান্দিগের মধ্যে একটি চিত্র হইতে অর্থ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় একটি শব্দের অর্থ হইতে তাহার রূপ অনেক সময় কল্পিত হয়। মহাভারতে মৃত্যুর একাধিক রূপ কল্পিত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় কোন এক শব্দ লইয়া এক অর্থ হইতে সেই শব্দ অপর অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি পাখী তাহার পুত্রদিগকে বলিতেছে, তোমরা ঋষি পুত্র, এক এক বর্ণ করিয়া সমগ্র বেদ পাঠ করিয়াছ, এস্থানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে,

পাখী কথাটি দ্বিজ কথার খেলা, দ্বিজ অর্থে পাখীও হয়, ব্রাহ্মণও হয়। এখন অশ্ব শব্দ দেখা যাক্। শ্ব অর্থে পরলোক হইলে অশ্ব শব্দের অর্থ হয় যাহার পরলোক নাই, অথবা যাহার পরলোকে বিশ্বাস নাই। আস্তিক্য শব্দের অর্থ পার-লোকিকী বুদ্ধি, আস্তিক্যং পারলোকিকী বুদ্ধিঃ, তাহার বিপরীত হইল নাস্তিক্যং অর্থাৎ যাহার পারলোকিকী বুদ্ধি নাই। তাহা হইলে অশোক সম্রাটের জন্ম বৃত্তান্ত এই হইল যে, নাস্তিকতা রাজা অশোক হইয়া পৃথিবীতে জন্মিলেন। এখানে বলা উচিত যে, তাঁহার সঙ্গে দ্বাপর যুগ শকুনি হইয়া জন্মিল ও কলির অংশে দুর্য্যোধন জন্মিল।

অশ্ব শব্দের প্রয়োগ মহাভারতে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সকল স্থানেই ঐ শব্দ হইতে অবৈদিকতার ইঙ্গিত আসে। এক সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুর মধ্যে কিরূপ ভাব ছিল তাহা দুই একটি উদাহরণ হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম হইয়াছে অবিদ্যা বৃক্ষ, অর্থাৎ "শ্ব স্থাস্যতি বা নবা" সংসার বৃক্ষ। সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নাম হইয়াছে আবার বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেব ইহার তলে বসিয়া ধ্যান করিতেন। অপরপক্ষে বিষ্ণু বটপত্রে শয়ান ছিলেন, বটগাছের নাম হইয়াছে দেবদ্রুম যেমন অশ্বত্থ বৃক্ষের সহিত বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধ, সেইরূপ বট বৃক্ষের সহিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধ। হিন্দুরা অশ্বত্থ বৃক্ষকে অবিদ্যা বৃক্ষ নাম দিয়াছেন, এবং নিজেদের দেবতা যে বৃক্ষের পত্রে শয়ান ছিলেন, তাহার নাম দেবদ্রুম দিয়াছেন।

এইরূপ ব্যাঘ্র শব্দের সহিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধ ও সিংহ

শব্দের সহিত বৌদ্ধদিগের সম্বন্ধ, একথা পরে দেখিব। অশ্ব শব্দের সহিত নাস্তিকতা এবং অবৈদিকতার কিরূপ সম্পর্ক তাহার গোটাকতক উদাহরণ দিতেছি। অশ্বগ্রীব দানবকে শ্রীকৃষ্ণ বধ করেন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব অশ্ব চক্রকে বধ করেন। উপরে কথিত অশ্বগ্রীব দৈত্য বেদ অপহরণ করে, তাহার আর এক নাম হয়গ্রীব। মগধে একজন রাজার নাম ছিল অশ্ব কেতু; কেতু অর্থে চিহ্ন ও ধ্বজ, অর্থাৎ নাস্তিকতার ধ্বজ। মদ্র দেশে মহাভারতে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা হইতে দেখা যায়, যে বৈদিক ধর্ম্ম সে দেশ হইতে এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল; সেই দেশের রাজার নাম অশ্বপতি অর্থাৎ অবৈদিকতার পালন কর্ত্তা। দনু হইতে দানবেরা উৎপন্ন হয়, পরে দেখিব অবৈদিকদিগকে দানব বলিত। অশ্বশঙ্কু, অশ্ব, অশ্বগ্রীব, অশ্বপতি, অশ্বশিরা ইহারা হইল দনুর পুত্রগণ। ২২-২৬ আদি। হয় শব্দ অশ্ব শব্দের রূপান্তর ও এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বেদ অপহরণকারী অসুরের নাম হয়গ্রীব বা অশ্বগ্রীব; হৈহয় বলিয়া এক শ্রেণী ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরশুরাম এই হৈহয় ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করেন। এই হৈহয় ক্ষত্রিয়দিগের নামান্তর বীতহব্য অর্থাৎ যাহারা হব্যকর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বৌদ্ধগণ চিরদিনই যজ্ঞ বিরোধী ছিলেন। আমরা এই প্রকারে একজনের নাম বীতহোত্র দেখিতে পাই, হৈহয়গণের বংশধরগণ এখনও বাঙ্গালা দেশে ও ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানে আছেন, ইঁহাদের কথা পরে বলিব।

অশ্ব শব্দের নিগূঢ় অর্থের উদাহরণ অশ্বত্থামা শব্দ হইতে

সুন্দর রূপে পাওয়া যায়। পুরাণ মতে অশ্বত্থামা জন্মিবা মাত্র অশ্বের ন্যায় থামন অর্থাৎ রব করেন এবং সেই কারণে তাঁহার নাম অশ্বত্থামা রাখা হয়। পৌরাণিক অবগুণ্ঠন মোচন করিলে বর্ণিত অশ্বত্থামা চরিতের পশ্চাতে সে সময়ের ভারতবর্ষের একটি সুন্দর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সে চিত্রটি পরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তবে অশ্বত্থামা যে স্থানে মহাভারতের ক্রীড়া-মঞ্চ হইতে অন্তর্হিত হয়, কেবল সেই দৃশ্যটির এই স্থানে উল্লেখ করিব। অশ্বত্থামা অভিমন্যুর বিধবা পত্নী উত্তরার গর্ভে ইষিকা অস্ত্র নিক্ষেপ করেন, তাহার ফলে উত্তরার গর্ভস্থ ভ্রূণ পরীক্ষিৎ নষ্ট হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পুনঃর্জ্জীবিত করেন। অশ্বত্থামার এই আচরণে তাহার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় ও সেই যুদ্ধে তাহার পরাজয় হয়। অশ্বত্থামা চিরজীবি বলিয়া তাহার প্রাণনাশ হইল না, কিন্তু তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, সেই মণি দ্রৌপদীর কথায় পাণ্ডবেরা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন ও যুধিষ্ঠির তাহা নিজ মস্তকে ধারণ করেন। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে যে অভিশাপ দেন তাহা উল্লেখ করিবার বিশেষ উপযুক্ত। দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিতাড়িত হইবার চিত্র শ্রীকৃষ্ণের শাপ হইতে সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রীনিবর্ষসহস্রানি চরিষ্যসি মহীমিমাম্।
অপ্রাপ্নুবন্ ক্বচিৎ কাঞ্চিৎ সংবিদং জাতু কেন চিৎ॥

১০—১৬ সৌপ্তিক।

নির্জ্জনান সহায়স্ত্বং দেশান্‌প্রবিচরিষ্যসি ॥
ভবিত্রী ন হি তে ক্ষুদ্র জনমধ্যেষু সংস্থিতিঃ। ১১
পূয শোণিত গন্ধী চ দুর্গকান্তার সংশয়ঃ।
বিচরিষ্যসি পাপাত্মন্ সর্ব্বব্যাধি সমন্বিতঃ ॥

১২—১৬ সৌপ্তিক।

তুমি (অশ্বত্থামা) কখন কাহারও সহিত কোনরূপ কথোপ-কথন করিতে না পাইয়া তিন সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, সহায় শূন্য হইয়া নির্জ্জন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকিবে। রে ক্ষুদ্র! জন সমাজ মধ্যে তোমার বসতি হইবে না, রে পাপাত্মন্। তুমি পূয শোণিত গন্ধ এবং সমস্ত ব্যাধি সমন্বিত হইয়া দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করত বিচরণ করিবে।

উপরের সব কথা গুলি বুঝিতে হইলে বলা প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বলিতেছেন তুমি পূয ও শোণিত দুর্গন্ধী হইবে। ইহার এক অর্থ তুমি ঘৃণার পাত্র হইবে, কিন্তু ইহার আর এক অর্থ আছে; বেদের এক নাম সুরভি, বেদব্যাসের মাতার নাম পদ্মগন্ধা, যোজনগন্ধা। সুরভি শব্দের বিপরীত অর্থ হইল দুর্গন্ধ অর্থাৎ অশ্বত্থামা অবৈদিক মত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে বিচরণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে আরও শাপ দিলেন যে, তুমি সর্ব্ব ব্যাধির আস্পদ হইবে। সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞানতাকে মৃত্যু বলে, ব্যাধি অজ্ঞানতার নিকট সম্পর্কীয়া। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবৈদিকতার ও অজ্ঞানতার রূপধারণ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হইয়া তিন সহস্র

বর্ষ জগৎ মধ্যে প্রচলিত থাকিবে। ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ বাণীর এইরূপ অদ্ভুত উদাহরণ কোথাও নাই।

এখানে একটি কথা মনে হয়, যে ভূভাগে আমরা বাস করি, সেই মহাপ্রদেশকে এশিয়া বলে। অনেকে মনে করেন যে অশ্ব শব্দ হইতে এই এশিয়া শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আমারও তাহাই বিশ্বাস, আমাদের দেশ ভিন্ন এশিয়া মহা প্রদেশে সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ ধর্ম্ম কোন না কোন রূপে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, কেবল আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। বর্ষ শব্দের অর্থ "নিবাস স্থানম্" এবং ভারত ও ভারতী উভয় এক শব্দ, যেমন নগরও নগরী, দধীচ ও দধীচি। ভারতী শব্দে বাণী, সরস্বতী, বেদ বুঝায়। তাহা হইলে ভারতবর্ষ শব্দের অর্থ হয় বেদের নিবাস স্থান ও তদ্ভিন্ন মহাপ্রদেশের নাম হইল অশ্ব যাহাকে আমরা এশিয়া বলি।

বুদ্ধদেব প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ ধর্ম্ম কতদিন এদেশে প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না। তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পর হইতেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপান্তর আরম্ভ হয়, এবং বৌদ্ধগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। অন্ততঃ সহস্র বৎসর লইয়া এই সকল মত ও সম্প্রদায়ের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধ হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশে অগণিত সঙ্কর মত ও অগণিত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। এক সহস্র বৎসর দেশ মধ্যে ধর্ম্ম বিপ্লব, সমাজ বিপ্লব ও রাষ্ট্র বিপ্লব চলিয়াছিল, একথা গুলি সহজে আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, কারণ এরূপ উদাহরণ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই, একদেশে অবিচ্ছিন্ন

এক সহস্র বৎসর গৃহ বিবাদ কোন দেশে হয় নাই। এক সময়ে এই দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, বেদ সেই ধর্ম্মের মূল। বৌদ্ধদিগের সহিত বিরোধের ফলে, সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম দেশ হইতে এক প্রকার লোপ পাইল, তাহার পরিবর্ত্তে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল। যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবল ছিল, তখন দেশের সমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মে বর্ণ বিভাগ নাই, সেই ধর্ম্মের প্রচলন সময়ে বর্ণ বিভাগের লোপ হইল। চতুরাশ্রমও হিন্দু সমাজনীতির ফল, সে সকলও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সহিত লোপ পাইল। দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৌদ্ধ সমাজ নীতি ও বৌদ্ধ রাজনীতি প্রবর্ত্তিত হইল। এস্থলে বলা উচিত কথাগুলি সাধারণভাবে সত্য, এই অবস্থা কত দিন থাকিল বলা যায় না। এই সহস্রবর্ষব্যাপী গৃহ বিবাদের ইতিহাস বোধ হয় কখন লিখিত হইবে না, কিন্তু ইহা কিরূপ নৃশংস আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার ইঙ্গিত সময় সময় পাওয়া যায়।

পিতা বা যদি বা ভ্রাতা পুত্রো বা যদি বা সুহৃদ্।

অর্থস্য বিঘ্নস্য কুর্ব্বানা হন্তব্যা ভূতি মিচ্ছতা॥ ৪৭—১৪০ শান্তি।

পিতা, ভ্রাতা, পুত্র অথবা সুহৃৎ জন যদি মোক্ষের বিঘ্ন করে, তবে ধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তির তাহাদিগকে বিনষ্ট করা বিধেয়। অর্থ শব্দের তাৎপর্য্য মোক্ষ, যেমন সিদ্ধার্থ। মহাভারতে আমরা এই দীর্ঘকালব্যাপী গৃহ যুদ্ধের শেষ অংশের চিত্রের আবছায়া মাত্র দেখিতে পাই, তথাপি যাহা দেখি তাহা হিন্দু সমাজের ধ্বংসের চিত্র। দেশে তখন অনেকাংশে রাজা ও প্রজা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তখনও দেশে অধিকাংশ

লোক সনাতন বৌদ্ধধর্ম্ম অথবা বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্ম অনুসরণ করিত, কিন্তু তাহাদের কোনপ্রকার বর্ণনা বা উল্লেখ অন্ততঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু সমাজের অবস্থা সে সময়ে কি প্রকার ছিল, সে ছবি পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং হস্তিনাপুরের রাজা দুর্য্যোধন নিজের পরিচয় দিতেছেন, যে তিনি ক্ষত্রবন্ধু। ক্ষত্রবন্ধু শব্দের অর্থ যিনি নামে ক্ষত্রিয়, যাহাতে ক্ষত্রিয়ের অপর কোন গুণ নাই তাহাকেই ক্ষত্রবন্ধু বলে। এইপ্রকার অর্থে ব্রহ্মবন্ধু শব্দ ব্যবহৃত হয়, অশ্বত্থামাকে ব্রহ্মবন্ধু বলিত। মহাভারতে ধ্বংসের চিত্রের সহিত আর এক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, নষ্ট ব্রাহ্মণ্য সমাজ পুনর্ব্বার গঠিত হইবার চেষ্টা হইতেছে, মহাভারত পাঠকালে তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, সে কথা পরে দেখিব।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হয়। এই দুই ঘটনার সহিত একটি গভীর প্রশ্ন জড়িত আছে। ফ্রান্স দেশে এক সময়ে ইউরোপের সকল দেশের ন্যায় রোমান্ কাথলিক্ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সংস্কার চেষ্টা হয়, ফ্রান্স দেশে ইউরোপের অপরাপর দেশের ন্যায় এই সংস্কৃত সম্প্রদায় গঠিত হয়। পুরাতন কাথলিক ও নব প্রবর্ত্তিত প্রোটেষ্টাণ্ট উভয় দলের মধ্যে বিরোধ হয় ও তুমুল সংগ্রাম হয়; তাহার ফলে প্রোটেষ্টাণ্ট দল কতক নষ্ট হয়, কতক ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হয় ও কতক বা কাথলিক্ ধর্ম্ম অবলম্বন করে, ফ্রান্স দেশে কেবল মুষ্টিমাত্র প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী লোক রহিল।

এইরূপ অবস্থা কেবল ফ্রান্সদেশে নহে, ইউরোপে অল্পবিস্তর অনেক দেশেই ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ড হইতে যুদ্ধের ফলে রোমান্ কাথলিক ধর্ম্ম বিতাড়িত হয়, আবার যুদ্ধের ফলে অষ্ট্রীয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রোটেষ্টেণ্ট্ ধর্ম্ম বিতাড়িত হয়; ইউরোপে যে যে দেশে রোমান্ কাথলিক ও প্রোটেষ্টেণ্টদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ হয়, একমাত্র যুদ্ধদ্বারা সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে দলের জয় হয়, সেই দল দেশমধ্যে রহিল, অপর দল, হয় দেশ হইতে বিতাড়িত হইল, না হয় হীন ও নির্য্যাতিত ভাবে সেই দেশে অবস্থান করিতে লগিল। ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিরোধের ইতিহাস স্বতন্ত্র। ইউরোপে ধর্ম্ম লইয়া বিবাদ একশত বৎসর মাত্র চলিয়াছিল, আমাদের দেশে এক সহস্র বর্ষের অধিক এ বিবাদ চলে। যখন শঙ্করাচার্য্য পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিতে দিগ্বিজয়ে নির্গত হন, তখন রাজা সুধন্বা তাঁহার সহিত একদল সৈন্য দিয়াছিলেন। সে হইল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর কথা, অশোক সম্রাটের সময় হইতে প্রায় ।ক সহস্র বর্ষের পরে অবস্থিত।

উপরে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই ।খিতে পাওয়া যায় যে, এই ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধ সময়ে সময়ে অতিশয় নৃশংসরূপ ধারণ করিত। কিন্তু গুটিকতক কথা স্মরণ ।াখিতে হইবে, বুদ্ধদেবের সময় হইতে শঙ্করাচার্য্যের সময় ।র্য্যন্ত বার তের শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল। কোন গৃহ- দ্ধ এক দেশে বার তের শত বৎসর অনবরত চলিতে পারে

দ্বিতীয়তঃ মনে রাখিতে হইবে যে, প্রধানতঃ দার্শনিক মতভেদ

২

লইয়া ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিরোধ হয়। বার তের শত বৎসরে অসংখ্য সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, সেই সকল সম্প্রদায়মধ্যে বৌদ্ধ ও বৈদিক ভাব উভয় লক্ষিত হইত। অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর বল প্রয়োগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত করা হিন্দুদিগের কখন অভ্যাস নাই। হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ শিক্ষা ও মর্ম্ম তাহাতে হিন্দু ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মের অস্তিত্ব হিন্দুরা স্বীকার করে না; তাহাদের চক্ষে সকলেই হিন্দু, কেহবা সংস্কৃত, কেহবা অসংস্কৃত অবস্থায় আছে। বৌদ্ধদিগের সহিত সংগ্রামের ফলে হিন্দুদিগের যে এক কালে উচ্ছেদ হইবে অথবা কোন প্রকার বলপ্রয়োগ-ফলে হিন্দুধর্ম্ম দেশ হইতে লোপ পাইবে তাহার সম্ভাবনা ছিল না। এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিরোধের শেষ অংশে বিভিন্ন সম্প্রদায়সকলের মধ্যে শান্তিস্থাপনের চেষ্টার লক্ষণ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। একটা সামঞ্জস্য করা, মিট্‌মাট্ করা, এই ইচ্ছা অনেক সম্প্রদায় মধ্যে দেখা দিল। শেষ অবস্থায় বৌদ্ধ হওয়া অথবা হিন্দু হওয়া দার্শনিক বিচারের উপর নির্ভর করিল। একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত ও একজন বৈদিক পণ্ডিত উভয়েই পরস্পরের সহিত এই অঙ্গীকারে বিচারে প্রবৃত্ত হইত যে, একজন যদি অপরকে তর্কে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে পরাজিত পণ্ডিত বিজেতা পণ্ডিতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে। সময়ে এই বিচার-প্রবৃত্তি এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, মহাভারতে একস্থানে লিখিত আছে অনিয়ত বিচার (অতিবাদ) দ্বারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম দেশ হইতে বিতাড়িত হওয়া ও হিন্দুধর্ম্মের

অভ্যুত্থান প্রধানতঃ বিচারের ফল, যুদ্ধের নহে। এই প্রবন্ধের কথাগুলি একত্রিত করা যাক্। আমরা বর্ত্তমান কালে মহাভারত যে আকারে দেখি, তাহার অধিকাংশ বৌদ্ধ যুগের শেষভাগে লিখিত। কোন কোন অংশ তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে পারা যায়।

দ্বিতীয়, যে কল্পিত ঘটনা লইয়া মহাভারত রচিত হইয়াছে, তাহার সময় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী। কেন একথা বলিলাম তাহা পরে বুঝিবার চেষ্টা করিব। তৃতীয়, বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের বিরোধ-ফলে এক সময়ে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইয়াছিল, পরে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান হইল। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হয়, উভয় ধর্ম্মের সংঘর্ষ-ফলে দেশমধ্যে অগণিত সম্প্রদায়ের উদয় হয়। তাহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ বর্ত্তমান রূপ ধারণ করে। প্রায় বার শত বৎসর ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রদেশে এই গৃহবিবাদ চলিয়াছিল, তাহাতে পুরাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের ঘোর পরিবর্ত্তন হয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সেই পরিবর্ত্তনের ফল। যে সময়ে উভয় ধর্ম্মই এক প্রকার ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষের কি অবস্থা ছিল, সেই চিত্র মহাভারতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহাই মহাভারতের মহামূল্য।

এখন একটু রহস্যের কথা আছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে, ব্যাসদেব একটি কল্পিত নাম মাত্র, কিন্তু মহাভারত যে বেদব্যাস-কর্ত্তৃক রচিত এ সংস্কার এমন হিন্দু নাই যে তাহার মনে

দৃঢ়বদ্ধ নাই। গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে একটা প্রশ্ন মনে উদয় হয়, ব্যাসদেব কি বাঙ্গালী ছিলেন? আমরা বাঙ্গালাদেশে অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি, সে কথাগুলি কাশী, প্রয়াগ অঞ্চলে অথবা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোকেরা ব্যবহার করে না, অথচ সেই কথাগুলি মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়।

গুটিকতক উদাহরণ দিলে কথাটি পরিস্ফুট হইবে। আমরা 'কিন্তু' শব্দ ব্যবহার করি, কাশী-প্রয়াগবাসীরা সেই স্থলে 'পরন্তু' কথা ব্যবহার করে। আমরা যেভাবে 'কিন্তু' বলি মহাভারতে সেই ভাবে 'কিন্তু' শব্দ ব্যবহৃত আছে—২-৪৫ দ্রোণ, এবং ২৯-২৭৯ বন, ৩-৫ উদ্। আমরা 'বদন' শব্দ মুখ অর্থে ব্যবহার করি। পশ্চিমে 'বদন' শব্দের অর্থ দেহ, মহাভারতে মুখ অর্থে বদন শব্দ দেখিতে পাই—৩৭-৭০ দ্রোণ, ৩৪-১৬ কর্ণ ইত্যাদি।

আমাদের দেশে 'ব্যথা' অর্থে 'বেদনা' কথা সচারাচর ব্যবহার হয়, পশ্চিম দেশে 'বেদনা' শব্দের সেরূপ প্রচলন নাই। মহাভারতে ব্যথা অর্থে 'বেদনা' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়—২৬-৬১ অশ্বমেধ। আমরা বলি 'পাঁচ বৎসর পার হইয়া গিয়াছে', এই অর্থে 'পার' শব্দের পশ্চিমে প্রচলন নাই, কিন্তু মহাভারতের মধ্যে আছে—৪৬-৪৮ কর্ণ।

আমরা আনন্দে কোন বস্তু দেখিলে 'বাহবা' 'বাহবা' বলি, পশ্চিমে তাহা কেহ বলে না। কিন্তু মহাভারতে ঐ অর্থে 'বহ্ব' 'বহ্ব' শব্দ দেখিতে পাই—৪-৩৯ দ্রোণ। আমরা 'কোদাল' বলি, পশ্চিমে 'কাওড়া' বলে, মহাভারতে 'কুদ্দাল' শব্দ দেখি,

কাটিবার জন্য 'দা' বলি, মহাভারতে উহাকে 'দাত্র' বলে, নিজের দেহকে 'গা' বলি, মহাভারতে গাত্র বলে। দা ও গা বলিলে বাঙ্গলা দেশের বাহিরে কেহ বুঝিবে না, আমরা বলি 'তুমি একাজ পারিবে না', একথা বলিলে পশ্চিমে কেহ বুঝিবে না; কিন্তু ঐ অর্থে মহাভারতে 'পারিতা' শব্দ দেখিতে পাই;—৮৬—৫৬ কর্ণ। আমরা অপরাহ্নকে 'বিকাল' বলি, পশ্চিমে 'বিকাল' কথা ব্যবহৃত হয় না; কিন্তু মহাভারতে 'সায়ংকাল' (বিগতঃ কালঃ) অর্থে 'বিকাল' কথা দেখিতে পাই, ২৮—৩৭ উদ্। আমরা আরশোলাকে বলি 'তেলাপোকা', ঐ কথা পশ্চিমে কেহ বুঝিবে না, কিন্তু মহাভারতে 'তৈলপায়িক' শব্দ দেখিতে পাই। আমরা 'হে' বলিয়া সম্বোধন করি, 'হে' শব্দ বাঙ্গালার বাহিরে শুনিতে পাওয়া যায় না; মহাভারতে 'হে' বলিয়া সম্বোধন করিত;—৩০—১১৭ ভীষ্ম। কথার সাদৃশ্য ছাড়িয়া দিলে অনেক বিষয়ে মহাভারতে যে প্রকার বর্ণনা আছে সেইরূপ অবস্থা এখনও আমরা বাঙ্গালাদেশে দেখিতে পাই। বাঙ্গালীরা ভাত খায়, ভারতবর্ষের অপরাংশে গোধূম বা অন্য কোন শস্য খায়। মহাভারত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখন ভাতই শ্রেষ্ঠ আহার বলিয়া পরিগণিত হইত। যুধিষ্ঠিরের ষাট সহস্র দেহরক্ষক সৈনিকপুরুষ ছিল, তাহারা ভাত খাইত। বাঙ্গালাদেশে ঘরে ঘরে প্রতিদিনই অন্নব্যঞ্জনের কথা উঠে; ব্যঞ্জনের বাড়াবাড়ি বাঙ্গালাদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মহাভারতে পাচক "ব্যঞ্জন-কারকম্ উত্তমম্" উত্তম ব্যঞ্জন-প্রস্তুতকারী পাচক;—৭—৮ বিরাট, দেখিতে পাই।

আমরা এখনও পায়স পরমান্ন খাই, মহাভারতেও তাহাদের নাম আছে। মাছ খায় বলিয়া বিদেশে বাঙ্গালীদের নিন্দা আছে; কিন্তু মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণেরা মাছ খাইত। সরস্বতীর পুত্রের নাম সারস্বত মুনি; তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বেদ শিক্ষা দিতেন। সরস্বতী নিজপুত্রকে বলিতেছেন, 'তুমি আমার নিকট থাক, আমি তোমাকে উত্তম মৎস্য খাইতে দিব।' মাছ খাওয়ার সহিত মেধার সম্বন্ধ আছে, বোধ হয় সে সময়ের লোকও তাহা বিশ্বাস করিত। আমরা এখন ও 'ভুঞ্জতাং দীয়তাং' কথা ব্যবহার করি, মহাভারতে দেখিতে পাই ভুঞ্জতাং দীয়তে শব্দ ১৪—৬০ দ্রোণ। আমরা ধুতি চাদর পরি, তখন অন্তরীয় ও উত্তরীয় বসন পরিত;—৭—৮ দ্রোণ।

রাজসূয় যজ্ঞ হইতেছে, অন্তর্ব্বেদীতে বহু ব্রাহ্মণ বসিয়াছেন, "ঋষিগণ তৎকালে কর্ম্মাবসর প্রাপ্ত হইয়া নানাপ্রকার জল্পনা আরম্ভ করিলেন! অনেকেই তথায় 'ইহা এইরূপ হইবে না, এরূপ হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই এইরূপ, অন্যথা হইবার নহে'; পরস্পর এই প্রকার বিতণ্ডা বাদ করিতে লাগিলেন।" এদৃশ্য আজও বাঙ্গালা দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষে অন্য কোন স্থানে সেরূপ পাওয়া যায় না।

ব্যাসদেব বাঙ্গালী ছিলেন না, তাহা নিশ্চয়, কারণ ব্যাসদেব বলিয়া কখন কোন পুরুষ জন্মে নাই। তথাপি মহাভারতের ভাষার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষার সাদৃশ্য, মহাভারতের বর্ণিত আচার প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালীদের আচারের সাদৃশ্য বাঙ্গালী ইতিহাস-লেখকদিগের অনুসন্ধান করিবার সামগ্রী।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

বৈদিক ও অবৈদিক বিরোধ।

মহাভারত হইতে আমরা দেশের অবস্থার যে চিত্র পাই, তাহা পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর চিত্র। সেই সময়ে দীর্ঘকালব্যাপী বৌদ্ধদিগের সহিত সংগ্রাম ও সংঘর্ষের ফলে বৈদিক ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ যে প্রকার আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল ও যে প্রকার আঘাতের ফলে পুরাতন ধর্ম্ম ও সমাজ নষ্টপ্রায় হইয়াছিল, সেই চিত্র মহাভারত গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। দেশ হইতে বেদ প্রায় লোপ পাইয়াছিল, ব্যাসদেব নিজ পুত্র শুকদেবকে বলিতেছেন—

দৃশ্যন্তে ন চ দৃশ্যন্তে বেদাঃ কলিযুগেঽখিলাঃ।

৬৮—২৩১ অঃ শান্তি।

কলিযুগে সমস্ত বেদ পাওয়া যায় না, ক্বচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কথা নানাভাবে মহাভারতে নানাস্থানে আছে।

তত্র বেদেষু নষ্টেষু মুনেরঙ্গিরসঃ সুতঃ।
ঋষীণামুত্তরীয়েষু স্বপবিষ্টো যথাসুখম্॥

৪৭—৮৫ অঃ বন।

মুনিদিগের বেদসকল বিস্মৃতি-প্রযুক্ত নষ্ট হইলে অঙ্গিরা মুনির পুত্র তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমুপস্থিত করাইলেন। উত্তরীয় বস্ত্রোপরি যথাসুখে উপবেশনপূর্ব্বক যথান্যায়ে ও সম্যক্‌রূপে ওঙ্কার উচ্চারণ করাতে সেই সকল ঋষিদিগের মধ্যে যিনি যাহা পূর্ব্বে অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমুপস্থিত হইল।

নষ্টা বেদশ্রুতির্যথা। ১২—১৪৮ অঃ বন।

বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্ম চৈব ননাশ হ। ২১—৫৯ শান্তি।

নরলোকে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে বেদসকল নষ্ট হইল।

প্রণষ্টঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ সদাচারেণ মোহিতঃ।

২০—২৬১ শান্তি।

কোন অংশে বিরুদ্ধ সদাচার-দ্বারা মোহিত শাশ্বত বৈদিক ধর্ম্ম অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে—

বেদা ধর্ম্মাশ্চ নোচ্ছেদং গচ্ছেয়ুঃ সুরসত্তমাঃ।

৪—৮৫ অঃ অনু।

হে সুরসত্তম-সকল! বেদ ও ধর্ম্ম সমুদয় উচ্ছেদপ্রাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে আমি পূর্ব্বেই বিধান করিয়াছি।

এইসকল কথা হইতে দেশে বেদের লোপ ও বৈদিক ধর্ম্মের উচ্ছেদ এই উভয়ই দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ গ্রন্থে আবার দেশ-মধ্যে বেদ-উদ্ধার ও বেদ-প্রচার এই উভয়েরই উল্লেখ আছে।

স্তুত্বা মাং শিপিবিষ্টেতি যাস্কঋষিরুদারধীঃ।
মৎপ্রসাদাদধোনষ্টং নিরুক্তমভিজগ্মিবান্॥

৭৩—৩৪২ অঃ শান্তি।

উদার ধীশক্তি-সমন্বিত যাস্ক ঋষি আমাকে শিপিবিষ্ট এই নাম-দ্বারা স্তুতি করিয়া আমার প্রসাদে বেদাহরণ-সময়ে পাতাল-তলে অন্তর্হিত নিরুক্ত লাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাসদেব শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, সমগ্রবেদ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। একথার বোধহয় বিশেষ অর্থ আছে। ব্রাহ্মণমাত্রেই কোন না কোন বেদের এক এক শাখা ধারণ করিতেন; তিনি সেই শাখা

নিজে অধ্যয়ন করিতেন ও শিষ্যগণকে অধ্যাপন করিতেন। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বোধ হয় বেদ রক্ষিত ছিল। মনে হয় পূর্ব্বে স্থানে স্থানে সমগ্র বেদ সংগৃহীত থাকিত, তাহাদেরই লোপের কথা ব্যাসদেব বলিয়াছেন। বেদপাঠও বোধ হয় লোপ পাইবার পথে বসিয়াছিল, আমরা বেদের বাচনিক মানসিক প্রভৃতি নানাপ্রকার জন্মের কথা দেখিতে পাই; আরও দেখিতে পাই বেদের পুনঃ অভ্যুত্থান-ফলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা আসিয়া যে স্থানে তরুণ বেদাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন সেই স্থানে বেদ শিক্ষা করিতেন, কবি লিখিয়াছেন পিতৃগণ পুত্রগণের নিকট শিক্ষালাভ করিত। পূর্ব্বে যে সারস্বত মুনির কথা বলিয়াছি তিনি এইরূপ বেদ-শিক্ষাদাতা যুবক ছিলেন।

বেদ লোপ হইবার নানা কারণ ছিল। সহস্র বৎসর ধর্ম্ম লইয়া গৃহবিবাদে কখন কখন বৈদিকেরা বৌদ্ধদের ধর্ম্মগ্রন্থ নষ্ট করিত, এবং কখন কখন বা বৌদ্ধেরা বৈদিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ধ্বংস করিত, তাহা সহজে বুঝা যায়।

এই প্রকার উদাহরণ আমরা পরেও ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখিতে পাই। কিন্তু বেদ লোপ হইবার অন্যপ্রকার যথেষ্ট কারণ মহাভারতে লিখিত আছে।

ব্রহ্মণশ্চ প্রণাশেন ধর্ম্মো ব্যনশদীশ্বর।
ততঃ স্ম সমতাং যাতা মর্ত্ত্যৈস্ত্রিভুবনেশ্বর॥

২৫—৫৯ অঃ শান্তি।

দেবগণ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—

হে ত্রিভুবননাথ ব্রহ্মন্! বেদসকল বিলুপ্ত হওয়ায় যজ্ঞাদি

ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলও নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং আমরা এক্ষণে সেই মর্ত্ত্যবাসী মানবগণের তুল্যই হইয়াছি।

বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্ম চৈব ননাশ হ।
নাশাচ্চ ব্রহ্মণো রাজন্ ধর্ম্মো নাশমথাগমৎ॥

২১—৫৯ অঃ শান্তি।

নরলোকে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে বেদসকল নষ্ট হইল, সুতরাং যজ্ঞাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মসকলও লুপ্ত হইল।

বেদ লইয়া তখন বিভিন্ন বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ বিবাদ চলিতেছিল, তাহার গুটিকতক উদাহরণ দিতেছি। বেদবিরোধীরা বলিতেছেন ঃ—

আম্নায়বচনং সত্যমিত্যয়ং লোকসংগ্রহঃ।

৯—২৫৯ অঃ শান্তি।

"বেদবাক্যসকল সত্য ইহা লোক-রঞ্জন মাত্র"। কেহই বেদের নিগূঢ় অর্থ অবগত নহে।

ন বেদানাং বেদিতা কশ্চিদস্তি। ৫২—৪৩ অঃ উদ্।

বেদসকলের নিগূঢ় মর্ম্মজ্ঞ কেহই নাই।

বেদসকল শাশ্বত নহে, তাহাদের আদিও আছে অন্তও আছে।

ঋচামাদি স্তথা সাম্নাং যজুষামাদিরুচ্যতে।
অন্তশ্চাদিমতাং দৃষ্টো ন ত্বাদি র্ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

১৮—২০৬ শান্তি।

ঋক্, যজুঃ ও সাম সকলের আদি কথিত আছে এবং যাহাদিগের আদি কথিত আছে, তাহাদিগের অন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রহ্মের আদি কেহই স্মরণ করেন নাই।

বেদের মর্ম্ম অন্ধভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে না।

সর্ব্ববেদেষু বা স্নানং সর্ব্বভূতেষু চার্জ্জবম্।
উভে এতে সমে স্যাতামার্জ্জবং বা বিশিষ্যতে॥

বেদ পাঠ সমাপন করিবার অপেক্ষা সরলতা শ্রেষ্ঠ। "একটি সত্য চতুর্ব্বেদ অপেক্ষা গুরুতর।" প্রতি যুগেতেই বেদের গুরুত্বে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

ত্রেতাদৌ কেবলা বেদা যজ্ঞা বর্ণাশ্রমা স্তথা।
সংরোধাদায়ুষস্ত্বেতে ব্যস্যন্তে দ্বাপরে যুগে॥ ১৪
দ্বাপরে বিপ্লবং যান্তি বেদাঃ কলিযুগে তথা।
দৃশ্যন্তে নাপি দৃশ্যন্তে কলেরন্তে পুনঃ কিল॥ ১৫

২৩৭ অঃ, শান্তি।

সত্য ও ত্রেতা যুগে বেদসকল, যজ্ঞসমুদয় ও বর্ণাশ্রম-নিচয় সম্পূর্ণ ছিল; দ্বাপর যুগে মানবগণের পরমায়ুর অল্পতা-নিবন্ধন বেদাদি সমুদয় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। দ্বাপর এবং কলিযুগে বেদসমুদয় বিপ্লব প্রাপ্ত হইতেছে; দ্বাপরে বেদসকল দৃষ্ট হইত, কলিযুগে তাহা দৃষ্টিগোচর হইবে না।

পুনরস্য প্রমাণং হি নির্দ্দিষ্টং শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
বেদবাদাশ্চানুযুগং হ্রসন্তীতীহ নঃ শ্রুতম্॥

৭—২৫৯ শান্তি।

ধর্ম্মকোবিদ ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা শুনিয়াছি যুগে যুগে বেদসকলের হ্রাস হইয়া যাইতেছে।

সময়ের পরিবর্ত্তন অনুসারে বেদসকলও যুগে যুগে হ্রাস হয়।

মানবের মন অথবা বেদসকল পরমাত্মা-পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না।

যতো ন বেদা মনসা সহৈনমনুপ্রবিশন্তি ততোঽথ মৌনম্।
যত্রোত্থিতো বেদশব্দ স্তথায়ং স তন্ময়ত্বেন বিভাতি রাজন্॥

২—৪৩ অঃ উদ্।

হে রাজন্! যেহেতু এই পরমাত্মাতে মন ও বেদসমস্ত অনুপ্রবেশ করিতে পারে না, এই নিমিত্ত ইহার নাম মৌন; যাহাতে প্রণবরূপ বেদশব্দ এবং 'ইনি' অর্থাৎ জীবাত্মা-রূপ লৌকিক শব্দ স্বভাবত উত্থিত হইয়াছে, তিনি তন্ময় রূপেই প্রকাশমান হন, অর্থাৎ যে-পদ বাক্য-মনের অগোচর তাহা প্রাপ্ত হওয়াই মৌনের প্রয়োজন।

কেবলমাত্র বেদপাঠ করিলে, কিংবা তপস্যা করিলে কিংবা ব্রাহ্মণ হইলে কেহ পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারে না।

২৬০ অঃ শান্তি।

বেদসকল বলে 'কর্ম্ম কর এবং কর্ম্ম করিওনা' ইহার মধ্যে সত্য কি?

তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্ম্মানিমান্ সর্ব্বান্নাভিমানাৎ সমাচরেৎ॥

৭৪—২ অঃ বন।

কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কর্ম্ম ত্যক্তব্য এই উভয়প্রকার বেদবাক্য আছে, এই হেতু এই সমস্ত ধর্ম্ম অভিমানশূন্য হইয়া আচরণ করিবে।

মোক্ষের নিমিত্ত বেদসকল নিষ্প্রয়োজন।

অনাশ্রিতা দানপুণ্যং বেদপুণ্যমনাশ্রিতাঃ।
রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্তা বিচরন্তীহ মোক্ষিণঃ॥

৫৩—৩৬ অঃ উদ্।

মোক্ষপথাবলম্বী মানবগণ দানজন্য পুণ্য কি বেদোক্ত পুণ্য আশ্রয় না করিয়া শুদ্ধ রাগ-দ্বেষ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াই সংসারে বিচরণ করেন।

বেদমধ্যে মতভেদ আছে।

কে বা স্বিদিহ ধর্ম্মানামনুষ্ঠেয়তমো মতঃ।
ব্যাহতামিব পশ্যামো ধর্ম্মস্য বিবিধাং গতিম্॥

১—৪৯ অঃ অশ্বমেধ।

ঋষিগণ কহিলেন—হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মসকলের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয়? যেহেতু আমরা ধর্ম্মের বিবিধ গতিকে ব্যাহতরূপ দেখিতেছি।

বেদ হইতে প্রমাণ প্রদান করা কঠিন।

প্রমাণমপ্রমাণং বৈ যঃ কুর্য্যাদবুধো জনঃ।
ন স প্রমাণতামর্হেৎ বিবাদজননোহি সঃ॥

২৫—১৬২ অঃ অনু।

যে অজ্ঞান মানব অপ্রমাণকে প্রমাণ করে, তাহা কদাচ প্রমাণ হয় না, কেবল বিবাদজনক হইয়া থাকে।

বেদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করা দোষাবহ; সময়গুণে বেদও ঘৃণার পাত্র হয়।

পুনরস্ত প্রমাণং হি নির্দ্দিষ্টং শাস্ত্রকোবিদৈঃ।
বেদবাদাশ্চানুযুগং হ্রসন্তীতীহ নঃ শ্রুতম্॥

ধর্ম্মকোবিদ ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা শুনিয়াছি যুগে যুগে বেদসকলের হ্রাস হইয়া যাইতেছে; অতএব কালভেদে বেদেও যখন ধর্ম্মের অন্যথা দেখা যায়, তখন সেই অনবস্থিত বেদবাক্য অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে।

বেদসকল ছলপূর্ণ।

ক্ষিতিং বা দেবলোকং বা গম্যতাং যদি রোচতে।
অপ্রমাদশ্চ বঃ কার্য্যো ব্রহ্ম হি প্রচুরচ্ছলম্॥

৬—৩২৮ অঃ শান্তি।

যদি তোমার বাঞ্ছা হইয়া থাকে, তবে ভূর্লোক অথবা দেবলোক যেথানে ইচ্ছা হয় গমন কর, তোমরা সাবধান হইয়া থাকিবে; বেদে বহু ছল আছে, প্রমত্ত হইয়া যেন বিস্মৃত হইও না।

অপরপক্ষে বৈদিকেরা বলিতেন:—

অনেকেই বেদপাঠ সমাপন করে, কিন্তু ইহার মধ্যে কি সত্য আছে তাহা দেখিতে পায় না।

বেদবাদানতিক্রম্য শাস্ত্রাণ্যারণ্যকানি চ।
বিপাট্য কদলীস্তম্ভং সারং দদৃশিরে ন তে॥ ১৭—১৯ শান্তি।

অনেক পণ্ডিত সারাসার দর্শনেচ্ছায় শাস্ত্রসকলের অনুসারী হইয়া "সার ইহাতে আছে না কি ইহাতে আছে?" এইরূপ বিতর্ককরত কালহরণ করেন; কিন্তু যেরূপ কদলীবৃক্ষ বিপাটিত করিলে কিছুমাত্র সার দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ তাঁহারাও বেদ ও

আরণ্যক প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র আলোড়ন করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র সার নিরীক্ষণে সমর্থ হন না।

অপ্রামাণ্যং চ বেদানাং শাস্ত্রানাং চাভিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র তদ্বৈ নাশনমাত্মনঃ॥

১৯—৭৯ শান্তি।

বেদবাক্যের অপ্রামাণ্য শাস্ত্রসকলের লঙ্ঘন ও সর্ব্বত্র অব্যবস্থা করিলে তদ্দ্বারা আত্মার নাশ হইয়া থাকে।

প্রমাণাদ্ধি নিবৃত্তো হি বেদশাস্ত্রার্থনিন্দকঃ।
কামলোভাতিগো মূঢ়ো নরকং প্রতিপদ্যতে॥

১৯—৩১ অঃ বন।

প্রমাণের অবমন্তা, বেদশাস্ত্রার্থনিন্দক, কামলোভাভিভূত সেই মূঢ় ব্যক্তি নরকে গমন করে।

শ্রীঃ সুখস্যেহ সংবাসঃ সা চাপি পরিপন্থিনী।
ব্রাহ্মী সুদুর্ল্লভা শ্রীর্হি প্রজ্ঞাহীনেন ক্ষত্রিয়॥ ৪৫—৪২ উদ্।

হে ক্ষত্রিয়! ইহলোকে ধন, অভিজন, ও ঐশ্বর্য্যাদিরূপ লক্ষ্মী, মানসরূপ সুখের অবস্থান বটেন, কিন্তু তিনি পরলোকের প্রতিবন্ধকভূতা, যেহেতু ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণযোগ্যা বেদময়ী লক্ষ্মী প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তির দুর্ল্লভা, অপ্রাজ্ঞ লোকেরা কদাচ বেদ-রহস্য প্রাপ্ত হইতে পারে না।

বেদমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞোহমিতি মন্যতে। ৪৪—৪৩ অঃ উদ্।

হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্মলাভ অতিশয় দুর্ঘট, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মে অবস্থিত হইয়াছে এমন লোক অতি বিরল। সেই অদ্বয়ানন্দ বেদ্য পুরুষকে না জানিয়াই লোকে আপনাকে প্রাজ্ঞ বলিয়া মনে করে।

বেদসকল ছলকারীকে উদ্ধার করিতে পারে না।

নৈনং ছন্দাংসি বৃজিনাত্তারয়ন্তি মায়াবিনং মায়য়া বর্ত্তমানম্।
নীড়ং শকুন্তাইব জাতপক্ষাশ্ছন্দাংস্যেনং প্রজহত্যন্তকালে॥

৪২—৩৫ অঃ, উদ্।

বেদ সমস্ত ছলজীবী মায়াবী ব্যক্তিকে কখন পাপ হইতে উত্তীর্ণ করেন না, পক্ষ উদ্গত হইলে পক্ষীরা যেমন কুলায় ত্যাগ করিয়া যায়, সেইরূপ শ্রুতিসকলও অন্তকালে মায়াবীকে পরিত্যাগ করেন।

অতিচ্ছন্দাতিবাদাভ্যাং স্ময়োঽয়ং সমুপাগতঃ।
অসত্যং বেদবচনং কস্মাদ্বেদোঽনৃতং বদেৎ॥

৯—১২০ অঃ অনু।

ব্যাস বলিলেন সমুদ্রশোষণসদৃশ অত্যন্ত অশক্য বিষয় অতিচ্ছন্দ ও অতিবাদ দ্বারা এই বিস্ময় সম্যক্‌রূপে উপাগত হইয়াছে, বেদবচন সত্য নহে ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হয়? বেদ কি নিমিত্ত অনৃত বলিবেন?

একস্য বেদস্যাজ্ঞানাদ্বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ।
সত্যস্যৈকস্য রাজেন্দ্র সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ॥

৪৩—৪৩ অঃ উদ্।

সনৎসুজাত কহিলেন—ব্রহ্মই একমাত্র বেদ্য ও সত্য, সেই সত্যের অজ্ঞানহেতুক বহুসংখ্যক বেদ অর্থাৎ উপাস্যসকল কল্পিত হইয়াছে;—হে রাজেন্দ্র! ব্রহ্ম লাভ অতিশয় দুর্ঘট।

প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি যো ধর্ম্মমভিশঙ্কতে।
ধ্যায়ন্ স কৃপণঃ পাপো ন লোকান্ প্রতিপদ্যতে॥

১৮—৩১ অঃ বন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; সেই পাপশীল দীন ব্যক্তিকে চিন্তান্বিত হইতে হয়, তাহার নিমিত্ত কোন লোকই থাকে না।

বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু।
দেবেষু পিতৃধর্ম্মেষু সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ॥

১০৫—৩১২ অঃ বন।

বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেব, পিতৃ, ধর্ম্ম সমুদায়ে যে মিথ্যা-বুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই নরকে গমন করে।

জ্যোতিঃ সর্ব্বস্য লোকস্য বিপুলং প্রতিপদ্যতে।
নত্বেব গমনং রাজন্ হেতুতা গমনং তথা॥
অগ্রাহ্যমনিবদ্ধং চ বাচা সম্পরিবর্জ্জয়েৎ॥

৯—১৬২ অঃ অনু।

হেতুসকলের অন্ত লাভ করিলে বিপুল উত্তম জ্ঞান জ্যোতিঃ সকল লোকের অন্তঃকরণে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। রাজন্! হেতুসকলের জ্ঞান কদাচ জ্ঞান নহে, অগ্রাহ্য ও অনিবদ্ধ বিষয় পরিবর্জ্জন করিবে।

ন বেদানাং পরিভবান্ন শাঠ্যেন ন মায়য়া।
কশ্চিন্মহদবাপ্নোতি মা তেঽভূদ্বুদ্ধিরীদৃশী॥

১০—৭৯ অঃ শান্তি।

ভীষ্ম কহিলেন,—বেদবাক্যে অবজ্ঞা, শঠতা ও মায়া দ্বারা কেহ কখন পরমপদ প্রাপ্ত হয় না, অতএব তোমার যেন এরূপ বুদ্ধি না হয়।

যস্তু বেদপ্রসূতাত্মা সধর্ম্মো গুণদর্শনঃ।
ধর্ম্মপ্রত্যয় উদ্দিষ্টো যথা ধর্ম্মং কৃতাত্মভিঃ॥

৫৪—১২১ অঃ শান্তি।

বেদপ্রসূত ধর্ম্মই গুণদর্শী, কৃতাত্মা মুনিগণকর্ত্তৃক ধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মপ্রত্যয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ।
ন ধর্ম্মাৎ পরমো লাভ স্তপো নানশনাৎ পরম্॥

৬৫—১০৬ অঃ অনু।

বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, মাতার সমান গুরু নাই, ধর্ম্ম অপেক্ষা পরম লাভ আর কিছুই নাই, অনশন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম তপস্যা আর কিছুই নাই।

ঊর্দ্ধ্বঞ্চৈব ত্রয়ী বিদ্যা সা ভূতান্ ভাবয়ত্যুত। ৭—৮৯ অঃ শান্তি।

বেদবিদ্যা প্রাণিগণকে ঊর্দ্ধ্বগামী করিয়া থাকে।

তপস্বিনো ধৃতিমন্তঃ শ্রুতিবিজ্ঞানচক্ষুষঃ।
সর্ব্বমার্ষং হি মন্যন্তে ব্যাহৃতং বিদিতাত্মনঃ॥

১০—২৬৭ অঃ শান্তি।

সন্তোষ-সমন্বিত শ্রুতিবলে বিজ্ঞানদর্শী তপস্বিগণ ঋষিপ্রকটিত বেদবাক্যসমুদয়কে নিত্য বিজ্ঞানময় পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া মনে করেন, অতএব বেদবাক্যের একটিমাত্র অক্ষরকে অপ্রমাণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

শ্রিয়া বিহীনৈরলসৈঃ পণ্ডিতৈঃ সম্প্রবর্ত্তিতম্।
বেদবাদাপরিজ্ঞানং সত্যাভাসমিবানৃতম্॥

১৭—২৬৮ অঃ শান্তি।

বেদবাক্যের যাহাতে সম্যক্ রূপে জ্ঞান হয় না, তাহা সত্যের ন্যায় আভাসমান মিথ্যা ধর্ম্ম; বিদ্যাবিহীন অলস পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক সেই মিথ্যা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

অকুজনেন বা মোক্ষং নানুকূজেৎ কথঞ্চন। ৬০—৬৯ অঃ কর্ণ।

(যাহারা তর্কদ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া কদাচিৎ ধর্ম্ম ইচ্ছা করে) যদি কোন কথা না বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তবে কোনক্রমে বাক্যালাপ করিবে না।

সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ॥

৯৬—৭৪ অঃ, আদি।

যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, তদ্রূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও ভীত হয়, ইহাতে আস্তিক ব্যক্তি যে উদ্বিগ্ন হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

বিধর্ম্মিনং ধর্ম্মবিদ্ভিঃ প্রোক্তং তেষাং বিষোপমম্।

৩৩—১৯৬ অঃ দ্রোণ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ধর্ম্মজ্ঞগণ বিধর্ম্মীকে বিষতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

আমি নমুনার নিমিত্ত গুটিকতক মাত্র উদাহরণ দিলাম। সমগ্র মহাভারত হইতে বৈদিক ও অবৈদিকদিগের মধ্যে, যে বিবাদ চলিতে ছিল, তাহার অগণিত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাদভিন্ন আর এক লক্ষণ দেখা যায়, তাহা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিবার চেষ্টা। এ চেষ্টার কথা পরে দেখা যাইবে।

উপরে অবৈদিক শব্দ আমি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি, পূর্ণ অবৈদিক ও আংশিক অবৈদিক কত সম্প্রদায় যে এক সহস্র বৎসর বিবাদের ফলে দেখা দিয়াছিল, তাহা কখন নিরূপিত হইবে না। এপ্রকার গুটিকতক সম্প্রদয়ের নাম দিলাম।

লোকায়ত, তার্কিক, নিশ্চিতবাদী, মীমাংসক, ঔপনিষদী, শূন্যবাদী, যোগাচারী, উড়ুলোমা, পরমাণুবাদী, একজীববাদী নানাজীববাদী, হেতুবাদী, বিজ্ঞানবাদী, হঠবাদী, দেহ-আত্মবাদী, স্বভাববাদী, বৃহৎবাদী, একবেদী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী, অনূচ, জ্যোতির্ব্বিদ, ভূতচিন্তক, প্রকৃতবাদী, বেদবাদী, আর্হত-মতাবলম্বী, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী, অমুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী, সমাপ্তবেদ সন্ন্যাসী, অসমাপ্তবেদ সন্ন্যাসী, নির্ণয়বাদী, প্রত্যক্ষবাদী, পরলোক-বাদী, যাস্কমতাবলম্বী, গৌতমমতাবলম্বী, বৃহস্পতিমতাবলম্বী, বৈখানস ঋষি, ভার্গব-মতাবলম্বী, পাশুপতমতাবলম্বী, যজ্ঞসমর্থনকারী, যজ্ঞবিরোধী, কাপালিক, কাহাদিগকেও বা শাস্ত্র দস্যু বলিত, কাহাদিগকে বা বিদ্যাবণিক্ বলিত, এতদ্ভিন্ন অনেক জৈন ও ম্লেচ্ছ মত-অনুসরণকারী ছিলেন।

আমরা ম্লেচ্ছাচার্য্য শব্দ দেখিতে পাই। এতদ্ভিন্ন বৈদিক হেতুবাদী, কথক, বৃথাতার্কিক, প্রত্যক্ষজ্ঞানী, দিগম্বর প্রভৃতি আরও অনেক শ্রেণীর উল্লেখ আছে।

কথিত সম্প্রদায়গুলির কি মত ছিল, বৈদিকদিগের সহিত কি লইয়া পার্থক্য ছিল আমরা জানি না।

সে সম্বন্ধে এত দূর সময়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আছে কেহ বিশ্বাস করিবে না। তবে দুটি সম্প্রদায় যাহাদের নাম

উপরে লিখিত হয় নাই, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল ইহাদের কথা স্বতন্ত্র। বর্ত্তমান হিন্দুদিগের মনের গঠন, এমন কি হিন্দুজাতির ইতিহাস বুঝিতে হইলে এই দুই সম্প্রদায়ের মতসম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম তাহা বেদের কথা, সম্প্রদায়ের কথা ও দার্শনিক মত লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-গঠনের কথা। দেশের সাধারণ লোকের তখন কি অবস্থা ছিল, তাহা জানিতে সকলের ইচ্ছা হয়। বহুশত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও বৈদিক ধর্ম্ম এককালে দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। বৈদিক মত, সাঙ্খ্য মত, পাতঞ্জল মত, এই তিন মত লইয়া ভারতবর্ষে এক সময়ে ঘোর বিরোধের সূত্রপাত হয়, প্রধানত দার্শনিক মতভেদ লইয়া এই বিবাদ আরম্ভ হয়। দার্শনিকবিচারে এস্থলে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, তবে এই বিবাদের ফলে হিন্দুদিগের মনের গঠন ও তাহার সহিত হিন্দুজাতির ইতিহাস এক নূতন আকারে পরিণত হয়, তাহার ফল এখনও আমরা সম্পূর্ণ ভাবে ভুগিতেছি। আমাদের সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাস বুঝিতে হইলে বৈদিক, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল মতাবলম্বীদিগের বিবাদ ও সমন্বয় সম্বন্ধে কিছু বুঝা নিতান্ত প্রয়োজন।

বৈদিক পন্থা, প্রথম স্তরে অন্ততঃ, কর্ম্মমূলক। কর্ম্ম দুই প্রকার, ইষ্ট, যাহাকে যজ্ঞ বলে, এবং আপূর্ত্ত অর্থাৎ পর-হিতকর কর্ম্ম, যেমন কূপবাপী-খননাদি। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাস আশ্রমে অধিকার নাই, প্রথম তিন আশ্রমে অধিকার আছে। বৈশ্যের বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমে অধিকার নাই, কেবল দুই আশ্রমে অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণই দ্বিজ, এই তিন বর্ণের বেদ-পাঠে অধিকার আছে, সেই কারণে তিন বর্ণকে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম প্রবেশ করিতে হইত। শূদ্রের বেদপাঠে অধিকার ছিল না, তাহার পক্ষে কেবল গার্হস্থ্য-আশ্রম নির্দ্দিষ্ট ছিল প্রথম আশ্রমে দ্বিজগণ বিদ্যাশিক্ষা করিত, দ্বিতীয় আশ্রমে সকলেই গৃহস্থ হইত।

ব্রাহ্মণ্য-সমাজ-অন্তর্গত সকলেরই কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই কর্ত্তব্যগুলিকে ঋণ বলিত। ঋণের সংখ্যা তিনটি ছিল, দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ।

নিবাপেন পিতরো বিদ্যাভ্যাসশ্রবণধারণেন ঋষয়ঃ।
অপত্যোৎপাদনেন প্রজাপতিরিতি ॥ ১৩—১৯১ অঃ শান্তি।

গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞক্রিয়াদ্বারা দেবগণ, পিতৃতর্পণদ্বারা পিতৃগণ, বিদ্যাভ্যাস, শ্রবণ ও ধারণ দ্বারা ঋষিগণ এবং অপত্যোৎপাদন দ্বারা প্রজাপতি প্রীত হন।

পুত্র-উৎপাদনদ্বারা পিতৃ-ঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেব-ঋণ, জ্ঞানদান-দ্বারা ঋষি-ঋণ পরিশোধ হইত; এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থলে নৃ-ঋণ এবং অপরাপর ঋণেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতিথিসেবাদ্বারা নৃ-ঋণ-পরিশোধ হইত।

গৃহস্থ-আশ্রম আনন্দ ও উপভোগের স্থান ছিল, বিবাহ কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। মাল্য ধারণ করিবে,

সুন্দর বসন পরিধান করিবে, সুগন্ধ তৈল মর্দ্দন করিবে, নৃত্যগীত উপভোগ করিবে, সুস্বাদু পানীয় আহার করিবে, নিজে অভিলষিত বস্তু উপভোগ করিবে।

অপি চাত্র মাল্যাভরণবস্ত্রাভ্যঙ্গনিত্যোপভোগনৃত্যগীতবাদিত্র-
শ্রুতিসুখনয়নাভিরামদর্শনানাং প্রাপ্তির্ভক্ষ্যভোজ্য-
লেহ্যপেয়চোষ্যাণামভ্যবহার্য্যানাং বিবিধানামুপভোগঃ
স্ববিহারসন্তোষঃ কামসুখাবাপ্তিরিতি ॥ ১৬
ত্রিবর্গগুণনির্ব্বৃত্তির্যস্য নিত্যং গৃহাশ্রমে।
স সুখান্যনুভূয়েহ শিষ্টানাং গতিমাপ্নুয়াৎ॥ ১৭
উঞ্ছবৃত্তি গৃহস্থো যঃ স্বধর্ম্মাচরণে রতঃ।
ত্যক্তকামসুখারম্ভঃ স্বর্গস্তস্য ন দুর্লভঃ॥ ১৮—১৯১ অঃ শান্তি।

তবে সংসার যখন অসার বলিয়া জ্ঞান হইবে তখন ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারেন।

যখন সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখ অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন, তখনই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তৃতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। কোন আশ্রম লঙ্ঘন করিয়া অপর আশ্রমে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল।

যে ধর্ম্মমেব প্রথমং চরন্তি ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যজন্তে তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ॥

৯১—১৮৩ অঃ বন।

যে নৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখান্ ন ভোগাংস্তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ॥

৯২—১৮৩ অঃ, বন।

যাহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ করে, পরে ধর্ম্মদ্বারাই যথাকালে ধনসঞ্চয়পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ সাধন করে তাহাদিগের ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখভোগ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা, দান ও সন্তান-প্রজননে যত্নবান্ না হয় এবং ঐহিক সুখোপভোগও না করে, তাহাদিগের ইহ-পর উভয় লোকেই সুখকর হয় না।

গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া পরিগণিত হইত। এই হইল ইহ কালের কথা। পরকাল-সম্বন্ধে অন্ততঃ যাঁহারা কর্ম্মমার্গ অনুসরণ করেন তাঁহারা ক্রমমুক্তিবাদী ছিলেন। ইহ জন্মে সৎকর্ম্ম করিলে তাহার পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, স্বর্গ শব্দের এক অর্থ সুখ, সুকৃতির পরিণাম-ফলে স্বর্গবাসও পরিমিত হয়। সুকৃতিক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্ম হয়। দুষ্কৃতিফলে এইরূপ নরকভোগ ও পুনর্জ্জন্ম হয়। এই স্বর্গ ও নরক ভোগ সম্বন্ধে একটু কথা আছে।

কর্ম্মমার্গের পর জ্ঞানমার্গ, তাহার সহিত এখন আমাদের প্রয়োজন নাই। তিনটি স্থূল কথা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রথম বৈদিক মার্গ হইল কর্ম্ম মার্গ, দ্বিতীয় বৈদিক পন্থা হইল ক্রমমুক্তি, তৃতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজ, যাহাকে বৈদিক সমাজ চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম সমাজ বলিত। উপরে বলিয়াছি গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া পরিগণিত হইত।

সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল মতাবলম্বীদিগের শিক্ষা ও আচরণ সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন। উভয় সম্প্রদায়ই সদ্যমুক্তি বিশ্বাস করেন, ও যাহাতে মনুষ্যের এই সদ্যমুক্তি হয় তাহারই

উপায় ইঁহারা নির্দ্ধারণ করেন। সাঙ্খ্যেরা বেদ ও শাস্ত্রের উপর নিজেদের মত স্থাপিত করেন। পাতঞ্জল-মতাবলম্বীরা বেদ-বিরোধী নহেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, বেদপাঠ বা বৈদিক আচরণ নিষ্প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে সুখ নাই, ইহা দুঃখ-ভোগের স্থান, যে জন্মিয়াছে ও যতদিন জীবিত থাকিবে তাহাকে কেবলমাত্র দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। যাহাকে সুখ বলা যায় তাহা ক্ষণিক অথবা অনিশ্চিত; অথবা তাহা প্রকৃত সুখ নয়, মনের ভ্রান্তি মাত্র। পৃথিবী যদি কেবল মাত্র দুঃখেরই স্থান হয়, তাহা হইলে জন্মিলেই দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; যদি জন্মই দুঃখের কারণ হয়, তাহা হইলে আর জন্ম না হইলে আত্মাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। জন্ম হয় কেন? কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে; পৃথিবীর নাম কর্ম্মভূমি ও ভোগভূমি। পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে, তাহা অনিবার্য্য; সেই কর্ম্মফল এই পৃথিবীতে ভোগ করিতে হয়। জন্মিলেই কর্ম্ম করিতে হয় ও কর্ম্ম করিলেই পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যদি এই জীবনে মোক্ষলাভ হয়, তাহা হইলে পুনরায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল আর ভোগ করিতে হয় না, এবং ইহজন্মে কোনপ্রকার কর্ম্ম করিতে হয় না। সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল উভয় মতে এইপ্রকার সদ্য মুক্তি ইহজন্মেই লাভ হইতে পারে। সাঙ্খ্য-বাদীরা বলেন—যখন মনুষ্যের মনে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় তখন তাহার সদ্য মুক্তি হয়; আর প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না।

পাতঞ্জল মতাবলম্বীরা বলেন যোগমার্গদ্বারা সদ্য মুক্তি লাভ হয়, তখন মনুষ্যের পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়; "যোগিনঃ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা" সেই অবস্থা হইলে মনুষ্যের মুক্তি হয়, তাহার পুনরাবৃত্তি নাই, পুনরায় তাহাকে আর এ পৃথিবীতে আসিতে হয় না।

যদি জন্মিলে কর্ম্ম করিতে হয়, এবং কর্ম্ম করিলেই জন্মিতে হয়, তাহা হইলে যাহাতে কর্ম্ম করিতে না হয় সেইরূপ আচরণ করা বিধেয়। তাহা হইলে, জ্ঞানপন্থী ও যোগীদিগের পক্ষে কর্ম্মনাশ, কর্ম্মত্যাগ, তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রথম সোপান হইল। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ও মন, ইহাদের দ্বারাই লোকে বিষয়াসক্ত হয়, এই ইন্দ্রিয়গণকে রোধ করিতে হইবে। সাঙ্খ্যবাদী ও যোগীদিগের উদ্দেশ্যসিদ্ধির পন্থা বিভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিষয়-সম্বন্ধে একতা ছিল। সংসারে থাকিতে হইলেই কর্ম্ম করিতে হইবে, চিত্তের চঞ্চলতা জন্মিবে, প্রকৃত জ্ঞান-লাভের ও যোগাভ্যাসের অন্তরায় হইবে, অতএব সংসার পরিত্যাগ করা প্রয়োজন; সেই কারণে গৃহস্থ-আশ্রম সর্ব্বাগ্রে বর্জ্জন করিতে হইবে। সাঙ্খ্য ও যোগীদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা একত্র করিলে দেখা যায়, প্রথম, ইঁহাদের মতে সদ্য মুক্তি সম্ভব; দ্বিতীয় জ্ঞান-লাভ হইলে অথবা যোগসিদ্ধ হইলে এই সদ্য মুক্তি ঘটে; তখন পূর্ব্বজন্মকৃত সকল কর্ম্মের নাশ হয়। কর্ম্মফল ভোগ করিতে আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ইন্দ্রিয় সংযত করিতে না পারিলে জ্ঞানলাভ বা যোগসিদ্ধি সম্ভব নহে;

গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সংযম বা নাশ ইহাদের মধ্যে কোনটাই সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব যাঁহারা মোক্ষ-কামনা করেন তাঁহাদের পক্ষে সংসারপরিত্যাগ প্রথম কর্ত্তব্য। জ্ঞান-পন্থা ও যোগপন্থা উভয়ই বৈরাগ্যমূলক, ত্যাগ ও নিবৃত্তি উভয় পন্থার মূলমন্ত্র।

যোগিগণ বলেন—

যঃ স্যাদেকায়নে লীনস্তূষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্।
পূর্ব্বং পূর্ব্বং পরিত্যজ্য স তীর্ণো বন্ধনাদ্ভবেৎ॥ ১—১৯অঃ অশ্ব।
সর্ব্বমিত্রঃ সর্ব্বংসহঃ শমে রক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্যপেতভয়মন্যুশ্চ আত্মবান্ মুচ্যতে নরঃ॥ ২—ঐ
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যশ্চরেন্নিয়তঃ শুচিঃ।
অমানী নিরভিমানঃ সর্ব্বতো মুক্ত এব সঃ॥ ৩—ঐ
জীবিতং মরণং চোভে সুখদুঃখে তথৈব চ।
লাভালাভে প্রিয়দ্বেষ্যে যঃ সমঃ স চ মুচ্যতে॥ ৪—ঐ
ন কস্যচিৎ স্পৃহয়তে নাবজানাতি কিঞ্চন।
নির্দ্বন্দ্বো বীতরাগাত্মা সর্ব্বথা মুক্ত এব সঃ॥ ৫—ঐ

যে মানব পূর্ব্বতন স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সকলের একমাত্র অধিষ্ঠানভূত পরব্রহ্মে লীন হইয়া অন্য কোনপ্রকার চিন্তা না করত তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন। মনুষ্যসকলের মিত্র, সর্ব্বসহ, চিত্তনিগ্রহ-অনুরক্ত, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, যাবৎ-কাল যোগসিদ্ধ না হয় তাবৎকাল দৈন্য বা দ্বেষ-বিহীন এবং জিতচিত্ত হইলে মুক্ত হয়। যে মানব সংযত, পবিত্র,

অহঙ্কার ও অভিমান-শূন্য হইয়া সর্ব্বভূতে আত্মবৎ আচরণ করেন, তিনি সর্ব্বেতোভাবে মুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি জীবন, মরণ, সুখ-দুঃখ, লাভালাভ এবং প্রিয় ও দ্বেষ্য এই সকল সমভাব জ্ঞান করেন, তিনি মুক্ত হন। যে মনুষ্য নির্দ্বন্দ্ব ও নিঃস্পৃহ হইয়া কাহারও ধনে অভিলাষ না করে এবং কাহাকেও অবজ্ঞা না করে, সেই সর্ব্ব প্রকারে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। মনুষ্য কোনপ্রকারে শত্রুহীন, বন্ধুবিহীন, অনপত্য, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গবিহীন এবং নিরাকাঙ্ক্ষ হইলে মুক্ত হইতে পারে। পুরুষ ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য, একমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রাপক শরীরান্তক ধাতুসকলের ক্ষয়নিবন্ধন প্রশান্তচিত্ত এবং নির্দ্বন্দ্ব হইলে মুক্ত হইয়া থাকে। নিরাকাঙ্ক্ষ সন্ন্যাসী পুরুষ জগৎকে অনিত্য, অস্বস্থ, অবশ, অচৈতন্য এবং জন্ম-মৃত্যু ও জরাযুক্ত দর্শন করেন। বৈরাগ্যবুদ্ধিসম্পন্ন মানব সতত আত্মদোষদর্শী হইয়া শীঘ্রই আত্মাকে বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন। যে মানব গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস, শব্দ ও পরিগ্রহ-শূন্য অনভিজ্ঞেয় আত্মাকে দর্শন করেন তিনিই মুক্ত হন। পুরুষ পাঞ্চভৌতিক স্থূল এবং সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরবিহীন, নির্গুণ ও সত্ত্ব রজঃ তমঃ রূপে বিষয়ভোক্তা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। মনুষ্য জ্ঞানপূর্ব্বক শারীরিক ও মানসিক সঙ্কল্পসকল পরিহার করিয়া নিরিন্ধন অনলের ন্যায় ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকে। যে মানব সর্ব্বসংস্কার-নির্ম্মুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিগ্রহ করেন, তিনিই মুক্ত হন।

পুরুষ সর্ব্বপ্রকার সংস্কারবিহীন হইলে শান্ত, অচল, অক্ষয়, নিত্য, সনাতন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

তাঁহারা বলিতেন—

মুধা দানং মুধা যজ্ঞো মুধাধীতং মুধা ব্রতম্।
মুধা প্রতিগ্রহশ্চৈব মুধা ধর্ম্মো মুধা তপঃ॥

৯—৩৮ অঃ অশ্ব।

দান বৃথা, যজ্ঞ বৃথা, অধ্যয়ন বৃথা, ব্রত বৃথা, প্রতিগ্রহ বৃথা, তপঃ বৃথা।

কায়দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্ম, বাক্যদ্বারা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম, এবং মানসদ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্ম এই দশবিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে।

দম অর্থে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

৭৮—২ অঃ বন।

দমতেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অন্তর্ভূত।

১০—১৬০ অঃ শান্তি।

যোগবিৎ ব্যক্তি শ্রোত্রদ্বারা শব্দগ্রহণ, ত্বক্-দ্বারা স্পর্শজ্ঞান, চক্ষুদ্বারা রূপদর্শন ও জিহ্বাদ্বারা রসবোধ করেন না, এবং ধ্যানদ্বারা সমুদয় জ্ঞেয় বিষয় পরিত্যাগ করেন।

৫—১৯৫ অঃ শান্তি।

জ্ঞানপন্থা ও যোগপন্থা উভয়ই বৈদিক কর্ম্মপন্থার বিরোধী। সমগ্র মহাভারতে প্রায় অর্দ্ধেক অংশ এই তিন পন্থার বিচার লইয়া লিখিত। শান্তিপর্ব্বকে মহাভারতের অমৃত বলে। যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম সংবাদ-ছলে শান্তিপর্ব্ব এই প্রশ্নের বিচার লইয়া লিখিত; সংসারে থাকিব, না, সন্ন্যাসী হইব? কর্ম্ম করিব, না, কর্ম্ম পরিত্যাগ

করিব? কি করিলে মোক্ষলাভ হয়, গৃহস্থ-আশ্রমে মোক্ষলাভ সম্ভব কি না, এইজাতীয় প্রশ্ন লইয়া প্রায় তিন শত অধ্যায় লিখিত আছে। গীতাতে বৈদিক, সাঙ্খ্য ও যোগমার্গের বিচার ও সমন্বয় আছে। দার্শনিকদের চক্ষে এই সমন্বয়, সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ হইলেও হিন্দুজাতির ইতিহাসে এই সমন্বয়ে বিশেষ ফল হয় নাই। আধুনিক হিন্দুদিগের মনের গঠন বৈরাগ্যমূলক; এই বৈরাগ্যের জ্ঞান কোথা হইতে অসিল তাহা নিশ্চিত কেহ বলিতে পারে না। তবে জ্ঞান ও যোগ-পন্থীদিগের শিক্ষাতে এ ভাব দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমগ্র মহাভারত এই তিন পন্থার বিরোধের বিচার ও সমন্বয়ের নিমিত্ত কল্পিত ও রচিত হইয়াছে, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দার্শনিক বিরোধের কথা ছাড়িয়া দিলে জ্ঞান ও যোগ-বাদী-দিগের শিক্ষার ফলে যে ভাবে ও যে পরিমাণে হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তন হইয়াছে হিন্দুসমাজ-ইতিহাস-লেখকদিগের পক্ষে তাহা বিশেষ আলোচনা করিবার সামগ্রী। মহাভারত যদি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতবর্ষের চিত্র হয়, তাহা হইলে একটি কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারারম্ভ হয় ও সেই সময়ে ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের আরব দেশে জন্ম হয়। আর সেই সময়ে ভারতবর্ষে সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রচার হয়। খৃষ্টান ও মুসলমান-দিগের সহিত হিন্দুদিগের ভবিষ্যৎসম্বন্ধ এই সময়ে স্থির হয়।

চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি ও ব্রাহ্মণ।

মহাভারতে বর্ণিত সময়ে দেশে কেবলমাত্র ধর্ম্মবিপ্লব হইতে-

ছিল এমন নহে, তাহার সহিত দেশমধ্যে ঘোর সমাজবিপ্লবও চলিতেছিল। উভয় বিপ্লবের ফল আজও আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুরা সার্দ্ধ-সাতশত বৎসর পরাজিত ও বিদেশীয়গণের দাসভাবে আছে, ইহা এই ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লবের ফল। সেই কারণে এই সমাজ-বিপ্লবসম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইবে না।

মহাভারতের বর্ণিত সমাজবিপ্লব বুঝিতে হইলে স্থচনাস্বরূপ পূর্ব্বের কথা কিছু বলা আবশ্যক। আমাদের মনে হিন্দুসমাজ-সম্বন্ধে কতকগুলি সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে, একটি এই যে—জগতের উৎপত্তি হইতে হিন্দুগণ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া আছে। চতুর্ব্বর্ণ-উৎপত্তি-সম্বন্ধেও সকলের মনে আর একটি দৃঢ় সংস্কার খোদিত আছে। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণগণ, বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়গণ, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্যগণ ও পদযুগল হইতে শূদ্রগণ সৃষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্মাসৃজন্মুখে বিপ্রান্ ক্ষত্রিয়ানপি বাহুতঃ।
উরুভ্যামসৃজদ্বৈশ্যান্ পদ্ভ্যাং শূদ্রানিতি স্থিতিঃ॥

৪৩—৩২ অঃ কর্ণ।

এইরূপ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত আছে যে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুযুগল হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র-দিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদিগের মধ্যে অনেকে এই বর্ণনাটিকে রূপক বলিয়া মনে করেন। তথাপি দেশে জনসাধারণের মধ্যে একটি দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এই বর্ণনাটি রূপক নহে, একটি প্রকৃত ঘটনা এবং হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের

স্থান এই শ্লোকদ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সংস্কার এককালে ও সম্পূর্ণরূপে মন হইতে দূর না হইলে আমরা হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস কখনই জানিতে সক্ষম হইব না। শাস্ত্রকারেরা কখন মনে করেন নাই যে, তাহাদের বংশধরগণ এইপ্রকার রূপককে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিবে।

ব্রহ্মাস্যতো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রসূতাঃ
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রসূতাঃ।
নাভ্যাং বৈশ্যাঃ পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ
সর্ব্বে বর্ণা নান্যথা বেদিতব্যাঃ॥ ৯০—৩১৮ অঃ শান্তি।

ব্রহ্মার আস্য হইতে ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়সকল প্রসূত হইয়াছে, নাভি হইতে বৈশ্যসকল প্রসূত আর পাদযুগল হইতে শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এইস্থানে দেখা যায় যে বৈশ্যেরা ব্রহ্মার নাভিদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মা বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ।
পাদৌ যস্যাশ্রিতাঃ শূদ্রাস্তস্মৈ বর্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬৭—৪৭ অঃ শান্তি।
যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিঃ।
সূর্য্যশ্চক্ষু র্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ॥

৬৮—৪৭ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ যাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় যাঁহার বাহুদ্বয়, বৈশ্য যাঁহার উরুদ্বয় এবং শূদ্র যাঁহার পাদদ্বয় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, স্বর্গ যাঁহার মস্তক, অগ্নি যাঁহার আস্য, আকাশ যাঁহার নাভি, সূর্য্য যাঁহার চক্ষু, দিক্‌সকল যাঁহার শ্রোত্র এবং পৃথিবী যাঁহার চরণ সেই সমস্তলোকময় পুরুষকে নমস্কার।

এস্থলে নারায়ণকে (পরমাত্মা) লক্ষ্য করিয়া এই সকল কথা লিখিত হইয়াছে। আরও দেখা গেল যে, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি চারিবর্ণ নারায়ণের দেহে মুখ প্রভৃতি চারিভাগ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আরও দেখিতে পাওয়া গেল, নারায়ণের মস্তক, মুখ, নাভি, চক্ষু, শ্রোত্র, চরণ প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম (নারায়ণ) ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—সৃজ প্রজাঃ পুত্র সর্ব্বা মুখতঃ পাদতস্তথা ॥

২৮—৩৪৮ অঃ শান্তি।

হে পুত্র! তুমি মুখ এবং পদ হইতে সমস্ত প্রজা সৃজন কর। স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মা পরব্রহ্মের পুত্র, এবং তাঁহারই আদেশে ব্রহ্মা মুখ ও পদ হইতে প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়—

যদাসীন্মানসং জন্ম নারায়ণমুখোদ্গতম্ ॥ ১৩—৩৪৮ অঃ শান্তি।

যৎকালে নারায়ণের মুখ হইতে ব্রহ্মার মানস জন্ম হইয়াছিল, তাহা হইলে আমরা পরব্রহ্ম ও ব্রহ্মা দুইটি শব্দ পাইলাম। যখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধনকে বিশ্বরূপ দেখাইতেছেন, তখন মহাত্মা কৃষ্ণের শরীর হইতে বিদ্যুৎ আকারে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবতা-কল বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থলে রুদ্রগণ, জনিকরে লোকপালগণ এবং আস্যদেশে অগ্নি, আদিত্যগণ, ধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাসবসহ মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ, থা অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন। দুই হস্ত ইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় উৎপন্ন হইলেন।" ৫।৬।৮—১৩১ অঃ উদ্।

এস্থলে আমরা পরমাত্মার (শ্রীকৃষ্ণের) কল্পিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম; আরও দেখিলাম, কল্পনাটি একটি রূপকাকারে লিখিত

হইয়াছে। পরমাত্মার কল্পিত বিশ্বরূপ মহাভারতে নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থনাসিকেন কায়েন ভূত্বা চন্দ্রপ্রভস্তদা।
কৃত্বা হয়শিরঃ শুভ্রং বেদানামালয়ং প্রভুঃ॥ ৪৮
তস্য মূর্দ্ধা সমভবদ্দ্যোঃ সনক্ষত্রতারকা।
কেশাশ্চাস্যাভবন্ দীর্ঘা রবেরংশুসমপ্রভাঃ॥ ৪৯
কর্ণাবাকাশপাতালে ললাটং ভূতধারিণী।
গঙ্গা সরস্বতী শ্রোণ্যৌ ভ্রুবাবাস্তাং মহোদধিঃ॥

৫০—৩৪৭ অঃ শান্তি।

প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে স্থনাসিকা-সমন্বিত শরীর দ্বারা চন্দ্রপ্রভ হইয়া শুভ্রবর্ণ হয়শিরা রূপে বেদসকলের আশ্রয় হইলেন। নক্ষত্র ও তারকা-সমন্বিত আকাশমণ্ডল তাঁহার মস্তক হইল, সূর্য্যকরসমপ্রভাসম্পন্ন তদীয় কেশসমুদয় অতিশয় দীর্ঘ হইল। আকাশ ও পাতাল তাঁহার কর্ণযুগল এবং ভূতধারিণী ধরণী তাঁহার ললাট হইলেন, গঙ্গা ও সরস্বতী তাঁহার কটিদ্বয়, মহোদধি তাঁহার ভ্রূযুগল, সোম ও সূর্য্য তাঁহার নয়নদ্বয় এবং সন্ধ্যা তাঁহার নাসিকা হইল।

শ্রীকৃষ্ণ, পরব্রহ্ম, ব্রহ্মা ইঁহাদের দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যেরূপ বর্ণনা আছে, মহাদেবেরও দেহের অংশের সেই প্রকার বর্ণনা আছে। মহাদেবের মুখ হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রত্যেকেই জগৎ-সৃজন-কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমি নারায়ণ, আমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়, আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, আমি শিব, সোম ও প্রজাপতি কশ্যপ। অগ্নি আমার মুখ, ক্ষিতি আমার

চরণদ্বয়, চন্দ্র-সূর্য্য আমার নয়নযুগল, দ্যুলোক আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার শ্রোত্রযুগল, সদিক্ আকাশ আমার দেহ। আমার শক্তিদ্বারা আমার মুখ ব্রাহ্মণ, আমার ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়, আমার উরুযুগল বৈশ্য এবং আমার চরণযুগল ক্রমশঃ শূদ্র হইয়াছে। নভোমণ্ডলে যে সকল তারকারূপ দৃশ্য হয়, তাহাদিগকে আমার রোমকূপ মনে কর। সমস্ত রত্নাকর সমুদ্র ও দিক্‌সকল আমার বসন, শয়ন ও আলয় মনে কর।

১৮৯ অঃ বন।

উপরের শ্লোকগুলির ন্যায় আরও অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করা যায়। এখন বোধ হয় মনে সংশয় থাকিবে না যে, চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তিসম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে যে ধারণা আছে, তাহা কল্পনা-প্রসূত রূপক মাত্র। আর একটি মাত্র এজাতীয় কথা উদ্ধৃত করিব।

শ্রুতিতে আছে 'অগ্নিঃ আস্যাৎ অজায়ত'—পরব্রহ্মের মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিলেন। আর এক স্থানে আছে 'সর্ব্বে ব্রাহ্মণা অগ্নিসন্ততিঃ'—সকল ব্রাহ্মণই অগ্নিপুত্র। অগ্নি শব্দের অর্থ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে এক অর্থ বেদ, অথবা বৈদিক ধর্ম্ম। আর সন্ততি শব্দের অর্থ যাহা বিস্তার করে, তনু বিস্তারে। এখন কল্পনা ও রূপক পরিত্যাগ করা যাক্।

কবে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ নাই, মহাভারতে আছে। আরও লিখিত আছে যে, কল্পিত সত্যযুগে বর্ণভেদ ছিল না, আর যুগে চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত ইহাও লিখিত আছে। স্থূল কথা, এমন সময় ছিল যখন হিন্দুদিগের মধ্যে

বর্ণভেদ ছিল না, সকলেই এক বর্ণ ছিল তাহা স্বীকার করা যায়। কিরূপে বর্ণভেদ হইল সে সম্বন্ধে ভৃগুমুনি ভরদ্বাজকে বলিতেছেন—

বর্ণসকলের বিশেষ নাই, এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণময় ছিল; পরে কর্ম্মানুসারে বিবিধ বর্ণ হইয়াছে। যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ কামভোগে অনুরক্ত, তীক্ষ্ণ-স্বভাব, ক্রোধন, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিতাঙ্গ, তাহারাই ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; যাহারা গোসমুদয় হইতে জীবিকা-নির্ব্বাহকরতঃ কৃষিজীবী হইয়াছে এবং স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না সেই পীতবর্ণ ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যত্ব লাভ করিয়াছে। আর যে-সমস্ত দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যা-রত, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা পৃথক্ কৃত ব্রাহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছেন।

নানাপ্রকার বর্ণের উৎপত্তি এবং বিভাগ-সম্বন্ধে আমরা নানা স্থানে ইঙ্গিত পাই।

ব্রহ্মক্ষত্রমিদং সৃষ্টমেকযোনি স্বয়ম্ভুবা।

ব্রহ্ম ও ক্ষত্র এই উভয়ই প্রজাপতিকর্ত্তৃক একযোনি-রূপে সৃষ্ট হইয়াছে।

তস্য বরপ্রদস্য দেবদেবস্য ব্রাহ্মণাঃ প্রথমং প্রাদুর্ভূতাঃ
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষা বর্ণাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। ২১—৩৪২ অঃ শান্তি।

সেই বরপ্রদ দেবদেবের বাক্‌সংযম-কালে ব্রাহ্মণেরাই প্রথমতঃ প্রাদুর্ভূত হন এবং ব্রাহ্মণগণ হইতে অবশিষ্ট বর্ণসকল উৎপন্ন হইয়াছিল। স্থানান্তরে দেখিতে পাই—

প্রজাঃ সৃজেতি চাদিষ্টঃ পূর্ব্বং দক্ষঃ স্বয়ম্ভুবা॥ ১১—৭৭ অঃ অনু।

পুরাকালে স্বয়ম্ভু দক্ষকে প্রজা সৃজন কর, এইরূপ আদেশ করিলেন।

ব্রহ্মক্ষত্রাদয়স্তস্মান্মনো র্জাতাস্ত মানবাঃ। ১৪—৭৫ অঃ আদি।

মনু অতিশয় ধীমান্ ও ধর্ম্মাত্মা ছিলেন, তাঁহা হইতেই এই মানববংশ প্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ সেই মনু হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তাঁহারা মানব বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

ক্ষত্রং হি ব্রহ্মণো যোনি যোনি ক্ষত্রস্য বৈ দ্বিজাঃ।

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন এবং ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন।

কর্ম্মণা ক্ষত্রিয়াশ্চৈতে। ৬—১০১ অঃ উদ্।

ইঁহারা কর্ম্মদ্বারা ক্ষত্রিয়।

সংসৃষ্টা ব্রাহ্মণৈরেব ত্রিষু বর্ণেষু সৃষ্টয়ঃ। ৪২—৬০ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণগণ হইতেই তদিতর বর্ণত্রয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রজানিসর্গাদ্বিপ্রান্ বৈ ক্ষত্রিয়াঃ পূজয়ন্তি হ। ৫—৫৮ অঃ অশ্ব।

ব্রাহ্মণগণ প্রজা সৃজন করেন বলিয়া ক্ষত্রিয়েরা তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন।

উপরের উদ্ধৃত অংশগুলির যথার্থ তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু একটি কথা স্পষ্টই বুঝা যায়, এক সময়ে সকলেই ব্রাহ্মণ বা বেদে অধিকারী ছিল, পরে হিন্দুসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হয়।

চতুর্ব্বর্ণের অলৌকিক উৎপত্তি-সম্বন্ধে আমাদের মনে যে

দৃঢ় সংস্কার আছে, তাহা একেবারেও সম্পূর্ণরূপে মন হইতে দূর না করিতে পারিলে হিন্দুসমাজের প্রকৃত ইতিহাস বুঝিতে চেষ্টা করা বৃথা, সেই কারণে এস্থানে এ বিষয়টি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল।

মহাভারতের সময়ে অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দু-সমাজ কি প্রকার ছিল, তাহা মহাভারত হইতে এক প্রকার বুঝা যায়। পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধপ্রভাব, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৌদ্ধ শাসন ভারতবর্ষে প্রায় এক সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল প্রচলিত ছিল। তাহার ফলে হিন্দুসমাজের পুরাতন ভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

মহাভারতে যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বিধ্বস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ পুনঃ গঠিত হইবার চেষ্টা হইতেছে, এবং নষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইতেছে; এই সময়ে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা এক কারণে অন্ততঃ সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের বুঝা বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের তৎকালীন অবস্থা এস্থলে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সমগ্র বেদ তখন দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে, তথাপি তখনও আদর্শ ব্রাহ্মণ দেশ হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন ঃ—

বিদ্যালক্ষণসম্পন্নাঃ সর্ব্বত্রসমদর্শিনঃ।
এতে ব্রহ্মসমা রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

২—৭৬ অঃ শান্তি।

যাঁহারা বিদ্যা ও শমদমাদি লক্ষণ-সম্পন্ন এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী, সেই ব্রাহ্মণগণই ব্রহ্মতুল্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন।

তখন বেদজ্ঞ, অনৃশংস, শুচি, দান্ত, সত্যবাদী, সরলতা-সম্পন্ন, বিশুদ্ধযোনি-সম্ভূত, বিশুদ্ধকর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

১৫—৩০৯ অঃ শান্তি।

তখন অক্রোধন, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যনিরত, ইন্দ্রিয়দমনে রত, সাধু ব্রাহ্মণ দেখা যাইত। এরূপ ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহারা অভিমানী নহেন, সকলই সহ্য করেন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বিজিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বভূতহিতে রত, এবং সকলের শুভ কামনা করেন, যাঁহারা অলুব্ধ, শুচি, বেদজ্ঞ, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মনিরত।

অক্রোধনা ধর্ম্মপরাঃ সত্যনিত্যা দমে রতাঃ। ৩৩
অমানিনঃ সর্ব্বসহা দৃঢ়ার্থা বিজিতেন্দ্রিয়াঃ। ৩৪
অলুব্ধঃ শুচয়ো বৈদ্যা হ্রীমন্তঃ সত্যবাদিনঃ। ৩৫—২২ অঃ অনু।

তখনও বিদ্যাস্নাত, বেদস্নাত, ব্রতস্নাত ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাঁহারা প্রভুর আশ্রয়ে থাকিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন না, যাঁহাদিগের স্বশাখোক্ত বেদপাঠ ও তপস্যা অতিশয় গূঢ় থাকিত।

বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ন ব্যপাশ্রয়জীবিনঃ।
গূঢ়স্বাধ্যায়তপসো ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্॥ ১২—৬০ অঃ অনু।

তখনও অহিংসা, সত্য বচন, ক্ষমা ও বেদাভ্যাস এই কয়েকটি গের পরম ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

বেদবেদাঙ্গবিন্নাম সর্ব্বভূতাভয়প্রদঃ।
অহিংসা সত্যবচনং ক্ষমা চেতি বিনিশ্চিতম্॥

১৫—১১ অঃ আদি।

ব্রাহ্মণের ছয়টি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল।—

যজনং যাজনঞ্চৈব তথা দানপ্রতিগ্রহৌ।

অধ্যাপনঞ্চাধ্যয়নং ষট্‌কর্ম্মা ধর্ম্মভাগ্ দ্বিজঃ॥ ৬৮—১৪১ অঃ অনু।

যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, অধ্যয়ন—ইহাই হইল ব্রাহ্মণের ষট্ কর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে যাজন, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন এই তিনটি ছিল জীবিকা-উপার্জ্জনের উপায়। ইহ-লোকে ব্রাহ্মণের যথাবিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-ব্যতীত অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই। ৫—৩৫ অঃ অনু।

তখনও আমরা প্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই।

৪০—১৯৯ অঃ শান্তি।

এই হইল এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যাহাদিগকে তখনও দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু অন্য প্রকার ব্রাহ্মণও ছিল—

"অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ" ১০—৩০ অঃ উদ্।

অভিশপ্ত, পতিত ও দূষিত ব্রাহ্মণ। ১৭—১৯৯ অঃ বন।

বৃষলীপতি ও পানপ ব্রাহ্মণ। ১২—৩৭ অঃ উদ্।

অবেদোক্ত ব্রতচারী ব্রাহ্মণ। ২—৯২ অঃ অনু।

জন্ম-কর্ম্ম-বিহীন কদর্য্য ব্রহ্মবন্ধু (নামমাত্র ব্রাহ্মণ)

৪—৭৬ অঃ শান্তি।

নিকৃষ্ট-সেবাকারী ব্রাহ্মণ। ২৯—১৬৫ অঃ শান্তি।

অনুপযুক্ত ব্রাহ্মণ। ৪৩—৩৬ অঃ শান্তি।

তখন দেখিতে পাই শূদ্রের আশ্রয়কারী ব্রাহ্মণ। ৯—৬৩ শান্তি।

তস্কর, কদর্য্য, মদ্যপ, নিরগ্নিক, যজ্ঞহীন ব্রাহ্মণ।

৮—৭৭ অঃ শান্তি।

বাণিজ্যকারী শূদ্র-উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ। ১৭—৯০ অঃ অনু।

গায়ত্রীমাত্র-জপকারী ব্রাহ্মণ। ১২—২৮ অঃ অনু।

তখন দেখিতে পাই নষ্টশৌচ, ব্রতভ্রষ্ট, বেদবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ।

৫—৩৭ অঃ অনু।

ধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণ। ৯—১১—৬৫ অঃ শান্তি।

বিকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ। ১—৫—৭৬ অঃ শান্তি।

শূদ্রতুল্য ব্রাহ্মণ। ৪—৭৬ অঃ শান্তি।

জন্মমাত্র-দ্বারা ব্রাহ্মণ। ৭—১৭১ অঃ শান্তি।

তখনও দেখিতে পাই অন্ত্যবর্ণজ ব্রাহ্মণ। ১২—২৭ অঃ অনু।

পানপ দ্বিজ। ৪৭—৩৫ অঃ উদ্।

সূপকারের অধীন ব্রাহ্মণ। ২০—৯২ অঃ বন।

শূদ্রাপতি ব্রাহ্মণ। ৩—৬৯ অঃ দ্রোণ।

মদ্যপ মিথ্যাবাদী ব্রাহ্মণ। ৩৩—৭১ অঃ দ্রোণ।

অবৈদিক ব্রাহ্মণ। ৪৪—৪৪ অঃ কর্ণ।

তখন দেখিতে পাই ব্রহ্মবন্ধু—যাহারা নামমাত্র ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মরাক্ষস—ব্রাহ্মণরূপী রাক্ষস। ১২—৯২ অঃ অনু।

তখন বণিক্‌দিগের সহিত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দেশান্তরে যাইতেছে। ৪৪—৬৫ অঃ বন।

চতুর্ব্বর্ণ হইতে প্রতিগ্রহ করিতেছে। ১২—১৯৯ অঃ বন।

নিয়ম ছিল প্রথমে ভূপতি, পরে ভার্য্যা পরে ধন উপার্জ্জন করিবে; তখনও ব্রাহ্মণকে বৃত্তি দান করিত।

১—১৮৯ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর ও ক্ষেত্র দান করিত। ২৪—৪৯ অঃ সভা।

তখনও ব্রাহ্মণেরা সুতগণের ন্যায় পুরাণ, ইতিহাস শ্রবণ করাইত। ৩৩—৯০ অঃ অনু।

"ভিক্ষন্তে ব্রাহ্মণাইব" ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষা করিতেছে—প্রবাদের মত ছিল। ২৩—৯১ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণগণ দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা করিত। ৮—১৭—২০৫ অঃ বন।

তখন ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসক, শল্যকর্ত্তা, অবকীর্ণি-নিয়ম-ভ্রষ্ট, চৌর, ক্রূর, মদ্যপ, ভ্রূণহা, সেনাজীবী, শ্রুতিবিক্রয়ী হইত।

৪—৩৮ অঃ উদ্।

ধনসঞ্চয়-কারণ ব্রাহ্মণেরা তখন সাগরগমন করিত।

১০—১৭০ অঃ শান্তি।

আমরা দেখিতে পাই বণিগ্বৃত্তি ব্রাহ্মণ। ২৫—২৩ অঃ অনু।

তখন ব্রাহ্মণেরা গ্রামযাজক, বেদবিক্রয়ী, শূদ্রের পাচক হইত। ৭—১৯৯ অঃ বন।

ব্রাহ্মণেরা গ্রামের কর্ম্মচারী বার্দ্ধূষিক (সুদ গ্রহণকারী), গায়ক ও সর্ব্ববিক্রয়ী হইত। ৫—১২—৯০ অঃ অনু।

আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ নট নর্ত্তক ছিল। ১২—৩৩ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণের দেবপূজা, নক্ষত্রগণনা, গ্রামযাজন উপজীবিকা ছিল।

৬—৭৬ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণের পক্ষে লবণ, পক অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, মূল, ফল, শাক, রক্ত বস্ত্র, সর্ব্ব গন্ধ, গুড় অবিক্রেয় ছিল। ৪—৫—৩৮ অঃ উদ্।

বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা বৃত্তি না থাকিলে এবং ক্ষত্রিয়কর্ম্ম না করিলে কৃষি, গোরক্ষা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিত।

অজ, অগ্নি, বরুণ, মেষ, সূর্য্য, অশ্ব, পৃথিবী, অন্ন, ধেনু, যজ্ঞ ও সোম এইসকল দ্রব্যগুলি ব্রাহ্মণের কদাচ বিক্রেয় নহে।

৪—৬—৭৮ অঃ শান্তি।

তখনই গান্ধার মদ্র ও বাহিক (পাঞ্জাবের অন্তর্গত) দেশীয় ব্রাহ্মণগণ অতি পতিত অবস্থায় পড়িয়াছেন। ৮—৪৫ অঃ কর্ণ।

আমরা আদর্শ ও পতিত ব্রাহ্মণের চিত্র দেখিলাম। কিন্তু তখন এক মহা প্রশ্ন উঠিয়াছে, ব্রাহ্মণ কে? সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল-প্রভৃতি সম্প্রদায়-ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়াছেন। যোগী অর্থে ব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ) হইয়াছে।

কে প্রকৃত ব্রাহ্মণ-নামের অধিকারী এই প্রশ্নের অসংখ্য স্থলে বিচার হইতেছে। ৪—২১—২৫০ অঃ শান্তি।

৩৭—৩১ অঃ বন।

৩১—৪৭ অঃ উদ্।

বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ঘোর আপত্তি করিতেন, তাঁহারা বলিলেন

শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।

নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥ ৩—১৮৯ অঃ শান্তি।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।

বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥ ২—১৮৯ অঃ শান্তি।

সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।

তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥ ৪—১৮৯ অঃ শান্তি।

জাতকর্ম্মপ্রভৃতি সংস্কার-দ্বারা যিনি সংস্কৃত ও শুচি হইয়াছেন এবং যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রতিদিন সন্ধ্যা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা, আতিথ্য, বলি, বৈশ্বদেব, এই ষট্ কর্ম্ম করিয়া

থাকেন, শৌচ ও আচারসমন্বিত সম্যক্‌রূপে বিঘসাশী, গুরুজনের প্রিয় পাত্র, নিত্যব্রতী এবং সত্যপরায়ণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

যাঁহার সত্য, দান, অদ্রোহ, আনৃশংস্য, দয়া, লজ্জা, তপস্যা আছে তিনিই ব্রাহ্মণ (বৈদিক ব্রাহ্মণ)।

কিসে ব্রাহ্মণ হয় এসম্বন্ধে বৈদিকেরা বলিতেন—

ক্রিয়ামন্ত্রৈশ্চ সংযুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্যান্নসংশয়ঃ ॥

১৫৫—৮৩ অঃ বন।

ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্‌ ব্রাহ্মণ্যকারণম্‌। ৭—১২১ অঃ অনু।

তপস্যা, শাস্ত্র-জ্ঞান ও যোনি এই সমুদয় ব্রাহ্মণ্যের কারণ।

যিনি ক্রিয়াপ্রবর্ত্তক তিনিই ব্রাহ্মণ। ৩৩—১৬৭ অঃ শান্তি।

যিনি বেদপ্রবর্ত্তক তিনিই ব্রাহ্মণ। ৮৪—১৪৯ অঃ অনু।

কর্ম্মৈব ব্রাহ্মণ্যহেতুঃ। জাতকর্ম্মপ্রভৃতিদ্বারা ব্রাহ্মণ হয়।

প্রাঙ্‌নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।

তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা ত্বাচার্য্য উচ্যতে॥ ৩৪—১৮০ অঃ বন।

পুরুষের নাড়ী-ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম বিহিত হয়, তখন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতাই আচার্য্য।

ব্রহ্ম চৈব পরং সৃষ্টং যে ন জানন্তি তেঽদ্বিজাঃ।

১৭—১৮৮ অঃ শান্তি।

যাঁহারা বিধাতৃ-বিহিত পরম শ্রেষ্ঠ বেদে অনভিজ্ঞ তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহে।

যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ। ১১১—৩১২ অঃ বন।

যিনি অগ্নিহোত্রপর এবং দান্ত তিনিই ব্রাহ্মণ।

সন্ন্যাসিগণ এসকল কথা বলিতেন না, সাঙ্খ্যবাদীরা বলিতেন যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ তিনিই ব্রাহ্মণ।

তস্মাজ্ জ্ঞানং সর্ব্বতো মার্গিতব্যং সর্ব্বত্রস্থং চৈতদুক্তং ময়া তে।
তৎস্থো ব্রহ্মা তস্থিবাংশ্চাপরো যস্তস্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহুর্নরেন্দ্র॥

৯২—৩১৮ অঃ শান্তি।

সর্ব্ববর্ণগত জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য, ইহাই আমি তোমাকে কহিয়াছি। হে নরেন্দ্র! যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ তিনিই ব্রাহ্মণ; অতএব যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জ্ঞান অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহার নিমিত্ত এই মোক্ষশাস্ত্র নিত্যসিদ্ধ, ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। (এ স্থলে দেখিতে পাইবে যে বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ নাই, তখন বৈশ্যেরা শূদ্রসদৃশ হইয়াছে)। এ শ্লোকটী সাঙ্খ্যবাদীদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে, সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ত্রিবর্ণিকদিগের নিমিত্ত বিহিত ছিল।

সাঙ্খ্যবাদীরা বলিতেন—

ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিষ্ঠং হিতং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥ ২২—২৩৬ অঃ শান্তি।

ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে যাহার প্রতিষ্ঠা আছে, বেদশাস্ত্রে যাহার নিষ্ঠা রহিয়াছে এবং অন্য শাস্ত্রে যিনি কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন দেবতারাও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

নিত্যমজ্ঞাতচর্য্যা মে ইতি মন্যেত ব্রাহ্মণঃ।
জ্ঞাতীনান্তু বসন্মধ্যে তং বিদু র্ব্রাহ্মণং বুধাঃ॥ ৩৪—৪২ অঃ উদ্।

যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণমধ্যে বাস করিয়াও, তাহারা যেন কদাচ

আমার ধর্ম্মাচরণ জানিতে না পারেন, এইরূপ মনে করেন, সেই প্রচ্ছন্ন-তেজা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

এই শ্লোকটি বোধ হয় সাঙ্খ্যসম্প্রদায়গত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের কথা। ব্যাসদেবও স্বয়ং এইপ্রকার মত প্রকাশ করিতেছেন।

সর্ব্বান্ বেদানধীয়ীত শুশ্রূষুর্ব্রহ্মচর্য্যবান্।
ঋচো যজূংষি সামানি যো বেদ ন স বৈ দ্বিজঃ॥ ২
জ্ঞাতিবৎ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্ববিৎ সর্ব্ববেদবিৎ।
না কামো ম্রিয়তে জাতু ন তেন ন চ বৈ দ্বিজঃ॥ ৩
ইষ্টীশ্চ বিবিধাঃ প্রাপ্য ক্রতূংশ্চৈবাপ্তদক্ষিণান্।
প্রাপ্নোতি নৈব ব্রাহ্মণ্যমবিধানাৎ কথঞ্চন॥ ৪—২৫০ অঃ শান্তি।

গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারী ব্যক্তি যদি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করেন এবং ঋক্ যজু ও সাম সকল বিদিত হন, তথাপি তাঁহাকে মুখ্য ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববেদবিৎ হইয়া সর্ব্বভূতের প্রতি জ্ঞাতিবৎ ব্যবহার করেন এবং যিনি আত্মজ্ঞান-দ্বারা পরিতৃপ্ত হন, কখন যাঁহার মৃত্যু নাই, তাঁহার সদৃশ কর্ম্মদ্বারাও মুখ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না। যিনি বিবিধ ইষ্টি ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করিয়াছেন তাঁহার দয়া ও নিষ্কামতা না থাকিলে কদাচ ব্রাহ্মণ্যলাভ হইতে পারে না।

সাঙ্খ্যবাদীরা বলিতেন—

জ্ঞানং বৈ নাম প্রত্যক্ষং পরোক্ষং জায়তে তপঃ।
বিদ্যাদ্বহুপঠন্তন্তু দ্বিজং বৈ বহুপাঠিতম্॥ ৪৮—৪৩ অঃ উদ্।

জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, তপস্যা পরোক্ষ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শোক-মোহাদি নিবৃত্তি-রূপ জ্ঞানফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়, আর

কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা পরলোকে ফল প্রদান করে; সুতরাং যিনি বিস্তর অধ্যয়ন করেন তাঁহাকে বহুপাঠী ব্রাহ্মণমাত্র বলিয়াই জানিবে।

অপরে বলিতেন কুল, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ, ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণের প্রতি কারণ। ১০৭।১০৮—৩১২ অঃ বন।

যোগিগণ বলিতেন—নিগুর্ণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ।

৫২—১৪৩ অঃ অনু।

যাহাতে নিগুর্ণ নির্ম্মল ব্রহ্ম অবস্থান করেন সে-ই ব্রাহ্মণ। যোগিগণ, বোধ হয় অপরাপর সন্ন্যাসিগণও ব্রহ্মবিৎ ও ব্রাহ্মণ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিতেন। এই ব্রহ্মবিৎ শব্দ লইয়া একটু রহস্য আছে। কর্কোটক নাগকে নলরাজা অগ্নি হইতে রক্ষা করেন, সেই উপকারের বিনিময়ে কর্কোটক নলের দেহ হইতে যে প্রকারে কলি নিঃসৃত হইবে তাহার উপায় বলিয়া দিলেন এবং বলিলেন তোমার ব্রহ্মবিৎগণ হইতে কোন আশঙ্কা থাকিবে না। অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্মের যোগী অথবা অবৈদিক সন্নাসিগণ হইতে কোন ভয় থাকিবে না। অপরপক্ষে যজ্ঞত্যাগী ও কর্ম্মত্যাগী অবৈদিকেরা শ্লেষ করিয়া দ্বিজ শব্দের নূতন ব্যাখ্যা করিত।

দ্বাভ্যামবিদ্যাকর্ম্মভ্যাং জায়ত ইতি দ্বিজঃ। ৩—৫ অঃ স্ত্রী।

অর্থাৎ অবিদ্যা(অজ্ঞান)-দ্বারা ও কর্ম্মদ্বারা জাত এইকারণে দ্বিজঃ। সন্ন্যাসিগণ বলিতেন, যাহারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক তপস্যা করে তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে।

অপরে বলিতেন, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-নিবৃত্তি প্রধান।

৩—৫—৬২ অঃ শান্তি।

সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণকে পৃথিবী অবিলম্বে গ্রাস করে।

ভূমিরেতৌ নিগিরতি সর্পো বিলশয়ানিব।

রাজানং চাবিরোদ্ধারং ব্রাহ্মণং চাপ্রবাসিনম্॥ ১৫—২৩ অঃ শান্তি।

সর্প যেরূপ মূষিককে ভক্ষণ করে, সেইরূপ শমপরায়ণ নরপতি ও সংসারাসক্ত ব্রাহ্মণকে পৃথিবী অবিলম্বে গ্রাস করে। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন :—

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।

কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ॥

১০৮—৩১২ অঃ বন।

হে তাত যক্ষ! শ্রবণ করুন, কুল, বেদপাঠ বা বেদার্থের অবধারণ ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণের প্রতি কারণ, সন্দেহ নাই।

অগ্নি শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম নিশ্চিত বলা কঠিন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই অগ্নি পরিত্যাগ করিতে হইত। তখন বৈদিক ব্রাহ্মণগণও সন্ন্যাসী না হইয়া অনেকেই নিরগ্নিক হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নিহোত্রাশ্চ তথৈব চ নিরগ্নয়ঃ।

স্বাধ্যাগ্নিনো ভিক্ষবশ্চ তথৈব বনবাসিনঃ॥ ১৪—২৪ অঃ বন।

বহুসংখ্য বেদজ্ঞ, সাগ্নিক, স্বাধ্যায়রত, নিরগ্নি, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত পরিবেষ্টিত হইলেন।

সন্ন্যাসীরা দ্বিজ নাম গ্রহণ করিলেন, এই অবস্থা আজও দেখিতে পাওয়া যায়। চড়কপূজার সময় যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ

করেন তাঁহারা উপবীত ধারণ করেন, হবিষ্য করেন, ও ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালন করেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে নানা-প্রকারে ব্রাহ্মণ হইত; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ভিন্ন ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিতে পারিত। ইহারা সকলেই পরিণীতা ভার্য্যা ও ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং গৃহস্থিত অগ্নি পরিচর্য্যা করিতে পারিত। ইহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ পিতৃধনে অধিকারী হইত, তবে ক্ষেত্র-অনুসারে সম্পত্তির বিভাগ হইত। ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত পুত্র চারিভাগ পাইত, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যার গর্ভজাত পুত্র দুই ভাগ ও শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্র পৈতৃক ধনের এক ভাগের অধিকারী হইত। তদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যার গর্ভজাত সন্ততি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত; কেবল শূদ্রা-গর্ভজাত পুত্রেরা ব্রাহ্মণ হইত না।

অব্রাহ্মণং তু মন্যন্তে শূদ্রাপুত্রমনৈপুণাৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু জাতো হি ব্রাহ্মণাদ্ ব্রাহ্মণো ভবেৎ॥

১৭—৪৭ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা-গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।

এ সম্বন্ধে মহাভারতে মতভেদ আছে; ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইত, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত পুত্র ক্ষত্রিয় হইত, বৈশ্যের শূদ্রাজাত পুত্র বৈশ্য হইত। শেষ অংশ হইতে দেখা যায় তখন বৈশ্যের ও শূদ্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিলনা ও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কি ভাবে শূদ্ররক্ত প্রবেশ করিয়া-ছিল তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের

যজ্ঞস্রষ্টা এবং তাহাদের বিকারই ক্ষত্রিয়াদি কন্যা সকলের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রগণের উৎপত্তি হইয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ও সাধু, এবং ব্রাহ্মণবর্ণের জ্ঞাতি বর্ণ; কারণ একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি হয়, এবং সেই ব্রাহ্মণ হইতেই ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ও এই তিন বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৭—৬০ অঃ শান্তি।

অপর বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ হইবার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়; নানাজাতীয় লোক কার্ত্তিকের পারিষদ হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া হইয়াছেন। ৩১—২২৪ অঃ বন।

ক্ষত্রিয়েভ্যশ্চ যে জাতা ব্রাহ্মণাস্তে চ তে শ্রুতাঃ।

১৪—১৩৭ অঃ আদি।

যাঁহারা ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন; চ্যবন মুনি গাধিবংশজাত কুশিককে বর দিয়াছিলেন —তোমার বংশ ব্রাহ্মণকুলে পরিণত হইবে। ১৮—৫৬ অনু।

ঐ বংশেই বিশ্বামিত্র ও পরশুরামের জন্ম হয়।

ঋষিগণ ব্রাহ্মণ সৃজন করিতেন—

প্রজা ব্রাহ্মণসংস্কারাঃ স্বকর্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ।
ঋষিভিঃ স্বেন তপসা সৃজ্যন্তে চাপরে পরৈঃ॥

১৯—১৮৮ অঃ শান্তি।

প্রাচীন মহর্ষিগণ স্বীয় তপোবলে বেদবিহিত সংস্কার-নিরত স্বকর্ম্মে কৃতনিশ্চয় অপরাপর প্রজাগণকে সৃজন করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের কথা আমরা সকলেই অবগত আছি; বাল্মীকিও ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ও

বাল্মীকি উভয়ে চৌর ছিলেন; চৌর শব্দের অর্থ পরে দেখিব। বিশ্বামিত্রব্যতীত রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা বাতাপি ইঁহারাও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। মতঙ্গচণ্ডাল ইন্দ্রের নিকট ব্রাহ্মণ হইবার বর চাহিয়াছিল, তাহার কঠোর তপস্যা-সত্ত্বেও ইন্দ্র সে বরদান করেন নাই। পরে সে কামরূপী বিহঙ্গমত্ব (বিহঙ্গম=দ্বিজ, ব্রাহ্মণ) প্রার্থনা করে, ইন্দ্র তাহাকে বর দেন, 'তুমি ছন্দদেব নামে বিখ্যাত হইয়া স্ত্রীলোকের পূজনীয় হইবে।' ২৪—২৯ অঃ অনু।

কি করিয়া বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। পৌরাণিক গল্পটি এইরূপ।

বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জ-অধিপতি ক্ষত্রিয় গাধিবংশীয় ছিলেন। তিনি একদিন মৃগয়া করিতে করিতে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন; তথায় বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে সবৎসা কামধেনু চরিতেছিল; বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট সেই কামধেনু চাহিলেন, বশিষ্ঠ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন বিশ্বামিত্র বলপ্রকাশপূর্ব্বক নন্দিনীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন; নন্দিনী আসিয়া বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলে বশিষ্ঠ বলিলেন, 'আমি তোমাকে ত্যাগ করিব না, তুমি যদি পার থাক'।

নন্দিনী এই কথা শুনিয়া দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন ম্লেচ্ছ জাতি সৃজন করিল, তাহারা বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিল; তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন 'ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্, ব্রাহ্মণবলই বল'। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্যায় নিরত হইলেন এবং সিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। এই গল্পটির রূপান্তর আছে। রাজা বিশ্বামিত্র রাক্ষস-দমনের নিমিত্ত সসৈন্যে

নির্গত হইয়াছিলেন। যাইতে যাইতে বশিষ্ঠ-আশ্রমে প্রবেশ করেন, সেই স্থানে তাঁহার সৈনিকগণ নানাপ্রকার অত্যাচার করে, বশিষ্ঠ নিজ কামধেনু নন্দিনীকে ম্লেচ্ছসৈন্য সৃজন করিতে আদেশ করেন। নন্দিনীর সৃষ্ট ম্লেচ্ছসৈন্য কর্ত্তৃক বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণের প্রতি আক্রমণ ফলে তাঁহার সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তেজ দেখিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভের নিমিত্ত সরস্বতীর পৃথূদক তীর্থে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন, তাহার ফলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বর প্রদান করেন। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের আর এক প্রকার বর্ণনা আছে। চ্যবন ঋষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ কুশিককে বলিয়াছিলেন যে, 'তোমার পৌত্র ব্রাহ্মণ হইবে'; সেই কারণে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্রাহ্মণত্বলাভের আর এক প্রকার বর্ণনা আছে। বিশ্বামিত্র তপস্যায় রত ছিলেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন যে 'আমি ক্ষুধিত'; বিশ্বামিত্র তাঁহার নিমিত্ত চরু ও পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া আনিলেন। বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম বলিলেন, 'আমার আহার হইয়াছে, আমি যতক্ষণ না আসি তুমি অপেক্ষা কর।' একশত বৎসর পরে ধর্ম্ম আসিয়া দেখিলেন বিশ্বামিত্র অন্ন মস্তকে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ধর্ম্ম সেই অন্ন ভোজন করিয়া বলিলেন— প্রীতোঽস্মি ব্রহ্মর্ষে, হে ব্রহ্মর্ষে আমি প্রীত হইয়াছি। ধর্ম্মের এই কথায় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন। এস্থলে ধর্ম্মরূপী ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভ-সম্বন্ধে আর এক

প্রকার কাহিনী আছে। বিশ্বামিত্র যখন ক্ষত্রিয় ছিলেন তখন তিনি 'আমি ব্রাহ্মণ হইব' এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন; এবং মহাদেবের প্রসাদে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের আর একপ্রকার কারণ লিখিত আছে। তিনি দেব-পরিমাণে সহস্র বৎসর একাহার করিয়াছিলেন ও তাহার ফলে ক্ষমাগুণ উপর্জ্জন করিয়াছিলেন, এই কারণে তিনি ব্রাহ্মণ হন। বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব-লাভের আর এক প্রকার কারণ আছে। বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জে ইন্দ্রের সহিত সোম পান করেন, তাহার ফলে তিনি ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্রান্ত হন, এবং 'আমি ব্রাহ্মণ' এইরূপ প্রকাশ করেন।

বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বলাভের যে এতগুলি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। বর্ত্তমান মহাভারত একজনের লিখিত নহে, ইহা সঙ্কলন মাত্র, নানাব্যক্তির রচনা একত্র গ্রথিত হইয়াছে। আর এক কথা, লেখকগণ কখন মনে ভাবেন নাই যে ভবিষ্যতে তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের রচিত রূপকগুলিকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিবে। আর এক অর্থ হইতে পারে যে, সে সময়ে নানা উপায়ে ব্রাহ্মণ হইতে পারিত।

এস্থলে বাহুল্য-ভয়ে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলাম না। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি অর্থাৎ ৫।৬ খৃষ্টীয় শতাব্দী এবং তাহার পূর্ব্বে; সে সময়ে আরও অনেক প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইত। দেবিকা তীর্থে শ্রুত আছে ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। ১০২—৮২ অঃ বন।

বিশ্বামিত্র তীর্থে স্নান করিলে ব্রাহ্মণত্বলাভ হয়। বিশ্বামিত্র

স্বয়ং সরস্বতীর পৃথু-উদকতীর্থে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ১৩৯—৮৩ অঃ বন।

বশিষ্ঠ তীর্থে গমন করিলে সকল বর্ণই দ্বিজ হয়।

৪৮—৮৪ অঃ বন।

অবাকীর্ণ নামক দালভ্যবক মুনির তীর্থে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়; বলা বাহুল্য এ সকল তীর্থ স্নান করিবার ঘাট নহে, ইহারা জ্ঞানতীর্থ অর্থাৎ এই সকল স্থানে অবৈদিকগণ শিক্ষার ফলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিত।

আমরা দেখিতে পাই লোকে তখন বিদ্যাবলে—চরিত্র বলে—ব্রাহ্মণ হইত, যজ্ঞ করিলে ব্রাহ্মণ হইত, ব্রাহ্মণের কথায় ব্রাহ্মণ হইত—"আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিয়া—নিজেই ব্রাহ্মণ হইত।

ক্ষত্রিয়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ অবস্থা ছিল, তদনুরূপ অবস্থা ক্ষত্রিয়দিগেরও হইয়াছিল। সম্রাট্ অশোক (তৃতীয় খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে) কেবল ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এমন নহে, ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দেশ জয় করিতে সসৈন্যে নির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে সৈন্যগণ গিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ছিল, না বৌদ্ধ ছিল? যদি হিন্দু হয়, তবে তাহারা কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ছিল? সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধ নরপতি ছিলেন, এবং অন্ততঃ তাঁহার প্রথম অবস্থায় বিশেষ ব্রাহ্মণপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহার অধীনে ক্ষত্রিয়গণ বিদেশ জয় করিতে দলবদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা সহজে প্রত্যয় হয় না।

তবে এখন যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সিপাহিগণ ইংরেজের অধীনে বিদেশে যুদ্ধ করিতে যায়, তখনও যে ইহার অনুরূপ অবস্থা না ঘটিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দী আটশত বৎসর পরে স্থিত, এই দীর্ঘকালের মধ্যে পুরাতন চতুর্ব্বর্ণের ভিতর যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ, এতদিন পরেও এরূপ অবস্থায় পুরাতন ক্ষত্রিয়বর্ণ যে দেশে থাকিবে তাহাই এখন আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। তথাপি আমরা মহাভারতে আদর্শ ক্ষত্রিয়গণের চিত্র যথেষ্ট দেখিতে পাই।

যজ্ঞো বিদ্যাসমুত্থানমসন্তোষঃ শ্রিয়ং প্রতি।

দণ্ডধারণমগ্রত্বং প্রজানাং পরিপালনম্॥ ১০—২৩ অঃ শান্তি।

দ্রবিণোপার্জ্জনং ভূরি পাত্রে চ প্রতিপাদনম্॥ ১১—ঐ ।

বিদ্যা-উপার্জ্জন, উৎসাহ প্রকাশ যজ্ঞানুষ্ঠান আয়ত্ত, সম্পত্তির প্রতি অসন্তোষ, রাজদণ্ড ধারণ, উগ্রতা, প্রজাপালন, বেদজ্ঞান সমগ্র তপোনুষ্ঠান, সচ্চরিত্রতা, ধনোপার্জ্জন ও উহা উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ এই সমস্ত কর্ম্মই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। কিন্তু বীরত্ব, যুদ্ধ ও যুদ্ধে দেহত্যাগ ইহাই হইল ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণানাং যথা ধর্ম্মো দানমধ্যয়নং তপঃ।

ক্ষত্রিয়াণাং তথা কৃষ্ণ সমরে দেহপাতনম্॥ ১৪—৫৫ অঃ শান্তি।

ভীষ্ম কহিলেন—হে কৃষ্ণ! ব্রাহ্মণের যেমন দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা ধর্ম্ম, সেইরূপ ক্ষত্রিয়েরও সমরে দেহ পাতন করাই ধর্ম্ম।

ক্ষত্রিয়স্য হি সর্ব্বস্য নান্যো ধর্ম্মোঽস্তি সংযুগাৎ। ৩৫—৩৫ অঃ বন। সমস্ত ক্ষত্রিয়েরই যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য কোন ধর্ম্ম নাই।

যানি দুঃখানি সহতে ক্ষত্রিয়ো যুধি তাপিতঃ।
তেন তেন তপো ভূয় ইতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥

১৪—৯৭ অঃ শান্তি।

ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয়সকল সমরে শরাঘাতে সন্তপ্ত হইয়া যে সমস্ত দুঃখ সহ্য করেন, সেই সেই দুঃখভোগ-দ্বারাই তাঁহাদের প্রভূত তপস্যা হইয়া থাকে।

ক্ষত্রিয়স্য হি ধর্ম্মোঽয়ং হন্যাদ্ধন্যেত বা পুনঃ। ৩৮—১৯৬ অঃ দ্রোণ।

যুদ্ধস্থলে শত্রুকে বিনাশ করা, না হয় তৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হওয়া, ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম। ক্ষত্রিয়দিগের গৃহে মরণ নিন্দনীয়।

ন গৃহে মরণং তাত ক্ষত্রিয়াণাং প্রশস্যতে।
শৌটীরা নাম শৌটীর্য্যমধর্ম্মং কৃপণঞ্চ তৎ॥ ২৫—৯৭ অঃ শান্তি।

ক্ষত্রিয়দিগের গৃহমরণ প্রশস্ত নহে; যেহেতু শূরত্বাভিমানী পুরুষের শূরত্ব বিনষ্ট হইলে তাহা অত্যন্ত অধর্ম্মকর ও নিন্দাকর হইয়া থাকে। যুদ্ধে স্বর্গ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।

ন হ্যধর্ম্মোঽস্তি পাপীয়ান্ ক্ষত্রিয়স্য পলায়নাৎ।
ন যুদ্ধধর্ম্মাচ্ছ্রেয়োঽন্যঃ পন্থাঃ স্বর্গস্য কৌরবাঃ॥
অচিরেণ হতা লোকং সর্ব্বে যোধাঃ সমশ্নুত॥

৫৯—৯৩ অঃ কর্ণ।

দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যদিগকে বলিতেছেন, সংগ্রামে পলায়ন করা অপেক্ষা ক্ষত্রিয় পুরুষের অধিকতর পাপিষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই এবং যুদ্ধধর্ম্মাপেক্ষা স্বর্গের অপর শ্রেয়স্কর পন্থাও নাই; অতএব তোমরা

যুদ্ধে হত হইয়া অবিলম্বে দিব্যলোক লাভ কর। একজন ক্ষত্রিয় বলিতেছেন—

ক্ষত্রিয়োঽহং ন জানামি দেহীতি বচনং ক্বচিৎ।
প্রযচ্ছ যুদ্ধমিত্যেবংবাদিনঃ স্মো দ্বিজোত্তম॥

আমি ক্ষত্রিয় 'দেহি' "আমাকে দান কর" এই কথা কখনই জানি না, যুদ্ধ দান কর, এইরূপ কথাই আমরা বলিয়া থাকি। ক্ষত্রিয়গণ বাহুজীবী ও যুদ্ধজীবী হইলেও তাহাদের আদর্শ অতি উচ্চ ছিল।

ধর্ম্মেণ নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্ম্মণা। ১৭—৯৫ অঃ শান্তি।

ধর্ম্মদ্বারা নিধন হইলেও তাহা শ্রেয়স্কর হয়, পরন্তু পাপকর্ম্ম দ্বারা জয় হইলেও তাহা শ্রেয়স্কর হয় না। তখন ক্ষত্রিয়সভা ছিল, অক্ষত্রিয়ের মত যুদ্ধে আচরণ করিলে সেই সভায় তাহাদের বিচার হইত।

ক্ষত্রিয় শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মত আছে, এবং কাহাকে ক্ষত্রিয় বলে সে সম্বন্ধেও অনেক প্রকার বর্ণনা আছে।

ক্ষতান্নস্ত্রায়তে সর্ব্বানিত্যেবং ক্ষত্রিয়োঽভবৎ।

২—৬৭ অঃ দ্রোণ।

তিনি আমাদিগের সকলকে ক্ষত হইতে অর্থাৎ অনিষ্ট হইতে ত্রাণ করেন, সেই জন্য ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হন।

স্ববীর্য্যাদ্ যঃ পরাক্রম্য পাপ আহ্বয়তে পরান্।
অভীতঃ পূরয়ন্ বাক্যমেষ বৈ ক্ষত্রিয়ঃ পুমান্॥

৫০—১৬১ অঃ উদ্।

যে ব্যক্তি স্বীয় বীর্য্যে পরাক্রম করিয়া শত্রুসকলকে আহ্বান

করে, এবং ভয়শূন্য হইয়া নিজবাক্য পূর্ণ করে, তাহাকেই ক্ষত্রিয় পুরুষ বলা যায়। সে সময়ে ক্ষত্রিয়ের সমাজে স্থান, এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্।

নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্।

১৪—৬০ অঃ শান্তি।

যিনি নিত্য দস্যুবধে উদ্যুক্ত ও যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করেন তিনি ক্ষত্রিয়।

নাস্য কৃত্যতমং কিঞ্চিদন্যদ্দস্যুনিবর্হণাৎ।

১৭—৬০ অঃ শান্তি।

দস্যু-নিবর্হন ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই ইহাদের কর্ত্তব্যতম বলিয়া অভিহিত হয় না, এ স্থানে দস্যুদমন জন্যই ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি হইয়াছে।

তস্যাং প্রবর্ত্তমানায়াং যে স্যুস্তৎপরিপন্থিনঃ।

দস্যবস্তদ্বধায়েহ ব্রহ্মা ক্ষত্রমথাসৃজৎ॥ ৮—৮৯ অঃ শান্তি।

এই সংসারে প্রবর্ত্তমানা সেই বেদবিদ্যার প্রতি যে সমস্ত দস্যুগণ পরিপন্থী হয়, তাহাদিগের বিনাশার্থই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। পরে দেখিব চোর, তস্কর, ও দস্যু এই সকল শব্দে অবৈদিক বুঝাইত। আমরা দেখিতে পাই, ব্রাহ্মণের রক্ষক ক্ষত্রিয়।

ব্রাহ্মণান্ পরিরক্ষন্তি সংগ্রামেষ্বপলায়িনঃ।

ক্ষত্রিয়া যে স্বকর্ম্মস্থা মামকান্তরমাবিশঃ॥ ১৪—৭৭ অঃ শান্তি।

আমার রাজ্যে তাঁহারা (ক্ষত্রিয়েরা) ব্রাহ্মণ-প্রতিপালক, সংগ্রামে অপ্রতিনিবৃত্ত ও স্বকর্ম্মনিরত। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

বেদাধ্যয়নশীলানাং বিপ্রাণাং সাধুকর্ম্মণাম্।
পালনে যত্নমাতিষ্ঠ সর্ব্বলোকস্য চৈব হি। ৪০—৬৬ অঃ শান্তি।

তুমি নিয়ত বেদ-অধ্যয়নশীল, সৎকর্ম্মরত ব্রাহ্মণগণের পালনে যত্নবান্ হও। ক্ষত্রিয় হইল সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।

সত্যযোনিঃ পুরাবিচ্চ সত্যধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকঃ। ২৯—১৮৫ অঃ বন।

সংগ্রামে জয়হেতু অব্যর্থ ক্রোধ ও সত্যধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বলা যায়।

আর্ত্তহস্তপ্রদো রাজা প্রেত্য চেহ মহীয়তে।
গোব্রাহ্মণার্থং বিক্রান্তঃ সংগ্রামে নিধনং গতঃ॥
৫২—১৪১ অঃ অনু।

নিপীড়িতদিগের সাহায্যকারী নৃপতি ইহলোক ও পরলোকে পূজিত হন; গোব্রাহ্মণার্থে বিক্রান্ত ও সংগ্রামে নিহত নৃপতি ত্রিদিবালয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা লভ্য লোকসমুদয় প্রাপ্ত হন। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, সেই সময়ে কাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিত, তাহা বুঝা সহজ নয়। পুরাতন ক্ষত্রিয়দিগের বংশধরগণ দেশে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু সহস্রাধিক বৎসরের অধিক গৃহ-বিবাদের ফলে পুরাতন ক্ষত্রিয়বর্ণ যে একপ্রকার উচ্ছিন্ন হইয়াছিল, এবং যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহাদের মধ্যে যে ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন নূতন ক্ষত্রিয় জাতি যে গঠিত হইতেছিল তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের যে অবস্থা হইয়াছিল ক্ষত্রিয়দিগেরও সেই প্রকার অবস্থা ঘটিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। আমরা আদর্শ ক্ষত্রিয়ের চিত্র দেখিয়াছি, সম্ভবতঃ তাহারা

পুরাতন ক্ষত্রিয়দিগের বংশধর, তথাপি নূতন ক্ষত্রিয়বর্ণ যে গঠিত হইতেছে তাহাও দেখিতে পাই! মহাভারতে রাজা শব্দের প্রতিবাক্য দেওয়া হইয়াছে, সম্রাট্, বিরাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি ও নৃপতি।

রাজা ভোজো বিরাট্ সম্রাট্ ক্ষত্রিয়ো ভূপতির্নৃপঃ।
য এভিঃ স্তূয়তে শব্দৈঃ কস্তং নার্চ্চিতুমর্হতি॥

৫৪—৬৮ অঃ শান্তি।

যাহাকে রাজা, ভোজ, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি এবং নৃপতি ইত্যাদি শব্দদ্বারা স্তব করা যায়, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে অর্চ্চনা না করিবে? আমরা দেখিতে পাই, রাজাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। বেণপুত্র পৃথু মনুষ্যগণকে ক্ষত হইতে রক্ষা করায় তিনি ক্ষত্রিয়নামে বিখ্যাত হন।

ক্ষতান্নস্ত্রাস্যতে সর্ব্বানিত্যেবং ক্ষত্রিয়োঽভবৎ। ২—৬৭ অঃ দ্রোণ।

রাজার প্রজাপালন এবং ইহলোকে সর্ব্বভূতের পরিত্রাণ করাকে ক্ষাত্র ধর্ম্ম বলা যায়।

ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদাধ্যয়নসঙ্গতঃ।
দানাদানরতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে॥

৫—১৮৯ অঃ শান্তি।

যিনি যুদ্ধাদি হিংসাকার্য্য করিয়া থাকেন, বেদাধ্যয়নে অনুরক্ত হন, এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্থদান ও প্রজাগণ হইতে অর্থ আদান করেন তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলে।

নিত্যং যস্তু সতোরক্ষেদসতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ।
স এব রাজা কর্ত্তব্যস্তেন সর্ব্বমিদং ধৃতম্॥ ৪৪—৭৮ অঃ শান্তি।

যিনি সতত সাধুসকলকে রক্ষা করেন এবং অসৎ লোকদিগকে

দমন করেন, তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য। কেন না এতাদৃশ ব্যক্তিই এই সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ হন। উপরে আমরা দেখিয়াছি রাজা শব্দের নামান্তর ক্ষত্রিয়, আমরা দেখিতে পাই যুদ্ধই শূরের তপস্যা ও চতুরাশ্রম—

চত্বারশ্চাশ্রমাস্তস্য যো যুদ্ধমনুপালয়েৎ। ৪৮—৯৮ অঃ শান্তি।

যে শূর যুদ্ধকে অনুপালন করেন, তাঁহার তাহাই তপস্যা, পুণ্য সনাতন ধর্ম্ম এবং আশ্রমচতুষ্টয় স্বরূপ হয়। লিখিত আছে—তিন প্রকার মনুষ্য ভূপতি হইতে পারেন; রাজকুলজাত, শূর, ও সেনা-নায়ক। ৩৫—১৩৬ অঃ আদি। এই পৃথিবী বলশালী ব্যক্তির ভোগ্যা ও পালনীয়া। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা"

৬—১০ অঃ শান্তি।

নদী ও শূরগণের উৎপত্তিবিবরণ দুর্জ্ঞেয় ১১—১৩৭ অঃ আদি। একস্থানে দেখিতে পাই, ক্ষাত্রধর্ম্ম পুরূরবার অবলম্বিত উত্তমধর্ম্ম, ৪৯—৪০ অঃ কর্ণ। আমরা ক্ষত্রিয়ভাব শব্দ দেখিতে পাই; দণ্ড ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, ৪০—১২১ অঃ শান্তি। পরশুরামকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় জাতি ধ্বংস হইলে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতি গঠিত হয়, ৫।৬—১৪০ অঃ আদি। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য পরে দেখিব। উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তখন নূতন ক্ষত্রিয় জাতি গঠিত হইতেছে, নূতন ক্ষত্রিয় জাতি চিরদিনই গঠিত হইয়াছে। ছোটনাগপুর প্রভৃতি প্রদেশে কোন এক ব্যক্তি যে জাতিভুক্তই হউন না কেন, বর্দ্ধিষ্ঠ ও বলশালী হইলে ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করেন, এবং লোকে তাঁহাকে রাজা বলে। তাঁহার ব্রাহ্মণও জোটে, ইঁহারা তাঁহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়

স্বীকার করেন, ও সে কথা পরের নিকট প্রচার করেন। সময়ে সেই রাজার এক দীর্ঘ বংশতালিকা প্রস্তুত হয় ও সূর্য্যবংশ অথবা চন্দ্রবংশের কোন প্রথিতনামা পৌরাণিক নরপতি হইতে তাঁহার জন্ম-সোপান নিরূপিত হয়।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষা ও বৈদিকধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রাহ্মণদিগের রক্ষা ও পালন ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রধান কর্ম্ম ছিল। সেই কারণে যাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেন, অবৈদিকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেন, এবং সত্যধর্ম্ম পুনঃস্থাপনের সাহায্য করিতে পারিতেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইতেন।

আমরা আদর্শ ক্ষত্রিয়ের যেমন চিত্র দেখিতে পাই, সেইরূপ অপরপক্ষে পতিত ক্ষত্রিয়েরও চিত্র মহাভারতের প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাই। পরশুরাম একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, ইহা আমরা সকলেই শুনিয়াছি। পরে ব্রাহ্মণ-গণের ঔরসে এবং মৃত ক্ষত্রিয়দিগের বিধবা পত্নীদিগের গর্ভে পুনরায় ক্ষত্রিয় জাতি উৎপন্ন হয়। ইহার তলে যে ঐতাহাসিক তথ্য আছে, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

পৌরাণিক বৃত্তান্তটি এই, পরশুরাম কান্যকুব্জ-অধিপতি গাধির বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বংশে বিশ্বামিত্রেরও জন্ম হয়। ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণ ঋচীক গাধিবংশে বিবাহ করেন, সেই সূত্রে গাধিবংশীয়গণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিল। স্বয়ং পরশুরামের পিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা রেণুকা ক্ষত্রিয়

রাজা প্রসেনজিতের কন্যা ছিলেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পরশুরাম বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত পুত্র ক্ষত্রিয় হয়, শাস্ত্রহিসাবে তিনি ক্ষত্রিয়ই ছিলেন।

পরশুরামকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় জাতির উচ্ছেদ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ নহে, উহা ক্ষত্রিয়ের সহিত ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের বিষয় বুঝিতে হইলে সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্যের কথা বলিতে হয়। ইনি একমত অনুসারে অনুপদেশের রাজা ছিলেন; আর একমত অনুসারে তিনি মাহিষ্মতি নগরের ভূপতি ছিলেন। হৈহয়বংশে ইঁহার জন্ম হয়, হৈহয়বংশ, মনু হইতে জাত, হৈহয়-গণ ক্ষত্রিয়মধ্যে পরিগণিত। হৈহয়গণের অপর নাম বীতহব্য, অর্থাৎ যজ্ঞত্যাগী, ইঁহারা বহুবার কাশী আক্রমণ ও জয় করেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন হৈহয় বা বীতহব্যবংশীয় ছিলেন, যদিও তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, তথাপি তিনি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেন না, এবং নিজে ক্ষত্রিয় হইলেও নিজেকে দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেন না। তিনি গর্ব্ব করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণদিগকে জয় করিব ও তাহাদিগকে আপন অধীনে স্থাপন করিব, আমি দ্বিজ হইতে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ'। তিনি নিজে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়া-ছিলেন, ক্ষত্রিয়েরা দ্বিজগণের মধ্যে পরিগণিত। মনুষ্যের দুই প্রকার জন্ম, এক যোনিজ, দ্বিতীয় সংস্কারজ; যাহাদের দুইপ্রকার জন্ম তাহারাই দ্বিজ, যাহাদের একপ্রকার জন্ম তাহারা একজ অথবা শূদ্র। এস্থলে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন বেদত্যাগী বলিয়া নিজকে স্বীকার করিতেছেন; তিনি আরও বলিলেন 'আমি ব্রাহ্মণপ্রধান লোককে ক্ষত্রিয়প্রধান করিব'। ১৫২ অঃ অনু।

পরশুরামের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের শত্রুতা ও যুদ্ধের মহাভারতে দুইপ্রকার বর্ণনা আছে। এক বর্ণনানুসারে রাজা কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন একদিন জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তথায় নানাপ্রকার উপদ্রব করেন, জমদগ্নির পুত্রগণ আশ্রমে ছিলেন না। তথায় জমদগ্নির হোমধেনুবৎস বিচরণ করিতেছিল, তিনি বল-পূর্ব্বক ঐ হোমধেনুবৎস হরণ করিলেন। পরশুরাম আশ্রমে আগমন করিয়া সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন; তিনি ক্রোধে কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ভল্লদ্বারা ছেদন করিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। কার্ত্তবীর্য্যের আত্মীয়গণ প্রতিশোধগ্রহণ-মানসে রামের অনুপস্থিতিকালে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় বিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলেন।

পরে পরশুরাম কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এ গল্পটির সহিত বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক বশিষ্ঠের হোমধেনুহরণ উপাখ্যানের সাদৃশ্য সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর একস্থানে লিখিত আছে, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন পৃথিবী জয় করেন, তিনি পরশু-রামের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহার ক্রোধানল উদ্দীপিত করেন, পরশুরাম কুঠার লইয়া সহস্রবাহু কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনকে ছেদন করেন। পরশুরাম ধনুর্ব্বাণ লইয়া তাঁহার অনুচরদিগের সংহারার্থে উদ্যত হইলেন; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ক্ষত্রিয় রামের ভয়ে পর্ব্বত-গুহামধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে স্থানে তাহারা রামের ভয়ে

নিজ নিজ বিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান না করায়, তাহাদিগের পুত্রগণ বেদ-অজ্ঞান-বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। যে সকল ক্ষত্রিয় পরশুরামের যুদ্ধে হত হইয়াছিল তাহাদের বিধবাদিগের গর্ভে ও ব্রাহ্মণগণের ঔরসে যে সকল ক্ষত্রিয় সন্তান উৎপাদিত হইয়াছিল, পরশুরাম তাহাদিগকেও বিনাশ করেন। এইরূপে রাম একবিংশতি বার ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই পৌরাণিক আখ্যান দুইটি হইতে গুটিকতক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম, পরশুরাম হইলেন মিশ্রিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, যুদ্ধ হইল হৈহয় বা বীতহব্যদিগের সহিত; ইহারা যজ্ঞত্যাগী ক্ষত্রিয়, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নিজে বেদত্যাগী ও ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন, হৈহয়গণ অনেকবার কাশীরাজের সহিত যুদ্ধ করে; কাশী হইল, বৈদিক এবং যজ্ঞপন্থার প্রধান স্থল। হৈহয়দিগকে মহাভারতলেথক দুইটি নাম দিয়াছেন, একটি নাম ক্ষত্রিয়ব্রাত্যাঃ—অর্থাৎ ব্রাত্য বা পতিত ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় ক্ষত্রবন্ধু; ক্ষত্রবন্ধু শব্দ ব্রহ্মবন্ধু শব্দের ন্যায় নিন্দাসূচক; ক্ষত্রবন্ধু অর্থে—ক্ষত্রজাতিরেব ন তু ক্ষত্রকর্ম্মা।

৪।৫—১৬২ অঃ উদ্ (টীকা)।

আরও দেখিতে পাওয়া গেল যে, ব্রাহ্মণগণের অদর্শন হেতু হৈহয়দিগের বংশধরগণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। যে সকল হৈহয় ক্ষত্রিয়গণকে অর্থাৎ যজ্ঞত্যাগী ও বেদত্যাগী ক্ষত্রিয়গণকে পরশুরাম বিনাশ করেন, তাহাদের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ছয়লক্ষ চল্লিশ সহস্র। তদ্ব্যতীত পরশুরাম চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রহ্মদ্বেষী ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করেন। তাহা হইলে পরশুরাম সকল ক্ষত্রিয় বিনাশ করেন নাই, কেবল হৈহয় ক্ষত্রিয়দিগকে অর্থাৎ

বেদত্যাগী ও যজ্ঞত্যাগী ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করেন। যাহারা নূতন ক্ষত্রিয় হইল, তাহাদের সম্বন্ধে মহাভারতে দুই প্রকার কথা আছে।

জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রং যদবশেষিতম্।

তস্মাদবরজং লোকে যদিদং ক্ষত্রসংজ্ঞিতম্॥ ২—১৪ অঃ সভা।

পরশুরাম যে ক্ষত্রিয় কুল নিঃশেষিত করিয়াছেন এক্ষণে লোকে যাঁহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইঁহারা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এতদ্ভিন্ন এখন ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ আছেন, যযাতি ও ভোজদিগের বংশ মহাগুণসম্পন্ন ও অতিশয় বিস্তীর্ণ। অপর স্থলে আমরা দেখিতে পাই, যখন ভীষ্ম পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, তখন তিনি পরশুরামকে বলিলেন,—যখন আপনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন, তখন ভীষ্ম বা ভীষ্মসদৃশ বীর জন্মে নাই; তাহার পর অনেক তেজঃপুঞ্জ ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছে। এই সকল অংশ হইতে মনে হয়, তখন নানাপ্রকার ক্ষত্রিয় হইয়াছিল। কেহ বা ব্রহ্মদ্বেষী অর্থাৎ বেদত্যাগী, কেহ বা যজ্ঞত্যাগী, কেহ বা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-মিশ্রিত মতাবলম্বী। ক্ষত্রবন্ধু শব্দ অনেক স্থলে নিন্দিত কর্ম্মকারী ক্ষত্রিয় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্বজন-হত্যাকারী যুধিষ্ঠির খেদ করিয়া বলিতেছেন,—

পাপঃ ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মোহয়ং বয়ঞ্চ ক্ষত্রবন্ধবঃ। ৪৬—৭২ অঃ উদ্।

পাপময় কর্ম্মই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম হইয়াছে, এবং আমরা এই অধম ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহা ক্ষত্রবন্ধু শব্দের সাধারণ অর্থ, সেইরূপে আমরা ক্ষত্রিয়ব্রুব অথবা ক্ষত্রিয় অধম শব্দ দেখিতে পাই। কিন্তু এই সাধারণ অধম অর্থ ভিন্ন ক্ষত্রবন্ধু শব্দের

অপর অর্থ আছে। হৈহয়দিগের নাম ক্ষত্রবন্ধু ও ব্রাত্যক্ষত্রিয়, স্বয়ং দুর্য্যোধন মৃত্যুকালে নিজেকে ক্ষত্রবন্ধু বলিয়া পরিচয় দিতেছেন—

যদিষ্টং ক্ষত্রবন্ধূনাং স্বধর্ম্মমনুপশ্যতাম্।
তদিদং নিধনং প্রাপ্তং কোহন্নু স্বন্ততরো ময়া॥

৫১—৬১ অঃ শল্য।

স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রবন্ধুদিগের যে ধর্ম্ম অভিলষিত, আমি সেই ধর্ম্মানুসারে যদি নিধন লাভ করিলাম, তবে আর আমার অপেক্ষা প্রধান মনুষ্য কে আছে?

অথচ দুর্য্যোধন বলিতেছেন,—আমি বিধি-অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিত, ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে অগ্নিহোত্র গৃহ ছিল, বৈদিকের সকল লক্ষণই তাঁহাতে ছিল, তথাপি তিনি নিজেকে ক্ষত্রবন্ধু বলিয়া পরিচয় দিলেন। অপর পক্ষে একজন ব্রাহ্মণের (বকদালভ্য) শাপে ধৃতরাষ্ট্রের বংশলোপ হয়। বকদালভ্য মুনি, ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গো ভিক্ষা করিয়াছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে কতকগুলি মৃত গো দান করেন। মুনি ক্রোধে যাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের বংশলোপ হয় সেই উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

গো অর্থে বেদ, এস্থলে ধৃতরাষ্ট্রের উপর অবৈদিকতার ইঙ্গিত আসে। দুর্য্যোধন যখন জন্মিয়াছিলেন, তখন তিনি গর্দ্দভের ন্যায় চিৎকার করিয়াছিলেন, রব এবং থামন্ অর্থে শব্দ অর্থাৎ মত। এস্থলে ও দুর্য্যোধনের প্রতি বিকট রব অর্থাৎ অবৈদিক মতের ছায়া পড়ে। দুর্য্যোধনের ভ্রাতার নাম দুঃশাসন, অর্থাৎ কুশাস্ত্র। তাঁহার প্রধান সহায় হইলেন সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কর্ণ হইল শ্রুতি,

এবং অর্কবন্ধু হইল বুদ্ধদেবের নাম। এই সকল কথা হইতে দুর্য্যোধনের উপর অবৈদিকতার বিলক্ষণ ছায়া পড়ে ; কবি তাঁহাকে নিজ মুখে ক্ষত্রবন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। অপর পক্ষে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতার সহায় হইলেন শ্রীকৃষ্ণ। বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার হয়। অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন 'আমি দস্যুদিগের বিনাশের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি' ; অবৈদিকগণকে দস্যু বলিত। এইসকল কথা একত্র করিলে আমরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের নিগূঢ় অর্থের কিছু ইঙ্গিত পাই। আরও একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুর্য্যোধন তখন হস্তিনাপুরের রাজা ও অগণিত ক্ষত্রিয় রাজেন্দ্রগণ তাঁহার সহায়। উপরে ক্ষত্রিয়ব্রুবশব্দের অর্থ অধম ক্ষত্রিয় ইহা দেখিয়াছি। এই অধম ক্ষত্রিয় কাহাকে বলে তাহা কবি লিখিতেছেন—

মর্য্যাদাং শাশ্বতীং ভিন্দ্যাদ্ ব্রাহ্মণং যোঽভিলঙ্ঘয়েৎ।
অথ চেল্লঙ্ঘয়েদেব মর্য্যাদাং ক্ষত্রিয়ব্রুবঃ॥ ৯—৯৬ অঃ শান্তি।

যাহারা ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করে, তাহারা নিত্য-মর্য্যাদা ভেদ করিয়া থাকে, অধিকন্তু যাহারা এই মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহারাই অধম ক্ষত্রিয়-মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

অসঙ্খ্যেয়স্তদূর্দ্ধং স্যাদনাদেয়শ্চ সংসদি।
যস্তু ধর্ম্মবিলোপেন মর্য্যাদাভেদনেন চ॥ ১০—৯৬ অঃ শান্তি।

যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মবিলোপ ও মর্য্যাদাভেদ করে, সে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-সভার অগ্রাহ্য হয়, এবং ক্ষত্রিয়মধ্যে গণ্য হয় না। এস্থলে, ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা ভেদ করিলে ক্ষত্রিয় পতিত হয়, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। মিশ্রিত ব্রাহ্মণ পরশুরামকে ব্রাহ্মণ বলিয়া

স্বীকার অনেকে করিবেন না। ব্রাহ্মণ "অস্ত্র ধারণ করিলেই ক্ষত্রিয় হয়" সে পক্ষে পরশুরাম ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন।

কুরুক্ষেত্রে পরশুরাম যজ্ঞত্যাগী ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করেন, আর সেই কুরুক্ষেত্রে, কৃষ্ণসহায় যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা ক্ষত্রবন্ধু দুর্য্যোধন ও তাহার সহায়দিগকে সংহার করেন। এই হইল ক্ষত্রবন্ধু শব্দের এক প্রকার অর্থ।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ব্রাহ্মণো যদি বা বৈশ্যঃ শূদ্রো বা রাজসত্তম।
দস্যুভ্যোঽথ প্রজা রক্ষেদ্দণ্ডং ধর্ম্মেণ ধারয়ন্॥
৩৬—৭৮ অঃ শান্তি।

কার্য্যং কুর্য্যান্ন বা কুর্য্যাৎ সম্বার্য্যো বা ভবেন্ন বা।
তস্মাচ্ছস্ত্রং গৃহীতব্যমন্যত্র ক্ষত্রবন্ধুতঃ॥ ৩৭—৭৮ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে যদি কেহ রাজধর্ম্মানুসারে দণ্ডধারণকরতঃ দস্যুদল হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি রাজকার্য্য করিবার কারণ সকলের স্বামী হইতে পারেন কি না? এবং তন্নিবন্ধন ক্ষত্রবন্ধু-ব্যতিরিক্ত অপরে শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে কি না?

এই শ্লোকটির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। দেশে দস্যু-ভয় অর্থাৎ অবৈদিকদিগের পক্ষ হইতে ভয় হইয়াছে; এ স্থলে প্রশ্ন হইতেছে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র অস্ত্র গ্রহণ করিলে তাহারা সকলে স্বামী হইতে পারিবে কি না? কিন্তু এই দস্যুভয়-সময়ে ক্ষত্রবন্ধুরা শস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না।

প্রশ্ন হইতেছে, যে দেশে এইরূপ অবৈদিকদিগের উৎপাত হয়, সে দেশের ক্ষত্রিয়েরা কোথায় গেল? এস্থলে ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ নাই, ক্ষত্রবন্ধুদিগের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহারা অবৈদিকদিগের উৎপাত সময়ে অস্ত্র গ্রহণ করিবে না। তাহা হইলে ক্ষত্রবন্ধুদিগের সহিত অবৈদিকতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া যাহাদিগকে ক্ষত্রবন্ধু বলিত তাহারা যে যুদ্ধ করিত না তাহা নহে।

সংগ্রামে বা তনুং জহ্যাদ্দদ্যাচ্চ পৃথিবীমিমাম্।
ইত্যেতৎ ক্ষত্রবন্ধূনাং বদন্তি পরমাং শ্রিয়ম্॥

৮—৯।৬২ অঃ অনু।

সংগ্রামে শরীর পরিত্যাগ করিবে অথবা এই পৃথিবী দান করিবে, পণ্ডিতেরা ইহাকেই ক্ষত্রবন্ধুগণের পরম শ্রী কহেন। তবে যুদ্ধ-উপলক্ষেও ক্ষত্রবন্ধু নাম গৌরবের ছিল না।

পরবীর্য্যং সমাশ্রিত্য যঃ সমাহ্বয়তে পরান্।
ক্ষত্রবন্ধুরশক্তত্বাল্লোকে স পুরুষাধমঃ॥ ৪—১৬২ অঃ উদ্।

যে পরবীর্য্য অবলম্বন করিয়া শত্রুগণকে আহ্বান করে, সে অসমর্থতাপ্রযুক্ত লোকমধ্যে পুরুষাধম ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ জাতিমাত্র ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হয়। এখন পর্য্যন্ত আমরা নানাপ্রকার ক্ষত্রিয় দেখিলাম, আমরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়, যজ্ঞত্যাগী ক্ষত্রিয়, বেদ-বিদ্বেষী ক্ষত্রিয়, মিশ্রিত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণদ্বেষী ক্ষত্রিয় ও জাতিমাত্র ক্ষত্রিয় (ক্ষত্রবন্ধু) এই সকলের উল্লেখ পাইলাম। এস্থলে একটু রহস্যের কথা আছে, মহাভারতলেখক শ্রীকৃষ্ণকে ব্রাত্য অর্থাৎ পতিত ক্ষত্রিয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশে জন্মিয়াছিলেন, সেই

কারণে তাঁহার নাম বাষ্ণেয়, সাত্যকিও সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ব্রাত্যাঃ সংশ্লিষ্টকর্ম্মাণঃ প্রকৃত্যৈব চ গর্হিতাঃ।
বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ কথং পার্থ প্রমাণং ভবতা কৃতাঃ॥

১৫—১৪১ অঃ দ্রোণ।

বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা সকলেই ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, উহারা বাক্য বলে একপ্রকার কিন্তু কার্য্য করে অন্যপ্রকার। উহারা স্বভাবতই নিন্দনীয়, কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত এরূপ গর্হিত বংশ-সম্ভূত কৃষ্ণের আদেশ-পালনে সম্মত হইলে?

এখন আমরা আর এক দল ক্ষত্রিয় দেখিব, যাহাদের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; ইহারা রাজপুত্র বা রাজপুত। এসময়ে আমরা রাজপুত ও ক্ষত্রিয় একই শব্দ বলিয়া মনে করি ও সেইরূপ রাজপুতেরাও মনে করে। মহাভারতে যে সময় বর্ণিত আছে, সে সময়ে এই দুইটি শব্দ—ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্র এক-অর্থ-বাচক ছিল না। আমরা দেখিতে পাই, "রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব" ২০—২৯৪ অঃ শান্তি। স্থানান্তরে দেখিতে পাই,—

পার্থিবৈ রাজপুত্রৈর্ব্বা শক্যা প্রাপ্তুং পিতামহ।

৩—১০৭ অঃ অনু।

পিতামহ তাহা (যজ্ঞের মূল্যবান্ উপকরণ সমস্ত) পার্থিব কিংবা রাজপুত্রগণ প্রাপ্ত হইতে পারে; উভয় স্থলেই দেখিলাম, রাজা ও পার্থিব যাহা ক্ষত্রিয় শব্দের প্রতিবাক্য, রাজপুত্র শব্দ হইতে বিভিন্ন।

সত্যযুগে অসুরগণ রাজগণের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে

লাগিল, এইরূপে দিতির ও দনুর পুত্রগণ জন্মিলে ধরণী ভারাক্রান্ত হইয়া আপনাকে আপনি ধারণ করিতে অসমর্থ হইলেন।

অস্থরা জজ্ঞিরে ক্ষেত্রে রাজ্ঞান্ত মনুজেশ্বর। ২৭—৬৪ অঃ আদি।

অসুর, দৈত্য, দানব সকল শব্দগুলিই অবৈদিকদিগের নামান্তর। স্থানান্তরে দেখিতে পাই, অস্থরগণ দুর্য্যোধনকে বলিতেছে—

দৈত্যরক্ষোগণাশ্চৈব সম্ভূতাঃ ক্ষত্রযোনিষু।

১৭—২৫১ অঃ বন।

ক্ষত্রযোনিতে সমুৎপন্ন দৈত্য ও রাক্ষসেরা সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শস্ত্রজাতদ্বারা তোমার শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। দুর্য্যোধন স্বয়ং ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ পতিত ক্ষত্রিয় ছিলেন।

ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন 'গর্ভিণীগণ ভীষণমূর্ত্তি রাজপুত্রদিগকে প্রসব করিতেছে।' আর একস্থলে ভীম বলিতেছেন—

সর্ব্বেষাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামহং মৃত্যুঃ সুযোধন।
সর্ব্বেষাং রাজপুত্রাণামভিমন্যুরসংশয়ম্॥ ৩৪—১৬২ অঃ উদ্।

আমি (ভীম) সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের এবং অভিমন্যু সমস্ত রাজপুত্রদিগের সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ। এই শ্লোকটি বুঝিতে হইলে আর একটি শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত করিতে হয়। দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন।

ন নির্ম্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্ব্বচনং স্মৃতম্।

৩৭—২৭ অঃ বন।

ক্ষত্রিয় ক্রোধশূন্য হয় না, ইহ লোকে প্রবাদ আছে। এই দুইটি শ্লোকের গূঢ় অর্থ আছে। মন্যুঃ ক্রতৌ—মন্যু অর্থে

যজ্ঞ। সেই কারণে অভিমন্যু হইলেন যজ্ঞ-অভিমানী কল্পিত পুরুষ। ছয়জন মহারথের সাহায্যে দুঃশাসনের পুত্র অর্থাৎ কুশাস্ত্রের পুত্র (পুত্র অর্থে স্বরূপ) তাঁহাকে অন্যায়রূপে হত্যা করে। মন্যু শব্দের যজ্ঞ অর্থ লইলে, দ্রৌপদীর বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝা যায়, ক্ষত্রিয় যজ্ঞহীন নাই অর্থাৎ ক্ষত্রিয়মাত্রেই যজ্ঞ-পথ-অবলম্বী। স্মরণ রাখিতে হইবে, তখন যজ্ঞ লইয়া সন্ন্যাসীদিগের সহিত ঘোর বিবাদ চলিতেছিল। ভীম বলিয়াছিলেন 'অভিমন্যু রাজপুত্রদিগকে বধ করিবেন', তাহা হইতে মনে হয় রাজপুত্রগণ যজ্ঞত্যাগী ছিলেন। রাজপুত্র শব্দ অনেক স্থলে মহাভারতমধ্যে নিন্দা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যখন যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনে কলহ হইতেছে, তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে রাজপুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ব্রহ্মা একখানি গ্রন্থ রচনা করেন—শান্তিধর্ম্মে শূদ্র বৈশ্য ও রাজপুত্রের অধিকার নাই; ৯—৬৩ অঃ শান্তি। ক্ষেমদর্শী উপাখ্যানে রাজপুত্রে ও ক্ষত্রিয়ে প্রভেদ দেখিতে পাই; ১২।১৩—১০৬ অঃ শান্তি।

অমাত্যরক্ষা প্রণিধী রাজপুত্রস্য লক্ষণম্।

চারশ্চ বিবিধোপায়ঃ প্রণিধয়ঃ পৃথগ্বিধঃ॥ ৩৪—৫৯ অঃ শান্তি।

অমাত্যবর্গের রক্ষা প্রণিধি ও রাজপুত্রগণের লক্ষণ বিবিধোপায়বিৎ চার, ব্রহ্মচর্য্যাদি-বেশধারী পৃথগ্বিধ গুপ্তচার ইত্যাদি পিতামহপ্রণীত গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

এ স্থলে আমরা আর এক প্রকার ক্ষত্রিয় দেখিতে পাইলাম। ইঁহারা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হইতেছে ইঁহারা যজ্ঞত্যাগী ছিলেন, এবং ক্ষত্রিয়গণ হইতে ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে রাজপুত্র

নামে পরিগণিত হইতেন। আরও একশ্রেণীর লোকদিগকে ক্ষত্রিয় বলিত, তাহারা অবৈদিক, এমন কি নাস্তিক ছিল, ইহাদের কথা পরে দেখিব।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য।

এখন আমরা পুনরায় সে সময়ের ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরকে বলিতেছেন—

দৌরাত্ম্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ বৈরতান্।

সর্ব্বমেতদহং জানন্ ক্ষত্তঃ প্রাপ্তোহস্য কৌরবান্॥

৪—৯৩ অঃ উদ্।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুভাব অবগত আছি। এস্থলে ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রবন্ধু হইতেও পৃথক্, এবং শ্রীকৃষ্ণ নিজে ক্ষত্রিয় হইয়াও তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন। আমরা সত্যধর্ম্মবিশারদ ক্ষত্রিয় ও তাহার বিপরীত ক্ষত্রিয় দেখিতে পাই; ১২—৭৭ অঃ শান্তি।

ক্ষত্রিয়েণ হি হন্তব্যঃ ক্ষত্রিয়ো লোভমাস্থিতঃ।

অক্ষত্রিয়ো বা দাশার্হ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতা॥ ১৬—৮২ অঃ উদ্।

লুব্ধ ক্ষত্রিয়কে অথবা অক্ষত্রিয়কে নিহত করা স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয় জনের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এস্থলে লুব্ধ শব্দের পশ্চাতে একটু রহস্য আছে। লুব্ধ ও লুব্ধক শব্দ একই কথা, যেমন বাল বালক, স্বার্থে ক প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। লুব্ধক অর্থে ব্যাধ; ব্যাধ, নিষাদ, চণ্ডাল, এই সকল শব্দের মহাভারত-মধ্যে অবৈদিক অর্থে প্রয়োগ অসংখ্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্য্যোধনের বিশেষণ প্রায়ই লুব্ধ, লুব্ধ শব্দে অবৈদিক অর্থ করিলে লুব্ধ ক্ষত্রিয় বা অক্ষত্রিয় শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। স্থানান্তরে দেখিতে পাই, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় দস্যুগণের সহিত অসংখ্য সংগ্রাম করিয়া উত্তরদিক্ জয় করিয়াছিলেন; ১৭—২৮ অঃ সভা। পরাশরমতে শূদ্রগণ ক্ষত্রিয়বর্ণ; ২৮—২৯৬ অঃ শান্তি। (কলৌ পরাশরমতং)। পরে দেখিব, অবৈদিকগণকে শূদ্র বলিত। আমরা দেখিতে পাই যজ্ঞত্যাগী, ব্রাহ্মণদ্বেষী, কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন ক্ষাত্রধর্ম্ম আশ্রয় করেন; ৫—১৫২ অঃ অনু। পূজনী নামক পক্ষী (দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ) বলিতেছে,—

ক্ষত্রিয়েষু ন বিশ্বাসঃ কার্য্যঃ সর্ব্বাপকারিষু।

১৭—১৩৯ অঃ শান্তি।

সকলের অপকারকারী ক্ষত্রিয়গণের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নয়।

আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ক্ষত্রিয়ের নাম দেখিতে পাই; অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম দেশীয় সকলেই ক্ষত্রিয়। দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, পুলিন্দ, উশীনর, কোলিসর্প, মাহিষক ইহারা সকলে ক্ষত্রিয় জাতি, ব্রাহ্মণগণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে; ২২—৩৩ অঃ অনু। শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি সেই সেই ক্ষত্রিয় জাতি সকল ব্রাহ্মণগণের অননুগ্রহনিবন্ধন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

২১—৩৩ অঃ অনু।

এই দুই শ্লোক হইতে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণগণের অননুগ্রহহেতু অনেক জাতি ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রত্ব এবং চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, হৈহয়ক্ষত্রিয়দিগের সন্ততিগণও

ঐ কারণে ব্রাহ্মণত্ব হইতে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছিল; এতদূর পর্য্যন্ত বুঝা যায়। কিন্তু শক, যবন, কাম্বোজ, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিগণ কি করিয়া এক সময়ে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, তাহা বুঝা সহজ না হইলেও এককালে অসম্ভব নহে।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, সে সময়ে, বৈদিক অথবা ব্রাহ্মণ্য যুগের ব্রাহ্মণসদৃশ ব্রাহ্মণ যে এককালে ছিল না তাহা বলা যায় না। কিন্তু নানাপ্রকার ও নানা সম্প্রদায়-গত লোক ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত হইত। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও তদনুরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। সৈনিকেরা ব্রাহ্মণদিগকে দ্বেষ করিতেছে; ২৭—১৪০ অঃ উদ্। সৈনিকেরা হইল ক্ষত্রিয়, এস্থলে ব্রাহ্মণদ্বেষী অর্থাৎ অবৈদিক ক্ষত্রিয় দেখিতে পাই। কিন্তু যজ্ঞত্যাগ ও বৌদ্ধভাব ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অতিশয় অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইত, এমন কি ক্ষত্রিয় ও বৌদ্ধশব্দ সম্পূর্ণভাবে না হইলেও প্রায় একই ভাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া মনে হয়। আমরা দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয়ের বাহন অশ্ব; ৫১—১৯২ অঃ অনু। আর একস্থলে দেখিতে পাই, সকল ক্ষত্রিয়গণের বাহন মাতঙ্গ; ১৩—১০২ অঃ অনু। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি অশ্ব শব্দের অর্থ নাস্তিক, তাহা হইলে অর্থ হয়, ক্ষত্রিয়গণের লক্ষণ হইল নাস্তিকতা; অপরস্থলে দেখিতে পাই সকল ক্ষত্রিয়গণের বাহন মাতঙ্গ। বাঙ্গালা দেশের সহিত এই মাতঙ্গ অথবা মতঙ্গ শব্দের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কুরুক্ষেত্রে বাঙ্গালী যোদ্ধারা হাতীতে চড়িয়া যুদ্ধ করিয়াছিল; কিন্তু এই মাতঙ্গ শব্দের আর এক তাৎপর্য্য আছে।

এক দ্বিজাতির মতঙ্গনামে গুণবান্ কিন্তু অন্যবর্ণজ হইয়াও

জাতকর্ম্মাদি-সংস্কার-সম্পন্ন তুল্যবর্ণ এক সন্তান ছিল। সে পিতার যজ্ঞে ঋত্বিকের কর্ম্ম করিত। মতঙ্গকর্ত্তৃক এক গর্দ্দভের প্রতি নিষ্ঠুরতা আচরণের হেতু, সেই গর্দ্দভের মাতা নিজ পুত্রকে বলে 'এ ব্যক্তি চণ্ডাল'। মাতঙ্গের প্রশ্নে গর্দ্দভী তাহাকে বলিল, 'তুমি প্রমত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডাল নাপিতকর্ত্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি চণ্ডাল, তোমার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।' এ আখ্যানটি প্রথমে বুঝা কঠিন বলিয়া মনে হয়। যদি সে নাপিত চণ্ডালের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি প্রকারে ব্রাহ্মণের পুত্র হইল। এ প্রশ্নের উত্তর আছে—যদি কোন ব্রাহ্মণ কোন শিশুর জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করে তাহা হইলে সেই শিশু ব্রাহ্মণের বর্ণ পায়। যাহাই হউক তৎকালে দেশে যে ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল এই গল্পটি সেই চিত্রের একাংশ।

আর একস্থলে মতঙ্গকে দেখিতে পাই, মতং গচ্ছতি ইতি মতঙ্গঃ। এ মতটি কোন বিশেষ মত অথবা সাধারণভাবে অবৈদিক মত তাহা বলা যায় না। তবে মতঙ্গের আখ্যান হইতে মনে হয়, ইহা বৈদিক পন্থা হইতে ভ্রষ্ট কোন অবৈদিক মত। তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের মাতঙ্গবাহন এ বিশেষণের তাৎপর্য্য, অশ্ববাহন শব্দের ন্যায়, অবৈদিক পন্থা-অনুসরণকারী, এতদ্ অপেক্ষা আরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণের বিশেষণ অশ্ব দেওয়া হইয়াছে। টীকাকার তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—"অশ্বেষু নাস্তি শ্বো যেষাং তে শূরাঃ সমরে তৃণীকৃতপ্রাণাস্তেষু অধিকৃতো মুখ্য ইতি গূঢ়াশয়ঃ" ৬—৩ অঃ বিরাট (টীকা), অর্থাৎ—"যাহারা ভবিষ্যতে কি ঘটিবে না ঘটিবে এরূপ চিন্তা না করিয়া যুদ্ধ করে", কিন্তু আমরা দেখিয়াছি

যে অশ্ব একজন অসুরের নাম এবং সেই অসুর বৌদ্ধরাজা অশোক হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয় শব্দের উৎপত্তিসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে তাহাকে ক্ষত্রিয় বলে, কিন্তু ক্ষত্রিয় শব্দের আর একপ্রকার উৎপত্তি আছে—

নির্ব্বচনং ক্ষত্রিয়শব্দস্থ ক্ষরতে হিনস্তীতি ক্ষত্রমিতি।

৩৭—২৭ অঃ বন (টীকা)।

বৈদিকগণ বৌদ্ধদিগের প্রতি হিংসা ও নৃশংসতা প্রায় সর্ব্বত্রই আরোপিত করিতেন। আমরা স্থানান্তরে দেখিতে পাই, ক্ষত্রিয় প্রিয়দর্শন। ১০—১০ অঃ ভীষ্ম (অশোকের নাম প্রিয়দর্শন)।

হিংসাহেতু ক্ষত্রিয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার পশ্চাতে বোধ হয় কিছু ঐতিহাসিক রহস্য আছে। মহাভারত মধ্যে চারি সহস্রের অধিক নাম আছে, ইহাদের মধ্যে সিংহ নাম কেবল দুইস্থলে পাওয়া যায় সিংহসেন ও সিংহকেতু—এই দুই স্থলে সিংহ শব্দের বিশেষ কোন তাৎপর্য্য নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বুদ্ধদেব শাক্যসিংহ নামে সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বুদ্ধদেব-সংক্রান্ত সকল বিষয়ই বৈদিকেরা অশ্রদ্ধার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। অশ্বত্থ গাছের তলে বুদ্ধদেব বসিতেন, বৈদিকেরা তাহার নাম দিয়াছেন বোধিদ্রুম এবং অবিদ্যা বৃক্ষ। বুদ্ধদেবের নাম শাক্যসিংহ, শক যবন প্রভৃতি শব্দ অবৈদিকদিগের নামান্তর। বুদ্ধদেবের নাম গৌতম অথবা গোতম। গোতম অথবা গৌতম শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম গোতম শব্দ গো-দম শব্দের রূপান্তর, এইভাবে গোদম শব্দের অর্থ যে ইন্দ্রিয়গণকে দমন করে; অপর পক্ষে গোতম শব্দের অর্থে গো অথবা বেদ সম্বন্ধে

তম অর্থাৎ অন্ধকার; আমরা এই ভাবে পরে, দীর্ঘতমাকে দেখিব।

বুদ্ধদেব কুশিনগরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, আর আমরা বশিষ্ঠের হোমধেনু-অপহরণকারী বিশ্বামিত্রকে কৌশিক নামে দেখিতে পাই। রাজপুত্রদিগের পদবী সিংহ, যতদূর দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা মৌলিক ক্ষত্রিয় হইতে বিভিন্ন ছিলেন এবং রাজপুত্র শব্দ নিন্দাভাবে ব্যবহৃত হইরাছে। আমার মনে হয়, শাক্যসিংহের সিংহ পদবী এই রাজপুতগণকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যাঘ্র শব্দ ঘ্রাধাতু-সম্পর্কে (সুরভী=বেদ) বৈদিক পন্থার সহিত যোজিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে সিংহ শব্দ, বুদ্ধদেবের নামের সম্পর্কে অবৈদিকদিগের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। সিংহ শব্দ হিংসা শব্দের বিপরীত মূর্ত্তি। শব্দের বিপরীত রূপ করিয়া ব্যবহার করা সংস্কৃত ভাষায় নূতন সামগ্রী নয়। আমরা, সমাং হইতে মাংস শব্দ পাই, সোঽহং হইতে হংস শব্দ পাই। আমার বোধ হয়, বৈদিকেরা হিংসা শব্দের বিপরীত রূপ করিয়া সিংহ শব্দ সাধিত করিয়াছেন, এবং সেই সিংহ পদবী ক্ষত্রিয় অথচ পতিত ক্ষত্রিয় রাজপুতদিগের পদবী দিয়াছেন। ইহার ঠিক অনুরূপ বাঙ্গালা দেশেও ঘটিয়াছে। অবৈদিক অথবা অবৈদিকতার সহিত অনুলিপ্ত বাঙ্গালীদিগের নাম দাস দেওয়া হইয়াছে।

বিহার ও কাশী অঞ্চলে বাভন্ বলিয়া একটি সম্প্রদায় আছে; উঁহারা গৌতমবংশীয় এবং নিজদিগকে ছত্রি বলিয়া পরিচয় দেন। এস্থলে বাভন্ শব্দ ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ কিনা বলা যায় না,

কিন্তু গৌতমবংশ বলিলে এক সময়ে বৌদ্ধদিগের সহিত সম্পর্কের সন্দেহ হয়। আমরা দেখিতে পাই—গণেশাস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ।

২০—২৯৪ অঃ শান্তি।

গণেশের পূজা দক্ষিণদেশের মত বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত নাই, তথাপি গণেশকে আমরা ব্রাহ্মণ বলিয়াই জানি। গণেশের পিতা হইলেন শিব ও ভাই হইলেন কার্ত্তিক। মহাদেবের দুই মূর্ত্তি, ঘোরা ও শিবা। ঘোরা মূর্ত্তিতে মহাদেবের নাম রুদ্র, রুদ্র অর্থে কলি; ১৭—৭৩ অঃ শান্তি। বৌদ্ধযুগকে কলিযুগ বলিত; মহাদেবের এক নাম সিদ্ধার্থ। কার্ত্তিক কল্পনাতেও এই দুই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

বেদ-অপহর্ত্তা বিশ্বামিত্র কার্ত্তিকের অভিষেক করান, কার্ত্তিক বিশ্বামিত্র প্রিয়। গণেশ-সম্বন্ধেও এই দুই ভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, গণেশের এক নাম বিনায়ক। বিনায়ক শব্দে শিবকেও বুঝায়, এবং বুদ্ধদেবকেও বুঝায়। তাহা হইলে গণেশাস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ কথা দুইটির অর্থ বুঝা কঠিন নহে; আর ক্ষত্রিয়-দিগের সহিত বৌদ্ধ অথবা অবৈদিকদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারা যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে পুরাতন ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রায়ই লোপ পাইয়াছিল।

উপরে আমরা পরশুরাম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, জমদগ্নিমুনি, চ্যবন-ঋষি, বিশ্বামিত্র প্রভৃতিকে প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া উল্লেখ করিলাম। কিন্তু এই সকল নাম ভিন্ন ভিন্ন মতের অভিমানী কল্পিত পুরুষ মাত্র। পরশুরাম, পরশু অর্থাৎ কুঠার দ্বারা হৈহয়দিগকে বিনষ্ট করেন, একখণ্ড ইষিকা হইতে ঐ কুঠার উৎপন্ন হয়। ইষিকা

অর্থে তৃণ অর্থাৎ কুশ; হৈহয়গণ যজ্ঞত্যাগী ছিল, পরশুরাম যজ্ঞের নিদর্শন কুশরূপ অস্ত্রের দ্বারা, যাহারা যজ্ঞ ত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বিনাশ করেন।

এই সকল নাম কল্পিত বা প্রকৃতই হউক, আমরা যে সংবাদ অনুসন্ধান করিতেছি উভয় দিক্ হইতেই সেই সংবাদের তত্ত্ব পাওয়া যায়। তখন দেশে যজ্ঞপন্থা ও তদ্বিপরীত-পন্থীদিগের সহিত যে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কলিযুগের শেষে কি হইবে, তাহার চিত্রস্বরূপ কবি লিখিতেছেন ঃ—

পরস্পরবধোদ্যুক্তা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
ভবিষ্যন্তি যুগস্যান্তে ক্ষত্রিয়া লোককণ্টকাঃ॥ ৩৩—১৯০ অঃ বন।

পাপবুদ্ধি মূর্খ ভূপতিগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া পরস্পরকে আহ্বান করতঃ পরস্পরবধে উদ্যুক্ত হইবে। ক্ষত্রিয়েরা লোকরক্ষিতা হইবে না, প্রত্যুত লোকের কণ্টকস্বরূপ হইবে।

বৈশ্য।

আমরা যে সময়ের দেশের ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থার আলোচনা করিতেছি (পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী), সেই সময়ের তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ বৈশ্যদের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা পড়িলে তখন হিন্দুসমাজে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল সে সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। বৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ্যসমাজে তৃতীয় বর্ণ, ইঁহারা দ্বিজ অর্থাৎ বেদে অধিকারী। ভৃগুমুনির মতে অপর সকল বর্ণের ন্যায় ইঁহারা একসময়ে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু কর্ম্ম-অনুরোধে বৈশ্য বলিয়া পরে পরিগণিত হন। আদর্শ বৈশ্যের চিত্র আমরা মহাভারতে দেখিতে পাই।

বৈশ্যোঽধীত্য কৃষিগোরক্ষপণ্যৈর্ব্বিত্তং চিন্বন্ পালয়ন্নপ্রমত্তঃ।
প্রিয়ং কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মশীলঃ পুণ্যকৃদাবসেদ্ গৃহান্॥

২৬—২৯ অঃ উদ্।

বৈশ্য পশুপালন কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থের উপার্জ্জন ও অপ্রমত্তভাবে তাহার সংরক্ষণ, অধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করতঃ ধর্ম্মশীল ও পুণ্যকারী হইয়া গৃহাশ্রমী হইবেন।

বৈশ্যোঽধিগম্য বিত্তানি ব্রহ্মকর্ম্মাণি কারয়েৎ।

৬—৫০ অঃ বিরাট।

বৈশ্য কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া বেদোক্ত কর্ম্ম সমস্ত সম্পাদন করিবে। আমরা দেখিতে পাই বৈশ্য ধর্ম্মার্থ-তত্ত্ববিৎ।

এবমুক্তস্তুলাধারো ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
উবাচ ধর্ম্মসূক্ষ্মাণি বৈশ্যো ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ॥
জাজলিং কষ্টতপসং জ্ঞানতৃপ্তস্তদা নৃপ॥ ৪—২৬১ অঃ শান্তি।

যশস্বী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক সেই ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ বৈশ্য তুলাধার এইরূপ উক্ত হইয়া তৎকালে জ্ঞানতৃপ্ত কঠোর তপস্বী জাজলিকে সূক্ষ্মধর্ম্ম সকল কহিতে লাগিলেন। অন্যত্র দেখিতে পাই, সমুদ্রতীরবাসী ধনী বৈশ্য।

বৈশ্যঃ কিল সমুদ্রান্তে প্রভূতধনধান্যবান্।
যজ্বা দানপতিঃ ক্ষান্তঃ স্বকর্ম্মস্থোঽভবচ্ছুচিঃ॥

১০—৪১ অঃ কর্ণ।

সমুদ্রের উপকূলে প্রচুরধনধান্যবান্ এক বৈশ্য বসতি করিতেন,

তিনি যাজ্ঞিক, অতিশয় দাতা, ক্ষমাশীল, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, নিজ-কর্ম্মরত ও শুদ্ধাচার ছিলেন। ধন-উপার্জ্জনের যে তিনটি প্রধান উপায় কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন, বৈশ্যেরা এই তিন কর্ম্মই করিত। সকল সমাজেই ধনশালী ব্যক্তি আদৃত স্থান অধিকার করেন।

অঙ্গমেতন্মহদ্রাজ্যে ধনিনো নাম ভারত।
ককুদং সর্ব্বভূতানাং ধনস্থো নাত্র সংশয়ঃ॥

৩০—৮৮ অঃ শান্তি।

ধনবান্ ব্যক্তিরাই রাজ্যের মহৎ অঙ্গ, এবং সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সংশয় নাই। কেকয়রাজ বলিতেছেন,—

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যমুপজীবন্ত্যমায়য়া।
অপ্রমত্তাঃ ক্রিয়াবন্তঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সংবিভাগং দমং শৌচং সৌহৃদঞ্চ ব্যপাশ্রিতাঃ।
মম বৈশ্যাঃ স্বকর্ম্মস্থা মামকান্তারমাবিশঃ॥

১৫।১৬—৭৭ অঃ শান্তি।

আমার রাজ্যে বৈশ্যসকল অকপটে কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা সকলেই অপ্রমত্ত, ক্রিয়াবান্, সুব্রত, সত্যবাদী, স্বকর্ম্মস্থ এবং পরস্পর সংবিভাগ, দম, শৌচ, সৌহৃদ্য আশ্রয় করিয়া থাকেন।

তখন ভারতবর্ষের লোকেরা বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিত ও বিদেশীয় লোক বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিত। বৈশ্যদিগকে নাগরিক অর্থাৎ নগরবাসী বলিত; বণিক্‌দিগের রক্ষা রাজার ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

যদা সারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি।
ভিনত্তি চ ন মর্য্যাদাং স রাজ্ঞো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

৩৬—৯১ অঃ শান্তি।

যখন বণিক্‌গণকে রাজা মানবগণের মর্য্যাদা ভেদ না করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন, তখন নৃপতির তাহা পরম ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। তখন বণিক্‌দিগের নিমিত্ত পথ প্রস্তুত হইত এবং বণিকেরা পর্ব্বত-পথদ্বারা যাতায়াত করিত; ২০—৯৯ অঃ দ্রোণ। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

কচ্চিত্তে বণিজো রাষ্ট্রে নোদ্বিজন্তি করার্দ্দিতাঃ।
ক্রীণন্তো বহুনাল্পেন কান্তারকৃতবিশ্রনাঃ॥ ২৩—৮৯ অঃ শান্তি।

তোমার রাষ্ট্রে অল্প ও বহুমূল্যে ক্রয়কারী কান্তারে বিশ্রামশীল বণিক্‌গণ করভারে পীড়িত হইয়া উদ্বেজিত হয় না ত? দূরদেশ হইতে আগত বণিক্‌দিগকে শুল্ক প্রদান করিতে হইত; ১০৪—৫অঃ সভা।

পৃথক্ পৃথক্ জাতীয় বণিক্‌গণ ছিল।

পৃথক্ জাত্যৈশ্চ নৈগমৈঃ। ১৬—১৩ অঃ সভা।

বৈশ্যগণ তখন কেবল দোকানদার ছিলেন, তাহা নহে, রত্ন প্রভৃতি তাহাদের বাণিজ্য করিবার সামগ্রী ছিল; ৩৪—৪৯ অঃ সভা। তখন কৃষিকার্য্যের উৎপন্ন সামগ্রীর, রাজা ষষ্ঠাংশ গ্রহণ করিতেন, কিন্তু সে সময়ে কেবল বৈশ্যেরা রাজাকে কর দিতেন। দণ্ড হিসাবে অপর বর্ণদেরও কখন কখন কর দিতে হইত, বৈশ্যেরাই একমাত্র করদাতা ছিল, "বৈশ্যাইব করপ্রদাঃ।" তথাপি করভার যাহাতে অধিক না হয়, তাহার চেষ্টা হইত।

প্রাকারং ভৃত্যভরণং ব্যয়ং সংগ্রামতো ভয়ম্।
যোগে ক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য গোমিনঃ কারয়েৎ করম্॥

৩৫—৮৭ অঃ শান্তি।

নরপতির প্রাকার ও ভৃত্য ভরণার্থ ব্যয়, সংগ্রামের ভয় এবং যোগে ক্ষেম সন্দর্শন করিয়া গোমী অর্থাৎ বৈশ্যবর্গের প্রতি মৃদুতা আচরণ করিতে হইবে।

তস্মাদ্ গোমিষু যত্নেন প্রীতিং কুর্য্যাদ্বিচক্ষণঃ।
দয়াবানপ্রমত্তশ্চ করান্ সম্প্রণয়ন্ মৃদূন্॥

৩৯—৮৭ অঃ শান্তি।

বিচক্ষণ মানবগণ গোমীদিগের (বৈশ্য) প্রীতি করিয়া থাকেন, এবং দয়াবান্ ও অপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি মৃদুভাবে—কর প্রণয়ন করেন। রাজার অমাত্যগণের মধ্যে বৈশ্যগণের সংখ্যা অধিক থাকিত। ৮—৮৫ অঃ শান্তি।

চতুরো ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ প্রগল্‌ভান্ স্নাতকান্ শুচীন্।
ক্ষত্রিয়াংশ্চ তথা চাষ্টৌ বলিনঃ শস্ত্রপাণিনঃ॥
বৈশ্যান্ বিত্তেন সম্পন্নানেকবিংশতিসংখ্যয়া।
ত্রীংশ্চ শূদ্রান্ বিনীতাংশ্চ শুচীন্ কর্ম্মণি পূর্ব্বকে॥

৭।৮—৮৫ অঃ শান্তি।

বেদজ্ঞ, প্রগল্‌ভ, স্নাতক ও পবিত্র ব্রাহ্মণ চারিজন, শস্ত্রপাণি বলবান্ ক্ষত্রিয় আট জন, বিত্তসম্পন্ন বৈশ্য একবিংশতি জন, নিত্য-কর্ম্মনিরত পবিত্র বিনীত শূদ্র তিন জন। তখন দেশে বিপ্লবের সময় সকল বর্ণকেই অস্ত্র ধারণ করিতে হইত।

গোব্রাহ্মণহিতার্থঞ্চ বর্ণানাং সঙ্করেষু চ।
বৈশ্যো গৃহ্লীত শস্ত্রাণি পরিত্রাণার্থমাত্মনঃ ॥

৩৩—১৬৫ অঃ শান্তি।

বৈশ্যজাতি বর্ণসঙ্কর-নিবারণ-বিষয়ে, গো (বেদ)-ব্রাহ্মণ-হিতের জন্য এবং আপনার পরিত্রাণার্থ শস্ত্র গ্রহণ করিবে। আমরা দেখিতে পাই "মানস জনপদে সর্ব্বাভিলাষসম্পন্ন, ধর্ম্মার্থনিষ্ঠ, স্বধর্ম্মোপজীবী শূর বৈশ্যগণ নিবসতি করিয়া থাকেন।" ৩৭—১১ অঃ ভীষ্ম।

এই হইল একশ্রেণী বৈশ্যদের কথা, কিন্তু সে সময়ে বৈশ্যদিগের যে অবনতি হইয়াছিল তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিয়মানুসারে কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য ছিল কেবল বৈশ্যদিগের জীবিকা-উপার্জ্জনের উপায়। দেশে বৌদ্ধবিপ্লবের ফলে, এই নিয়ম বোধ হয় অনেক দিন হইতেই লোপ পাইতেছিল। বৌদ্ধদিগের এ প্রকার নিয়মে আবদ্ধ হইবার কোনও কারণ ছিল না, জীবিকা-উপার্জ্জনের নিমিত্ত তাহারা সকল বৃত্তিই অবলম্বন করিত; সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী ছিল শূদ্রদিগের নিন্দাব্যঞ্জক বিশেষণ, কিন্তু বৌদ্ধগণ ভিন্ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরাও মৌলিক নিয়ম যে রক্ষা করিত তাহাও বোধ হয় না। আমরা দেখিতে পাই, অধ্যাপক গুরু, ব্রাহ্মণশিষ্যদ্বারা কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষা করিতেছেন। ক্ষত্রিয়েরাও কেবল বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছেন, এমন নহে; তাঁহারা সকল কর্ম্মই করিতেছেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণ্য সমাজ হইতে এক প্রকার বিচ্যুত ছিল ও অনেক স্থলে অবৈদিক অর্থাৎ শূদ্রগণ হইতে তাহাদের কোন প্রভেদ ছিল

না। যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, সে সময়ে সকল বর্ণই কৃষি-গোরক্ষাবাণিজ্য করিত।

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যমিহ লোকস্য জীবনম্॥

২৪—২০৬ অঃ বন।

সংসারে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই তিনটি লোকের উপজীবন। জীবিকানির্ব্বাহ সম্বন্ধে বৈশ্যদের কোন প্রকার স্বাতন্ত্র্য ছিল না।

প্রতিযোগিতা-ফলেই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক বৈশ্যদের হাত হইতে কৃষি বাণিজ্য তখন চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বণিক্ ও বৈশ্য এক কথা ছিল, পরে তাহারা স্বতন্ত্র হইল।

শিল্পিনো বণিজো বৈশ্যাঃ সর্ব্বে কর্ম্মোপজীবিনঃ।
তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ॥ ১৭—১০ অঃ স্ত্রী।

শিল্পকর, বণিক্, বৈশ্য ও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মোপজীবী পৌরগণ রাজাকে অগ্রসর করিয়া নগরের বহির্ভাগে নিষ্ক্রান্ত হইল। গোরক্ষা তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা রহিল।

দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ শৌচেন ধনসঞ্চয়ঃ।
পিতৃবৎপালয়েদ্বৈশ্যো যুক্তঃ সর্ব্বান্ পশূনিহ॥
বিকর্ম্ম তদ্ভবেদন্যৎ কর্ম্ম যৎ স সমাচরেৎ॥

২১।২২—৬০ অঃ শান্তি।

বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং অনুরাগ-সহকারে পিতার ন্যায় পশুগণ পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবে না। কারণ, ইহা ভিন্ন অপর সমস্ত কার্য্যই তাহার অকর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদৌ পশূন্।

২৩—৬০ অঃ শান্তি।

প্রজাপতি সৃষ্টির পর ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যগণকে সর্ব্বজাতির প্রজা ও বৈশ্যগণকে পশুসকল প্রদান করিয়াছেন। এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈশ্য হইল গোপালক এবং অধ্যয়নশীল ও যজ্ঞকারী, পরে দেখিব আভীরগণ অবৈদিকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইত।

উপরে আমরা ধনী ও ধার্ম্মিক বৈশ্যদিগের চিত্র দেখিয়াছি; বৈশ্যদিগের নাম নাগরিক ছিল। আর একপ্রকার বৈশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা অরণ্যবাসী গোরক্ষক। পশুপালন ইহাদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল, ইহাদের স্বতন্ত্র ভাষা ও স্বতন্ত্র বেশ ছিল। ইহারা অনেক সময় ভৃত্যভাবে কাজ করিত, অর্থাৎ দাসদিগের কর্ম্ম করিত।

রক্ষেত ভৃতকোঽরণ্যে যথা গাঃ। ২৪—৩৩ অঃ বন।

অরণ্যস্থ গোরক্ষক ভৃত্য। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র যুযুৎসুর মাতা বৈশ্যা ছিল ও গান্ধারীর দাসী ছিল। পশুরক্ষক বৈশ্য ভৃত্যগণ নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইত। যে বৈশ্য ছয়টি ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতন স্বরূপ একটি ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে। একজন গোরক্ষক স্বীয় বার্ষিক বেতনরূপ একটি গোমিথুন প্রাপ্ত হইবে। শৃঙ্গ ও খুর ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে লব্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ, তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং ইহাই তাহার সাংবৎসরিক বেতন; ২৫।২৬—৬০ অঃ শান্তি।

কোথাও বা আছে, বৈশ্যেরা ভৃত্যভাবে পশুপালন করিবে;

আর অন্য স্থলে আছে, যে, তাহারা পরের পশুপালন করিবে না; বৈশ্য পশুপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না, এবং তাহারা ইচ্ছা করিলেও অপর কোন বর্ণের পশুসকল রক্ষা করা তাহাদের কর্ত্তব্য নহে; ২৭—৬০ অঃ শান্তি। তখন বৈশ্যদের সামাজিক অবস্থা অতি হীন হইয়াছিল, শূদ্র ও বৈশ্যের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। পূর্ব্বের বৃত্তির মধ্যে কেবল পশুপালন অবশিষ্ট রহিল, পাছে তাহারা শূদ্রদিগের দাসবৃত্তি অবলম্বন করে, সেই জন্য বোধহয় তাহাদিগকে পৃথক্ রাখিবার নিমিত্ত এইরূপ চেষ্টা হইতেছিল।

বৈশ্যদিগের অধঃপতন-সম্বন্ধে আমরা নানাপ্রকার ইঙ্গিত পাই। উপবাসবিষয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহাদের পক্ষে এক প্রকার নিয়ম ছিল এবং বৈশ্য ও শূদ্রদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র নিয়ম ছিল; ১১।১২।১৩—১০৬ অঃ অনু। বৈশ্য ও শূদ্রসকল যে মোহবশতঃ দ্বিরাত্র বা ত্রিরাত্র উপবাস করে, তাহাদিগের তাহাতে কোন ফল নাই; ১২—১০৬ অঃ অনু। বৈশ্যেরা অনেকেই যজ্ঞপন্থা পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল; তখন বৌদ্ধেরা শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইত। যখন পুনরায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম প্রবল হইল তখন পুনরায় যজ্ঞ প্রশ্ন সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিল। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই প্রশ্ন সমস্ত প্রাণীর বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের হিতকর; দ্রব্যহীন সচ্চরিত্র দরিদ্র মানবগণ কি প্রকারে কোন্ কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়! ৪৪—১২৬ অঃ অনু। একস্থানে আছে—

পরিচর্য্যা-বন্দনং ব্রাহ্মণানাং নাধীয়ীত প্রতিষিদ্ধোঽস্য যজ্ঞঃ।

২৬—২৯ অঃ উদ্।

শূদ্র সম্পত্তির নিমিত্ত নিরলস ও নিত্য উত্থমশীল হইয়া ব্রাহ্মণগণের বন্দন ও পরিচর্য্যা কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে। ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যা করা শূদ্রের কর্ম্ম; কিন্তু তখন সমাজে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এইরূপ অধঃপতন হইয়াছে যে, শূদ্রেরা তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিত না। পরে দেখিব তখন প্রায় দেশ হইতে পুরাতন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ লোপ পাইয়াছে। স্থানান্তরে দেখিতে পাই—

পুণ্যাহবাচনং দৈবং ব্রাহ্মণস্ত বিধীয়তে।

এতদেব নিরোঙ্কারং ক্ষত্রিয়স্ত বিধীয়তে॥

৩৭—২৩ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণের দৈবকার্য্যে ওঙ্কারযুক্ত পুণ্যাহবাচন বিহিত হয়, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ওঙ্কার-বর্জ্জিত পুণ্যাহবাচন কর্ত্তব্য; আর বৈশ্যের দৈবকর্ম্মে "দেবতারা প্রীত হউন ইহাই বক্তব্য"। ওঙ্কার হইল বৈদিক মন্ত্রের অন্তর্গত, এস্থলে দেখিতে পাওয়া গেল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা বেদমন্ত্রবিবর্জ্জিত হইয়াছে; শূদ্র ও বৈশ্য এক শ্রেণীতে পরিগণিত হইত, তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া কশ্যপকে দান করেন, কশ্যপ সেই পৃথিবী ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন, সেই অবস্থায় অরাজক হওয়ায় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়শূন্য হওয়ায় এইরূপ ঘটে—

ততঃ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চ যথা স্বৈরপ্রচারিনঃ।

অবর্ত্তন্ত দ্বিজাগ্র্যাণাং দারেষু ভরতর্ষভ॥ ৬৯—৪৯ অঃ শান্তি।

শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া ব্রাহ্মণরমণীতে নিরত হইল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানকালে শূদ্রসদৃশ বৈশ্যদিগের অবস্থা বিশেষ সুখকর ছিল না।

যো বৈশ্যঃ স্যাৎ বহুপশুর্হীনক্রতুরসোমপঃ।
কুটুম্বাত্তস্য তদ্বিত্তং যজ্ঞার্থং পার্থিবো হরেৎ॥

৭—১৬৫ অঃ শান্তি।

রাজা অযজ্ঞযাজী, অসোমপায়ী, বহুপশুসম্পন্ন বৈশ্যের বিত্ত আদানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃত ধনদ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়; ২১—১৬৫ অঃ শান্তি।

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি তখন বৌদ্ধপ্রভাব ক্ষীণতেজ হইলেও যোগীদিগের প্রভাব প্রবল ছিল। শূদ্রগণ অগণিত সংখ্যায় এবং শূদ্রসদৃশ বৈশ্যগণ অগণিত সংখ্যায় যোগমার্গ অবলম্বন করিতেছিল।

ইমং ধর্ম্মং সমাস্থায় যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥

৬১—১৯ অঃ অশ্ব।

পাপযোনিজ পুরুষেরা এবং স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্র সকল মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন করিলে তাহারাও পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের ন্যায়, নূতন ব্রাহ্মণ্যসমাজে, লোকে বৈশ্য হইত। বৈশ্য কে? সে সম্বন্ধে লিখিত আছে:—

বণিজ্যা পশুরক্ষা চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ॥

৬—১৮৯ অঃ শান্তি।

যিনি কৃষি ও পশুপালন করেন, দান করিতে অনুরক্ত রহেন, শুচি ও বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, তিনিই বৈশ্যসংজ্ঞক হইয়া থাকেন।

এতক্ষণ আমরা সামাজিক বিপ্লবের কথা বলিতেছিলাম, কিন্তু

শূদ্রসদৃশ হইলেও তাহাদের গৃহজীবন কি প্রকার ছিল তাহা সকলের জানিতে ইচ্ছা হয়। মহাভারতের একস্থানে একটি সামান্য বৈশ্য দোকানদারের গৃহচিত্র অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে।

সে চিত্রটি জাজলি ও তুলাধারের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়। জাজলি বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ কঠোর তপস্যা করেন, তপস্যা শেষ হইলে তাঁহার মনে ধারণা হয় যে, তিনি প্রভূত ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল 'হে জাজলে! তুমি ধর্ম্মবিষয়ে তুলাধারের তুল্য হও নাই।' জাজলি সেই কথা শুনিয়া বারাণসীতে গিয়া তুলাধারের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ও তাঁহার সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করেন। সেই প্রসঙ্গে তুলাধার তাঁহার নিকট নিজ জীবন ও তাঁহার গৃহচিত্র বর্ণনা করেন। সেই বর্ণনাটি পড়িলে একটি কথা মনে হয় যে, দেশে যে রাজাই হউক না কেন, যে ধর্ম্মই প্রচলিত হউক না কেন, হিন্দুদিগের গৃহ চিরদিন সকল অবস্থাতে পুণ্যের ও পবিত্রতার আলয় ছিল। আর একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধটি শেষ করিব। কর্ম্মবশতঃ বর্ণ-ভেদ হইয়াছে, ইহা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এখন আমরা যাহাকে জাতি বলি, তাহাদেরও উৎপত্তি কর্ম্মমূলক, এইরূপ বিশ্বাস করিবারও কারণ যথেষ্ট আছে।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি ব্রাহ্মণেরাও তখন দোকান করিত, তাহাদের পক্ষেও কোন কোন সামগ্রীর বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল; এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহারা পতিত হইত, এবং সম্ভবতঃ নিম্ন শ্রেণীতে স্থান পাইত। বৈশ্যদিগের সম্বন্ধেও এই প্রকার নিয়ম ছিল। তাহাদের পক্ষে গন্ধ, তিল ও বসা বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল।

তিলান্ গন্ধান্ বসাংশ্চৈব বিক্রীণীয়ান্ন চৈব হি।
বণিক্‌পথমুপাসীনো বৈশ্যঃ সৎপথমাশ্রিতঃ॥

৫৬—১৪১ অঃ অনু।

সৎপথে সমাশ্রিত বৈশ্য বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গন্ধ, তিল ও বসা বিক্রয় করিবে না।

এখন গন্ধবণিক্, তৈলিক ও বসাবিক্রয়ী ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছে, কর্ম্মের জন্য জাতিগঠনের উদাহরণ পরে দেখিব।

শূদ্র।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ লইয়া হিন্দুসমাজ চিরদিন গঠিত, এই ধারণা আমাদের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে। হিন্দুসমাজ বলিলেই এই চারিবর্ণকে বুঝায়, ইহাদের ব্যতিরিক্ত পঞ্চম বর্ণ নাই। কেবল পঞ্চম বর্ণ নাই তাহা নহে, পঞ্চম বর্ণের উৎপত্তি বা অস্তিত্ব সম্ভব নয়, ইহাও আমাদের মনে আর একটি স্থির বিশ্বাস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদের অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, এখন সেই সময়ের শূদ্রদিগের অবস্থা আলোচনা করা প্রয়োজন। সর্ব্বাগ্রেই একটি প্রশ্ন মনে উদয় হয়, সে সময়ে শূদ্র কাহাদিগকে বলিত ও এখনই বা শূদ্র কাহাদিগকে বলে? প্রথমে মনে হয়, এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা অতি সহজ, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যাহাদিগকে শূদ্র বলিত তাহাদের সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহা পড়িলে শীঘ্রই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রশ্নটির উত্তর যত সহজ মনে হয় তত সহজ নয়, এমন কি প্রশ্নের যে

কোন সময়ে সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে মনে ঘোর সন্দেহ হয়। আমাদের পক্ষে ইহা এক আশ্চর্য্য কথা। ভারতবর্ষে অন্যূন উনত্রিশ কোটি হিন্দু আছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ন্যূনাধিক দেড় কোটি; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সংখ্যা এক কোটি ধরিলে অবশিষ্ট প্রায় ছাব্বিশ কোটি হিন্দুকে আমরা শাস্ত্র ও লৌকিক ব্যবহার-অনুসারে শূদ্র বলি। কি কারণে ইহাদিগকে শূদ্র নাম দিয়াছি, সে উত্তর কেহই দিতে পারি না, অথচ ইহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা সমাজে নিম্নতম স্থান দিয়াছেন। ইহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনে এক প্রকার সংস্কার আজন্ম দৃঢ়বদ্ধ হইয়া আছে ও ইহাদের প্রতি যে প্রকার ব্যবহার করি, তাহা লোকাচার ও শাস্ত্রাচার-অনুমোদিত বলিয়া আমাদের সকলের মনে আজীবন সংস্কার আছে। অথচ শূদ্র কাহাকে বলে এ প্রশ্নের উত্তর কেহ জানে না। মহাভারতে শূদ্রদিগের সম্বন্ধে যে প্রকার বর্ণনা আছে, তাহাই এ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে।

শূদ্রদিগের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথা আছে, সেগুলি একত্র করিলে তাহাদিগের সম্বন্ধে প্রথমে একটা অস্পষ্ট ও পরস্পর-বিরোধী চিত্র মনে উদয় হয়। যাহাদিগকে শূদ্র বলা হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা আছে, কেবল তাহাই একত্রিত করিলে সে সময়ে কাহাদিগকে শূদ্র বলিত, সে প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যাইবে না। তাহার নিমিত্ত আরও অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহাদিগকে সে সময়ে শূদ্র বলিত, তাহাদের সম্বন্ধে মহাভারত হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিব। কাহাকে শূদ্র বলে সে সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

নিত্যং ত্রয়াণাং বর্ণানাং শুশ্রূষুঃ শূদ্র উচ্যতে।

২—২৯৪ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের নিয়ত-শুশ্রূষু ব্যক্তিকেই শূদ্র বলে।

প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।
তস্মাচ্ছূদ্রস্য বর্ণানাং পরিচর্য্যা বিধীয়তে॥

২৮—৬০ অঃ শান্তি।

প্রজাপতি শূদ্রগণকে অপর বর্ণসকলের দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সকল বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের কর্ত্তব্য।

প্রিয়ং কুর্ব্বন্ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াণাং ধর্ম্মশীলঃ পুণ্যকৃদাবসেদ্ গৃহান্।
পরিচর্য্যাবন্দনং ব্রাহ্মণানাং নাধীয়ীত প্রতিষিদ্ধোহস্য যজ্ঞঃ।
নিত্যোত্থিতো ভূতয়েহতন্দ্রিতঃ স্যাদেবং স্মৃতঃ শূদ্রধর্ম্মঃ পুরাণঃ॥

২৬—২৯ অঃ উদ্।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনকরতঃ শূদ্র ধর্ম্মশীল ও পুণ্যকারী হইয়া গৃহাশ্রয়ী হইবেন। শূদ্র সম্পত্তির নিমিত্ত নিরলস ও নিত্য উদ্যমশীল হইয়া ব্রাহ্মণগণের বন্দন ও পরিচর্য্যা কার্য্যেই নিয়োজিত হইবে। বেদাধ্যয়ন কি যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না, কেননা পুরাতন শূদ্র-ধর্ম্মানুসারে উক্ত উভয় ব্যাপারই তাহার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণানাং শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, ত্রিবর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। তৃতীয় শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রিয়কার্য্য সম্পাদনের কথা আছে, বৈশ্যদিগের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়, শূদ্র ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেবার কথা নাই। তৃতীয়,

এইটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার সামগ্রী যে, আমরা পুরাতন শূদ্রধর্ম্ম কথা দেখিতে পাই, তখন নূতন শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছে। স্থানান্তরে লিখিত আছে, শূদ্র তিন বর্ণকে অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে; ১৭—৭৭ অঃ শান্তি। শূদ্র ভৃত্যের কাজ করিত।

ভরদ্বাজের অগ্নিহোত্র গৃহে শূদ্র দ্বারপাল ছিল।

১৮—১৩৬ অঃ বন।

শূদ্র পরিচর্য্যা করিত, সেই কারণে শূদ্রের জীবনযাত্রার নিমিত্ত ভৃতি ও বেতন নির্দ্ধারিত হইত; ৯—২৯০ অঃ শান্তি। এমনকি তাহার বখ্‌সিস্‌ পর্য্যন্ত নিরূপিত ছিল।—

অবশ্যং ভরণীয়ো হি বর্ণানাং শূদ্র উচ্যতে।
ছত্রং বেষ্টনমৌশীরমুপানদ্ব্যজনানি চ॥

৩২—৬০ অঃ শান্তি।

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের অবশ্যভরণীয়, উশীর বেষ্টন, জীর্ণ ছত্র, উপানহ এবং ব্যজন সকল পরিচারক শূদ্রকে প্রদান করিবে। শূদ্রের সঞ্চিত ধন তাহার প্রভুর সম্পত্তি; ৩৭—৬০ অঃ শান্তি। তথাপি ভৃত্য হইলেও এই শ্রেণীর শূদ্রের প্রভুর গৃহে অবস্থা হীন ছিল না।

দেয়ঃ পিণ্ডোঽনপত্যায় ভর্ত্তব্যৌ বৃদ্ধদুর্ব্বলৌ।

৩৫—৬০ অঃ শান্তি।

প্রতিপালক দ্বিজাতি অপত্যবিহীন হইলে শূদ্র তাঁহাদিগকে পিণ্ড প্রদান করিবে। যাহাই হউক, এই প্রকার শ্লোক হইতে দেখা যায়, যাহাদিগকে আমরা চাকর বা ভৃত্য বলি, তাহাদিগকে সে সময়ে শূদ্র বলিত। 'শৌদ্রং কর্ম্ম সেবা।' ৭—৩৫ অঃ অনু।

এসম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মা হইলেন নজির।

প্রজাপতির্হি বর্ণানাং দাসং শূদ্রমকল্পয়ৎ।

২৮—৬০ অঃ শান্তি।

তবে প্রজাপতি অর্থে ব্রহ্মাও হয়, মনু প্রভৃতি প্রজাপতিও হয় এবং রাজাও হয়; মনু প্রজাপতিও ছিলেন, আর রাজাও ছিলেন। পরিচর্য্যা ভিন্ন আমরা দেখিতে পাই, শূদ্র দেবতা-আয়তন প্রস্তুত করিত; ২০—১০ অঃ অনু। শিল্পকার্য্য করিত।

৬—১৯৪ অঃ আদি।

শূদ্রৈ নির্ম্মার্জ্জনং কার্য্যমেবং ধর্ম্মো ন নশ্যতি।

১২—২৯৩ অঃ শান্তি।

শূদ্র সকল নির্ম্মার্জ্জন অর্থাৎ ভূমিশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য করিবে। শূদ্রের পিতৃ-পৈতামহিক কর্ম্ম থাকিত। ২—২৯৩ অঃ শান্তি।

শূদ্রস্তু নিত্যদাক্ষ্যেন শোভতে। ২১—২৯৩ অঃ শান্তি।

শূদ্র সতত কার্য্যনৈপুণ্য দ্বারা শোভা পায়। ইহা অপেক্ষা ও বিশিষ্টতর কর্ম্ম শূদ্রেরা করিত।—

বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্।

শূদ্রস্যাপি বিধীয়ন্তে যদা বৃত্তির্ন জায়তে॥ ৪—২৯৪ অঃ শান্তি।

স্বধর্ম্মে থাকিয়া জীবিকালাভে অসমর্থ শূদ্রের পক্ষে বাণিজ্য, পশুপালন ও চিত্রলেখন প্রভৃতি শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ বিহিত হয়।

শূদ্র ভৃত্যের কাজ করিত, শিল্প, বাণিজ্য করিত; এতদ্ভিন্ন যুদ্ধ করিত। আমরা শস্ত্রধারী চতুর্ব্বর্ণের কথা দেখিতে পাই। ৭—৯৬ অঃ উদ্।

পরশুরাম বলিতেছেন,—'চতুর্ব্বর্ণমধ্যে আমা অপেক্ষা সমরে কে শ্রেষ্ঠ আছে?' ৭—৯৬ অঃ উদ্। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্ম উত্তর দিতেছেন,—

উন্মর্য্যাদে প্রবৃত্তে তু দস্যুভিঃ সঙ্করে কৃতে।
সর্ব্বে বর্ণা ন দুষ্যেয়ুঃ শস্ত্রবন্তো যুধিষ্ঠির ॥

১৮—৭৮ অঃ শান্তি।

হে যুধিষ্ঠির! যখন দস্যুসকল প্রজাদিগের মর্য্যাদা ও জাতি নাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তখন সকল বর্ণই শস্ত্র গ্রহণ করিবেন তাহা দূষণাবহ হইবে না। দস্যু কথার অর্থ পরে আমরা দেখিব।

আমরা ব্রাহ্মণের জন্য চতুর্ব্বর্ণের অস্ত্রধারণ দেখিতে পাই। ২৫...৩১—৭৮ অঃ শান্তি।

ত্রিবর্ণের জন্য ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ ও সাধারণের রক্ষার জন্য সকলের অস্ত্রধারণ, ইহাই কর্ত্তব্য। আমরা 'ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রবীরাণাং' দেখিতে পাই; ১৮—৪৭ অঃ কর্ণ। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি চতুর্ব্বর্ণ লইয়া অমাত্য ও মন্ত্রি-সভা গঠিত হইত; ৭...১২—৮৫ অঃ শান্তি। সূততনয় বৃষবর্ম্মা ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী ছিলেন; ৩৫—৫ অঃ কর্ণ। সূতজাতি প্রতিলোম শূদ্র। এস্থলে শূদ্রের উপাধি বর্ম্মা। আমরা দেখিতে পাই সম্মানভাজন শূদ্র; ৪৭—১০ অঃ কর্ণ। শূদ্রের বিশেষণ মাননীয়; ৪১—৩৩ অঃ সভা। সূতজাতীয় অধিরথ ধৃতরাষ্ট্রের সখা ছিলেন। পাণ্ডুমহিষী কুন্তী বিদুরকে 'ভগবন্' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। বিদুর শূদ্র ছিলেন; সত্যবতীর পিতা রাজা ছিলেন, তিনি দাশরাজ ছিলেন।

উপরের উদ্ধৃত কথাগুলি হইতে দেখা যায় যে, দেশমধ্যে শূদ্রগণ ভৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া যোদ্ধা, বণিক্, অমাত্য, রাজমন্ত্রী, স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত হইতেন। কাহাদিগকে শূদ্র বলিত ও দেশে তাহাদের কিপ্রকার স্থান ছিল, তাহা বুঝিতে আরও কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতে হইবে।

আমরা একস্থানে দেখিতে পাই, শূদ্র ধনসঞ্চয় করিবে না, কিন্তু নৃপতির আজ্ঞায় কিছু করিতে পারিবে ; ২৮…৩৪—৬০ অঃ শান্তি। উপরে দেখিয়াছি শূদ্রের ধন প্রভুর হয়। অথচ দেখিতে পাই, বহুবিত্তসম্পন্ন শূদ্র ; ১৯—১৮৭ অঃ অনু। শূদ্রের বহুধন এবং বৈশ্য ও শূদ্র প্রভূত ধনদ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হয়।

আমরা সকলেই শুনিয়াছি, শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য ; শূদ্র বিকর্ম্মী ও সর্ব্বভক্ষক, তাহার অন্ন ক্ষত্রিয়েরও বর্জ্জনীয়। ২…৫—১৩৫ অঃ অনু।

স্বয়ং মহাদেব বলিতেছেন :—

শূদ্রান্নং গর্হিতং দেবি সদা দৈবৈর্মহাত্মভিঃ।
পিতামহমুখোৎসৃষ্টং প্রমাণমিতি মে মতিঃ।

১৮—১৪৩ অঃ অনু।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—হে দেবি! মহানুভবে! দেবগণ শূদ্রান্নকে সতত গর্হিত জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইহাতে পিতামহ-মুখ হইতে সমুচ্চারিত প্রমাণ আছে। শূদ্রান্ন যে অতি গর্হিত তাহা বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

শূদ্রাণামথ যো ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্।
মলং নৃণাং স পিবতি মলং ভুঙ্‌ক্তে জনস্য চ॥

শূদ্রাণাং যস্তথা ভুঙ্‌ক্তে স ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্।
পৃথিবীমলমশ্নন্তি যে দ্বিজাঃ শূদ্রভোজিনঃ ॥

৫।৬—১৩৫ অঃ অনু।

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রগণের অন্ন ভোজন করেন, তিনি পৃথিবীর মল ভোগ করিয়া থাকেন, তিনি নরগণের মল পান করেন, তিনি সকল লোকের মল ভোজন করেন। যে সকল শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ আছে, তাহারা পৃথিবীর মল ভোজন করে এবং পৃথিবীর মলসকল ভোগ করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে দেখিতে পাই—অন্নং দত্ত্বা দ্বিজাতিভ্যঃ শূদ্রঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। ২০—১১২ অঃ অনু।

শূদ্র ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই কথায় স্থানান্তরে লিখিত আছে।

ন্যায়েনৈবাপ্তমন্নং তু নরো হর্ষ-সমন্বিতঃ।
দ্বিজেভ্যো বেদবৃদ্ধেভ্যো দত্ত্বা পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥

২২—১১২ অঃ অনু।

মানব হর্ষ-সমন্বিত হইয়া বেদবৃদ্ধ দ্বিজগণকে ন্যায়োপার্জ্জিত অন্ন দান করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ বিদুরপ্রদত্ত অন্নাদি ব্রাহ্মণপ্রভৃতিকে দান করিয়া পরে ভোজন করিলেন; ৪০—৯১ অঃ উদ্। আমরা দেখিতে পাই শূদ্রগণ তিনবর্ণের আতিথ্য করিত; ২৮—১৪৩ অঃ অনু। শূদ্রগৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি থাকিত, শূদ্র ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিত; ২০—১১২ অঃ অনু। এবং উচ্চজাতি শূদ্রগৃহে অন্ন গ্রহণ করিত; ২১—১১৭ অঃ অনু।

আমরা দেখিব রাক্ষসের গৃহে ব্রাহ্মণভোজন হইত। ‘সেবা ধর্ম্মঃ শূদ্রাণাং’ একথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি।

শুশ্রূষা চ দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্ম উচ্যতে।
ভৈক্ষ্যহোমব্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুবাসিতাঃ॥

৩৬—১৫০ অঃ বন।

শূদ্রজাতির দ্বিজাতিশুশ্রূষাই ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি, হোম ও ব্রত কার্য্যের অনধিকারী এবং তাহাদের দ্বিজাতিগৃহে বাস বিধেয় হইয়াছে।

উপরের বর্ণনা হইতে শূদ্রের আর এক প্রকার চিত্র দেখিতে পাওয়া গেল। শূদ্রের আরও এক রূপ দেখিতে পাই।

সর্ব্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্য যথাশক্তি যথার্হতঃ।
শূদ্রধর্ম্মঃ পরো নিত্যং শুশ্রূষা চ দ্বিজাতিষু॥
স শূদ্রঃ সংশিততপাঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শুশ্রূষুরতিথিং প্রাপ্তং তপঃ সঞ্চিনুতে মহৎ।
নিত্যং স হি শুভাচারো দেবতাদ্বিজপূজকঃ।
শূদ্রো ধর্ম্মঃ ফলৈরিষ্টৈঃ সম্প্রযুজ্যেত বুদ্ধিমান্॥

৫৭...৫৯—১৪১ অঃ অনু।

শূদ্র সর্ব্বপ্রকারে আতিথ্য এবং যথাশক্তি যথাযোগ্য ধর্ম্মার্থ-কামের সেবা করিবে, দ্বিজাতিগণের নিত্য শুশ্রূষাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম, যে ব্যক্তি সংশিততপাঃ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং উপস্থিত অতিথির শুশ্রূষাকরতঃ মহৎ তপস্যা সঞ্চয় করে, সেই দেবতা ও দ্বিজ-পূজক শুভাচার বুদ্ধিমান্ শূদ্র অভিলষিত ফল সমন্বিত হয়। এইস্থানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শূদ্র ধর্ম্মার্থ-কামের সেবা করিবে, মোক্ষের কথা নাই। এই কথাই স্থানান্তরে লিখিত আছে।

সর্ব্বাতিথ্যং ত্রিবর্গস্থ যথাশক্তি নিশানিশম্।
শূদ্রধর্ম্মঃ সমাখ্যাত স্ত্রিবর্গপরিচারণম্॥

৭৫—১৪১ অঃ অনু।

সর্ব্বপ্রকারে অতিথিসৎকার এবং যথাশক্তি ধর্ম্মকাম-অর্থের পরিচারণ শূদ্রের ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। এই দুইটি শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ্য সমাজে শূদ্রের মোক্ষলাভ-সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা বা উল্লেখ নাই, যোগীরা সেই অধিকার প্রদান করে।

শূদ্রের কোন প্রকার যজ্ঞে অধিকার নাই।

ন হি যজ্ঞেষু শূদ্রস্থ কিঞ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ।

৮—১৬৫ অঃ শান্তি।

এমন কি যজ্ঞবেদীর নিকট শূদ্রের এবং ব্রতহীনের গমন নিষেধ; ৯—৩৬ সভা। শূদ্রকর্ত্তৃক অরণীস্থ অগ্নি দেশান্তরে লইয়া যাওয়া নিন্দনীয় এবং যে ব্রাহ্মণ তাহা অনুমোদন করেন তিনি পতিত হন; ৫।৬—১২৮ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথম তিন বর্ণ এবং শূদ্র মধ্যে দুইটি বিষয় লইয়া বিশেষ প্রভেদ ছিল; একটি বেদ ও অপরটি যজ্ঞ। প্রথম তিন বর্ণের নাম দ্বিজ, ইহারা বেদ ও যজ্ঞের অধিকারী; শূদ্রেরা হইল একজ, ইহাদের বেদ বা যজ্ঞে কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু মহাভারতের স্থানে স্থানে স্পষ্টই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এমন সময় ছিল, যখন সকল বর্ণই যজ্ঞ করিত।

অধর্ম্মরুচয়ো মূর্খা লুব্ধা বা নাভবংস্তদা।
শিষ্টেষ্টযজ্ঞকর্ম্মাণঃ সর্ব্ববর্ণাস্তদাভবন্॥ ১৭—৫৭ অঃ দ্রোণ।

কেহ অধর্ম্মপ্রিয়, মূর্খ বা লুব্ধ ছিল না, সকলেই শিষ্ট যাগাদি ক্রিয়াকলাপসম্পন্ন ছিল। (রামরাজ্যে)।

ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে লিখিত আছে যে, এক সময়ে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিল, পরে কর্ম্ম ও গুণবশতঃ এই ব্রাহ্মণেরা চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল।

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥

১৪—১৮৮ অঃ শান্তি।

এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা পৃথক্কৃত ব্রহ্মণেরাই বর্ণান্তরে গমন করিয়াছে। তাহাদিগের যজ্ঞক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম নিয়ত প্রতিষিদ্ধ নহে। যাহাই হউক, যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার ছিল না। যজ্ঞে অধিকার না থাকিলেও ত্রিবর্ণের যজ্ঞফলে তাহাদের সেবক শূদ্রের অধিকার আছে; ৪০—৬০ অঃ শান্তি। তদপেক্ষা শূদ্রের যজ্ঞসম্বন্ধে আর এক অধিকার ছিল, শূদ্র যজ্ঞ করিবে না, কিন্তু যজ্ঞের সামগ্রী দিতে পারিবে। আমরা দেখিতে পাই, সকল বর্ণ ই যজ্ঞে যোগদান করিতেছে; ১৯—৩৫ অঃ সভা।

যজ্ঞো মনীষয়া তাত সর্ব্ববর্ণেষু ভারত। ৪৪—৬০ অঃ শান্তি।
নাস্য যজ্ঞকৃতো দেবা ঈহন্তে নেতরে জনাঃ।
ততঃ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যজ্ঞো বিধীয়তে॥ ৪৫—ঐ

সঙ্কল্পপূর্ব্বক দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞে সকল বর্ণের অধিকার আছে। অধমবর্ণ শূদ্রেও তাদৃশ যজ্ঞ করিলে দেবগণ এবং অপর উত্তম বর্ণগণ তাহার সেই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেইজন্য সকল বর্ণেরই শ্রদ্ধাযজ্ঞের বিধি অভিহিত হইয়াছে।

যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, সেই সময়ে বোধ হয় শূদ্রদিগের যজ্ঞসম্বন্ধে নিয়ম কিছু শিথিল হইয়াছিল।

স্বাহাকারবষট্‌কারৌ মন্ত্রঃ শূদ্রো ন বিদ্যতে।
তস্মাচ্ছূদ্রঃ পাকযজ্ঞৈর্যজেতা ব্রতবান্ স্বয়ম্॥
পূর্ণপাত্রময়ীমাহুঃ পাকযজ্ঞস্য দক্ষিণাম্।

৩৭।৩৮—৬০ অঃ শান্তি।

শূদ্রগণের স্বাহাকার, বষট্‌কার এবং অপর বৈদিক মন্ত্রসকলের অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা স্বয়ং শ্রৌতব্রতবিহীন হইয়া গ্রহশান্তি এবং বৈশ্বদেবাদি ক্ষুদ্র যজ্ঞসকল সম্পাদনকরতঃ শাস্ত্রোক্ত পূর্ণপাত্রময়ী দক্ষিণা প্রদান করিবে। আমরা আরও দেখিতে পাই ব্রাহ্মণগণ হইতেই ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের যজ্ঞসকল দৃষ্ট হইয়াছে, মন্ত্র-সংসৃষ্ট যজ্ঞসকল নীচমধ্যে দৃশ্য হয়; ৪৬—৬০ অঃ শান্তি।

শূদ্রদিগের পাকযজ্ঞ অর্থাৎ ক্ষুদ্র যজ্ঞ এবং শ্রদ্ধাযজ্ঞের কথা দেখিলাম। তদ্ভিন্ন তাহাদের জ্ঞানযজ্ঞের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এ কথাটি একটু ভাবিবার বিষয়; জ্ঞানপন্থা হইল সাঙ্খ্যদিগের পন্থা, সাঙ্খ্যগণ এ পন্থা ত্রৈবর্ণিকদিগের নিমিত্ত বিধান করিয়াছেন। এ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, শূদ্রগণের নিমিত্তও জ্ঞানপন্থা বিহিত হইয়াছে। যজ্ঞের প্রধান ফল স্বর্গপ্রাপ্তি।

ত্বৎপ্রসাদাৎ সদা শৈল ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ।
স্বর্গং প্রাপ্তাশ্চরন্তি স্ম দেবৈঃ সহ গতব্যথাঃ॥

২৩—৪২ অঃ বন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসকল তোমার প্রসাদে স্বর্গপ্রাপ্ত ও ক্লেশরহিত হইয়া দেবগণের সহিত সর্ব্বদা বিচরণ করেন। যজ্ঞ

না করিলে যদি স্বর্গপথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্রের স্বর্গগমন হয় না। শূদ্রের যজ্ঞ করিতে অধিকার না থাকিলেও নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল যাহাদ্বারা তাহারা যজ্ঞ না করিয়াও যজ্ঞফল লাভ করিতে পারিত। উপবাস করিলেই যজ্ঞফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; ৫৩—১০৬ অঃ অনু।

উপবাসের ফল যজ্ঞফলের তুল্য। ৫—১০৭ অঃ অনু।

তীর্থদর্শন যজ্ঞ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৭…১৯—৮২ অঃ বন।

শূদ্রের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় যুদ্ধ করিলে স্বর্গ লাভ হইত। ১৮—৪৭ অঃ কর্ণ।

অনেক তীর্থ শত অশ্বমেধাপেক্ষা ফলপ্রদ। মাংস ভক্ষণ না করিলে যজ্ঞফলের তুল্য হয়। ১৬…১৮—১১৫ অঃ অনু।

শূদ্রজাতির সংস্কার নাই। কেবল সংস্কার নাই তাহা নহে, শূদ্রের পাতকও নাই।

ন চাপি শূদ্রঃ পততীতি নিশ্চয়ো
ন চাপি সংস্কারমিহার্হতীতি বা।
শ্রুতিপ্রবৃত্তং ন চ ধর্ম্মমাপ্নুতে
ন চাস্য ধর্ম্মে প্রতিষেধনং কৃতম্ ২৭—২৯৬ অঃ শান্তি।

শূদ্রজাতির কোন সংস্কার নাই সুতরাং কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা তাহার পাতিত্যের কোন সম্ভাবনা নাই। বেদবিহিত কর্ম্মে তাহার অধিকার না থাকায় পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশবিধ ধর্ম্মপালনে শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বিধি কিছুই বিহিত নাই। কেবল তাহা নয়, যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রের কোনপ্রকার সংস্কার করে, তাহা হইলে সে পর্য্যন্ত পতিত হয়।

শূদ্রসংস্কারকো বিপ্রো যথা যাতি পরাভবম্।
যথা ব্রহ্মদ্বিষো নিত্যং গচ্ছন্তীহ পরাভবম্॥

৩০—৪০ অঃ কর্ণ।

শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যেমন পরাভবপ্রাপ্ত হন, ব্রহ্মবিদ্বেষী লোকেরা যেমন সংসারে নিত্যই পরাভূত হইয়া থাকে—; অথচ শূদ্রের যে কোন সংস্কার হইত না তাহা বলা যায় না; আমরা দেখিতে পাই সৌদাসরাজ-পুত্রের সংস্কার হইয়াছিল; ৭৮—৪৯ অঃ শান্তি। বিদূর শূদ্রযোনিজাত, তাঁহার সংস্কার হইয়াছিল, কর্ণ নিজেকে সূতজাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন, তাঁহারও সংস্কার হইয়াছিল; ১৮—১০৯ অঃ আদি।

রামায়ণে শূদ্রমুনি তপস্যা করিয়াছিল বলিয়া ব্রাহ্মণশিশুর মৃত্যু হয়, রামচন্দ্র স্বয়ং শম্বুককে স্বহস্তে বধ করেন।

রে হস্ত দক্ষিণ! কথং মৃতস্য শিশো দ্বিজস্য,
জীবাতবে মুঞ্চ শূদ্রমুনৌ কৃপাণং। (উত্তররামচরিত)

মহাভারতের সময় এ ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা তপোনিষ্ঠ শূদ্র দেখিতে পাই। ৩৭—৯১ অঃ অশ্ব।

সঞ্জয় সূতজাতীয় শূদ্র, তাহার তপস্যার কথা আছে। পরাশর জনককে বলিতেছেন—

তপঃ সর্ব্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে।
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য স্বর্গমার্গপ্রবর্ত্তকম্॥

১৪—২৯৫ অঃ শান্তি।

জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত পুরুষের স্বর্গমার্গপ্রবর্ত্তক তপ ও নিয়ম সাধারণ, শূদ্রেরও তাহাতে অধিকার আছে। রামায়ণে যেমন

শূদ্র ঋষির তপস্যার কথা আছে, সেইরূপ মহাভারতে এক শূদ্র সন্ন্যাসীর কথা আছে। সে বলি, হোম ও দেবপূজা করিত, নিকটস্থ আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ তাহার সেই কার্য্যে অনুমোদন করিলেন না। পরে এক তপোনিষ্ঠ ঋষি আসিয়া সেই শূদ্রকে নিজের যজমান করিলেন; এবং সেই শূদ্রের পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। ইহাতে কেহ আপত্তি করিল না, কিন্তু মৃত্যুর পর সেই শূদ্রের ও ব্রাহ্মণের দুই প্রকার গতি হইল। শূদ্র মহারাজকুলে জন্মগ্রহণ করিল এবং সেই ঋষি তাহার পুরোহিত হইল; ১০ অঃ অনু।

এই গল্প হইতে মনে হয়, তখন তপস্যাসম্বন্ধে শূদ্রদের প্রতি কঠোরতা, রামায়ণের সময়ে যেরূপ ছিল তদপেক্ষা কিছু কমিয়াছে। কেবল শূদ্রেরা তপস্যা করিত তাহা নয়, চণ্ডাল পর্য্যন্ত তপস্যা করিত।

ততঃ সন্তপয়ামাস বিবুধাংস্তপসান্বিতঃ।
মতঙ্গঃ সুখসম্প্রেপ্সুঃ স্থানং সুচরিতাদপি॥ ২৩—২৭ অঃ অনু।

চণ্ডাল মতঙ্গ সুন্দর আচরিত তপোবলে অনায়াসে ব্রাহ্মণ্য-লাভের জন্য ঘোরতর তপঃ সমন্বিত হইয়া দেবগণকে সন্তাপিত করিলেন। শূদ্রগণ ব্রত করিতে পারিতেন না; ৯—৯০ অঃ অনু। —কিন্তু শূদ্রের জপে অধিকার ছিল। ১০…১৪—১৪৯ অঃ অনু। এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, গৃহাশ্রমে শূদ্রের সম্পূর্ণ অধিকার আছে; শূদ্রের যজ্ঞে অধিকার ছিল না, কেবল তাহা নয়, তাহাদের বেদে অধিকার নাই; ৮—৩১ অঃ বন। শূদ্রের বেদ-প্রার্থনা নিন্দনীয়; ১৬—১৫৮ অঃ আদি।

ন চ বিক্রীণতে ব্রহ্ম ব্রাহ্মণাশ্চ তদা নৃপ।
ন চ শূদ্রসমভ্যাসে বেদানুচ্চারয়ন্ত্যত ॥

২০—৬৪ অঃ আদি।

তৎকালে তাঁহারা (ব্রাহ্মণেরা) বেদ বিক্রয় করিতেন না, এবং শূদ্রের নিকট বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন না; অথচ আমরা আগমসম্পন্ন শূদ্র দেখিতে পাই; ৪৬—১৪৩ অঃ অনু। তদপেক্ষা অধিক আমরা দেখিতে পাই, শূদ্রকে বেদ শ্রবণ করান কর্ত্তব্য-মধ্যে পরিগণিত ছিল।—

যথামতি যথাপাটং তথা বিদ্যা ফলিষ্যতি।
সর্ব্বস্তরতি দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু ॥
শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কার্য্যং মহৎস্মৃতম্ ॥

৪৮।৪৯—৩২৭ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া চারিবর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইবে, বেদ-অধ্যয়ন অতি মহৎ কার্য্য বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। কেবল বেদ নয়, শূদ্রের কোন প্রকার জ্ঞানশিক্ষা দূষণীয় ছিল।

"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" ৪—১০ অঃ অনু।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'কোন নিকৃষ্ট সুহৃদ্ ব্যক্তিকে উপদেশপ্রদান কর্ত্তব্য কিনা?' তদুত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন,—'কোন হীনজাতি ব্যক্তিকে উপদেশ করা উচিত নয়; উপদেশ-কর্ত্তার মহান্ দোষ হয়, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে'।

উপদেশো ন কর্ত্তব্যো জাতিহীনস্য কস্যচিৎ।

৪—১০ অঃ অনু।

শূদ্রেরা যে এককালে বেদ পড়িত না, তাহা বোধ হয় না; কুন্তী নিজপুত্র কর্ণের সহিত গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, তখন কর্ণ প্রাতঃস্নান করিয়া সূর্য্যস্তব করিতেছিলেন।

গঙ্গাতীরে পৃথাশ্রৌষীদ্বেদাধ্যয়ননিস্বনম্।

২৭—১৪৪ অঃ উদ্।

কুন্তী গঙ্গাতীরে বেদাধ্যয়ন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কর্ণ শূদ্র হইয়াও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছিলেন।

স্থানান্তরে দেখিতে পাই, চতুর্ব্বর্ণের বেদে অধিকার আছে। অথচ অপর স্থলে দেখিতে পাই বেদে ও বেদান্তেও তাহাদের অধিকার নাই; ১২—৬৩ অঃ শান্তি।

দৃশ্যতে হি ধর্ম্মরূপেণাধর্ম্মং প্রাকৃতশ্চরন্।
প্রাকৃতাঃ শূদ্রা মুমুক্ষবো বেদান্তান্ ধর্ম্মবুদ্ধ্যা শৃণ্বন্তি॥

৬—২৫৯ অঃ শান্তি।

মোক্ষেচ্ছু শূদ্রগণ ধর্ম্মবুদ্ধিহেতু বেদান্ত শ্রবণ করে।

মনু বৃহস্পতিকে বলিতেছেন—

তপসা চানুমানেন গুণৈর্জাত্যা শ্রুতেন চ।
নিনীষেৎ পরমং ব্রহ্ম বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা॥

১৯—২০৫ অঃ শান্তি।

জাত্যা জাত্যুচিতস্বধর্ম্মেণ, শ্রুতেন বেদান্তশ্রবণেন।

জাত্যুচিত স্বধর্ম্মপ্রতিপালন এবং বেদান্তবাক্যশ্রবণ-জনিত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে। বৃহস্পতির সহিত অবৈদিকতার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

শূদ্রেষ্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।

আনৃশংস্যমহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির॥ ২৩—১৮০ অঃ বন।

সত্য, দান, অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া শূদ্রেতেও যে দৃষ্ট হইতেছে। শূদ্রকে উপদেশপ্রদান নিষেধ, তাই বলিয়া যে, শূদ্র উপদেশ পাইত না, তাহা স্থির করিলে ভুল হইবে।

ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণৈঃ শ্রাব্যো রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ৈস্তথা।

বৈশ্যো বৈশ্যৈস্তথা শ্রাব্যঃ শূদ্রঃ শূদ্রৈর্ম্মহামনাঃ॥

মাহাত্ম্যং দেবদেবস্য বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥

১১।১২—২১০ অঃ শান্তি।

অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন দেবদেব বিষ্ণুর মাহাত্ম্য চতুর্ব্বর্ণ চতুর্ব্বর্ণকে শ্রবণ করাইবে। শূদ্রেরা যে ব্রাহ্মণদের নিকটে কোন প্রকার জ্ঞান লাভ করিত না, তাহা মনে হয় না।

যথোদয়গিরৌ দ্রব্যসন্নিকর্ষেণ দীপ্যতে।

তথা সৎসন্নিকর্ষেণ হীনবর্ণোঽপি দীপ্যতে॥

৪—২৯৩ অঃ শান্তি।

উদয়াচলস্থিত মনি-কাঞ্চন প্রভৃতি যেমন সূর্য্যের সন্নিকর্ষ দ্বারা উজ্জ্বল হয়, তদ্রূপ সৎসংসর্গ দ্বারা হীনবর্ণ শূদ্রেও জ্ঞানলাভকরতঃ প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শূদ্রদিগের প্রতি কঠোরতার উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য প্রকার আচরণও দেখা যায়। যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—বিপৎকালে কাহাকে রাজা করা উচিত। তদুত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন—

নিত্য যস্তু সতোরক্ষেদসতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ।

স এব রাজা কর্ত্তব্যস্তেন সর্ব্বমিদং ধৃতম্॥ ৪৪—৭৮ অঃ শান্তি।

যিনি সতত সাধু সকলকে রক্ষা করেন এবং অসৎলোকদিগকে দমন করেন, তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য। কেননা তাদৃশ ব্যক্তিই এই সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ হন।

যে কেহই হউক না কেন, যিনি সাধুসকলকে রক্ষা করেন, এবং অসৎলোকদিগকে দমন করেন, তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য। এই স্থানে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, কিরূপে সেই সময়ে লোকে রাজা বা ক্ষত্রিয় হইত। যে শূদ্র শংসিততপঃ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং উপস্থিত অতিথির শুশ্রূষাকরতঃ মহৎ তপস্যা সঞ্চয় করে, সেই দেবতা ও দ্বিজ-পূজক, শুভাচার বুদ্ধিমান্ শূদ্র অভিলষিত ফলসমন্বিত হয়; ৫৮।৫৯—১৪১ অঃ অনু।

সতাং পন্থানমাবৃত্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।

২৩—১১২ অঃ অনু।

সৎপথের অনুবৃত্তি করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মাব্রবীৎ স্বয়ম্॥

৪৮—১৪৩ অঃ অনু।

হে দেবি! শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় শূদ্রও পবিত্র কর্ম্মদ্বারা দ্বিজবৎ সেব্য হন, ইহা ব্রহ্মার অনুশাসন। যে শূদ্র পবিত্রস্বভাব ও পবিত্র কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাকে দ্বিজাতি হইতেও বিশিষ্ট জানিবে, ইহা আমার মত।

অন্ত্যেষ্বপি হি জাতানাং বৃত্তমেষ বিশিষ্যতে।

৪১—৩৪ অঃ উদ্।

নীচবংশজাত ব্যক্তিদিগের যদি সদাচার থাকে, তবে তাহাই বিশিষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা ॥
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ।

৪২।৪৩—১৮১ অঃ বন।

পুরুষদিগের সত্য, দম, তপস্যা, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠতা সর্ব্বদা সাধক হয়, জাতি ও কুল সাধক নহে।

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

৮—১৮৯ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ যদি শূদ্রে লক্ষিত হয়, তবে তাদৃশ শূদ্রও শূদ্র নহে; এবং ব্রাহ্মণে যদি তদীয় লক্ষণ না থাকে, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। হনূমান্ নিজ ভ্রাতা ভীমকে বলিতেছেন—

সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্।
তদা হি সমকর্ম্মাণো বর্ণা ধর্ম্মানবাপ্নুবন্ ॥

১৯—১৪৯ অঃ বন।

সত্যযুগে সকল বর্ণের সমান জ্ঞান, সমান আচার ও সমান কর্ম্ম ছিল এবং সকল বর্ণ স্ব-স্ব-বর্ণানুযায়ী ধর্ম্মলাভ করিত।

তাহার পর আর এক কথা, যাহা এখন আমরা বিশ্বাস করিতে, এমন কি ধারণা করিতে পারি না, যে এমন এক সময় ছিল, যখন শূদ্রেরা নিজগুণে উচ্চবর্ণত্ব লাভ করিত।

শূদ্রযোনৌ হি জাতস্ত সদ্‌গুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈব চ॥
আর্জবে বর্ত্তমানস্ত ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

১১।১২—২১১ অঃ বন।

হে ব্রাহ্মণ, দেখুন শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুণসকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়। এমন কি একমাত্র সারল্যগুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণত্বও জন্মিতে পারে। শূদ্রের কেবল গৃহস্থাশ্রমে অধিকার ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম। স্থানান্তরে দেখি, রাজাকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত ত্রৈবর্ণিকসম শূদ্রের পক্ষে নিরাশী ভিন্ন সকল আশ্রমই বিহিত হইয়াছে; ১৩—৬৩ অঃ শান্তি।

আমরা দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ, ব্যাধের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে গিয়াছেন এবং ব্যাধ সেই ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মী বিদ্যা শিক্ষা দিতেছেন; ২০৯ অঃ বন। পরাশরমতে শূদ্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এমনকি শূদ্র বিষ্ণুসদৃশ ক্ষত্রিয় বর্ণ; ২৮—২৯৬ অঃ শান্তি। স্মরণ রাখিতে হইবে—কলৌ পরাশরমতং। এক স্থানে দেখিতে পাই, তিন বর্ণের শূদ্রসেবা নিষিদ্ধ; ৭—১৩৫ অঃ অনু। অপর স্থলে দেখিতে পাই, বিপ্রগণ সমস্ত চতুর্ব্বর্ণেরই নিকট হইতে প্রতিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়; ১২—১৯৯ অঃ বন।

আরও অন্য স্থলে দেখিতে পাই শূদ্রের ধর্ম্মাচরণে রাজার কোন লাভ নাই, এবং শূদ্রযোনিতে বর্ত্তমান ব্যক্তির সনাতন ধর্ম্ম বোধগম্য করা অতি দুঃসাধ্য। ১৯—২১৪ অঃ শান্তি।

অপর স্থলে দেখিতে পাই, চতুর্ব্বর্ণ মিলিত হইয়া ব্রাহ্ম মহোৎসব করিতেছে; ২০—১৬৪ অঃ আদি। এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অন্নদান করিলে তাহার বিশেষ ফললাভ হইয়া থাকে। দ্বিজগণ শূদ্র বিদুরকে পূজা করিতেছেন; ২—৫৮ অঃ সভা। এক স্থানে দেখি শূদ্রের পদবিক্ষেপ-স্থানের নাম শ্মশান; ১৫—১৯২ অঃ আদি। অপর স্থলে দেখি পাণ্ডবগণ বারণাবতে পঁহুছিয়া, প্রধান প্রধান চতুর্ব্বর্ণ-দিগের গৃহে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। শূদ্রদিগের অনেক নাম, তাহারা প্রাকৃত; ৬—৫৯ অঃ শান্তি। তাহারা অপর অর্থাৎ হীন; ৫—৯৫ অঃ শান্তি। তাহারা বিধর্ম্মী, অর্থাৎ ত্যক্তধর্ম্মা; ৫৫—১৮৮ অঃ বন। তাহারা নানাকর্ম্মকারী; ৩—১৯১ অঃ শান্তি। তাহারা বৃষল।

যস্মিন্ বিলীয়তে ধর্ম্মস্তং দেবা বৃষলং বিদুঃ।

১৫—৯০ অঃ শান্তি।

যাহাতে ধর্ম্ম বিলয়প্রাপ্ত হয়, তাহাকে দেবতারা বৃষল বলিয়া থাকেন। শূদ্র অর্থে পাপিষ্ঠ; ৩১—৩৬ অঃ অশ্ব। আমরা সমুদ্রবাসী শূদ্র দেখিতে পাই; ৮৷৯—৫১ অঃ সভা। শূদ্রের নাম পাপীয়ান্, অর্থাৎ নীচযোনি; ৪১—২১ অঃ ভীষ্ম। তাহারা জঘন্যজ, এক অর্থে পশ্চাৎজাত অন্য অর্থে অন্ত্যজ। তাহারা সর্ব্বভক্ষক; ৩—১৩৫ অঃ অনু। শূদ্র প্রাকৃতো জনঃ; ২৫—৭৪ অঃ আদি। তাহারা ত্যক্তধর্ম্মা; ৬—১৬৮ অঃ শান্তি। দাস অর্থাৎ শূদ্রধর্ম্মা; ২৮—৪৫ অঃ কর্ণ। তাহারা অশ্রোত্রিয়াঃ অর্থাৎ অত্রৈবর্ণিকাঃ শূদ্রাদয়ঃ; ১০—৩০ অঃ উদ্।

হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

১৩—১৮৮ অঃ শান্তি।

যে সমুদয় দ্বিজগণ হিংসা ও মিথ্যারত, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচপরিভ্রষ্ট তাহারাই শূদ্র হইয়াছে।

সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥

৭—১৮৯ অঃ শান্তি।

যে ব্যক্তি নিয়ত সমস্ত বস্তু ভক্ষণেই অনুরক্ত, সমস্ত কর্ম্ম করিতে আসক্ত, অশুচি, বেদজ্ঞানবিহীন ও অনাচার, তাহাকেই শূদ্র বলা যায়। আমরা শূদ্র অপেক্ষা নীচ জাতি দেখিতে পাই; ৫।৬—১২৮ অঃ অনু। যখন কুরুক্ষেত্রে কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দেবগণ, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণেরা অর্জ্জুনের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল; আর দানব, দৈত্যগণ, বৈশ্য ও শূদ্রেরা কর্ণের পক্ষে ছিল।

আমরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিরোধের কথা দেখিতে পাই। ৭১—১৯০ অঃ বন।

এতক্ষণ আমরা শূদ্র কাহাকে বলে, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আরও অনেক কথার প্রয়োজন। আমরা শূদ্র ও শূদ্রাদয়ঃ, শূদ্র হইতে নীচবর্ণ এই সকল কথা পাইলাম। আর একটি কথা আছে, শূদ্রতুল্য।

পাপীয়ান্ স হি শূদ্রেভ্যস্তস্করেভ্যো বিশিষ্যতে।
শাস্ত্রাতিগো মন্দবুদ্ধির্য্যো ধর্ম্মমভিশঙ্কতে॥ ১০—৩১ অঃ বন।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি আশঙ্কা করে, সেই শাস্ত্রাতিক্রমকারী মন্দবুদ্ধি পাপীয়ান্ ব্যক্তিকে শূদ্র ও তস্কর হইতেও অপকৃষ্ট বলা যায়। এই হইল ধর্ম্মের জন্য পতিত।

রঙ্গাবতরণঞ্চৈব তথা রূপোপজীবনম্।
মদ্যমাংসোপজীব্যঞ্চ বিক্রয়ং লৌহচর্ম্মণোঃ॥

৫—২৯৪ অঃ শান্তি।

স্ত্রীবেশ ধারণপূর্ব্বক রঙ্গস্থলে অবতরণ, রূপোপজীবন অর্থাৎ সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবধানপূর্ব্বক চর্ম্মময় আকার দ্বারা রাজা ও অমাত্যগণের আচরণ প্রদর্শন, মদ্য-মাংস-বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, লৌহ ও চর্ম্ম বিক্রয় এই সমস্ত গর্হিত কর্ম্ম। উক্ত গর্হিত কর্ম্ম করিলে পতিত হয়। যুগান্তরে সমাজবিপ্লবের চিত্রে লিখিত আছে—

শূদ্রতুল্যা ভবিষ্যন্তি তপঃসত্যবিবর্জ্জিতাঃ।
অন্ত্যা মধ্যা ভবিষ্যন্তি মধ্যাশ্চান্ত্যা ন সংশয়ঃ॥

১৮—১৯০ অঃ বন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যেরা পরস্পর সঙ্কীর্ণ ও তপস্যা, সত্য-বিবর্জ্জিত হইয়া শূদ্রতুল্য হইবে; অন্ত্যজ ব্যক্তিরা মধ্যম ও মধ্যম জনেরা অন্ত্যজ হইবে সংশয় নাই। এই শ্লোক হইতে বর্ণান্তরে গমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দাম্ভিকো দুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ।
যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ॥
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ।
কর্ম্মদোষেণ বিষমাং গতিমাপ্নোতি দারুণাম্॥

১৪।১৫—২১৫ অঃ বন।

ব্রাহ্মণ ব্যাধকে বলিতেছেন:—যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্র-তুল্য হয়, এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উত্থমান্বিত তাহাকে ব্রাহ্মণ বলে। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুশ্চরিত্র হইলে, শূদ্রাপেক্ষা অতিরিক্ত হয় না; ১১১—২১২ অঃ বন। গুণদোষানুসারে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র হয়; ২৫।২৬—১৮০ অঃ বন।

শূদ্রকর্ম্ম তু যঃ কুর্য্যাদবহায় স্বকর্ম্ম চ।
স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রো ন চ ভোজ্যঃ কদাচন॥
চিকিৎসকঃ কাণ্ডপৃষ্ঠঃ পুরাধ্যক্ষঃ পুরোহিতঃ।
সাংবৎসরো বৃথাধ্যায়ী সর্ব্বে তে শূদ্রসম্মিতাঃ॥

১০।১১—১৩৫ অঃ অনু।

যে-ব্যক্তি নিজ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্রের কর্ম্ম করে, তাহাকে শূদ্রের সমান জ্ঞান করিবে; তাহার অন্ন কোনরূপে ভোজ্য নহে। চিকিৎসক, আয়ুধোপজীবী, পুরাধ্যক্ষ, পুরোহিত এবং সম্বৎসরকাল বৃথাধ্যায়ী, ইহারা সকলেই শূদ্রের সমান। অজ্ঞানতাহেতু যে দ্বিজাতিগণ বেদের অধিকার হইতে লুপ্ত হইল তাহারাই শূদ্র; ১৫—১৮৮ অঃ শান্তি। বিদ্যোপজীবীর অন্ন শূদ্রের অন্নের ন্যায় বর্জ্জনীয়; ১৫—১৩৫ অঃ অনু। বেদে অধিকার না থাকা পর্য্যন্ত মনুষ্য শূদ্র থাকে; ১৫—১৮০ অঃ বন। রাজপ্রেষ্য ব্যক্তি শূদ্রসমান; ৫—৬৩ অঃ শান্তি।

উদপানোদকে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ।
উষিত্বা দ্বাদশ সমাঃ শূদ্রকর্ম্মেব গচ্ছতি॥

২৭—১৬৫ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়া যে দেশে কূপোদক উপজীব্য তথায় দ্বাদশ বর্ষ বাস করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

হোতারো বৃষলানাঞ্চ বৃষলাধ্যাপকস্তথা।

তথা বৃষলশিষ্যাশ্চ রাজন্নার্হন্তি কেতনম্॥ ১৬—২৩ অঃ অনু।

যে সকল ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজক, যাহারা শূদ্রের অধ্যাপক, এবং শূদ্রের সেবক, তাহারা নিমন্ত্রণের যোগ্য নহে।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

২৬—১৮০ অঃ বন।

যে-ব্যক্তিতে এইসকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন; যে-ব্যক্তিতে ইহা বিদ্যমান নাই তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

কাহাকে শূদ্র বলিত তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়ঃ—

শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাদ্ যত্র নষ্টা সরস্বতী।

১—৩৭ অঃ শল্য।

আভীর ও শূদ্রদিগের দ্বেষবশতঃ—সরস্বতী অদৃশ্য হইয়া আছেন। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি হইতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্ট শতাব্দীতে এদেশে কাহাকে শূদ্র বলিত বোধ হয়, তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তথাপি সে প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দিতে হইলে আরও উপাদান সংগ্রহ করা প্রয়োজন; তবে দুই এক বিষয় সকলেই লক্ষ্য করিবেন। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্যযুগ; সে যুগে চতুর্ব্বর্ণ স্থাপিত ছিল, তাহার পর বৌদ্ধবিপ্লব প্রায় এক সহস্র বৎসর চলিতেছিল। বৌদ্ধপ্রভাবের ফলে পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ এক

প্রকার বিনষ্ট হয়, পুরাতন চতুর্ব্বর্ণ প্রায় লুপ্ত হয়, এবং চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারাও বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি তখন পুরাতন শূদ্রবর্ণ কিছু অবশিষ্ট থাকা অসম্ভব নহে।

ব্রাহ্মণ্য সমাজে যাহারা পরিচর্য্যা অথবা ভৃত্যের কাজ করিত তাহাদিগকে শূদ্র বলিত। কিন্তু এই নিম্নতাপরিচায়ক এবং ঘৃণা-ব্যঞ্জক শূদ্র নাম তাহারা আর এক শ্রেণীর লোকদিগকে দিয়াছিল। ত্যক্তবেদা, ত্যক্তধর্ম্মা, বৃষল ("বৃষং ধর্ম্মং লুনাতি ছিনত্তি ইতি বৃষলঃ") প্রভৃতি নাম হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা এক সময়ে বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিল, নূতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ তাহাদিগকে শূদ্র নাম দিয়াছিল। আমরা পুরাতন শূদ্রধর্ম্ম, সনাতন শূদ্রধর্ম্ম প্রভৃতি কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। কেবল বেদত্যাগ ও সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে শূদ্র হইত তাহা নহে, অগণিত কারণে তখন ব্রাহ্মণ পতিত হইত। কোথাও বা ধর্ম্মের জন্য, কোথাও বা কর্ম্মের জন্য, কোথাও বা নিষিদ্ধ বস্তু বিক্রয় জন্য; কোথাও বা অবৈদিককে শিক্ষা দিবার জন্য, কোথাও বা তাহাদের যাজকতা করিবার জন্য, কোথাও বা রাজসরকারে চাকরী করার জন্য, কোথাও বা চিকিৎসা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ পতিত হইত। বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী যে ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইত না, তাহারা এককালে শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইত; তখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়ই শূদ্রপ্রায় হইয়াছিল।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবৈদিকদিগকে শূদ্র বলিত। তাহাদের বংশধরগণকে এখনও শূদ্র বলে।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

দাস।

দাস শব্দটি কখন তালব্য শ এবং কখন বা দন্ত্য স দিয়া লিখিত হয়, অর্থের বিশেষ প্রভেদ হয় বলিয়া মনে হয় না। ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী দাশরাজকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন; এখানে দাশ শব্দ তালব্য শ দিয়া লিখিত হইয়াছে। দাশারজ ধীবর ছিলেন, ধীবর শব্দের এক অর্থ মৎস্যজীবী; অপর অর্থ ধীমতাং বরঃ; ধীমান্‌-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমরা বশিষ্ঠ ও বসিষ্ঠ এই দুই শব্দতে এইরূপ দুই প্রকার স-কারের উদাহরণ দেখিতে পাই। শূদ্র শব্দের ন্যায় মহাভারতে দাস শব্দ নানা অর্থে লিখিত হইয়াছে।

হেমশৃঙ্গ্যো রৌপ্যখুরাঃ সবৎসাঃ কাংস্যদোহনাঃ।
দাসীদাসখরোষ্ট্রাংশ্চ প্রাদাদাজাবিকং বহু॥

৮—৫৫ অঃ দ্রোণ।

হেমশৃঙ্গ, রৌপ্যখুর ও দোহনার্থ কাংস্যপাত্রযুক্তা সবৎসা গো এবং বহুল দাসী, দাস, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ছাগ ও মেষ দান করিয়াছিল।

দাসীদাসমসংখ্যেয়ং রাজ্যোপকরণানি চ।

৩৫—৬২ অঃ শল্য।

বীরগণ অসংখ্য দাসদাসী এবং বহুবিধ রাজ্যোপকরণ আহরণ করিয়া লইল।

"ত্রয় এবাধনা লোকে ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ"। (স্মৃতি)

১—৭১ অঃ সভা। (টীকা)

শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে যে, অস্বাধীন দাস, পুত্র ও নারী এই

তিন জন অধন অর্থাৎ ইহাদের নিজস্ব কিছুই থাকে না, ইহারা যাহা কিছু লাভ করে তাহা স্বামীরই হয়।

দাসকর্ম্মকরান্ ভৃত্যানাচার্য্যর্ত্বিক্ পুরোহিতান্।
অবৃত্যাস্মান্ প্রজহতো দৃষ্ট্বা কিং জীবিতেন তে॥

১৭—১৩৪ অঃ উদ্।

দাস, দাসী, ভৃত্যবর্গ, আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত প্রভৃতি সকলেই জীবিকাবিরহে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন।

আমরা স্থানান্তরে দাস শব্দে গৃহশূদ্র দেখিতে পাই এবং বেতন-ভোগী কিঙ্কর দেখিতে পাই। নন্দগোপের গোধন চরাইতেন বলিয়া জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণকে দাস বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, এই সকল স্থলে দাস শব্দের অর্থ ভৃত্য, তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; ১—৪২ অঃ সভা।

নিয়োগকালে ভৃত্যের গুণ পরীক্ষা হইত। ৩—১১৮ অঃ শান্তি।

পাচিকা ও দাসপত্নী শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই।

১৪—২৩ অঃ উদ্।

প্রেষ্যবধূ অর্থে দাসভার্য্যা। ১১—২৬৯ অঃ বন।

ভুজিষ্যা শব্দ দাসী অর্থে প্রয়োগ হয়। ২৭—১০৬ অঃ আদি।

তখন ঋণের দায়ে দাসত্ব হইত। ২১—২০৯ অঃ শান্তি।

অর্থের নিমিত্ত পরের দাসত্ব করিত। ২৬—৭২ অঃ উদ্।

আমরা দাসত্ব হইতে মুক্ত অর্থে অদাস কথার ব্যবহার দেখিতে পাই। ২১—২৭১ অঃ বন।

যুদ্ধে পরাজিত হইলে পরাজিত ব্যক্তিকে দাস বলিত।

দিষ্ট্যা নাহং জিতঃ সংখ্যে পরান্ প্রেষ্যবদাশ্রিতঃ।
দিষ্ট্যা মে বিপুলা লক্ষ্মীর্মৃতে ত্বন্যং গতা বিভো॥

২৪—৬৪ অঃ শল্য।

দুর্য্যোধন মৃত্যুকালে বলিতেছেন ঃ—সম্প্রতি দৈবাধীন আমি শত্রু সকলের নিকট পরাজিত হইয়া দাসের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রিত হইলাম না; যখন ভীম জয়দ্রথকে পরাজয় করেন, তখন ভীম তাহাকে বলিতেছেন—

জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে গদতঃ শৃণু॥ ১০
দাসোঽস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ।

১১—২৭১ অঃ বন।

রে মূঢ়! যদি জীবিত থাকিতে বাঞ্ছা করিস্, তবে আমি তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। সাধুসমাজ ও সভা-সমুদয় মধ্যে "আমি দাস হইলাম" তোকে এই কথা বলিতে হইবে।

হত্বা সত্ত্বানি খাদন্তি তান্ কথং ন বিগর্হসে।
মানুষা মানুষানেব দাসভাবেন ভুঞ্জতে॥

৩৮—২৬১ অঃ শান্তি।

যাহারা জীবগণকে হননপূর্ব্বক ভক্ষণ করে তাহাদিগকে নিন্দা না করে কেন? মানবসকল মনুষ্যদিগকেই দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখে।

কর্ণ সভামধ্যে দ্রৌপদীকে দাসভার্য্যা বলিয়াছিলেন; যুধিষ্ঠির শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ায় নিজেকে ও আর চারি ভ্রাতাকে পণ

রাখিয়াছিলেন, ও সেই পণ হারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা দাস, এবং সেই কারণে তাঁহাদের স্ত্রী দ্রৌপদী দাসী।

বিরাটদ্রুপদৌ বৃদ্ধাবুলূকমিদমূচতুঃ।
দাসভাবং নিযচ্ছেব সাধোরিতি মতিঃ সদা।
তৌ চ দাসাবদাসৌ বা পৌরুষং যস্য যাদৃশম্॥

৪১—১৬২ অঃ উদ্।

বিরাট ও দ্রুপদ উলূককে এই কথা বলিলেন,—সাধু লোকের দাসত্ব প্রার্থনা করি, ইহা নিত্যই আমাদিগের মত, কিন্তু আমরা দাস কি প্রভু এবং যাহার যাদৃশ পুরুষত্ব তাহা কল্য প্রকাশ পাইবে।

দাসাঃ স্ম সর্ব্বে তব বাচি বদ্ধাঃ। ১৩—১১৩ অঃ বন। আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাধীন দাস।

এতক্ষণ দাস শব্দে ভৃত্য, যুদ্ধে পরাজিত, এবং আজ্ঞাধীন বুঝায় এবং এইসকল অর্থে দাস শব্দ ব্যবহৃত হয় দেখিলাম কিন্তু দাস শব্দের অন্য প্রকার অর্থে অগণিত স্থানে ব্যবহার আছে। কোন কোন স্থানে দেখিতে পাই শূদ্রকে দাস বলিত।

২৮—৭ অঃ শান্তি।

প্রজাপতি শূদ্রকে বর্ণসকলের দাস করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া শূদ্র ও দাস এক কথা নহে।

২৮—৪৫ অঃ বন।

দ্বিজানাং প্রেষকঃ বাক্য দেখিতে পাই।

প্রেষকঃ দ্বিজান্ দাস্যে নিয়োজয়ন্। ১৩—৩৭ অঃ উদ্।

যাহারা ব্রাহ্মণদিগকে দাসকার্য্যে নিয়োগ করে, তাহারা ব্রহ্ম-

ঘাতীর সদৃশ। আমরা দাসীপুত্র শব্দে বৈশ্যাপুত্র দেখিতে পাই। দাস শব্দের অন্য অর্থও যথেষ্ট আছে।

দাশায়=কৈবর্ত্তায়। ৬৭—৬৩ অঃ আদি।

দাশানাং=ধীবরাণাং। ৪৭—১০০ অঃ আদি।

দাস অর্থে নাবিক। ২০—১৫০ অঃ আদি।

দাশানাং ভুজবেগেন নদ্যাঃ স্রোতোজবেন চ।
বায়ুনা চানুকূলেন তূর্ণং পারমবাপ্নুবন্‌॥

২০—১৫০ অঃ আদি।

পাণ্ডবেরা নাবিকগণের ভুজবলে, স্রোতের বেগে ও অনুকূল বায়ুভরে অতিত্বরায় পরপার প্রাপ্ত হইলেন।

তত্র বৈ ব্রাহ্মণো ভূত্বা ততো ভবতি ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চ বাহীকস্ততো ভবতি নাপিতঃ॥

৬—৪৫ অঃ কর্ণ।

একজন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, তৎপরে আমি নানাধর্ম্ম-সমাকুল নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে পরিশেষে বাহীক দেশে আসিয়া শুনিলাম, তথায় বাহীক প্রথমে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নাপিত হয়, পরে নাপিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ হইয়া সেই অবস্থাতেই আবার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বলা বাহুল্য উপরে নাপিত শব্দে, এখন যাহারা ক্ষৌরকর্ম্ম করে, তাহাদিগকে বুঝাইত না। গান্ধার, মদ্র ও বাহীক দেশীয় ক্ষুদ্রচেতা ব্রাহ্মণেরা যথেচ্ছাচারী হইয়া একবংশেই যৌন সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়। এস্থলে দাস অর্থে শূদ্রাপেক্ষা নীচবর্ণ, এবং নাপিত শূদ্র অপেক্ষা নিম্ন স্থানের অধিকারী।

যা সংজ্ঞা বিহিতা লোকে দাসে শুনি বৃকে পশৌ।
বিকর্ম্মণি স্থিতে বিপ্রে সৈব সংজ্ঞা চ পাণ্ডব॥

৫—৬২ অঃ শান্তি।

পৃথিবীতে দাস, কুক্কুর, বৃক এবং অপর পশুগণের প্রতি যে সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মান্বিত হইলে তাঁহার প্রতিও সেই সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়।

তাহা হইলে দেখা গেল দাস অর্থে নীচ ও পতিত। উপরে বাহীক দেশের নাম পাইলাম; বাহীক দেশের লোকেরা আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছিল; সে দেশের লোকদিগকে দাসীপুত্র বলিত; ৩৩ ও ৪৫—৪৪ অঃ কর্ণ।

অগম্যাগমনাচ্চৈব জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
বাহ্যানামনুজায়ন্তে সৈরন্ধ্র্যাং মাগধেষু চ।
প্রসাধনোপচারজ্ঞমদাসং দাসজীবনম্॥ ১৯—৪৮ অঃ অনু।
নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাসং নাবোপজীবনম্।
মৃতপং চাপি চাণ্ডালঃ শ্বপাকমিতি বিশ্রুতম্॥

২১—৪৮ অঃ অনু।

অগম্যাগমন-নিবন্ধন বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত বর্ণসকলের মধ্যে সৈরন্ধ্রী ও মাগধ জাতিতে ভূপালগণের প্রসাধনকার্য্যজ্ঞ এবং তাঁহাদিগের দিব্য অঙ্গরাগ, ঘর্ষণ ও স্তবাদি দ্বারা সন্তোষজনক অদাস অথচ দাসজীবন জাতির জন্ম হইয়া থাকে। নিষাদ জাতি মদগুর অর্থাৎ মদ্গু নামক মৎস্যোপজীবী ও নৌকা-জীবী দাসসন্তান প্রসব করে; আর চণ্ডাল শ্বপাক নামে বিখ্যাত মৃতপ অর্থাৎ শ্মশানাধিকারী সন্তান প্রসব করিয়া থাকে।

এইসকল উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে মহাভারত লিখিবার সময়ে কাহাদিগকে দাস বলিত তাহার কিছু আভাস পাই। দাস, কোন বর্ণের সংজ্ঞা বা পদবী নয়, উহা একটি হীনতাব্যঞ্জক শব্দ মাত্র। ভৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া হীনবর্ণসেবী যুদ্ধে বিজিত, হেয় শূদ্র এবং তৎসদৃশ হেয় অবৈদিক, ইহাদের সকলকে দাস বলিত। শূদ্র ও অবৈদিকগণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে দাস কথার ব্যবহার হইত। পঞ্চনদ সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে অনেক দূরে পড়িয়াছিল। পঞ্চনদের বাহীক দেশকে সকল দেশের মল বলিত। বাহীক প্রভৃতি দেশের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতে কথাটা, অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, সেই কারণে বাহীক দেশের লোকদিগকে দাসীপুত্র বলিত। আরও অপর দেশবাসী লোকদিগকে দাস বলিত; তাহাদের মধ্যে অন্যতম বাঙ্গালা দেশ।

ব্রাহ্মং পাঞ্চালাঃ কৌরবেয়াস্তু ধর্ম্মং সত্যং মৎসাঃ শূরসেনাশ্চ যজ্ঞম্।
প্রাচ্যা দাসা বৃষলা দাক্ষিণাত্যাঃ স্তেনা বাহীকাঃ সঙ্করা বৈ সুরাষ্ট্রাঃ॥
২৮—৪৫ অঃ কর্ণ।

পাঞ্চালেরা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী; কৌরবেরা দানধর্ম্মাবলম্বী; মৎস্যদেশীয়েরা সত্যধর্ম্মাবলম্বী; শূরসেনেরা যজ্ঞাবলম্বী; পূর্ব্বদেশীয়েরা দাস; দাক্ষিণাত্যেরা শূদ্র; বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রেরা সঙ্কর।

এই শ্লোক হইতে এক সময়ের ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। পূর্ব্বপ্রদেশসম্বন্ধে সেই দেশবাসীদিগকে নাম দেওয়া হইয়াছে দাস, এই শব্দের (দাস) টীকাকার অর্থ করিতেছেন—দাসাঃ=শূদ্রধর্ম্মাণঃ।

যথা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণ্যাং জন্তুং বাহ্যং প্রসূয়তে।
এবং বাহ্যতরাদ্বাহ্য শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যাৎ প্রজায়তে॥
প্রতিলোমং তু বর্দ্ধন্তে বাহ্যাদ্বাহ্যতরাৎ পুনঃ।
হীনাদ্ধীনাঃ প্রসূয়ন্তে বর্ণাঃ পঞ্চদশৈব তু॥

১৭।১৮—৪৮ অঃ অনু।

শূদ্র যেমন ব্রাহ্মণীতে অতি হীনবর্ণ চণ্ডালের উৎপাদন করে, তদ্রূপ চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত হীনবর্ণ হইতে অতিশয় হীনতর বর্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। হীনতর বর্ণ হইতে প্রতিলোমজাত বর্ণের বৃদ্ধি হয়, হীন হইতে দাসাদি পঞ্চদশ হীনতর বর্ণ প্রসূত হইয়া থাকে।

উপরে শ্লোকে অনেকগুলি লক্ষ্য করিবার সামগ্রী দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য সমাজ হয়ত একদিন চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল, কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ খৃষ্টশতাব্দীতে চারিবর্ণে বিভক্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ প্রায় লোপ পাইয়াছিল। বৌদ্ধ এবং অপরাপর অবৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত সংঘর্ষে অনেক নূতন বর্ণ দেখা দিয়াছিল। এই সকল নূতন সম্প্রদায়দিগকে পুনঃ অভ্যুদয়প্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরা অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, এবং তাহাদিগকে হীনতাব্যঞ্জক দাস নাম দিয়াছিল।

দস্যু।

এখন আমরা আর একটি শব্দ দেখিব। বৈদিককাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় দস্যু শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। মহাভারতেও দস্যু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান ভাষায় দস্যু অর্থে চৌর বা ডাকাত বুঝায়।

অরয়ো মে সমুত্থায় বহুভির্দস্যুভিঃ সহ।

ইদমাত্মবধায়ৈব রাষ্ট্রমিচ্ছন্তি বাধিতুম্॥ ২৮—৮৭ অঃ শান্তি।

(রাজা বলিতেছেন) যদিচ আমার শত্রুসকল আত্মবিনাশ জন্যই দস্যুগণের সহিত উদ্ধত হইয়া এই রাষ্ট্র বাধা করিবার অভিলাষ করিতেছে।

যদা রক্ষতি রাষ্ট্রাণি যদা দস্যূনপোহতি।

যদা জয়তি সংগ্রামে স রাজ্ঞো ধর্ম্ম উচ্যতে॥

৩৪—৯১ অঃ শান্তি।

যখন রাজা রাজ্যরক্ষা, দস্যুদলন ও সংগ্রামে জয়লাভ করেন, তখন তাঁহার জনসমাজে সেই ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

উদ্বেজয়ন্তি যাচন্তি যদা ভূতানি দস্যুবৎ। ৪—৬০ অঃ অনু।

মানবগণ যখন যাচ্ঞা করে, তখন তাহারা দস্যুর ন্যায় উদ্বেগজনক হইয়া থাকে।

যো ভূতানি ধনাক্রান্ত্যা বধাৎ ক্লেশাচ্চ রক্ষতি।

দস্যুভ্যঃ প্রাণদানাৎ স ধনদঃ সুখদো বিরাট্॥

৮—৯৭ অঃ শান্তি।

দস্যুসকল প্রজাদিগের ধনাপহরণ ও প্রাণবধকরতঃ তাহাদিগকে নানাবিধ ক্লেশ প্রদান করিতে থাকিলে যে রাজা দস্যুদল হইতে সেই প্রজাগণকে রক্ষা করেন, তাদৃশ নরপতি প্রজাপুঞ্জে ধনদ ও সুখদ হইয়া বিরাজিত হন।

ধনমস্যেতি পুরুষং পুরো নিঘ্নন্তি দস্যবঃ।

ক্লিশ্যন্তি বিবিধৈর্দ্দণ্ডৈর্নিত্যমুদ্বেজয়ন্তি চ॥

৩৬—১৭৭ অঃ শান্তি।

দস্যুগণ ধনবান্ পুরুষকে অগ্রে নিহত করে, বিবিধ দণ্ডদ্বারা কষ্ট দেয় এবং নিয়ত উদ্বেজিত করিয়া থাকে।

আমরা দেখিতে পাই দস্যুগণ বণিক্দিগের নিকট হইতে কর আদান করিতেছে ; ২২—১৩৫ অঃ শান্তি। আর আটবিক দস্যুরও উল্লেখ আছে ; দস্যুগণ অপরাধহেতু শূলে আরোপিত হইত ; ১১—১০৭ আদি। এইসকল স্থলে দস্যু শব্দের অর্থ ডাকাত তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এই হইল এক প্রকার দস্যু কথার ব্যবহার ; পূর্ব্বে দেখিয়াছি অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন যে,—আমি দস্যুবধার্থে কৃষ্ণকে পাইয়াছি।

জানন্তোঽস্য প্রকৃতিং কেশবস্য ন্যযোজয়ন্ দস্যুবধায় কৃষ্ণম্।
স তৎ কর্ম্ম প্রতিশুশ্রাব দুষ্করমৈশ্বর্য্যবান্ সিদ্ধিষু বাসুদেবঃ॥
৮২—৪৮ অঃ উদ্।

কেশবের সেই প্রসিদ্ধ বিক্রম, বল ও অপ্রতিহত অস্ত্র দেখিয়া এবং দস্যু সংহার করা ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম জানিয়া ইঁহাকেই তাঁহারা দস্যুবধার্থে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সিদ্ধিসমূহে ঐশ্বর্য্যবান্ বাসুদেবও সেই দুষ্কর কর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

ইন্দ্রেণৈতদ্দস্যুবধায় কর্ম্ম উৎপাদিতং বর্ম্ম শস্ত্রং ধনুশ্চ॥ ৩০
তত্র পুণ্যং দস্যুবধেন লভ্যতে সোঽয়ং দোষঃ কুরুভিস্তীব্ররূপঃ।
৩১—২৯ অঃ উদ্।

সুরেশ্বর ইন্দ্র দস্যুসংহারার্থে সমরের ও তৎসাধনভূত বর্ম্মশস্ত্র শরাসনের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং যুদ্ধে দস্যুবধদ্বারা কেবল পুণ্যই লব্ধ হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ডাকাত মারিতে যে

মনুষ্যরূপ ধারণ করেন নাই, আর ইন্দ্র স্বর্গে ডাকাত মারিবার জন্য বর্ম্ম, খড়্গ, ও ধনু তৈয়ার করেন নাই একথা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম জনার্দ্দন, টীকাকার এইরূপ অর্থ করিতেছেন, দস্যুত্রাসাৎ জনং দস্যুজনং অর্দ্দয়তি পীড়য়তীতি জনার্দ্দনঃ। ৬—৭০ অঃ উদ্।

কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশূলান্যায়ুধানি চ।
স্থাপয়ন্ দ্বিজশার্দ্দূলো দেশেষু বিজিতেষু চ॥

৪—১৯১ অঃ বন।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততশ্চৌরক্ষয়ং কৃত্বা দ্বিজেভ্যঃ পৃথিবীমিমাম্।
বাজিমেধে মহাযজ্ঞে বিধিবৎ কল্পয়িষ্যতি॥

১—১৯১ অঃ বন।

সংস্তূয়মানো বিপ্রেন্দ্রৈর্মানয়ানো দ্বিজোত্তমান্।
কল্কী চরিষ্যতি মহীং সদা দস্যুবধে রতঃ॥

৫—১৯১ অঃ বন।

দ্বিজপ্রবর কল্কী জনপদসকল জয় করিয়া ঐ সকল দেশে কৃষ্ণাজিন ও শক্তি, ত্রিশূল প্রভৃতি সমস্ত আয়ুধ সংস্থাপনকরতঃ বিপ্রেন্দ্রগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়াও তাঁহাদের সম্মান রক্ষাকরতঃ নিরন্তর দস্যুবধে রত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিবেন।

তস্যাং প্রবর্ত্তমানায়াং যে স্যু স্তৎপরিপন্থিনঃ।
দস্যবস্তদ্বধায়েহ ব্রহ্মা ক্ষত্রমথাসৃজৎ॥

৮—৮৯ অঃ শান্তি।

সংসারে প্রবর্ত্তমান সেই বেদবিদ্যার প্রতি যে সমস্ত দস্যুগণ

পরিপন্থী হয়, তাহাদিগেয় বিনাশার্থই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। এই শ্লোকটি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

কেবল শ্রীকৃষ্ণ দস্যুবধের নিমিত্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এমন নহে, দুর্গাও সেইকারণে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দুর্গাস্তব করিতেছেন—

দস্যুভির্ব্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্।

২১—৬ অঃ বিরাট।

দস্যুগণকর্ত্তৃক নিরুদ্ধ মানবের তুমিই পরমা গতি।

দস্যুর সহিত চোরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

ধর্ম্মাভিচারিণঃ পাপা শ্চৌরা লোকস্য কণ্টকাঃ॥

৪২—১৪০ অঃ শান্তি।

কপট ধর্ম্মচারী, লোকের কণ্টকস্বরূপ দুরাচার চোরেরা।

বিপ্রৈশ্চৌরক্ষয়ে চৈব কৃতে ক্ষেমং ভবিষ্যতি।

৩—১৯১ অঃ বন।

বিপ্রগণ দস্যু বিনাশ করাতে দেশের মঙ্গল হইবে।

এস্থলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, চৌর ও দস্যুশব্দ এক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। চৌর, তস্কর, দস্যু এই তিন শব্দেরই এক অর্থ, এই তিন শব্দই এক অর্থে ব্যবহৃত হইত। উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দস্যু শব্দে কেবল পরস্ব-অপহারী সাধারণ চোর ডাকাত বুঝা যায় না, বিধর্ম্মীদিগের সহিত এই শব্দগুলির নিকট সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

এ চৌর বা দস্যু কাহাদিগকে বলিত? রাজা নহুষ যযাতির পিতা ছিলেন।

রাজ্যং শশাস সুমহদ্ধর্ম্মেণ পৃথিবীপতে।
পিতৄন্ দেবানৃষীন্ বিপ্রান্ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসান্॥

২৭—৭৫ অঃ আদি।

নহুষঃ পালয়ামাস ব্রহ্মক্ষত্রমথো বিশঃ।
স হত্বা দস্যুসঙ্ঘাতানৃষীন্ করমদাপয়ৎ॥

২৮—৭৫ অঃ আদি।

পশুবচ্চৈব তান্ পৃষ্ঠে বাহয়ামাস বীর্য্যবান্।

২৯—৭৫ অঃ আদি।

নহুষ পিতৃগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, বিপ্রগণ ও গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যগণকে পালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বভুজ-বীর্য্যে দস্যুদল বিনাশপূর্ব্বক ঋষিগণকে করপ্রদ করিয়াছিলেন এবং একদা ঐ ঋষিগণকে পশুবৎ বাহন করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃতশ্লোক হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, নহুষ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন; শূদ্রের উল্লেখ নাই; প্রতিপালিতদিগের মধ্যে রাক্ষসের উল্লেখ আছে। আরও দেখিতে পাওয়া যায় বিপ্র ও ব্রাহ্মণে প্রভেদ রহিয়াছে। পৌরাণিক গল্প আছে যে রাজা নহুষ স্বর্গে ইন্দ্রত্ব লাভ করেন, এবং সেই অবস্থায় এক সময়ে ব্রাহ্মণগণদ্বারা তাঁহার শিবিকা বহন করাইয়াছিলেন, এবং অগস্ত্য ঋষিকে সেই অবস্থায় পদদ্বারা স্পর্শ করেন। অগস্ত্য ঋষি সেই কারণে তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহার ফলে নহুষ পৃথিবীতে কূপমধ্যে সর্পরূপে পতিত হন, যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাতের ফলে তাঁহার শাপমোচন হয়। উপরে নহুষ দস্যু-হন্তা

বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু স্থানান্তরে নহুষ স্বয়ং দস্যু ও ব্রাহ্মণ-কণ্টক বলিয়া কথিত আছে। তাহা হইলে বিধর্ম্মী এবং যে অধর্ম্ম-কার্য্য করে উভয়কেই দস্যু বলিত।

আমরা স্থানান্তরে "লিঙ্গান্তরে বর্ত্তমান দস্যুসকল" দেখিতে পাই—

দৃশ্যন্তে মানুষে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু দস্যবঃ।
লিঙ্গান্তরে বর্ত্তমানা আশ্রমেষু চতুর্ষ্বপি॥ ২৩—৬৫ অঃ শান্তি।

মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মনুষ্যলোকে আশ্রমচতুষ্টয়ে এবং সকল বর্ণেই লিঙ্গান্তরে বর্ত্তমান দস্যুসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে মান্ধাতার আরও কিছু কথা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—'মহারাজ! এই সত্যযুগ নিবৃত্ত হইলে আশ্রমসকলের বিকল্প উপস্থিত হইবে, এবং পৃথিবীতে অসংখ্য জটাদিচিহ্নধারী ভিক্ষুকসকল বিচরণ করিবে। তাহারা কামক্রোধ-বশীভূত হইয়া পুরাতন ধর্ম্মসকলের পরম গতিতে অবজ্ঞা প্রদর্শন-করতঃ অসৎপথ অবলম্বন করিবে। পরন্তু দণ্ডনীতিদ্বারা পাপমতি নিবৃত্ত হইলে সেই মঙ্গলময় পরম শাশ্বত ধর্ম্ম কখনই বিচলিত হয় না। এই কথাগুলি ভাল করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। এই বর্ণনা হইতে পঞ্চম ও ষষ্ঠশতাব্দীতে দেশমধ্যে অগণিত অবৈদিক সম্প্রদায় ও তাহাদের বিকৃত ভাবের চিত্র দেখিতে পাই; নানা-প্রকার সন্ন্যাসীর দল দেশমধ্যে বিচরণ করিতেছে, পুরাতন বৈদিক কিংবা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উল্লেখ রহিয়াছে, সনাতন ধর্ম্মেরও কথা

আছে। এইস্থলে দস্যু শব্দ সাধারণ অবৈদিকদিগের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দ্বাপর ও কলির সন্ধ্যায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়, অথচ মান্ধাতা বলিতেছেন এই সত্যযুগ।

আমরা স্থানান্তরে দস্যু, আভীর ও ম্লেচ্ছ শব্দ একই অর্থে দেখিতে পাই। ৬৩—৭ অঃ মৌষল।

অন্যত্র আমরা দস্যু শব্দের অর্থ শবর দেখি।

৩৫—১৬৮ অঃ শান্তি।

যবন, কিরাত, শক, কাম্বোজ, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ—ইহারাও দস্যু নামে কথিত। ৪১—১১৭ অঃ দ্রোণ।

তেষু প্রকাল্যমানেষু দস্যূন্ দুঃশাসনোঽব্রবীৎ।
নিবর্ত্তধ্বমধর্ম্মজ্ঞা যুধ্যধ্বং কিং সৃতেন বঃ॥

২৮—১১৯ অঃ দ্রোণ।

নানাদেশীয় নানাজাতীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট হইলে হতাবশিষ্ট সৈন্যদিগকে পলায়মান দেখিয়া সেই সকল দস্যুদিগকে দুঃশাসন বলিলেন —"অহে অধার্ম্মিকসকল! পলায়নে প্রয়োজন কি?" এস্থলে শক, যবন প্রভৃতির নাম দস্যু।

যোঽভুক্তেমাং বসুমতীং ম্লেচ্ছাটবিকবর্জ্জিতাম্।

৫—৫৪ অঃ দ্রোণ।

যিনি (সুহোত্র রাজা) বসুমতীকে ম্লেচ্ছ ও চৌর-বিবর্জ্জিত করিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। এস্থলে ম্লেচ্ছ ও চৌর অবৈদিক আদিমনিবাসীদিগের প্রতি ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কশ্যপ বলিলেন—

বৃদ্ধং রাষ্ট্রং ভবতি ক্ষত্রিয়স্ত ব্রহ্মক্ষত্রং যত্র বিরুধ্যতীহ।

অন্বগ্বলং দস্যুবস্তদ্ভজন্তে তথা বর্ণং তত্র বিদন্তি সন্তঃ॥

৮—৭৩ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সেই রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, দস্যুগণ রাজ্যমধ্যে উপদ্রব করিতে থাকে এবং পণ্ডিতগণ তাদৃশ ক্ষত্রিয়কে ম্লেচ্ছজাতীয় বলিয়া অনুমান করেন।

এস্থলে দস্যু অর্থে সাধারণ অবৈদিক অথবা আদিমনিবাসী মনে হয়।

প্রাগুত্তরাং দিশং যে চ বসন্ত্যাশ্রিত্য দস্যবঃ।

নিবসন্তি বনে যে চ তান্ সর্ব্বানজয়ৎ প্রভুঃ॥

২৪—২৭ অঃ সভা।

যে সমস্ত দস্যু পূর্ব্বোত্তর দিক্ আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছিল এবং যাহারা বনে নিবসতি করিত, প্রভাবসম্পন্ন ফাল্গুনী তাহা-দিগের সকলকেই পরাজিত করিলেন।

এস্থলে দস্যু অর্থে অহিন্দু, লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কবি অর্জ্জুনের বিশেষণ দিতেছেন প্রভাবসম্পন্ন। এই সকল হইল এক শ্রেণীর দস্যু ; শক, যবন, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, শবর আদিম নিবাসী, এইসকলকে ব্রাহ্মণেরা দস্যু বলিত। দেখিতে পাওয়া যায় এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণী লোকদিগকে দস্যু বলিত।

ভূমিপানাঞ্চ শুশ্রূষা কর্ত্তব্যা সর্ব্বদস্যুভিঃ।

বেদধর্ম্মক্রিয়াশ্চৈব তেষাং ধর্ম্মো বিধীয়তে॥

পিতৃযজ্ঞাস্তথা কূপাঃ প্রপাশ্চ শয়নানি চ।

দানানি চ যথাকালং দ্বিজেভ্যো বিসৃজেৎ সদা॥

অহিংসা সত্যমক্রোধো বৃত্তিদায়ানুপালনম্।
ভরণং পুত্রদারাণাং শৌচমদ্রোহ এব চ॥

১৮।১৯।২০—৬৫ অঃ শান্তি।

ইন্দ্র কহিলেন,—বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্মসকল এবং শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞ শূদ্রেরও কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। তাহারা সময়ানুসারে নিয়তই দ্বিজগণকে কূপ, প্রপা শয্যা এবং ইতর দানসকল প্রদান করিবে। দস্যুগণের নিয়ত অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, শৌচ ও অদ্রোহ বৃত্তি, দাসসকলের পালন এবং স্ত্রীপুত্রাদি-ভরণ এইসকল ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। সেই ঐশ্বর্য্যাভিলাষী দস্যুগণের সকল প্রকার যজ্ঞ করিয়া শাস্ত্রোক্ত দক্ষিণা ও মহার্হ পাক-যজ্ঞ করিয়া সর্ব্বভূতে অন্ন প্রদান করা কর্ত্তব্য।

এস্থলে দস্যু অর্থে চোর ডাকাত তস্কর কিংবা ম্লেচ্ছ বর্ব্বর অহিন্দু আদিমনিবাসী নয়, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটি বিষয় জানিতে পারা যায় যে, শূদ্র ও দস্যু একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সকলেরই মনে এক প্রশ্ন উদয় হইবে—এ দস্যু কাহারা? ইহারা অবৈদিক নয়, অযজ্ঞকারী নয়। ত্রিবর্ণিকদিগের যাহা ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, ইহাদের পক্ষেও সেই ধর্ম্ম আচরণের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য করিয়া এই বিধিগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে বৈদিক পন্থা-অনুসারী যজ্ঞনিষ্ঠ কোন সম্প্রদায়কে কোন কারণে দস্যু ও শূদ্রনাম দেওয়া হইয়াছে।

নির্দস্যুং পৃথিবীং কৃত্বা শিষ্টেষ্টজনসঙ্কুলাম্।
কশ্যপায় দদৌ রামো হয়মেধে মহামখে॥

১৭—৬৮ অঃ দ্রোণ।

মহাত্মা পরশুরাম পৃথিবীকে দস্যুহীনা, শিষ্ট ও ইষ্টজনে সমাকীর্ণা করিয়া অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে কশ্যপকে পৃথিবী প্রদান করেন। এই শ্লোকের মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসপক্ষে বিশেষ চিন্তা করিবার সামগ্রী আছে। পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেন ইহাই আমরা সকলে জানি। এস্থলে নিঃক্ষত্রিয় শব্দের পরিবর্ত্তে নির্দস্যু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়শব্দের অর্থ তখন দস্যু অর্থাৎ বিধর্ম্মী হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝা যায় তখন দেশে ক্ষত্রিয়দিগের কি প্রকার অধঃপতন হইয়াছিল। পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরে পৃথিবী শিষ্ট ও ইষ্টজনে সমাকীর্ণ করিলেন। এস্থলে একটু রহস্যের কথা আছে।

যাহারা বেদে শিক্ষিত তাহাদিগকে শিষ্ট বলে, আর যজ্-ধাতু হইতে ইষ্ট শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহা হইলে পরশুরাম আখ্যানে এক সময়ে ঘোর সমাজবিপ্লবের ইতিহাস লুক্কায়িত আছে। অবৈদিকদিগের উচ্ছেদের পর দেশে বৈদিক ধর্ম্ম ও যজ্ঞ প্রচলিত হইল।

ন ধনং যজ্ঞশীলানাং হার্য্যং দেবস্বমেব চ।
দস্যূনাং নিষ্ক্রিয়ানাং চ ক্ষত্রিয়ো হর্ত্তুমর্হতি॥

২—১৩৬ অঃ শান্তি।

যজ্ঞযাজী ঋষিগণের ধন ও দেবস্ব হরণ করা উচিত নহে। ক্ষত্রিয় নৃপতি দস্যু ও ক্রিয়াহীন জনগনের ধনহরণ করিতে পারেন।

এস্থলে দস্যু অর্থে কোন প্রকার যজ্ঞহীন অথবা ব্রাহ্মণবিরোধী সম্প্রদায়ের ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা দস্যুভাব-প্রাপ্ত কথা দেখিতে পাই। ৪৬—১৬৮ অঃ শান্তি।

কায়ব্য দস্যু নিষাদ ছিল; ৩—১৩৫ অঃ শান্তি। নিষাদ শব্দের অর্থ পরে দেখিব। কায়ব্যদস্যু ব্রাহ্মণদিগকে মৃগমাংস দান করিত; ৮—১৩৫ অঃ আদি। তাহার অনুচর দস্যুদিগের সদাচার দেখিতে পাওয়া যায়; ১৩—১৩৫ অঃ শান্তি।

প্রকৃত্যা পাপসত্ত্বশ্চ তুল্যচেতাশ্চ দস্যুভিঃ।

৩—৭৪ অঃ উদ্।

যে ব্যক্তি (দুর্য্যোধন) স্বভাবতঃ পাপাত্মা, দস্যু, নির্ব্বিশেষচিত্ত, ঐশ্বর্য্যমদমত্ত, পাণ্ডবদিগের সহিত কৃতবৈর ইত্যাদি ইত্যাদি। এস্থলে দুর্য্যোধনকে দস্যু বলা হইল। দুর্য্যোধন নিজেকে ক্ষত্রবন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ নামে মাত্র ক্ষত্রিয়।

তত্র পুণ্যং দস্যুবধেন লভ্যতে সোঽয়ং দোষঃ কুরুভিস্তীব্ররূপঃ।
অধর্ম্মজ্ঞৈর্ধর্ম্মমবুধ্যমানৈঃ প্রাদুর্ভূতঃ সঞ্জয় সাধু তন্ন॥

৩১—২৯ অঃ উদ্।

অধর্ম্মজ্ঞ কৌরবেরা ধর্ম্মের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া কপট দ্যূতক্রীড়ায় সেই তীব্ররূপ দস্যু দোষের সম্পূর্ণ প্রাদুর্ভাব করিয়াছে। এস্থলে আমরা অধর্ম্মের সহিত দস্যুশব্দের সম্বন্ধ দেখিতে পাইলাম।

মা তে রাষ্ট্রে যাচনকাভুবন্মা চাপি দস্যবঃ।

২৪—৮৮ অঃ শান্তি।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন, 'তুমি তোমার রাজ্যে যাচক বা

দস্যুসকলকে কদাচ বাস করিতে দিবে না।' এস্থলে বৌদ্ধ ভিক্ষুক বা অপর সম্প্রদায়ভুক্ত ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসীদিগকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা স্পষ্ট।

নাভবন্ দস্যবঃ কেচিন্নাধর্ম্মরুচয়ো জনাঃ।
প্রদেশেষ্বপি রাষ্ট্রাণাং কৃতং যুগমবর্ত্তত॥

৫—১০৯ অঃ আদি।

সত্যযুগে কোন ব্যক্তিই দস্যু বা অধর্ম্মশীল ছিল না, সুতরাং রাষ্ট্রের সমস্ত প্রদেশেই যেন সত্যযুগ প্রবৃত্ত হইল। এস্থলেও আমরা দস্যুর সহিত অধর্ম্মের সম্বন্ধ দেখি। মহাভারতমধ্যে আমরা দস্যু-পীড়িত দেশের চিত্র দেখিতে পাই। ৪।৫—৭৫ অঃ শান্তি।

দস্যুগ্রামের উল্লেখ আছে, ব্রাহ্মণগণ দস্যুগ্রামে বাস করিত ইহাও দেখি। আবার দস্যুগৃহে ব্রাহ্মণেরা বার্ষিক ভিক্ষা করিতেছে দেখিতে পাই। ৩২—১৬৮ শান্তি।

দস্যুরা নরমাংসভোজী তাহারও ইঙ্গিত আছে এবং দস্যু নরকে গমন করিতেছে তাহারও উল্লেখ আছে। ৩১—৫৩ অঃ দ্রোণ।

আবার দস্যু স্বর্গে গমন করিতেছে। ১—১৩৫ অঃ শান্তি।

সিদ্ধিলাভ করিতেছে তাহাও দেখি। ৩—১৩৫ অঃ শান্তি।

আবার সর্ব্ববর্ণবিশেষবিৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ সত্যসন্ধ দাননিরত এক ধনবান্ দস্যুর পরিচয় পাই। ৩১—১৬৮ শান্তি।

এই সকল কথাগুলি একত্রিত করিলে কাহাদিকে দস্যু বলিত তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায়। যে ভাবে দাস ও শূদ্র শব্দ ব্যবহৃত হইত, দস্যু, তস্কর ও চৌর শব্দের প্রয়োগেও সেই ভাব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণেরাই এই সকল নাম দিয়াছিলেন, সকলগুলিই হীনতাব্যঞ্জক

শব্দ। বিধর্ম্মী বৌদ্ধ, অবৈদিক হিন্দুসম্প্রদায়, এবং কোন কারণে ব্রাহ্মণ্য হইতে পতিত অথচ বৈদিক পথানুসারী এই সকল লোক বা সম্প্রদায়দিগকে দস্যু বলিত। শূদ্র, দাস ও দস্যুতে কোথাও বা প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও বা তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না। স্থূল কথা এই তিন শব্দই ব্রাহ্মণ্য সমাজ হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়দিগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত।

চণ্ডাল।

আমরা আর একটি শব্দ দেখিব, সেটি বাঙ্গলাদেশে বিশেষ পরিচিত, শব্দটি চণ্ডাল। অমরকোষে চণ্ডালের প্রতিবাক্য এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

চণ্ডালপ্লবমাতঙ্গদিবাকীর্ত্তিজনঙ্গমাঃ।
নিষাদশ্বপচাবন্তেবাসিচাণ্ডালপুক্কসাঃ॥ ৫৫
ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ॥

৫৬—অমর কোষ (শূদ্রবর্গ)।

১। চণ্ডাল=চাণ্ডাল।

২। প্লব

৩। মাতঙ্গ=মতঙ্গ মুনির অপত্য।

৪। দিবাকীর্ত্তি=দিবায় অকীর্ত্তি (নিন্দা)।

৫। জনঙ্গম=অধার্ম্মিকের নিকট গমন করে যে।

৬। নিষাদ=পাপ থাকে ইহাতে।

৭। শ্বপচ=শ্বা (কুকুর)ও পাক করে যে।

৮। অন্তেবাসিনঃ=অন্তে (গ্রামপ্রান্তে) বাস করিতে শীল ইহার।

৯। চাণ্ডাল=চণ্ডাল।

১০। পুক্কস=পুণ্যের হিংসা করে যে, অথবা পুরুষের হিংসা করে যে।

কিরাত শবর ও পুলিন্দ শব্দে এক এক প্রকার চণ্ডাল বুঝায়, এবং ঐ সকলকে ম্লেচ্ছ বলে। এই সব কথাগুলি চণ্ডাল শব্দের প্রতিবাক্য, প্রায় সকলগুলিই মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভিন্ন ব্যাধ লুব্ধক প্রভৃতি আরও শব্দে চণ্ডাল বুঝায় ও সেই-গুলিরও মহাভারতে উল্লেখ আছে। ব্যাধরূপে চণ্ডাল মহাভারত ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

ততো যষ্টিং শলাকাং চ ক্ষারকং পঞ্জরং তথা।
তাঞ্চ বদ্ধাং কপোতীং স প্রমুচ্য বিসসর্জ্জ হ।

১১—১৪৭ অঃ শান্তি।

ক্রূরকর্ম্মা লুব্ধক সেই বদ্ধা কপোতীকে মোচনান্তর যষ্টি, শলাকা, জাল ও পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। ইহা পক্ষী ব্যাধের রূপ।

তত্র স্নায়ুময়ান্ পাশান্ যথাবৎ সংবিধায় সঃ।
গৃহং গত্বা সুখং শেতে প্রভাতামেতি শর্ব্বরীম্॥

২৪—১৩৮ অঃ শান্তি।

তথায় যথাবিধানে স্নায়ুময় পাশসমুদয় বিস্তীর্ণ করিয়া গৃহে গিয়া সুখে শয়ন করে এবং শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা হইল পশুবন্ধক চণ্ডাল।

ততঃ প্রভাতসময়ে বিকৃতঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ ॥
স্থূলস্ফিগ্বিকৃতো রুক্ষঃ শ্বযূথপরিবারিতঃ।
শঙ্কুকর্ণো মহাবক্ত্রো মলিনো ঘোরদশনঃ ॥
পরিঘো নাম চাণ্ডালঃ শস্ত্রপাণিরদৃশ্যত।

১১৫।১১৬।১১৭—১৩৮ অঃ শান্তি।

অনন্তর প্রভাতসময়ে এক বিকৃতাকার কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ, স্থূল নিতম্বশালী, কেশবিহীন, রুক্ষমূর্ত্তি, উচ্চতরকর্ণসমন্বিত, বৃহদ্বক্ত্র, কুকুরযূথপরিবেষ্টিত, মলিন, দুরন্তদর্শন, হস্তে শস্ত্রধারী পরিঘ নামক চণ্ডাল দৃষ্টিগোচর হইল। ইহাই হইল পৌরাণিক চণ্ডালের মৌলিক মূর্ত্তি। পুরাণে এবং অন্যান্য গ্রন্থে চণ্ডালের এই মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, একদল কুকুর প্রায় তাহার সঙ্গে থাকে, ব্যাধ প্রায়ই হিংসাগুণপ্রধান, সেই কারণে চণ্ডালের হিংসাবৃত্তি অতি প্রবল। লুব্ধক শব্দ ব্যাধ শব্দের অর্থে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ২৩—৩০ অঃ শল্য।

আমরা, চণ্ডাল এবং লুব্ধক অর্থে ব্যাধ, তাহা দেখিলাম।

সাধুভির্গর্হিতং কর্ম্ম চাণ্ডালস্য বিধীয়তে।

৪—১০১ অঃ অনু।

চণ্ডালের কর্ম্ম অতি গর্হিতরূপে সাধুগণকর্ত্তৃক বিহিত হয়।

শূদ্রশ্চাণ্ডালমত্যুগ্রং বধ্যঘ্নং বাহ্যবাসিনম্।
ব্রাহ্মণ্যাং সম্প্রজায়ন্ত ইত্যেতে কুলপাংসনাঃ ॥

১১—৪৮ অঃ অনু।

শূদ্র ব্রাহ্মণীতে অতি উগ্রস্বভাব বধার্হ চৌরাদির বিচ্ছেদ প্রভৃতি

কার্য্যের কারণ গ্রামবহির্ভাগে বসতিকারী চণ্ডাল পুত্র উৎপাদন করে; এই সমস্ত প্রতিলোমজাত জাতিসকল কুলপাংসন।

এইপ্রকার শ্লোক অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল স্থানেই চণ্ডাল নৃশংস ও কুৎসিৎ কর্ম্ম করে, এই সকল শ্লোক তাহার প্রমাণ। সাত্যকি ও অর্জ্জুন উভয়ে মিলিয়া অন্যায়রূপে ভূরিশ্রবাকে বধ করেন; ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন—

স ত্বমেবংবিধং কৃত্বা কর্ম্ম চাণ্ডালবৎ স্বয়ম্।

৩৪—১৯৭ অঃ দ্রোণ।

তুই স্বয়ং চণ্ডালের ন্যায় কার্য্য করিয়া জনসমাজে নিন্দনীয় হইয়া কি নিমিত্ত কটু বলিতে ইচ্ছা করিতেছিস্?

জঘন্য গুণ অর্থে চণ্ডালাদি ধর্ম্ম। ১৩—৩৬ অঃ অশ্বমেধ।

চণ্ডালেরা স্বতন্ত্র পল্লীতে, গ্রামের বাহিরে বাস করিত, তাহাদের পল্লীর বর্ণনা এইরূপ।

বিভিন্নকলসাকীর্ণং শ্বচর্ম্মচ্ছেদনাযুতম্।
বরাহখরভগ্নাস্থিকপালঘটসঙ্কুলম্॥
মৃতচৈলপরিস্তীর্ণং নির্ম্মাল্যকৃতভূষণম্।
সর্পনির্ম্মোকমালাভিঃ কৃতচিহ্নং কুটীমঠম্॥
কুক্কুটারাববহুলং গর্দ্দভধ্বনিনাদিতম্।
উদ্‌ঘোষদ্ভিঃ খরৈর্ব্বাক্যৈঃ কলহদ্ভিঃ পরস্পরম্॥
উলূকপক্ষিধ্বনিভির্দ্দেবতায়তনৈর্বৃতম্।
লোহঘণ্টাপরিষ্কারং শ্বযূথপরিবারিতম্॥

২৯·· ৩২—১৪১ অঃ শান্তি।

সেইস্থান ভগ্ন কলস, কুকুরের চর্ম্মখণ্ড, বরাহ ও গর্দ্দভের অস্থি-পুঞ্জ এবং মৃত মনুষ্যের বস্ত্রসমূহদ্বারা সমাবৃত রহিয়াছে; গৃহ সমুদয় নির্ম্মাল্যদ্বারা অলঙ্কৃত, কুটীর ও মঠ সমুদয় অহিনির্ম্মোক মাল্যদ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। কোনস্থান বহুল কুক্কুটরবে, কোনস্থান গর্দ্দভ-নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোনস্থানে চণ্ডালগণ খরতর বাক্যে পরস্পর কলহ করিতেছে; কোনস্থানে উলূক ও বিহগগণের প্রতিরূপদ্বারা, সমলঙ্কৃত দেবালয়সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন-স্থান লৌহঘণ্টা-সমলঙ্কৃত কুক্কুরদলদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

এই হইল চণ্ডালের রূপ, কর্ম্ম ও বসতি, চণ্ডালের যে সকল প্রতিবাক্য তাহা উপরে দেওয়া হইয়াছে; একস্থানে দেখিতে পাই চণ্ডাল অর্থে মুচি। চণ্ড শব্দ হইতে চণ্ডাল কথা নিষ্পন্ন হইয়াছে, চণ্ড অর্থে ক্রূর। ১১—২৩৩ অঃ বন।

চণ্ডাশ্চ শৌণ্ডাশ্চ মহাশনাশ্চ চৌরাশ্চ দুষ্টাশ্চপলাশ্চ বর্জ্যাঃ। অতিশয় কোপনস্বভাব, মত্ত, বহুভোজী, চৌর, দ্বেষপরতন্ত্র ও চপল স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

পৃথগ্ জনস্য সর্ব্বস্য ক্ষুদ্রকাঃ প্রহসন্তি চ। ৮—৩ ভীষ্ম।

চণ্ডালাদি ইতরজাতীয় ক্ষুদ্রলোকেরা নৃত্যগীত ও হাস্য করিতেছে। এ স্থলে নীচ লোকের অর্থ চণ্ডাল। নিষাদশব্দ চণ্ডালের নামান্তর। ২৬—৪৮ অঃ অনু।

নিষাদ শব্দে চণ্ডাল বুঝায়, অথচ ধীবরকে নিষাদ বলে এবং শূদ্রও বলে। পুক্কস শব্দে চণ্ডাল বুঝায়, অথচ পুক্কস হইতে চণ্ডাল ভিন্ন।

ন পুক্কসো ন চাণ্ডাল আত্মানং ত্যক্তুমিচ্ছতি।

৩৮—১৮০ অঃ শান্তি।

পুক্কস অথবা চণ্ডাল কেহই জীবন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জাত পুত্রকে চণ্ডাল বলে। আমরা একস্থানে দেখিতে পাই এইপ্রকার পুত্রের নাম ব্রাহ্মণ চণ্ডাল। ৩৬—৪৭ অঃ অনু।

এইপ্রকার হীনজাতি চণ্ডালকে ব্রাহ্মণ যে ঘৃণা করিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। "শ্বপাকং ব্রাহ্মণাইব" ব্রাহ্মণ যেমন চণ্ডালকে নিন্দা করিয়া থাকেন। ১—১৯৭ অঃ দ্রোণ।

যুগন্ধরে পয়ঃ পীত্বা প্রোষ্য চাপ্যচ্যুতস্থলে।
তদ্বদ্ভূতিলয়ে স্নাত্বা কথং স্বর্গং গমিষ্যতি॥

৩৯—৪৪ অঃ কর্ণ।

যুগন্ধর নগরে দুগ্ধপান, অচ্যুতস্থলে প্রবাস এবং ভূতিলয়ে স্নান করিয়া মনুষ্য কি প্রকারে স্বর্গে যাইবে? অর্থাৎ যুগন্ধরে সকল লোকেই উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান করে, সুতরাং তথায় দুগ্ধ পান করিলে অপেয় পান অবশ্যম্ভাবী, অচ্যুতস্থলে রমণীমাত্রেই ব্যভিচারিণী, সুতরাং তথায় প্রবাস করিলে অগম্যাগমন অবশ্যম্ভাবী। এবং ভূতিলয়ে চণ্ডালব্রাহ্মণাদি সাধারণে এক জলাশয়ে স্নান করে, সুতরাং তথায় স্নান করিলে শৌচাভাব অবশ্যাম্ভাবী; অতএব তত্তৎস্থানীয় ব্যবহার করিয়া কেহই স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না।

চণ্ডালকে স্পর্শ করিবে না।

শুচিঃ কুশলিনং যথা। ৭—২৯১ অঃ শান্তি। কুশলিনং কারুকং

চণ্ডালবিশেষমিত্যর্থঃ (টীকা)। শুচি ব্যক্তি যেমন চণ্ডালকে স্পর্শ করে না।

আমরা এক স্থলে দেখিতে পাই চণ্ডালত্বদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলেন ত্বং মত্তায়াং নাপিতেন হ।
জাতস্ত্বমসি চাণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যং তেন তেঽনশৎ॥

১৭—২৭ অঃ অনু।

তুমি প্রমত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালনাপিতকর্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব তুমি চণ্ডাল, সেই হেতু তোমার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

মাতঙ্গ শব্দ চণ্ডাল শব্দের এক প্রতিবাক্য, চণ্ডাল ও চাণ্ডাল যেমন একই কথা, মতঙ্গ ও মাতঙ্গ সেইরূপ একভাবেই লিখিত হয়; এই মাতঙ্গের মহাভারতে নানা স্থানে উল্লেখ আছে।

দ্বিজাতেঃ কস্যচিত্তাত তুল্যবর্ণঃ সুতস্ত্বভূৎ।
মতঙ্গো নাম নাম্না বৈ সর্ব্বৈঃ সমুদিতো গুণৈঃ॥
স যজ্ঞকারঃ কৌন্তেয় পিত্রোৎসৃষ্টঃ পরন্তপ।
প্রায়াদ্গর্দ্দভযুক্তেন রথেনাপ্যাশুগামিনা॥

৮।৯—২৭ অঃ অনু।

কোন দ্বিজাতির মতঙ্গ নামে সুবিখ্যাত সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং অন্য-বর্ণজ হইয়াও জাতকর্ম্মাদি সংস্কারনিবন্ধন তুল্যবর্ণ এক তনয় ছিল। হে যুধিষ্ঠির! সেই পুত্র যজ্ঞে ঋত্বিক্ কর্ম্ম করতঃ, পিতাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শীঘ্রগামী গর্দ্দভযুক্ত রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অগ্নিচয়নার্থে

প্রয়াণ করিতেছিল। এ গল্পটি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। মতঙ্গের ব্রাহ্মণ পিতা, অন্ত্যবর্ণা মাতা, এবং তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কার নিষ্পন্ন হইয়াছিল। যদি কেহ কোন বালকের জাতকর্ম্ম সংস্কার করে, সেই বালক সংস্কারকর্ত্তার বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই মাতঙ্গ পিতার তুল্যবর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে, মাতঙ্গ গর্দ্দভযুক্ত রথে যাইতেছিল, সে সেই অল্পবয়স্ক গর্দ্দভকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়না করে, গর্দ্দভের মাতা নিকটে ছিল, সে পুত্রের যন্ত্রণা দেখিয়া তাহাকে বলিল 'তুমি শোক করিও না, এ ব্যক্তি চণ্ডাল।' মাতঙ্গের প্রশ্নে গর্দ্দভী বলিল 'তুমি প্রমত্তা ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালনাপিত কর্ত্তৃক জন্মগ্রহণ করিয়াছ; অতএব তুমি চণ্ডাল, সেই হেতু তোমার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।' মাতঙ্গ ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যায় দেবগণ সন্তাপিত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন 'তুমি অকৃতাত্মা জনগণের অপ্রাপ্য ব্রাহ্মণত্ব প্রার্থনা করিতেছ অতএব বিনষ্ট হইবে, তুমি বিরত হও। চণ্ডাল-যোনিতে জাত ব্যক্তি কখন ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে না।' মাতঙ্গ ইন্দ্রের বাক্য না শুনিয়া পুনরায় কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। এবারও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন 'ইহলোকে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; জীব, মনুষ্য হইয়া জন্মিলে প্রথমে পুক্কস হয় (আদিমনিবাসী?), বহু জন্ম পরে শূদ্রত্ব লাভ করে; তাহার বহু জন্মান্তর পরে বৈশ্যত্ব লাভ হয়; পরে বহু জন্মের পর রাজন্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার পর বহু জন্মের পর ব্রহ্মবন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার পর বহু জন্ম পরে শাস্ত্রজীবী হইয়া জন্মে, তাহার পর বহু জন্ম পরে গায়ত্রী মাত্র জপকারী জনগণের বংশে জন্মগ্রহণ করে, তাহার পরে

তাহার শ্রোত্রিয়কুলে জন্ম হয়; তাহার পর যদি শোক, হর্ষ, কাম, দ্বেষ, অভিমান ও অতিবাদ সেই দ্বিজাধমে প্রবেশ করে এবং সে যদি সে সকলকে জয় করিতে না পারে, তবে সে অতিশয় নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। এই জন্মপর্য্যায়ের অর্থ স্থানান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইন্দ্র কহিলেন 'যেহেতু ব্রাহ্মণত্ব অতি দুর্ল্লভ তুমি বিরত হও।' মতঙ্গ তাঁহার কথা না শুনিয়া পুনরায় কঠোর তপস্যায় মন দিলেন, পুনরায় ইন্দ্র তাঁহার নিকট আসিলেন, মতঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি এতাদৃশ দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিলাম, কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিলাম না?' ইন্দ্র বলিলেন 'যে ব্যক্তি চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ব্রাহ্মণত্ব তাহার পক্ষে কোনমতে প্রাপ্য হইতে পারে না।' মতঙ্গ ইন্দ্রের কথা না শুনিয়া প্রয়াগতীর্থে ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমন করিয়া (পাঠান্তরে গয়া) তথায় কঠোর যোগ অবলম্বন করেন, তপস্যার কঠোরতা ফলে ভূমিতে পতিত হইলে ইন্দ্র পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিরত হইতে বলিলেন; মাতঙ্গ তখন বলিল, 'যদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব দুষ্প্রাপ্যই হইয়াছে তথাপি মানবগণ সেই দুর্ল্লভ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াও সতত তাহার অনুষ্ঠান করে না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য এই সমস্ত ধর্ম্ম আচরণ করে না, এইরূপ ব্যক্তি পাপিষ্ঠ হইতেও পাপিষ্ঠতম এবং তদপেক্ষাও অধম।' পরে মাতঙ্গ বর চাহিলেন যে, 'আমি কামরূপী বিহঙ্গম হইয়া যথাকাম বিহার করি এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের অবিরোধ পূজা প্রাপ্ত হই।'

ইন্দ্র মাতঙ্গকে বলিলেন 'তুমি ছন্দদেব নামে বিখ্যাত হইয়া স্ত্রী-

গণের পূজনীয় হইবে।' সময়ে মাতঙ্গ দেহ পরিত্যাগ করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

আমরা আর একস্থানে মাতঙ্গের সাক্ষাৎ পাই, উপরে চণ্ডালপল্লীর বর্ণনা দেখিয়াছি ; এক সময় দুর্ভিক্ষের ফলে বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষুধিত স্ত্রীপুত্রের নিমিত্ত আহার অন্বেষণে নানাস্থানে ভ্রমণ করেন, কিছু না পাইয়া তিনি এক চণ্ডালপল্লীতে প্রবেশ করেন, এবং তথায় এক চণ্ডালের গৃহ হইতে কুকুরমাংস অপহরণ করিতে সঙ্কল্প করেন। তিনি রাত্রিকালে চণ্ডালের গৃহে অর্গল মোচন করিয়া প্রবেশ করিতেছেন এমন সময় সেই গৃহস্থিত চণ্ডাল জাগরিত হয়। বিশ্বামিত্রের সহিত ঐ চণ্ডালের অনেক কথোপকথন হয়, বিশ্বামিত্র বলিলেন 'ক্ষত্রিয়দিগের ইন্দ্রের ন্যায় পালন করাই ধর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণের অগ্নির ন্যায় পবিত্রতাই ধর্ম্ম হইয়া থাকে। বেদরূপ বাহন আমার বল, আমি সেই বল অবলম্বনপূর্ব্বক অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধাশান্তি করিব।' চণ্ডাল বলিল 'নীচজাতি চণ্ডালের গৃহ হইতে চৌর্য্যবৃত্তিদ্বারা আগ্রহাতিশয় সহকারে যিনি কুক্কুরমাংস হরণ করেন সেই বিদ্বান্ ব্যক্তির সচ্চরিত্রতা থাকে না' ; এইভাবে উভয়ের মধ্যে অনেক কথা হইল, কিন্তু বিশ্বামিত্র চণ্ডালের কথা না শুনিয়া কুক্কুরমাংস গ্রহণ করিলেন।

পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র বিপ্রগণের শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের আশ্রম হইতে তাঁহার হোমধেনু হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবার তাহার প্রতিশোধে কবি, তাঁহাকে চণ্ডালের গৃহ হইতে কুক্কুরের মাংস অপহরণ করাইলেন। আমার বোধহয় আরও একটু রহস্য আছে, বিগত রজনী ও গত রজনী এই দুই শব্দের যেমন একই অর্থ, সেইরূপ

বিশ্বামিত্র ও শ্বামিত্র এই দুই শব্দেরও এক অর্থ হইতে পারে। শ্বা অর্থে কুকুর, তাহা হইলে বিশ্বামিত্র এক পক্ষে হইলেন কুকুরের মিত্র; কিন্তু শ্বা শব্দের আর এক অর্থ আছে সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা কপিলের নাম শ্বা। তাহা হইলে এই অর্থ গ্রহণ করিলে বেদ-অপ-হরণকারী বিশ্বামিত্রের উপর সাঙ্খ্যভাবের ইঙ্গিত আসে। যাহাই হউক যে চণ্ডালের গৃহ হইতে বিশ্বামিত্র কুকুরের মাংস অপহরণ করেন, কবি সেই চণ্ডালের প্রতিবাক্য দিয়াছেন মাতঙ্গ। ৫০—১৪১ অঃ শান্তি।

আমরা আর একস্থলে মাতঙ্গের দর্শন পাই, উতঙ্ক নামে এক মহাতপস্বী ঐশ্বর্য্যশালী ঋষির সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ হয়। উতঙ্ক ছিলেন অহল্যাপতি গৌতমের শিষ্য। উভয়ের কথোপকথন পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন,—'তোমার যখন কিছু প্রয়োজন হইবে আমাকে চিন্তা করিও।' তিনি এই কথা বলিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। তাহার পরে এক সময়ে উতঙ্ক মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে করিতে জলাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। পরে "উতঙ্ক সেই মরুভূমিতে দিগম্বর, মলিন, শ্বযূথপরিবেষ্টিত, বদ্ধনিস্ত্রিংশ, বাণ ও কার্ম্মুকধারী ভীষণ এক মাতঙ্গ চণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার পদতলে প্রভূত নির্ম্মলস্রোত জল দর্শন করিলেন। মাতঙ্গ তাঁহার মত জানিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন যে,—'হে ভৃগূদ্বহ উতঙ্ক! তুমি এস, আমার নিকট জল গ্রহণ কর, তোমাকে তৃষ্ণাতুর দেখিয়া আমার অতিশয় দয়া হইয়াছে; উতঙ্ক মাতঙ্গের কথার অভিনন্দন করিলেন না", এমন কি তাহাকে কটু বাক্য বলিলেন। উতঙ্ক যখন মাতঙ্গের অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইলেন মাতঙ্গ

তখন অন্তর্হিত হইল। মাতঙ্গকে অদৃশ্য হইতে দেখিয়া উতঙ্ক মনে মনে ভাবিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ছলনা করিয়াছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; "উতঙ্ক কহিলেন, আপনার তৎসদৃশ চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণকে জলদান করিতে আসা উচিত হয় নাই"; শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন 'আমি ইন্দ্রকে কহিয়াছিলাম যে, উতঙ্ককে তোয়রূপ অমৃত দান করিও। ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন যে—উতঙ্ক অমর্ত্ত্যতা প্রাপ্ত হইবে না; অতএব তাহাকে অন্য বর প্রদান করুন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কহিলাম যে উতঙ্ককে অমৃত বরই দিতে হইবে। ইন্দ্র বলিলেন—'যদি তাহাকে এই বরই দেওয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, তবে আমি মাতঙ্গ হইয়া তাহাকে অমৃত দান করিব। কিন্তু সে যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, আমি কখন তাহাকে অমৃত দিব না।' কৃষ্ণ উতঙ্ককে আরও বলিলেন 'সেই চণ্ডালরূপী ইন্দ্র তোমাকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তোমার মহান্ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। পরন্তু আমার সাধ্যমত পুনর্ব্বার তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব। যেদিন তোমার জলপান করিতে ইচ্ছা হইবে আমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করিব। সেই দিবস মরুভূমিতে জলধরসকল জলপূর্ণ হইয়া তোমাকে সুস্বাদু জল প্রদান করিবে এবং উতঙ্ক মেঘ বলিয়া বিখ্যাত হইবে।'

এই গল্পটি তৎকালে দেশে ধর্ম্মবিপ্লবের একটি সুন্দর চিত্র। এ স্থলে আমরা তিন ব্যক্তির দেখা পাইলাম—শ্রীকৃষ্ণ, চণ্ডাল মাতঙ্গরূপী ইন্দ্র এবং মহাতপা উতঙ্ক; উতঙ্ক অমৃত অন্বেষণ করিতেছেন, উতঙ্ক ছিলেন শিবভক্ত, মহাভারতে মহাদেবের এক সহস্র আট নাম সম্বলিত যে স্তোত্র আছে তাহা উতঙ্ক কীর্ত্তন করেন। শ্রীকৃষ্ণের

প্রতি কুরুক্ষেত্রের ব্যাপার লইয়া উতঙ্ক ক্রোধ প্রকাশ করেন, এমন কি তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। ইন্দ্র হইলেন দেবরাজ, দেবগণ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তিনি এস্থলে যজ্ঞবিরোধী চণ্ডালের রূপ ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ইন্দ্রকে এই রূপধারণ করিবার কথা বলেন নাই, ইন্দ্র নিজের ইচ্ছায় চণ্ডাল সাজিয়াছিলেন। ইন্দ্রের এক নাম কৌশিক, ইহা বেদ-অপহরণকারী বিশ্বমিত্রের নাম।

বেদে ইন্দ্রকে পরমাত্মা বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরমাত্মা দুই-ভাবে কল্পিত হন, সৎ ও অসৎ। মহাভারত ও অপরাপর পুরাণে ইন্দ্রকে এই দুই মূর্ত্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে ইন্দ্র অবৈদিক চণ্ডালমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ উতঙ্ক অবৈদিকের নিকট হইতে অমৃতত্বলাভ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী যে, শ্রীকৃষ্ণ এই কারণে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। অবৈদিক দিগের নিকট হইতে বৈদিকদিগের জ্ঞান শিক্ষা তখনও নিবারিত হয় নাই। আমরা ম্লেচ্ছাচার্য্য শব্দ দেখিতে পাই, যবন নামে রাজর্ষি দেখিতে পাই, ও সকলপ্রকার লোকের নিকট হইতে জ্ঞান শিক্ষা করিবে তাহার বিধি দেখিতে পাই।

আর একস্থলে রাজর্ষি মাতঙ্গের উল্লেখ আছে; ৩৩—৭১ অঃ আদি। এস্থলে মাতঙ্গ হইলেন ঋষি, ব্যাধরূপী মাতঙ্গঋষি দুর্ভিক্ষসময়ে বিশ্বামিত্রের পরিবার ভরণ করেন; ৩১—৭১ অঃ আদি। বিশ্বামিত্র মাতঙ্গ রাজর্ষির যাজকতা করেন; ৩৩—৭১ অঃ আদি। এ মাতঙ্গ, হইলেন রাজর্ষি, ক্ষত্রিয় কেবল রাজর্ষি হইতে পারিত। একজন ব্যাধকে দেখিতে পাই;—

মহাপ্রস্থানমাশ্রিত্য লুব্ধকঃ পক্ষিজীবিকঃ।
নিশ্চেষ্টো মরুদাহারো নির্ম্মমঃ স্বর্গকাঙ্ক্ষয়া॥

৩—১৪৯ অঃ শান্তি।

পক্ষি-জীবী ব্যাধ মহাপ্রস্থান আশ্রয়পূর্ব্বক স্বর্গকামহেতু নিশ্চেষ্ট ও নির্ম্মম হইয়া বায়ু ভক্ষণ করিতে লাগিল। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, এক ব্রাহ্মণ তুলাধার এক বৈশ্যের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। বনপর্ব্বে দ্বিজব্যাধ উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, একজন ব্রাহ্মণ এক ব্যাধের গৃহে সেই উদ্দেশে গিয়া উপস্থিত হন। ২০৬ অঃ বন।

উতঙ্ক নামে একাধিক ব্যক্তির সহিত মহাভারতমধ্যে সাক্ষাৎ হয়। আদিপর্ব্বে বেদনামে এক ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে, উতঙ্ক বলিয়া তাঁহার এক শিষ্য ছিলেন। তিনি গুরুপত্নীর নিমিত্ত কুণ্ডল আনয়ন করিতে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে দেখিলেন যে, একজন বৃহদাকার পুরুষ এক বৃহৎ বৃষভের উপর উপবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন, সেই পুরুষ উতঙ্ককে বলিলেন, 'তুমি এই বৃষভের পুরীষ ভক্ষণ কর', উতঙ্ক প্রথমে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, পরে পুনঃ অনুরোধহেতু অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত তাহাই করিলেন। কুণ্ডল লইয়া ফিরিবার সময় তিনি দেখিলেন যে, পথে একজন নগ্ন ক্ষপণক মুহুর্ম্মুহু দৃশ্য ও মুহুর্ম্মুহু অদৃশ্য হইয়া আগমন করিতেছে, সেই ক্ষপণক উতঙ্ক যে কুণ্ডল লইয়া যাইতেছিলেন তাহা অপহরণ করিয়া নাগলোকে পলায়ন করে। উতঙ্ক নাগগণকে স্তব করিয়াও যখন কুণ্ডল পাইলেন না, তখন তিনি দেখিলেন "দুই স্ত্রী বেমাযুক্ত তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে, তাহার তন্তুসকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং ছয়টি বালককর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত দ্বাদশ অর-

বিশিষ্ট এক চক্র দেখিলেন, আর এক পুরুষকে ও সুদৃশ্য এক অশ্বকে দর্শন করিলেন" উতঙ্ক সেই পুরুষকে স্তব করিলেন; সেই পুরুষ বলিলেন, 'এই অশ্বের অপান দেশে ফুৎকার প্রদান কর', উতঙ্ক তাহাই করিলে অশ্বের গাত্র হইতে সধূম অগ্নি নির্গত হইল; তক্ষক অগ্নির ভয়ে ভীত হইয়া কুণ্ডল উতঙ্ককে ফিরাইয়া দিল। উতঙ্ক সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিলেন। উপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস উতঙ্ক! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল?'

উতঙ্ক সকল বৃত্তান্ত গুরুকে কহিলেন; গুরু তাঁহাকে বলিলেন, —'তুমি যে দুই স্ত্রীকে দেখিয়াছ তাঁহারা ধাতা ও বিধাতা; যে সকল শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু দেখিয়াছ, সে সকল দিবা ও রাত্রি, আর যে চক্র দেখিয়াছ, তাহা সংবৎসর; ও যে ছয় কুমার দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্রকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে দেখিয়াছ, তাহারা ছয় ঋতু; আর যে পুরুষকে দেখিয়াছ তিনি ইন্দ্র, যে অশ্বকে দেখিয়াছ তিনি অগ্নি, পথে গমনকালে যে বৃষভকে দেখিয়াছ, তিনি নাগরাজ ঐরাবত; যিনি তাহাতে অধিরূঢ় ছিলেন তিনি ইন্দ্র, আর তুমি যে পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছ, তাহা অমৃত।' উপাধ্যায় আরও বলিলেন 'ইন্দ্র আমার সখা।' উতঙ্ক পাঠ শেষ করিয়া যথাসময়ে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

মহাভারত ও অপরাপর পুরাণ কি ভাবে রূপক-আকারে লিখিত হইয়াছে; উতঙ্ক পথমধ্যে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহার উপরি উক্ত বর্ণনা ও গূঢ় অর্থ, একটি সুন্দর উদাহরণ। এতদ্ভিন্ন আখ্যায়িকাটিতে লক্ষ্য করিবার আরও সামগ্রী আছে। উপাধ্যায় বলিলেন—ইন্দ্র আমার সখা উতঙ্কের গুরুর নাম বেদ; ইন্দ্র বেদের শত্রু নন্ এবং তাঁহার সখা একথা সহজেই বুঝা যায়। এই স্থলেও আমরা ইন্দ্রের

দুইরূপ দেখিলাম, একবার বৃষভ-বাহন, আর একবার অশ্ববাহন, বৃষ ও বৃষভ অর্থে ধর্ম্ম, অশ্ব-অর্থে নাস্তিকতা, এস্থলেও ইন্দ্রকে দুই মূর্ত্তিতে দেখান হইয়াছে; এক ধর্ম্ম বাহন, অপর অজ্ঞানতা বাহন, পূর্ব্বেও ইন্দ্রকে আমরা অবৈদিক মাতঙ্গরূপে দেখিয়াছিলাম।

এই গল্পটিতে আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে; একজন নগ্ন ক্ষপণক উতঙ্কের কুণ্ডল অপহরণ করে; বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিকৃতরূপ প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মধ্যে ক্ষপণক বলিয়া এক সম্প্রদায় হয়, তাহাকে দিয়া কবি এই চৌর তস্কর অথবা দস্যুর কাজ করাইয়াছেন। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার কথা; এই গল্পটিতে এক বৎসর, তিনশত ষাট্‌ দিন বলিয়া কথিত হইয়াছে। যখন মহাভারতে এই অংশ লিখিত হইয়াছে, তখন মনে হয় চান্দ্রমসি বৎসর গণনা হইত।

চণ্ডালের উৎপত্তি উপরে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও শূদ্রের ঔরসে জাত সন্তান চণ্ডাল জাতি হয়। কিন্তু জন্ম ভিন্ন নানা কারণে চণ্ডালত্ব প্রাপ্তির উদাহরণ মহাভারতে দেখিতে পাই। বিশ্বামিত্রের অপর পুত্রগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম করেন নাই, সেইকারণে তাঁহারা চণ্ডাল হইয়াছিলেন। ৮—৩ অঃ অনু।

স্থানান্তরে আছে নগররক্ষকের অন্ন ভোজন করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ১৮—১৩৫ অঃ অনু।

ইক্ষ্বাকুপুত্র ত্রিশঙ্কু চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; ৯—৩ অঃ অনু। এসম্বন্ধে রামায়ণে একটি আখ্যায়িকা আছে, তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব পৃথুরাজ-পুত্র, এক নরপতি (ত্রিশঙ্কু) বিশ্বামিত্রের সাহায্যে সশরীরে স্বর্গে যাইতে চেষ্টা করেন।

অবশেষে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থান করেন। এই নরপতি স্বর্গারোহণ প্রত্যাশায় নিজগুরু বশিষ্ঠকে তদর্থ যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ অসম্ভব কথা শুনিয়া তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলে তিনি তৎপুত্রগণের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তাঁহারা কহিলেন—তুমি মূল ত্যাগ করিয়া শাখা অবলম্বন করিতে মানস করিয়াছ। যখন পিতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন আমাদের দ্বারা উহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই কথায় বিরক্ত হইয়া রাজা কহিলেন যে,—আপনারা কুল-পুরোহিত বলিয়াই আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছিলাম যদ্যপি আপনারা একার্য্যে সমর্থ না হন, তবে আমি অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিব। ইহাতে কুপিত হইয়া বশিষ্ঠপুত্রেরা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে, তুমি হৃতরাজ্য হইয়া চণ্ডাল জাতি প্রাপ্ত হও। চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাজা, বশিষ্ঠের চিরশত্রু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দেবতাদিগকে আহুতি দান করিলে কোন দেবতাই চণ্ডাল যজমানের প্রদত্ত হবির্গ্রহণার্থ আগমন করিলেন না। ইহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্র নিজ তপস্যা দ্বারা উপার্জ্জিত সমস্ত পুণ্য দিয়া ত্রিশঙ্কুকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইলেন। স্বর্গের সন্নিহিত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে অবাক্‌শিরঃ করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পতনকালে ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের নাম করিয়া আক্রন্দন করাতে বিশ্বামিত্র কহিলেন"তিষ্ঠ তিষ্ঠ"। অনন্তর বিশ্বামিত্র নূতন স্বর্গ ও ইন্দ্রাদি দেবতা সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া দেবতারা বিশ্বামিত্রকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রসন্ন হইয়া বিশ্বামিত্র দেবতাদিগকে বলিলেন 'যদি তোমরা ত্রিশঙ্কুকে এই

ভাবে স্বর্গপ্রান্তে অবস্থান করিতে দাও, তবে আমি অন্য দেবতা ও স্বর্গ সৃজন হইতে বিরত হইতে পারি' ; দেবতারা সম্মত হইলেন। তদবধি ত্রিশঙ্কু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আকাশ-মার্গে অবাক্‌শিরোভাবে অবস্থিত দৃষ্ট হন!"

এস্থলে দুইটি সামগ্রী লক্ষ্য করিবার আছে। ত্রিশঙ্কু ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা ছিলেন, এই বংশে সৌদাস রাক্ষস ও রামচন্দ্র, উভয়েই জন্মগ্রহণ করেন। বোধহয় ত্রিশঙ্কু যজ্ঞপথ-বিরোধী ছিলেন, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া যজ্ঞ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠ তাঁহার যাজন কার্য্য করিতে পারিতেন; ত্রিশঙ্কু নিজে না যজ্ঞ করিয়া বশিষ্ঠকে যজ্ঞ করিতে বলিলেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুলগুরু বশিষ্ঠ তাঁহার যাজনকার্য্য করিতে অসম্মত হন। বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের চিরদিন বিরোধ ছিল, বিশ্বামিত্র একাজ করিতে সম্মত হন।

শ্বপচের যাজক শ্বপচ।

এখানে বিশ্বামিত্র স্বয়ং চণ্ডাল হইলেন, বিশ্বমিত্রের অমানুষিক ক্ষমতা ছিল, তিনি নূতন স্বর্গ ও দেবগণ সৃজন করিতে পারিতেন। তবে একটা রফা হইল, ত্রিশঙ্কু স্বর্গে স্থান পাইলেন না, ভূমিতে পড়িলেন না। সে সময়ে বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ ও সামঞ্জস্যের এই আখ্যায়িকাটি বোধহয় একটি চিত্র। রাজা ত্রিশঙ্কু পতিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি তিনটি পাপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ত্রিশঙ্কু নাম হয়।

তিনি প্রথমতঃ নিজ পিতার কোপভাজন হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ

তিনি বশিষ্ঠের হোমধেনু বধ করিয়াছিলেন ; এবং তৃতীয়তঃ অসংস্কৃত গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

এস্থলে বলা বাহুল্য গো অর্থে বেদ। এখন মহাভারতের সময়ে কাহাকে চণ্ডাল বলিত তাহা আমরা বুঝিতে পারি ; অবৈদিক আদিমনিবাসীদিগকে শূদ্র বলিত, সমুদ্রদ্বীপবাসী বর্ব্বরজাতিদিগকে দাস বলিত। দস্যু তস্কর চিরদিনই দেশে আছে ; সেইরূপ শ্মশানবাসী কিংবা বেদিয়া সদৃশ জাতি চিরদিনই ভারতবর্ষে আছে ; তাহাদিগকে চণ্ডাল বলিত। এ শব্দটি হীনতা-বাচক। বৌদ্ধ বা তাহাদিগের সদৃশ যজ্ঞবিরোধীদিগকে এই হীনতা-ব্যঞ্জক শব্দটি ব্রাহ্মণেরা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, কেবল তাহা নহে অন্য কারণে পতিত লোকদিগকেও চণ্ডাল বলিত। তখন দেশে দলে দলে অবৈদিকদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইত।

পরিব্রাজক অর্থে চণ্ডাল হইয়াছিল। ৬২—৯৩ অঃ অনু।

অথাপশ্যৎ সুপীনাংসপাণিপাদমুখোদরম্।

পরিব্রজন্তং স্থূলাঙ্গং পরিব্রাজং শুনা সহ॥ ৬৩—৯৩ অঃ অনু।

তৎকালে তাঁহারা পীনপাণি, পীনপাদ, পীনমুখ, পীনোদর, এক স্থূলশরীর পরিব্রাজককে কুক্কুরের সহিত ভ্রমণ করিতে দেখিলেন।

সে সময়ে দেশে অনেকাংশে বৌদ্ধ বা নানা বিকৃতবৌদ্ধ-সম্প্রদায় ছিল ; ইহাদিগকে চণ্ডাল বলিত সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।

নখরৈঃ সম্প্রয়াতস্য স্বধর্ম্মজ্ঞাপকস্য চ।

অপবিদ্ধাগ্নিহোত্রস্য গুরোর্বালীককারিণঃ॥

১০—২৪২ অঃ শান্তি।

টীকা—দম্ভার্থং নখলোমধরস্য অপবিদ্ধমবিধিনা ত্যক্তমগ্নিহোত্রং

যেন তস্য। এবংবিধানাং চাণ্ডালাদীনাঞ্চ ভূতানামত্র গার্হস্থ্যে সংবি-ভাগোঽস্তি।

দন্তার্থ নখলোমধারী, স্বধর্ম্মত্যাপক, অবিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্রত্যাগী এবং গুরুতর ব্যক্তির অপ্রিয়কারী চাণ্ডালাদি জীবেরও গার্হস্থ্য ধর্ম্মে সংবিভাগ আছে।

বাঙ্গালা দেশে অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপূজা প্রচলিত আছে, ধর্ম্মপৃষ্ঠ (ধর্ম্মপ্রস্থ) বলিয়া একটি তীর্থ ছিল।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধর্ম্মপ্রস্থং সমাহিতঃ।
তত্র ধর্ম্মো মহারাজ নিত্যমাস্তে যুধিষ্ঠির॥ ৯৯—৮৪ অঃ বন।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর সমাহিত হইয়া ধর্ম্মপৃষ্ঠে গমন করিবে, যে তীর্থে ধর্ম্ম, নিয়ত অবস্থিতি করেন।

মতঙ্গস্যাশ্রমস্তত্র মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ।
তং প্রবিশ্যাশ্রমং শ্রীমচ্ছ্রমশোকবিনাশনম্॥

১০১—৮৪ অঃ বন।

উক্ত স্থানে (ধর্ম্মপ্রস্থ স্থানে) বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রম আছে, মনুষ্য-শ্রমশোক-বিনাশন সেই শ্রীমান্ আশ্রমে প্রবেশ করিলে গবায়ন যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। হাড়ী, ডোম প্রভৃতি হিন্দু বিভাগ মধ্যে এ পূজা আজও প্রচলিত আছে; এই সকল সম্প্রদায় এখন অস্পৃশ্য-মধ্যে গণিত হয়। দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইলে চণ্ডাল, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি যাহাদিগকে এখন আমরা অস্পৃশ্য জাতি বলি, তাহাদের সহিত মাতঙ্গ চণ্ডালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, বিকৃত হিন্দু অথবা বিকৃত বৌদ্ধ, ইহাদিগকে চণ্ডাল

ও অস্পৃশ্য বলিত; আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, মাতঙ্গনামে এস্থলে মহর্ষি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন।

চণ্ডালের এক প্রতিবাক্য 'জনঙ্গম' জনং অধার্ম্মিকজনং গচ্ছতি ইতি; সেইরূপ মতঙ্গ শব্দের অর্থ মতং অধর্ম্মমতং গচ্ছতি ইতি মতঙ্গঃ, আর এই মতঙ্গদিগকে চণ্ডাল বলিত।

নিষাদ, নাস্তিক, পাষণ্ড, ম্লেচ্ছ, যবন।

আমরা নিষাদ নাম পূর্ব্বে অনেক স্থলে পাইয়াছি, নানা অর্থে নিষাদ শব্দ ব্যবহৃত হইত। নিষাদ শব্দের এক অর্থ মৎস্যজীবী; ১২—৫০ অঃ অনু। মাংসবিক্রয়কারীকেও নিষাদ বলিত। ১১—২০৬ অঃ বন।

জলসন্ধের মহামাত্র (মাহুত) নৈষাদী অর্থাৎ নিষাদজাতীয়। ৪৯—১১৩ অঃ দ্রোণ।

সমুদ্রকুক্ষাবেকান্তে নিষাদালয়মুত্তমম্।

নিষাদানাং সহস্রাণি—২—২৮ অঃ আদি।

নির্জ্জন সমুদ্রমধ্যে নিষাদগণের উত্তম বাসস্থান আছে, তথায় সহস্র সহস্র নিষাদ বাস করে। নিষাদের অপর নাম লুব্ধক; ব্যাধের এইরূপ বর্ণনা আছে—

কাকোল ইব কৃষ্ণাঙ্গো রক্তাক্ষঃ কালসম্মিতঃ।

দীর্ঘজঙ্ঘো হ্রস্বপাদো মহাবক্ত্রো মহাহনুঃ॥

১১—১৪৩ অঃ শান্তি।

তাহার শরীর কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, জঙ্ঘাযুগল সুদীর্ঘ, পদদ্বয় ক্ষুদ্র, মুখমণ্ডল ভয়ঙ্কর এবং হনুদ্বয় বৃহৎ ছিল।

পূর্ব্বপরিচিত চণ্ডালের রূপবর্ণনা ও এই বর্ণনা ইহাদের মধ্যে বিকটত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ নাই। চণ্ডাল ও নিষাদ উভয় শব্দই এক অর্থে প্রযুক্ত হইত, কখন বা তাহাদের মধ্যে ঈষৎ প্রভেদ থাকিত। ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ও হিংস্রস্বভাব উভয়েরই বিশিষ্ট রূপ ও গুণ, তথাপি অন্য প্রকার নিষাদও দেখিতে পাওয়া যাইত। আমরা নিষাদনারীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ধর্ম্মপালক নিষাদ দেখিতে পাই; ২।৩—১৩৫ অঃ শান্তি। এই নিষাদের নাম কায়ব্য, সে কায়ব্যদস্যু বলিয়া লিখিত আছে; এস্থলে নিষাদ ও দস্যু এক কথা। উপরে উদ্ধৃত চরণে যে ক্ষত্রিয় শব্দ আছে তাহার অর্থ অবৈদিক করিলে তাহার জন্ম ও দস্যু নাম বুঝিতে পারা যায়। আমরা নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্যকে দেখিতে পাই। একলব্য ও দ্রোণের ইতিহাস সকলেই জানে; একলব্য দ্রোণের শিষ্য হইবেন বলিয়া প্রার্থনা করেন, দ্রোণ তাহাতে অস্বীকৃত হন। একলব্য দ্রোণের মৃন্ময় মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা করিতেন। শিক্ষা সমাপনান্তে যদিও দ্রোণ তাঁহাকে শিষ্য করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন তথাপি তিনি একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ চাহিলেন, এবং একলব্য তখনি তাহা প্রদান করিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের সময় শ্রীকৃষ্ণ-শিশুপালপ্রমুখ অসংখ্য নরপতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখন প্রশ্ন হয় যে, সকলের মধ্যে অর্ঘ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র কে? তখন শ্রীকৃষ্ণ এবং শিশুপালের সহিত একলব্যনামের উল্লেখ হয়, তাহা হইলে নিষাদ শব্দ যে কেবল হীনব্যবসায়ী ব্যাধকে বুঝাইত তাহা নহে। 'মহাবল মানার্হ নিষাদরাজা' থাকিত। কাহাদিগকে নিষাদ বলিত তাহারও যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। "সরস্বতী আভীর ও নিষাদদিগের ভয়ে এই

স্থানে অদৃশ্য হইয়াছেন", "মধ্যদেশের সীমান্তে নিষাদরাজ্য", মধ্য-দেশ কাহাকে বলে পরে দেখিব। দ্রৌপদীর ধর্ষণকারী, অর্থাৎ যজ্ঞপন্থার অবমাননাকারী জয়দ্রথকে অর্জ্জুন নিহত করেন।

নিষাদবিষয়ে ক্ষিপ্তং জয়দ্রথশিরো যথা। ৩৭—১৯৬ অঃ দ্রোণ।

জয়দ্রথের মস্তক নিষাদ দেশে পতিত হইয়াছিল।

নিষাদ ভক্ষণ করিলে অমৃত আনিবার বল হয়।

(গরুড় উপাখ্যান)

ইহাদের মধ্যে একটু রহস্য আছে, ব্রহ্মহত্যা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে হয়; ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ও বেদ একই শব্দ, অশ্ব অর্থে নাস্তিকতা, বেদ ধর্ষণ করিলে নাস্তিকতা বিনাশ করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বের মস্তক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে হইত।

বাল্মীকি রামায়ণ লিখিবার পূর্ব্বে 'মা নিষাদ' ইত্যাদি যে শ্লোক রচনা করেন সে শ্লোকটি বস্তুনির্দ্দেশ মাত্র। এ সম্বন্ধে দীর্ঘ বিচারের এ স্থান নহে, তবে ঐ শ্লোকের গুটিকতক শব্দের অর্থ হইতে শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। নিষাদ অর্থে বেদবিরোধী, শাশ্বতী সমা প্রতিষ্ঠা অর্থে মোক্ষ, ক্রৌঞ্চমিথুন অর্থে দ্বিজযুগল (স্ত্রীসহ দ্বিজ), কামমোহিত শব্দের অর্থ সকামযজ্ঞকারী।

নাস্তিক।

এখন আমরা আর একটি পরিচিত কথার আলোচনা করিব, সে কথাটি নাস্তিক। মহাভারতে শতাধিক স্থানে নাস্তিক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে লেখকেরা কি অর্থে নাস্তিক শব্দ ব্যবহার

করিতেন ও কাহাদিগকে নাস্তিক বলিতেন তাহা আমাদের জানা অতিশয় প্রয়োজন। যাহার পরলোকে বিশ্বাস নাই তাহাকে নাস্তিক বলে, ইহাই হইল নাস্তিক শব্দের মৌলিক অর্থ। মহাভারতে কিন্তু শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ন ধর্ম্মফলমাপ্নোতি যো ধর্ম্মং দোগ্ধুমিচ্ছতি।
যশ্চৈনং শঙ্কতে কৃত্বা নাস্তিক্যাৎ পাপচেতনঃ।

৬—৩১ অঃ বন।

যে পাপবুদ্ধি ব্যক্তি নাস্তিকতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস না করে সে ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না। এস্থলে ধর্ম্মে অবিশ্বাসী ব্যক্তির নাম নাস্তিক।

বক্ষ্যামি জাজলে বৃত্তিং নাস্মি ব্রাহ্মণ নাস্তিকঃ।
ন যজ্ঞঞ্চ বিনিন্দামি যজ্ঞবিত্তু সুদুর্লভঃ॥ ৪—২৬২ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে জাজলে আমি নিজ বৃত্তির বিষয় বলিতেছি; আমি নাস্তিক নহি, এবং যজ্ঞেরও নিন্দা করি নাই; যজ্ঞবিৎ ব্যক্তি অতি দুর্লভ। এস্থলে যজ্ঞনিন্দুক ব্যক্তির নাম নাস্তিক, যজ্ঞত্যাগী ব্যক্তিকেও নাস্তিক বলিত; ২৬–১২ অঃ শান্তি। "নাস্তিক্যং বেদবিদ্বিষ্টং" ১—৩১ অঃ বন (টীকা); পরলোকাদি-দ্বেষীদিগকে নাস্তিক বলিত। ৪৭—৩৫ অঃ উদ্।

যো ধর্ম্মার্থৌ পরিত্যজ্য কামমেবানুবর্ত্ততে।
স ধর্ম্মার্থপরিত্যাগাৎ প্রজ্ঞানাশমিহচ্ছতি॥
প্রজ্ঞানাশাত্মকো মোহস্তথা ধর্ম্মার্থোনাশকঃ।
তস্মান্নাস্তিকতা চৈব দুরাচারশ্চ জায়তে॥

১৫।১৬—১২৩ অঃ শান্তি।

কামন্দক বলিলেন—'যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কামের অনুবর্ত্তন করে, সে ধর্ম্মার্থপরিহার-নিবন্ধন ইহলোকে প্রজ্ঞাহীন হইয়া থাকে, প্রজ্ঞানাশাত্মক মোহ ধর্ম্মার্থনাশক হইয়া উঠে, তন্নিমিত্ত নাস্তিকতা এবং দুরাচার জন্মে।'

তস্মাৎ তে সংশয়ঃ কৃষ্ণে নীহার ইব নশ্যতু।
ব্যবস্য সর্ব্বমস্তীতি নাস্তিক্যং ভাবমুৎসৃজ॥

৪০—৩১ অঃ বন।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণে! তোমার সংশয় নীহারের ন্যায় বিনষ্ট হউক, তুমি সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা নিশ্চয় করিয়া আস্তিকী বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক নাস্তিক্য ভাব পরিত্যাগ কর। এ স্থলে আমরা নাস্তিক ভাব শব্দ দেখিলাম।

নাকর্ম্মশীলে পুরুষে বসামি ন নাস্তিকে সাঙ্করিকে কৃতঘ্নে।
ন ভিন্নবৃত্তে ন নৃশংসবর্ণে ন চাপি চৌরে ন গুরুষসূয়ে॥

৭—১১ অঃ অনু।

লক্ষ্মী বলিলেন,—যে পুরুষ কর্ম্মক্ষম নহে, নাস্তিক, বর্ণসঙ্করী, কৃতঘ্ন, ভিন্ন চরিত্র, নিষ্ঠুরাক্ষরভাষী, চৌর এবং গুরুজনের প্রতি অসূয়া করে, তাহাদের নিকট কদাচ বাস করি না।

লুব্ধঃ ক্রূরস্ত্যক্তধর্ম্মা নিকৃতিঃ শঠ এব চ।
ক্ষুদ্রঃ পাপসমাচারঃ সর্ব্বশঙ্কী তথালসঃ॥

৬—১৬৮ অঃ শান্তি।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—"যাহারা লুব্ধ, ক্রূর, ধর্ম্মত্যাগী, ধূর্ত্ত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপাচার, সর্ব্বশঙ্কী, অলস, দীর্ঘসূত্র, অনৃজু, লোক-নিন্দিত, গুরুদারহারক, বিপদে পতিত বন্ধুজন-পরিত্যাগী, দুরাত্মা,

নির্লজ্জ, সর্ব্বপ্রকারে পাপদর্শী, নাস্তিক, বেদনিন্দুক, জনসমাজে, অজিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বেচ্ছাচারী, অসত্যভাষী, লোকবিদ্বিষ্ট, কার্য্যকালে অনবস্থিত, পিশুন, অসংস্কৃতবুদ্ধি, মৎসরী, পাপনিশ্চয়, দুঃশীল, অশুদ্ধ-চিত্ত, নৃশংস, কিতব" ইত্যাদি, এইরূপ ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করা উচিত। এস্থলে আমরা নাস্তিক ও তৎসদৃশ ব্যক্তিদিগের নাম পাইলাম। উপরে লুব্ধ শব্দে লুব্ধক অর্থাৎ ব্যাধ, ক্রূর শব্দে হিংসা-কারী ত্যক্তধর্ম্মা শূদ্র, এই কথাগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

অপ্রামাণ্যঞ্চ বেদানাং শাস্ত্রাণাং চাভিলঙ্ঘনম্।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ॥
ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্॥
হেতুবাদান্ ব্রুবন্ সৎসু বিজেতা হেতুবাদিকঃ।
আক্রোষ্টা চাতিবক্তা চ ব্রাহ্মণানাং সদৈব হি॥

১১।১২।১৩—৩৭ অঃ অনু।

বেদসকলের অপ্রামাণ্য, শাস্ত্রসকলের উল্লঙ্ঘন এবং সকল বিষয়ে অব্যবস্থাই আপনার অপাত্রতার লক্ষণ। যে ব্রাহ্মণ বেদনিন্দক, ও পণ্ডিতাভিমানী হইয়া নিরর্থিকা অর্থাৎ শ্রুতিবিরোধিনী বলিয়া মোক্ষের অনুপযোগিনী আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত রহে, এবং সাধুগণের মধ্যে হেতুবাদসমুদয় প্রকটনকরতঃ শাস্ত্রসম্মত হেতুবাদিক না হইয়াও বিজেতা হয়; সতত ব্রাহ্মণগণের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে, আর যে ব্যক্তি অতিবক্তা, সর্ব্বশঙ্কী, মূঢ়, বালস্বভাব ও কটু-ভাষী, তাদৃশ পুরুষসকলকে অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচনা করা বিধেয়।

অহমাসং পণ্ডিতকো হৈতুকো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকান্॥
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎস্থ হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্॥
নাস্তিকঃ সর্ব্বশঙ্কী চ মূর্খঃ পণ্ডিতমানিকঃ।
তস্যেয়ং ফলনির্বৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ॥

৪৭।৪৮।৪৯—১৮০ অঃ শান্তি।

এক শৃগাল বলিতেছে,—আমি পূর্ব্বজন্মে বেদনিন্দক, পুরুষার্থ-বিবর্জ্জিত, নিরর্থক আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অনুরক্ত, কুতর্ক-পরায়ণ, নাস্তিক, পণ্ডিতাভিমানী, মূর্খ ছিলাম ; সভামধ্যে যুক্তিযুক্ত হেতুবাদ-সকল প্রকটন করিতাম, বেদবাক্যে আক্রোশ পূর্ব্বক চীৎকার স্বরে ব্রাহ্মণগণকে অতিক্রম করিয়া বক্তৃতা করিতাম এবং স্বর্গাদি অদৃষ্ট ফলে আমার শঙ্কা ছিল, হে দ্বিজবর! তাহারই ফলের পরিণাম বলে আমার এই শৃগালত্ব লাভ হইয়াছে।' স্থানান্তরে আমরা অনাস্তিক অর্থে পণ্ডিত দেখিতে পাই ; ২১—৩৩ অঃ উদ্। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে অতিবাদ দ্বারা চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হয়।

নাস্তিকান্ ভিন্নমর্য্যাদান্ ক্রূরান্ পাপমতৌ স্থিতান্।
ত্যজ তান্ জ্ঞানমাশ্রিত্য ধার্ম্মিকানুপসেবা চ॥

৭১—২০৬ অঃ বন।

যাহারা নাস্তিক, মর্য্যাদার অতিক্রমকারী, ক্রূরস্বভাব এবং পাপ-বুদ্ধিতে অবস্থিত, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি জ্ঞানালম্বন-পূর্ব্বক ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন।

অন্যোন্যং পরিমুষ্ণন্তো হিংসয়ন্তশ্চ মানবাঃ।
অজপা নাস্তিকাঃ স্তেনা ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥

২২—১৯০ অঃ বন।

যুগক্ষয়ে পরস্পর পরিমোষণ ও হিংসা করিবে, জপহীন নাস্তিক ও চৌর্য্যরত হইবে।

চৌরে কৃতঘ্নে বিশ্বাসো ন কার্য্যো ন চ নাস্তিকে।
অভিবাদনশীলস্থ নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ॥

৭৫—৩৯ অঃ উদ্।

লম্পট, অলস, ভীরু, কোপন, পুরুষমানী, তস্কর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক এই সকল লোককে বিশ্বাস করিবে না।

ধর্ম্মজ্ঞইব নাস্তিকৈঃ—৪৬—৪০ অঃ কর্ণ; নাস্তিকগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মজ্ঞগণ পরাজিত হন না।

সত্যধর্ম্মচ্যুতাৎ পুংসঃ ক্রুদ্ধাদাশীবিষাদিব।
অনাস্তিকোঽপ্যুদ্বিজতে জনঃ কিং পুনরাস্তিকঃ॥

৯৬—৭৪ অঃ আদি।

যেমন কুপিত ভুজঙ্গ হইতে ভয় হয়, তদ্রূপ সত্যধর্ম্মচ্যুত পুরুষ হইতে নাস্তিক ব্যক্তিও ভীত হয়; ইহাতে আস্তিক ব্যক্তি যে উদ্বিগ্ন হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

প্রসন্তস্ত ন্যবর্ত্তন্ত বেদেভ্যইব নাস্তিকাঃ।
নরকং ভজমানাস্তে প্রত্যপদ্যন্ত কিল্বিষম্॥

৪—৯৯ অঃ দ্রোণ।

যে প্রকার নাস্তিকেরা বেদবিহিত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া নরকে গমনপূর্ব্বক পাপ সম্ভোগ করে। ধর্ম্মজ্ঞগণ বিধর্ম্মীকে বিষতুল্য

বলিয়া কীর্ত্তন করেন ; ১৩—১৯৬ অঃ দ্রোণ। আমরা কপট ধর্ম্ম-চারীর উল্লেখ দেখিতে পাই ; ১৮—১৫৮ অঃ শান্তি।

নাতপ্ততপসঃ পুংসো নামহাযজ্ঞযাজিনঃ।
নানৃতা নাস্তিকাশ্চৈব তত্র গচ্ছতি মুদ্গল॥

৩—২৬০ অঃ বন।

হে মুদ্গল! যে সকল পুরুষেরা তপস্যা বা মহাযজ্ঞ সমুদয়ের অনুষ্ঠান না করিয়াছেন, যাহারা মিথ্যাচারী নাস্তিক, তাহারা স্বর্গে যাইতে পারে না। বেদ ও নাস্তিকতায় বিরুদ্ধ সম্পর্ক, নাস্তিকেরা বেদনিন্দুক। ৮—১৬৮ অঃ শান্তি।

এ কথা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। নাস্তিক, লোকায়তমত-প্রণেতা বৃহস্পতির মত—বেদে মোক্ষধর্ম্ম নাই।

ঐহলৌকিকমীহন্তে মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্।
পারলৌকিককার্য্যেষু প্রসুপ্তা ভৃশনাস্তিকাঃ॥

১০—৩২১ অঃ শান্তি।

নিতান্ত নাস্তিকেরা ইহলোকসম্বন্ধীয় মাংসশোণিতবৃদ্ধি কামনা করে, কিন্তু তাহারা পারলৌকিক কার্য্যে প্রসুপ্ত হইয়া থাকে।

পাষণ্ড।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নাস্তিককে অনেকরূপে দেখিলাম ; এতদ্ভিন্ন নাস্তিকদিগের আরও রূপ আছে, তাহাদের মধ্যে পাষণ্ড এক রূপ।

মত্তাৎ প্রমত্তাৎ পৌগণ্ডাতুন্মত্তাচ্চ বিশেষতঃ।
তদভ্যাসাদুপাবর্ত্ত সংহিতানাঞ্চ সেবনাৎ॥

২৯—৯০ অঃ শান্তি।

মত্ত, প্রমত্ত, পাষণ্ড ও উন্মত্তদিগের নিকট যাইবে না, তাহাদিগের সহিত পরিচয় এবং তাহাদিগের সেবা করিবে না।

এ পাষণ্ড কাহারা?

পাষণ্ডা দূষকাশ্চৈব সময়ানাঞ্চ দূষকাঃ।
যে প্রত্যবসিতাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥

৬৭—২৩ অঃ অনু।

যাহারা বেদবিরোধী, পাষণ্ড, এবং সাধু লোকদিগের নিন্দা করে, ও ধর্ম্মসঙ্কেতসমূহের নিন্দা করিয়া থাকে, আর যাহারা আরূঢ় পতিত তাহারা সকলে নিরয়গামী হয়। এ পাষণ্ড কাহারা? টীকাকার স্পষ্টই লিখিয়াছেন—পাষণ্ডাঃ বেদবিরোধিনঃ শাক্যাদয়ঃ॥ ৬৭—২৩ অঃ অনু। (টীকা)

কেবল বৌদ্ধদিগকে পাষণ্ড বলিত তাহা নহে, আমরা বিবিধ পাষণ্ড পথের উল্লেখ দেখিতে পাই। ২২—৩০৩ অঃ শান্তি, ৮ ও ২৬—৩০৩ শান্তি।

তখন দেশে কত প্রকার সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তবে সম্প্রদায়গুলির চিহ্ন বা চেষ্টা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে কিছু বুঝা যাইবে। "নিয়মানুসারে শুক্লবস্ত্র-পরিধান, বস্ত্রচতুষ্টয়ধারণ, নিত্য অধঃদেশে শয়ন, মণ্ডূকের ন্যায় শয়ন, বীরাসনে উপবেশন, চীরধারণ, শূন্যদেশে শয়ন, ও অবস্থান, ইষ্টক প্রস্তর, কণ্টক প্রস্তর, ভস্ম প্রস্তর, ভূমি শয্যাতল, বীরাসন, সলিল, পঙ্ক ও

ফলক প্রভৃতি বিবিধ শয্যায় শয়ন, ফলবাসনায় মুঞ্জ মেখলা-ধারণ ও বস্ত্রপরিত্যাগ, ক্ষৌম, কৃষ্ণাজিন ও শণনির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সিংহচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র, ভূর্জ্জত্বক্ ও কণ্টকবসন ধারণ, পট্টসূত্রজ বস্ত্র, চীর বসন, ও অন্যান্য বহুবিধ বস্ত্র-পরিধান, বিচিত্র-রত্ন-ধারণ, নানাবিধ ভোজন, এক রাত্রান্তরে ভোজন, এককালীন ভোজন, দিবসের চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম কালে ভোজন, ষষ্ঠাহ, সপ্তাহ, অষ্টাহ, দশাহ, দ্বাদশাহান্তরে ভোজন, একমাস উপবাস, ফল, মূল, বায়ু, জল, তিলকল্ক, দধি, গোময়, গোমূত্র, শাক, পুষ্প, শৈবাল, আম দ্রব্য, শীর্ণপত্র, ও প্রকীর্ণ ফল ভক্ষণ, সিদ্ধিকামনায় বিবিধ কৃচ্ছ্র, নানাবিধ ব্রতচিহ্ন ও বিধিপূর্ব্বক চান্দ্রায়ণসেবন, চতুরাশ্রমবিহিত ও অবিহিত পথ, বিবিধ পাষণ্ডপথ, পাশুপত অর্থাৎ পশুপতিসম্মত পঞ্চরাত্রাদিতে উক্ত দীক্ষাযোগ, বিবিক্ত শিলাচ্ছায়া, প্রস্রবণ, নির্জ্জন অরণ্য, পুলিন, পুণ্যজনক দেবস্থান, সরোবর, শৈল, গৃহসদৃশ গুহা, গূঢ় জপ্য মন্ত্র, বিবিধ ব্রত, নানাবিধ নিয়ম, তপস্যা, বিবিধাকার যজ্ঞবিধি, বাণিজ্য ও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই বর্ণ চতুষ্টয়ের ব্যবসা অবলম্বন এবং দীন, অন্ধ ও কৃপণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ ধন দান প্রভৃতি এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন; ৮…২৬—৩০৩ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণং কেশবং বিষ্ণুং ভেদভাবেন মোহিতাঃ।
পশ্যন্ত্যেকং ন জানন্তি পাষণ্ডোহপহতা জনাঃ॥

৫৪—১৭ অনু (টীকা)।

ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব মুনয়শ্চ তপস্বিনঃ॥ ৯
আশ্রমাঃ সহপাষণ্ডাঃ স্থিতাঃ সত্যজনাঃ প্রজাঃ।
প্ররোহন্তি সর্ব্ববীজানি রোপ্যমাণানি চৈব হ॥ ১০—১৯১ অঃ বন।

সত্যযুগে প্রজাসকল ব্রহ্মপরায়ণ, সাধু, মুনি, ও তপস্বী হইবে, এবং কি আশ্রমী কি আশ্রমভ্রষ্ট সকলেই সত্যব্যবহারী হইবে। বীজমাত্রেই রোপ্যমাণ হইবে। (এস্থলে পাষণ্ড শব্দে আশ্রমহীন) ব্রাহ্মণ্য সমাজের চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম লক্ষণ; এই স্থলে যাহারা চতুরাশ্রমবহির্ভূত তাহারা ব্রাহ্মণ্য সমাজের অন্তর্গত নয়। অপরস্থলে নাস্তিক লোকায়ত-সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে পাষণ্ড বলা হইয়াছে; ৪—২১৮ অঃ শান্তি।

ন ভয়ং ক্রোধচাপল্যে ন শোকস্তেষু বিদ্যতে।
ন ধর্ম্মধ্বজিনশ্চৈব ন গুহ্যং কশ্চিদাস্থিতাঃ॥

৩১—১৫৮ অঃ শান্তি।

(সাধু ব্যক্তির) ভয় নাই, ক্রোধ নাই, চপলতা ও শোক নাই, তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী বা পাষণ্ডধর্ম্মাবলম্বী নহেন। এস্থলে টীকাকার গুহ্যং শব্দের অর্থ করিতেছেন, গোপনীয়ং কঞ্চিৎ পাষণ্ডধর্ম্মম্।

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জগাম ফলান্যাহর্ত্তুং বিধিনাশ্রাবণেন।

৬—১১৩ অঃ বন।

এস্থলে অশ্রাবণেন শব্দের অর্থ অপাখণ্ডেন অর্থাৎ বৈদিকেন। পাষণ্ডিনো দ্বৌ সূর্য্যাবিতি কল্পয়ন্তি। ৩১—১৬৩ অঃ বন।

বায়ুশ্চ সুখসংস্পর্শো নিষ্প্রতীপঞ্চ দর্শনম্।
ন ভয়ং ত্বাবিশেত্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ॥

২১—২৮ অঃ বিরাট।

যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির অবস্থিতি করিবেন, সেই স্থানে সমীরণ নিরতিশয় সুখস্পর্শ হইবে। কাহারও প্রতিকূল দৃষ্টি থাকিবে না, ভয়ের লেশমাত্রও প্রবেশ করিতে পারিবে না। উপরে নিষ্প্রতীপ

শব্দের অর্থ অনুবাদক প্রতিকূল করিয়াছেন; কিন্তু টীকাকার নিষ্প্রতীপং শব্দে পাষণ্ডমার্গবর্জ্জিতম্ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ক্রিয়মাণে বলাদ্ধর্ম্মে কুরুভিঃ কো ন সংজ্বরেৎ।

৮—১৪৪ অঃ উদ্।

কৌরবেরা বলপূর্ব্বক ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ করিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে ব্যাথার সঞ্চার না হইতে পারে? বলপূর্ব্বক ধর্ম্মের মর্ম্মচ্ছেদ ইহার তুলনা টীকাকার লিখিতেছেন 'বলাদ্ধর্ম্মে পাখণ্ডিনাং পারদার্য্যং উভয়সন্তোষকরমিতি দ্বয়োরপি ধর্ম্মহেতুরিতি, বলাৎ কল্পনা শাস্ত্রবহির্ভূতা তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ—৮।১৪৪ অঃ উদ্ (টীকা)।'

পাষণ্ডাংস্তাপসাদীংশ্চ পররাষ্ট্রেষু যোজয়েৎ।

৬৩—১৪০ অঃ আদি।

পররাষ্ট্রে পাষণ্ড, তাপস প্রভৃতিকেই নিযুক্ত করিবে। এস্থলে পাষণ্ড অর্থে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়।

আশ্রমেষু বৃথাচারাঃ পানপা গুরুতল্পগাঃ।
ইহ লৌকিকমীহন্তে মাংসশোণিতবর্দ্ধনম্॥
বহুপাষণ্ডসঙ্কীর্ণাঃ পরান্নগুণবাদিনঃ।
আশ্রমা মনুজব্যাঘ্র ভবিষ্যন্তি যুগক্ষয়ে॥

৪৮।৪৯—১৮৮ অঃ বন।

মনুষ্যেরা বৃথাচারী, মদ্যপায়ী, গুরুতল্পগামী ও আশ্রমে বৃথাচারী হয়, এবং শরীরপুষ্টির নিমিত্ত মাংসশোণিতবর্দ্ধন ঐহলৌকিক কার্য্যের চেষ্টাতে রত থাকে। আশ্রমী মাত্রেই বহু পাষণ্ড জনে পরিবৃত ও পরান্নগুণবাদী হয়। পাষণ্ডসম্বন্ধে যে সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল অংশ হইতে স্পষ্ট দেখা যায় যে শূদ্র চণ্ডালপ্রভৃতি শব্দের

ন্যায় ইহা একটি সাধারণ শব্দ, কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয় নাই।

ম্লেচ্ছ।

আমরা মহাভারতে ম্লেচ্ছ শব্দ নানাস্থানে দেখিতে পাই, এখনও আমরা ঐ শব্দ ব্যবহার করি। মহাভারতে কি অর্থে ম্লেচ্ছ শব্দ ব্যবহৃত হইত তাহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল হইবে।

ম্লেচ্ছাশ্চার্য্যাশ্চ যে তত্র দদৃশুঃ শুশ্রুবুস্তথা।
বৃত্তং তৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং রুরুদুস্তে সগদ্গদাঃ॥

১০৮—৪৩ অঃ ভীষ্ম।

ম্লেচ্ছ বা আর্য্যগণ যাঁহারা তথায় পাণ্ডবদিগের চরিত্র দর্শন বা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা গদ্‌গদ ভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। এস্থলে ম্লেচ্ছ শব্দ আর্য্য শব্দের বিপরীত।

মহাকুলকুলীনার্য্যসভ্যসজ্জনসাধবঃ। (অমরকোষ)

তাহা হইলে ম্লেচ্ছ শব্দে অসভ্য, অসজ্জন এবং নীচলোকও বুঝাইতে পারে। 'ম্লেচ্ছতস্করসেবিতম্।' ২—৬৪ অঃ বন। এস্থলে ম্লেচ্ছ শব্দে আদিমনিবাসীর ইঙ্গিত আসে।

ম্লেচ্ছাচারাঃ সর্ব্বভক্ষাঃ। ৫৩—১৯০ অঃ বন। এ স্থলেও ম্লেচ্ছ শব্দে আদিম নিবাসী হইতে পারে।

অন্যে ততোঽপরিজ্ঞাতা হ্রস্বা হ্রস্বোপজীবিনঃ।
আর্য্যা ম্লেচ্ছাশ্চ কৌরব্য তৈর্মিশ্রাঃ পুরুষা বিভো॥

১৩—৯ অঃ ভীষ্ম।

(কুলপর্ব্বত ব্যতীত) নীচলোকাশ্রিত অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত পরিজ্ঞাত আছে। আর্য্য, ম্লেচ্ছ ও মিশ্রজাতি সকলে এই সকল নদী ব্যবহার করিয়া থাকে। (বিপুলা, গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, ইত্যাদি)।

এস্থলেও ম্লেচ্ছ শব্দ আর্য্য শব্দের বিপরীত, আর আদিম নিবাসী মনে হয়। এস্থানে আর একটি শব্দ পাইলাম, হ্রস্ব ও হ্রস্বোপজীবী, এই দুই শব্দে নীচ লোক বুঝায়।

উত্তরাং পর্ব্বতাদেতে তীক্ষ্ণৈর্দস্যুভিরাশ্রিতাঃ।
কর্কশৈঃ প্রবরৈর্যোধৈঃ কার্ষ্ণায়সতনুচ্ছদৈঃ॥
সন্তি গোযোনয়শ্চাত্র সন্তি বানরযোনয়ঃ।
অনেকযোনয়শ্চান্যে তথা মানুষযোনয়ঃ॥
অনীকং সমবেতানাং ধূমবর্ণমুদীর্য্যতে।
ম্লেচ্ছানাং পাপকর্ত্তৃণাং হিমবদ্দুর্গবাসিনাম্॥

৩৫...৩৭—১১০ অঃ দ্রোণ।

কর্কশস্বভাব, শিক্ষিত ও লব্ধলক্ষ্য উহারা যুদ্ধে ঐরাবতের তুল্য কার্য্য করিয়া থাকে; কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ম্মে সংবৃত উগ্রস্বভাব নির্দ্দয় যোধপ্রবর দস্যুগণ উহাদিগের উপর সমারূঢ় হইয়া উত্তর পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে অনেকে গোযোনি-সম্ভূত এবং অনেকে অন্যান্য যোনি-সম্ভূত আছে। হিমালয় প্রদেশের দুর্গমস্থান-বাসী পাপাত্মা ঐ সকল ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ সমবেত সৈন্য সকল ধূমবর্ণ রূপে সমুদীর্ণ হইয়াছে।

এই স্থলে দস্যু ও ম্লেচ্ছ শব্দে একই অর্থ। এই সকল লোক আদিম নিবাসী, তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। অপর স্থলে

কিরাতেরা ম্লেচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং তাহারা হস্তিচালনায় অভিজ্ঞ ও যুদ্ধদুর্ম্মদ ; আমরা দেখিতে পাই—

ম্লেচ্ছৈঃ প্রেষিতা নাগাঃ। ১০—২২ অঃ কর্ণ। ম্লেচ্ছগণপ্রেরিত গজসকল।

ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক হস্তিচালনা। ১৮—২২ অঃ কর্ণ।

আমরা দেখিতে পাই, অর্জ্জুন ম্লেচ্ছ সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে ম্লেচ্ছ শব্দে অসভ্য আদিম নিবাসী মনে হয়।

দুর্য্যোধনো ন মেনেঽস্য বাক্যং ম্লেচ্ছঃ শ্রুতেরিব।

২৩৫—২ অঃ আদি। (টীকা)

ম্লেচ্ছ যেমন শ্রুতির কথা মানে না, সেইরূপ দুর্য্যোধনও ইঁহার কথা মানিলেন না। 'ম্লেচ্ছভূতং জগৎ সর্ব্বং নিষ্ক্রিয়ং যজ্ঞবর্জ্জিতম্। ২৯—১৯০ অঃ বন।' যুগক্ষয়ে সর্ব্বজগৎ ক্রিয়াহীন যজ্ঞবর্জ্জিত ম্লেচ্ছ হইবে। আমরা মহী ম্লেচ্ছজনাকীর্ণ দেখিতে পাই।

ব্রাহ্মণানামবমন্তা ম্লেচ্ছজাতীয়োঽয়ং রাজা।

৮—৭৩ অঃ শান্তি।

এই রাজা ব্রাহ্মণদিগের অবমানকারী ম্লেচ্ছজাতীয়। আমরা অনর্হান্ শব্দে ম্লেচ্ছাদীন্নীচান্ শব্দ দেখিতে পাই ; ৩১—১০৪ অঃ শান্তি। ম্লেচ্ছাধম পুরোচন ; ১১—১৪১ অঃ আদি। দুর্য্যোধনের বন্ধু পুরোচন পাণ্ডবদিগকে অগ্নিদ্বারা হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মানুষাণাং মলং ম্লেচ্ছাঃ—এস্থলে টীকাকার ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ করিতেছেন "ম্লেচ্ছাঃ পাপরতা ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারহীনাঃ" ২৫—৪৫ অঃ কর্ণ। পাপরত ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারহীন ব্যক্তিকে ম্লেচ্ছ বলে।

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ ॥

১৮—১৮৮ অঃ শান্তি।

পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত ও বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতিসকল জ্ঞানবিহীন হইয়া স্বেচ্ছাচার কার্য্য করিয়া থাকে। এস্থলে জ্ঞানহীন জাতি-দিগকে ম্লেচ্ছ বলা হইয়াছে। ম্লেচ্ছ শব্দ ব্যক্তিদিগের, জাতিদিগের ও দেশ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত।

যোঽভুক্তেমাং বসুমতীং ম্লেচ্ছাটবিকবর্জ্জিতাম্। ৫—৫৪ অঃ দ্রোণ।

যিনি (সুহোত্ররাজা) বসুমতীকে ম্লেচ্ছ ও চৌর-বিবর্জ্জিত করিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন। এস্থলে রাজার নাম সুহোত্র। যজ্ঞের সহিত এই নামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আটবিক শব্দে চোর বা দস্যু বুঝায়। পুর্ব্বে দেখিয়াছি, এই দুই দস্যু ও চোর শব্দে বৌদ্ধ অথবা অবৈদিকদিগকে বুঝাইত। এস্থলে ম্লেচ্ছও সেই শ্রেণীভুক্ত দেখা যাইতেছে। অঙ্গরাজ ম্লেচ্ছ দেশের রাজা, ভগদত্ত ম্লেচ্ছাধিপ।

যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ দানবানাঞ্চ সংযুগে।
রাজ্ঞাঞ্চ প্রতিলোমানাং ভস্মান্তকরণং মহৎ ॥

৩০—২২ অঃ বন।

আমি (শ্রীকৃষ্ণ) সংগ্রামে যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও বিপরীতাচারী রাজাদিগের ভস্মকর চক্রকে অভিমন্ত্রিত করিলাম। এস্থলে টীকাকার প্রতিলোমানাং শব্দে বিপরীতাচারাণাং ম্লেচ্ছানাং অর্থ করিয়াছেন।

অন্ত্যেষু শব্দের অর্থে ম্লেচ্ছেষু। ১২—৮৬ অঃ আদি।

পহ্লব ম্লেচ্ছবিশেষ জাতি। ৩৬—১৭৫ অঃ আদি।

শবর ম্লেচ্ছ জাতি ; শবর অর্থে চণ্ডাল, ব্যাধ, কিরাত, নিষাদ। আমরা দেখিতে পাই মধ্যদেশ বহির্ভূত শবরাবাস।

ন্যাসাপহারিণো ভুক্ত্বা কৃতঘ্নে ক্লীববর্ত্তিনি।
জায়তে শবরাবাসে মধ্যদেশবহিষ্কৃতে॥

২০—১৩৫ অঃ অনু।

ন্যস্তধনাপহারী, ক্লীব, ও কৃতঘ্নের অন্ন ভোজন করিলে মধ্যদেশ-বহিষ্কৃত শবরাবাসে জন্ম হইয়া থাকে। এ স্থলে শবরাবাস অর্থে অবৈদিক অথবা চণ্ডাল দেশ ; এই শ্লোকটির পরে উল্লেখ করিব। তুর্ব্বসু ম্লেচ্ছদেশের রাজা ; রাজা যযাতি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে নিজ সাম্রাজ্য মধ্যদেশ প্রদান করেন, অপর চারিপুত্রকে অন্ত্যজ দেশের রাজা করিয়াছিলেন।

তিনি তুর্ব্বসু নামক পুত্রকে বলিতেছেন—

যৎ ত্বং মে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্মাৎ প্রজা সমুচ্ছেদং তুর্ব্বসো! তব যাস্যতি॥
সঙ্কীর্ণাচারধর্ম্মেষু প্রতিলোমচরেষু চ।
পিশিতাশিষু চান্ত্যেষু মূঢ় রাজা ভবিষ্যসি॥
গুরুদারপ্রসক্তেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতেষু চ।
পশুধর্ম্মেষু পাপেষু ম্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি॥

১৩...১৫—৮৪ অঃ আদি।

যযাতি কহিলেন—'তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্ম লাভ করিয়াও স্বীয় বয়স প্রদান করিলে না, এই কারণে তোমার প্রজাসমুচ্ছেদ হইবে এবং যাহাদের আচার ও ধর্ম্ম অতিশয় সঙ্কীর্ণ, যাহারা প্রতি-

লোমাচারী, মাংসাশী, অন্ত্যজ ও গুরুপত্নীতে আসক্ত, যাহাদের তির্য্যগ্‌যোনির ন্যায় আচরণ এবং যাহারা পাপিষ্ঠ, পশুধর্ম্মী ও ম্লেচ্ছ রে মূঢ়! তুমি তাহাদের রাজা হইবে।' উপরে দেখিয়াছি অঙ্গরাজ ম্লেচ্ছরাজ ছিলেন; ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বর্ত্তমান আসাম) দেশের রাজা ছিলেন। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অনাচার, অবৈদিক, অসভ্য আদিম নিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিত, সেইসূত্রে অবৈদিক, পতিত, আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগকেও ম্লেচ্ছ বলিত।

অসংবাসাঃ প্রজায়ন্তে ম্লেচ্ছাশ্চাপি ন সংশয়ঃ ॥
নরাঃ পাপসমাচারা লোভমোহসমন্বিতাঃ ॥

১২৮—১১১ অঃ অনু।

লোভমোহসমন্বিত পাপাচার নরগণ ম্লেচ্ছতুল্য, সহবাসযোগ্য নহে, সংশয় নাই। লোভ শব্দের সহিত অবৈদিকতা ও অধর্ম্মের সম্পর্ক পূর্ব্বে দেখিয়াছি। লুভ্‌ ধাতু হইতে লোভ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আর ঐ ধাতু হইতে 'লুব্ধক' (যাহার অর্থ ব্যাধ বা চণ্ডাল) শব্দ গঠিত হইয়াছে।

সংক্ষেপকো হি সর্ব্বস্য যুগস্য পরিবর্ত্তকঃ।
স সর্ব্বত্রগতান্ ক্ষুদ্রান্ ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ ॥
উৎসাদয়িষ্যতি তদা সর্ব্বম্লেচ্ছগণান্ দ্বিজঃ ॥

৯৭—১৯০ অঃ বন।

তিনি (কল্কী) ধর্ম্মবিজয়ী চক্রবর্ত্তী রাজা হইয়া এই সঙ্কুল লোকের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। তিনি উদারবুদ্ধি, দীপ্তিমান্ ব্রাহ্মণরূপে উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের উপসংহারের পর যুগক্ষয়ের অন্তকারী হইয়া যুগের পরিবর্ত্তক হইবেন। তৎকালে তিনি ব্রাহ্মণগণদ্বারা পরিবৃত

হইয়া সর্ব্বত্রস্থ সর্ব্ব ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন। এস্থলে ম্লেচ্ছ অর্থে অবৈদিক অথবা ব্রাহ্মণবিদ্বেষী বুঝাইতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তখনও বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রবল ছিল, বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ছিল, আমরা পূর্ব্বে ম্লেচ্ছাচার্য্য শব্দ পাইয়াছি।

সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং ম্লেচ্ছানাং চ পিতামহ।
উপবাসে মতিরিয়ং কারণঞ্চ ন বিদ্মহে॥

১—১০৬ অঃ অনু।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলিলেন,—পিতামহ! সকল বর্ণ এবং ম্লেচ্ছদিগের উপবাস করিতে মতি দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা ইহার কারণ কিছুই জানি না। এস্থলে ম্লেচ্ছ অবৈদিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে।

অনর্হানপি চৈবান্যান্মন্যতে শ্রীমতো জনান্।
এতস্মাৎ কারণাদেতদ্ দুঃখং ভূয়োঽনুবর্ত্ততে॥

৩১—১০৪ অঃ শান্তি।

ভাগ্যহীন পুরুষ অন্য ম্লেচ্ছাদি শ্রীমান্‌জনগণকে সম্মান করিয়া বারংবার এতাদৃশ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এস্থলে বৌদ্ধ অথবা তৎসদৃশ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া ম্লেচ্ছ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

যবন।

আমরা কোন কোন স্থানে যবন শব্দের উল্লেখ পাই যবনরাজ বলের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ।

অঙ্গোবঙ্গঃ সুমিত্রশ্চ শৈব্যশ্চামিত্রকর্ষণঃ।
কিরাতরাজঃ সুমনাঃ যবনাধিপতিস্তথা ॥
চান্নুরো দেবরাতশ্চ ভোজো ভীমরথশ্চ যঃ।
শ্রুতায়ুধশ্চ কালিঙ্গো জয়সেনশ্চ মাগধঃ ॥

২৫।২৬—৪ অঃ সভা।

অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্রক, পাণ্ড্য, উড্ররাজ, অন্ধক, সুমিত্র, শত্রুঘাতী শৈব্য, কিরাতরাজ সুমনা, যবনাধিপতি চানুর, দেবরাত, ভোজ, ভীমরথ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, মগধপতি জয়সেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সকলগুলিই অবৈদিকদিগের রাজা।

তমেতাঃ পর্য্যুপাসন্তে রক্ষ্যমাণং মহাভুজম্।
সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তারং কাম্বোজযবনস্ত্রিয়ঃ॥ ১১—২২ অঃ স্ত্রী।

সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা জয়দ্রথের মৃত শরীর কম্বোজ ও যবননারীরা রক্ষা করিতেছে।

রাজা জয়দ্রথ, দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশলার স্বামী, তিনি সিন্ধু ও সৌবীর দেশের অধিপতি ছিলেন; এ উভয় দেশই পঞ্চনদের অন্তর্গত। পঞ্চনদের অপরাপর অংশের ন্যায় এই দুই দেশ হইতে বৈদিকধর্ম্ম একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। কাম্বোজ দেশেরও (বর্ত্তমান আফগানিস্থান) সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। যবনেরা যে অবৈদিক তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; তবে কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যবন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। আমরা এক স্থানে যবন ঋষির নাম পাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—

যবনাঃ শূরাঃ সর্ব্বজ্ঞাশ্চ; যবনগণ শূর ও সর্ব্বজ্ঞ; বুদ্ধদেবের এক নাম সর্ব্বজ্ঞ।

অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস।

আমরা এতক্ষণ যে শব্দগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছিলাম সেই গুলি একত্র করিব। শূদ্র, দাস, দস্যু, চোর, তস্কর, নাস্তিক, পাষণ্ড, চণ্ডাল, নিষাদ, ম্লেচ্ছ, যবন এই সকল নামধারী ব্যক্তি অথবা জাতি তৎকালে সমাজে ছিল। অসভ্য, বর্ব্বর, অনাচারী, অসংখ্যবিভাগে বিভক্ত আদিম নিবাসী দেশমধ্যে ছিল, ইহাদিগকে অনাচার ও অধর্ম্ম আচরণ নিমিত্ত ম্লেচ্ছ বলিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও পূর্ব্ব প্রান্তে কিরাত যবন প্রভৃতি বহু অবৈদিক জাতির বাস ছিল। দেশে দস্যু, চোর বা ডাকাতের অভাব ছিল না, শ্মশানবাসী চণ্ডাল, কুক্কুর-সহচর ধনুহস্ত ব্যাধ, মৎস্যজীবী ধীবর, নিষাদ, গৃহের ভৃত্য যাহারা দাসের কর্ম্ম করিত, ইহারা সকলই দেশে ছিল; কর্ম্ম বা ব্যবসা হেতু ইহারা হীন বলিয়া পরিগণিত হইত, এবং সমাজে হেয় ও নিন্দিত স্থান অধিকার করিত। ব্রাহ্মণেরা অবৈদিক ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় দিগের উপর ঘৃণা প্রকাশ করিতে তাহাদিগকে এই সকল নাম দিয়াছিলেন। ইহাতেও তাঁহারা বিরত হন নাই, তাঁহারা অবৈদিক-দিগকে কল্পনার সৃষ্ট জীবদিগেরও নাম দিয়াছেন। অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পন্নগ, নাগ প্রভৃতি কল্পনাপ্রসূত' প্রাণীদিগের নাম, ব্রাহ্মণবিরোধীদিগের প্রতি তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। এগুলি সকলই নিন্দাসূচক শব্দ, কিন্তু নিন্দার পশ্চাতে আর একটি ভাব আছে, তাহা অজ্ঞানতা। ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে অবৈদিক ভাব অজ্ঞানতার পরিচায়ক, এইরূপ অজ্ঞান ব্যক্তি নিন্দার পাত্র।

অসুর, দৈত্য ও দানব প্রভৃতি শব্দের প্রায়ই এক অর্থ, ও ইহারা একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দিব্ ধাতু হইতে দেবতা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; আলোক ও জ্যোতিঃ জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি, অসুর দৈত্য দানব প্রভৃতি আলোক, জ্যোতি বা জ্ঞানের বিপরীত।

প্রমাদাদ্বৈ অসুরাঃ পরাভবন্নপ্রমাদাদ্ ব্রহ্মভূতা ভবন্তি।

৫—৪২ অঃ উদ্।

প্রমাদপ্রযুক্তই অসুরেরা পরাভূত অর্থাৎ মৃত্যুবশায়ত্ত হইয়াছে এবং অপ্রমাদপ্রযুক্তই দেবগণ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন।

স্তুত্যর্থং হি দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।

দেবগণের অর্থাৎ জ্ঞানের স্তুতির নিমিত্ত ব্রহ্মা বেদসকল সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর বেদের শিক্ষা পুরাণকারদিগের হস্তে আসিল। তাঁহারা সেই শিক্ষা দিতে দেবগণ, জ্যোতিঃ, জ্ঞান এবং ইহাদের বিপরীত, অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতিকে, তমঃ (অজ্ঞানতা) প্রভৃতি ভৌতিকরূপ প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে যে সকল দর্শনের বিচার বা ব্যাখ্যা ছিল, সেগুলি লীলারূপে বর্ণনা করিলেন। পুরাণের রূপকভাব, বাহিরে মাংসশোণিতধারী জীব ও ভিতরে দর্শনের ব্যাখ্যা এই রূপে সৃষ্ট হইল। তমঃ, অজ্ঞানতা, অসুরপ্রভৃতির সঙ্গে অন্ধকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই কারণে এই সকল কল্পিত জীব নক্তঞ্চর, তাহাদের দেহ পর্ব্বতোপম, মেঘোপম; বৃত্রাসুর দেবগণের সহিত যুদ্ধে শীলাবর্ষণ করে, অসুরেরা পাতালে বাস করে, সমুদ্রের নাম অসুরালয়।

মহাভারত পুরাণমধ্যে পরিগণিত। দেব দানব প্রভৃতির এই সকল কল্পনা মহাভারতে যথেষ্ট আছে এবং সেই সকলের দ্বারা দর্শন

ও নীতি শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সে সময়ে বৈদিক ও অবৈদিকগণের মধ্যে যে মহা বিরোধ চলিতেছিল, দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি কথার সাহায্যে সেই বিরোধের যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। স্বর্গ, দেব, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট শব্দ, যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি ও দেবত্বলাভ হয়; যজ্ঞদ্বারা দেবগণ পরিপুষ্ট হন। বৈদিক পন্থা হইল যজ্ঞপন্থা, অবৈদিক হইল যজ্ঞবিরোধী পন্থা; সেই কারণে অসুরগণ যজ্ঞকারী তপস্বীদিগকে ধর্ষণ করিবে তাহা বিচিত্র নহে।

এবং ক্রমেণ সর্ব্বাংস্তানাশ্রমান্ দানবাস্তদা।

৬—১০২ অঃ বন।

তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ধা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্।
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্দুরাত্মভিঃ।
অশীতিঃ শতমষ্টৌ চ নব চান্যে তপস্বিনঃ॥

২।৩—১০২ অঃ বন।

ক্রুদ্ধ দৈত্যেরা নিত্য নিত্য নিশাসময়ে আশ্রম ও পুণ্যায়তনস্থ মুনিদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। দুরাত্মগণ বশিষ্ঠাশ্রমে একশত-আশীজন বিপ্র ও তদ্ভিন্ন নয়জন তপস্বীকে ভক্ষণ করিল, এবং ভরদ্বাজাশ্রমে বায়ু ও জল-ভক্ষক বিংশতি জন নিয়ত ব্রহ্মচারীকে বিনাশ করিল; তাহারা রাত্রিকালে এইরূপ করে, দিবসে সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া থাকে। তাহারা কালপ্রেরিত মত্তপ্রায় হইয়া ভুজবল-দর্পে এই প্রকার ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক দ্বিজগণকে রজনীযোগে হনন করতঃ সকল আশ্রমেই ধাবন করিয়া বেড়াইত।

তেষান্তু তত্র ক্রমকালযোগাৎ ঘোরা মতিশ্চিন্তয়তাং বভূব।
যে সন্তি বিদ্যাতপসোপপন্না স্তেষাং বিনাশঃ প্রথমন্তু কার্য্যঃ॥
লোকা হি সর্ব্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে তস্মাৎ ত্বরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায়।
যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং তপস্বিনো ধর্ম্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ॥
তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব তেষু প্রনষ্টেষু জগৎপ্রনষ্টম্।
এবং হি সর্ব্বে গতবুদ্ধিভাবা জগদ্বিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ॥
দুর্গং সমাশ্রিত্য মহোর্ম্মিমন্তং রত্নাকরং বরুণস্যালয়ং স্ম॥

২০...২৩—১০১ অঃ বন।

কালক্রমে অসুরদিগের চিন্তা দ্বারা এইরূপ দুর্ম্মতি হইল যে, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও তপঃ-সম্পন্ন, অগ্রে তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। তপস্যাদ্বারাই সমস্ত জগৎ রক্ষা হইতেছে, অতএব তপঃ-ক্ষয়ার্থ ত্বরান্বিত হও। যে কেহ ধরণীমধ্যে তপস্বী, ধর্ম্মবিৎ ও তত্ত্বজ্ঞ আছে, সত্বর হইয়া তাহাদিগেরই প্রাণ বিনাশ কর, তাহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ বিনষ্ট হইবে। সমস্ত দানবেরা এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ভাবাপন্ন হইয়া মহাতরঙ্গান্বিত বরুণালয় রত্নাকরকে দুর্গরূপ আশ্রয় করতঃ জগৎ-বিনাশে পরম হর্ষান্বিত হইল। এই হইল এক প্রকার অসুর, ইহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত নর-নারায়ণ অবতার হইয়াছিলেন।

এতৌ হি কর্ম্মণা লোকং নন্দয়ামাসতু র্ধ্রুবম্।
দ্বিধাভূতৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ বিদ্ধি ব্রহ্মন্ পরন্তপৌ।
অসুরাণাং বিনাশায় দেবগন্ধর্ব্বপূজিতৌ॥

৯—৪৯ অঃ উদ্।

ইঁহারা (নরনারায়ণ) কর্ম্মদ্বারা লোকের নিশ্চয়ই আনন্দবর্দ্ধন

করিয়াছেন। মহাপ্রাজ্ঞ এই দুই পরন্তপ বস্তুতঃ অভেদ হইলেও দেব-গন্ধর্ব্বগণ-পূজিত হইয়া অসুরকুল-বিনাশার্থে দ্বিধাভূত হইয়াছেন।

আমরা অসুর ভাব ও অসুর কর্ম্মের উল্লেখ দেখিতে পাই।

২১—২৯৪ অঃ শান্তি।

পক্ষান্তরে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দেবতা ও অসুরে কোন প্রভেদ নাই। আমরা পাশ্চাত্য দেবতা-অর্থে অসুর দেখিতে পাই।

১৪—২১৯ অঃ বন।

উক্থের তপঃপ্রভাবে উদ্ভূত জ্বালা, বিংশতি প্রজা সৃজন করিলেন। এতদ্ভিন্ন তপ যজ্ঞাপহারী অপর পঞ্চদশ পাশ্চাত্য দেবতা অর্থাৎ অসুরদিগকে সৃষ্টি করিলেন। এ অংশটি বুঝা বড় কঠিন; তবে পৃথিবীতে অসুরদিগের জন্ম বুঝা কঠিন নহে।

এবং সমুদিতে লোকে মানুষে ভরতর্ষভ।
অসুরা জজ্ঞিরে ক্ষেত্রে রাজ্ঞান্ত মনুজেশ্বর॥
আদিত্যৈর্হি তদা দৈত্যা বহুশো নির্জিতা যুধি।
ঐশ্বর্য্যাদ্ভ্রংশিতাঃ স্বর্গাৎ সম্বভূবুঃ ক্ষিতাবিহ॥

২৭।২৮—৬৪ অঃ আদি।

মর্ত্ত্যলোক এইরূপ আনন্দধাম হইলে অসুরগণ রাজগণের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিল। তাহারা যুদ্ধে দেবগণকর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়াতে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ হইতে ভ্রংশিত হইয়া ভূতলে উদ্ভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এ শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত হইয়াছে, এই অসুরগণ রাজপুত্র বা রাজপুত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। আবার অন্য এক শ্রেণীর অসুরও দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারা বিষ্ণুপাদোদ্ভব কাল-

কঞ্জ অসুরগণ ; ৫—১০০ অঃ উদ্। অসুরগণ চিরদিনই যজ্ঞবিরোধী, কিন্তু অসুরগণ যজ্ঞ করিতেছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋষিভির্ব্রাহ্মণৈশ্চৈব দৈবতৈরসুরৈরপি।
নিত্যং সুহুতযজ্ঞেষু সত্যেন বিপুনীহি মাম্॥

৪৭—৩১ অঃ সভা।

"দেবতা, ঋষি, ব্রাহ্মণ ও অসুরগণ যে সমস্ত যজ্ঞে নিয়ত সুন্দর-রূপে হবন করিয়া থাকেন"; কিন্তু মহাভারতে সকল অসুর যজ্ঞ করিত না, অন্ততঃ যাহারা যজ্ঞ না করিত তাহাদিগকে অসুর-স্বভাব বলা হইত।

ন শ্রাবয়ন্ন চ যজন্ন দদদ্ব্রাহ্মণেষু চ।
কাম্যাং বৃত্তিং লিপ্সমানঃ কাং গতিং যাতি জাজলে॥
ইদং তু দৈবতং কৃত্বা যথাযজ্ঞমবাপ্নুয়াৎ॥

৩৫—২৬২ অঃ শান্তি।

হে জাজলে! যে ব্যক্তি বেদ শ্রবণ, দেবযজন ও ব্রাহ্মণগণকে দান না করে, অথচ কামনীয় বৃত্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, সেই অসুরস্বভাব মানব দৈবমার্গ বা পিতৃমার্গ কোন পথেই গমন করিতে সমর্থ নহে। তাহা হইলে মহাভারতে কাহাদিগকে অসুর বলিত তাহার আমরা ইঙ্গিত পাই।

কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিতেছেন,—(যতদিন অর্জ্জুনকে বিনাশ না করি) কীলালজং ন খাদেয়ং করিষ্যে চাসুরব্রতম্ ; ১৭—২৫৬ অঃ বন। আমি মাংস ভক্ষণ করিব না, অসুরব্রতের আচরণ অর্থাৎ মদ্যপান পরিত্যাগ করিব। কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রধান সহায় ছিলেন, এবং দুর্য্যোধন নিজেকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিতেন।

মগধ অবৈদিক বৌদ্ধদিগের স্থান ছিল, বর্ত্তমান গয়া, গয় রাজার নাম হইতে প্রথিত হইয়াছে। গয় ভূপতিও ছিলেন অসুরও ছিলেন এবং তিনি ধর্ম্ম ও সত্য-নিষ্ঠার জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

দক্ষ নিজের ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপকে সম্প্রদান করেন। কশ্যপের ঔরসে এই ত্রয়োদশ কন্যার গর্ভে দেব, দৈত্য, দানব হইতে পশু, পক্ষী যাবতীয় জীব জন্মগ্রহণ করে। দক্ষকন্যা অদিতিনামক স্ত্রীর গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানবগণ জন্ম গ্রহণ করে। এই সৃষ্টিবিবরণের একটি নিগূঢ় অর্থ আছে, তাহার এ স্থানে বিচারের প্রয়োজন নাই। উপরের বর্ণনা হইতে দেখা যায়, দৈত্য ও দানবেরা মাসতুত ভাই; কিন্তু মহাভারত এবং অপরাপর পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অসুর, দৈত্য, দানব প্রভৃতি শব্দের একই অর্থে প্রয়োগ আছে, যে অসুর সেই দৈত্য, সেই দানব। আমরা বৈদিক বা পৌরাণিক দৈত্যের আলোচনা করিব না, নীতি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে দৈত্য কল্পনা হইয়াছে, তাহারও আলোচনা করিব না। মহাভারতে যে বিশেষ অর্থে দৈত্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই দেখিব; শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

যদা যদা চ ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি সত্তম।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
দৈত্যা হিংসানুরক্তাশ্চ অবধ্যাঃ সুরসত্তমৈঃ।
রাক্ষসাশ্চাপি লোকেঽস্মিন্ যদোৎপৎস্যন্তি দারুণাঃ॥
তদাহং সম্প্রসূয়ামি গৃহেষু শুভকর্ম্মণাম্।
প্রবিষ্টো মানুষং দেহং সর্ব্বং প্রশময়াম্যহম্॥

২৭।২৮।২৯—১৮৯ অঃ বন।

যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তখন তখন আমি আপনাকে সৃজন করি। যখন এই লোকে হিংসায় অনুরক্ত সুরাসুরের অবধ্য দারুণ দৈত্য ও রাক্ষসেরা উৎপন্ন হয়, তখন আমি নরদেহে প্রবেশপূর্ব্বক শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় অশুভ প্রশমন করিয়া থাকি।

উপরের উদ্ধৃত শ্লোকে দুই তিনটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার সামগ্রী আছে। একথাগুলি শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন; মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ, বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত মনুষ্যরূপ গ্রহণ করেন। দৈত্যাঃ হিংসানুরক্তাঃ—দৈত্যগণ হিংসা কর্ম্মে অনুরক্ত। মহাভারতে এই হিংসা শব্দ অবৈদিকদিগের প্রতি বিশেষ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; হিংসা ও সিংহ শব্দের সম্বন্ধ পূর্ব্বে দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমি শুভকর্ম্মকারী ব্যক্তিদিগের গৃহে ("গৃহেষু শুভ-কর্ম্মণাং") জন্মগ্রহণ করিব। গৃহেষু বহুবচনান্ত শব্দ; এস্থলে কংস অসুরের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের রহস্য বুঝা যায়, শুভকর্ম্মণাং শব্দের একটি নিগূঢ় অর্থ আছে; কর্ম্ম, ক্রিয়া ও যজ্ঞ এই তিনটি একই কথা। দৈত্যেরা হইল হিংসাকারী, সাধুজন হইল শুভকর্ম্ম অথবা যজ্ঞ-কারী। আমরা দেখিতে পাই, দৈত্যগণ চতুর্ব্বর্ণকে পীড়া প্রদান করে। ৩৪—৬৪ অঃ আদি।

কালেয় দৈত্য (অসুর) মুনি ভক্ষণ করিয়াছিল; ২—১০২ অঃ বন। ত্রিশিরা অসুরের তিনটি মুখ ছিল "একটি দ্বারা বেদাধ্যয়ন, আর একটির দ্বারা সুরাপান ও অন্যটি দ্বারা যেন সমস্ত দিঙ্মণ্ডল গ্রাস করিবার নিমিত্তই সর্ব্বত্র আবরণ করিতে করিতে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন"—এস্থলে অসুর বেদাধ্যয়ন করে, সুরাপান করে ও

তপস্যাও করে। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি, তিনি ব্রাহ্মণদিগকে অসূয়া করিয়াছিলেন ; ২৩—৯০ অঃ শান্তি। এই হইল দৈত্যগণের এক মূর্ত্তি।

তৌ তু দীর্ঘেণ কালেন তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ জটাবল্কলধারিণৌ ॥
মলোপচিতসর্ব্বাঙ্গৌ বায়ুভক্ষৌ বভূবতুঃ।
আত্মমাংসানি জুহ্বন্তৌ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রধিষ্ঠিতৌ।
ঊর্দ্ধবাহূ চানিমিষৌ দীর্ঘকালং ধৃতব্রতৌ ॥

৮।৯—২০৯ অঃ আদি।

তাহারা (দৈত্য সুন্দ উপসুন্দ) ত্রৈলোক্যবিজয়ের নিমিত্ত নিশ্চয় করিয়া বিন্ধ্যাপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক দীক্ষিত ও সমাহিত হইয়া উগ্র তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। প্রথম জটাবল্কলধারী ও ক্ষুৎ-পিপাসা-পরিশ্রান্ত হইয়া তপস্যায় নিবিষ্ট হইল ; পরে মলদিগ্ধ সর্ব্বাঙ্গ, বায়ুভক্ষ, পদাঙ্গুষ্ঠাগ্রে অবস্থিত, ঊর্দ্ধবাহু, নির্ণিমেষ ও ধৃতব্রত হইয়া দীর্ঘকাল আত্মমাংসে আহুতি প্রদান করিল।

আমরা দেখিতে পাই দৈত্য দানবগণ নিজেদের অনিষ্ট আশঙ্কায় যজ্ঞ করিতেছে। কপ দৈত্যগণ সকলেই বেদবিৎ, প্রাজ্ঞ, যজ্ঞযাজী, সত্যব্রত, মহর্ষিগণের তুল্য ; ৯...১১—১৫৭ অঃ অনু। দৈত্য প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

উদকং মধুপর্কঞ্চাপ্যানয়ন্তু সুধন্বনে।
ব্রহ্মন্নভ্যর্চ্চনীয়োঽসি শ্বেতা গৌঃ পীবরীকৃতা ॥

২৬—৩৫ অঃ উদ্।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—ভৃত্যেরা সুধন্বার নিমিত্ত উদক ও মধুপর্ক

আনয়ন করুক। হে ব্রাহ্মণ! আপনি সর্ব্বথা পূজনীয়; আপনার নিমিত্ত শ্বেতবর্ণ মাংসল গবী প্রস্তুত রহিয়াছে। এস্থলে দৈত্য প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণপূজক। অন্যত্র দেখিতে পাই, ইল্বল ও বাতাপি নামে দুইজন দৈত্য ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষণ করিত। স্থানান্তরে দৈত্যগণসম্বন্ধে লিখিত আছে;—

সর্ব্বে বেদব্রতপরাঃ সর্ব্বে চৈব বহুশ্রুতাঃ।
সর্ব্বে সম্মতমৈশ্বর্য্যমীশ্বরাঃ প্রতিপেদিরে॥

৬০—২২৭ অঃ শান্তি।

পুরাতন দৈত্য, দানবগণ, রাক্ষসগণ, সকলেই সত্যব্রতপরায়ণ, কামবিহারী, বেদব্রতনিষ্ঠ, বহুশ্রুত ছিলেন। সকলেই রাজ্যেশ্বর হইয়া অভিমত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। এস্থলেও অসুর ও রাজ্যেশ্বর (ক্ষত্রিয়) এই উভয়ের সম্বন্ধ দেখিতে পাই।

ব্রহ্মা ও দেবগণসংবাদে লিখিত আছে যে, কপদৈত্যগণ—

ভবদ্ভিঃ সদৃশাঃ সর্ব্বে কপাঃ কিমিহ বর্ত্তন্তে।
সর্ব্বে বেদবিদঃ প্রাজ্ঞাঃ সর্ব্বে চ ক্রতুযাজিনঃ॥
সর্ব্বে সত্যব্রতাশ্চৈব সর্ব্বে তুল্যা মহর্ষিভিঃ।
শ্রীশ্চৈব রমতে তেষু ধারয়ন্তি শ্রিয়ং চ তে॥

৯।১০—১৫৭. অঃ অনু।

ব্রহ্মা দেবগণকে বলিতেছেন,—কপ দৈত্যগণ আপনাদিগের সদৃশ, অতএব এক্ষণে এ কি হইতেছে? তাহারা সকলেই বেদবিৎ, প্রাজ্ঞ, সকলেই যজ্ঞযাজী, সকলেই সত্যব্রত, সকলেই মহর্ষিগণের তুল্য। তৎসমুদয়ে শ্রী সতত বসতি করেন, তাহারাও শ্রীধারণ করে।

বৃত্রাসুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন—

ধার্ম্মিকো বিষ্ণুভক্তশ্চ তত্ত্বজ্ঞশ্চ পদান্বয়ে।

৪—২৮০ অঃ শান্তি।

বৃত্র ধর্ম্মিষ্ঠ, বিষ্ণুভক্ত এবং বেদান্তবাক্যার্থবিচার-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ। তিনি মহাযোগী ছিলেন, দেহত্যাগান্তে পরম বিষ্ণুপদ লাভ করেন।

দারিতশ্চ স বজ্রেণ মহাযোগী মহাসুরঃ।
জগাম পরমং স্থানং বিষ্ণোরমিততেজসঃ॥

৬০—২৮২ অঃ শান্তি।

মহাযোগী মহাসুর বৃত্র বজ্রদ্বারা বিদারিত হইয়া অমিততেজা বিষ্ণুর পরম ধামে গমন করিয়াছিলেন। স্থানান্তরে দেখিতে পাই, দৈত্যেরা বিষ্ণুকে পীড়া দেয়; ৬—২০৩ অঃ বন। অপর স্থলে দৈত্যগণ ম্লেচ্ছ জাতিকে জয় করে; ৮—২১০ অঃ আদি। আবার ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন—

ভূগতান্ হি বিজেতারো বয়মিত্যব্রুবন্ দ্বিজাঃ।

৭—১৫৭ অঃ অনু।

আমরা ভূমিগত দৈত্যাদিগকে জয় করিতে সমর্থ। এই সকল উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা দেখিতে পাই অসুর শব্দের ন্যায় দৈত্য শব্দ নানা অর্থে লিখিত আছে। প্রথম বৈদিক—জ্ঞান বা জ্যোতি আবরণকারী; দ্বিতীয় পৌরাণিক—যেমন নমুচি, "ন মুঞ্চত্যাবরণাপগমে"; তৃতীয় অবৈদিকগণকে, যাহাদিগকে ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ বৈদিক ধর্ম্ম, বিনষ্ট করিতে পারিত, তাহাদিগকে দৈত্য বলিত।

দানব।

অসুর ও দৈত্যের ন্যায় দানব, মহাভারতে দানবগণের সহিত

অসংখ্য স্থানে সাক্ষাৎ হয়, সকলেই একপ্রকার গুণবিশিষ্ট। এই সকল শব্দেরই তিন প্রকার অর্থ আছে। বৈদিক অর্থে অসুর, দৈত্য, দানব বৃত্র, জ্যোতি অথবা জ্ঞান-আবরণকারী। বৃত্র কুজ্ঝটিকা মূর্ত্তি-সম্পন্ন। ১…১৮—১০১ অঃ বন।

রাহু শব্দের অর্থ মূল অজ্ঞান মায়া, সে জ্যোতিরূপ চন্দ্রসূর্য্যকে (জ্ঞানকে) গ্রাস করে, আবার নৈতিক শিক্ষাস্থলে দানবৈঃ শব্দের অর্থ হইল কাম ক্রোধাদ্যৈঃ ; ১৩—২০৯ অঃ শান্তি। এই হইল বৈদিক ও পৌরাণিক দানব। দানবের আর এক মূর্ত্তি আছে, পূর্ব্বে দেখিয়াছি। দানবেরা সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিল যে, যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ও তপঃ-সম্পন্ন, অগ্রে তাহাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য।

তদলং তে বিষাদেন ভয়ং তব ন বিদ্যতে।
সহায়ার্থঞ্চ তে বীরাঃ সম্ভূতা ভুবি দানবাঃ।

১০—২৫১ অঃ বন।

বেদ ও যজ্ঞ-রক্ষাকারী কৃষ্ণার্জ্জুনের শত্রু দুর্য্যোধনকে দানবেরা বলিতেছে—তুমি দুঃখ করিও না, তোমার ভয়ের কারণ নাই, তোমার সাহায্যের নিমিত্ত বীর দানবগণ পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে আমরা দানবর্ষভ দেখিতে পাই ; ৪—৬৭ অঃ আদি, এবং মহাত্মা দানবও দেখি ; ২৯—২০৩ অঃ বন। আমরা কোথাও দেখিতে পাই দানবের দত্ত অন্ন ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছেন, এবং ব্রাহ্মণগণ দানবগণকে যুদ্ধে সাহায্য প্রদান করিতেছেন ;

তথৈব পৃথিবীং লব্ধ্বা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
সংশ্রিতা দানবানাং বৈ সাহায্যার্থং দর্পমোহিতাঃ॥

২৮—৩৩ অঃ শান্তি।

ধর্ম্মব্যুচ্ছিত্তিমিচ্ছন্তো যেঽধর্ম্মস্য প্রবর্ত্তকাঃ।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো দেবৈর্দ্দৈত্যা ইবোল্বনাঃ॥

৩০—৩৩ অঃ শান্তি।

দেব ও দানবের যুদ্ধে দানবেরা পরাভূত হইবার পর, কতকগুলি বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্পে মোহিত হওত দৈত্য-দিগের সাহায্যার্থে বদ্ধসন্নাহ হইলেন। ভূমণ্ডলে যাহারা ধর্ম্মের উচ্ছেদকরতঃ অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়, দেবগণ যেরূপ দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই উদ্ধতস্বভাব দুরাত্মাদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এস্থলে একটি ঐতিহাসিক চিত্র রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদিক ও অবৈদিকদিগের মধ্যে বিরোধ হইত, আর যেমন এস্থলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কোন কোন বৈদিক সম্প্রদায় অবৈদিক সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিত; এই সকল অংশ হইতে অসুর, দৈত্য, দানব যে অবৈদিকগণকে বলিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রাক্ষস।

আমরা এখন আর এক শ্রেণীর জীবের কথা আলোচনা করিব, ইহাদের সহিত শিশুকাল হইতে আমাদের পরিচয় আছে, ইহাদের নাম রাক্ষস। আমরা সকলেই রাক্ষস দেখিয়াছি, অন্ততঃ পুতুল-নাচের রাক্ষসের রূপ সকল শিশুতেই দেখিয়াছে। মহাভারতেও রাক্ষসদের রূপের বর্ণনা আছে।

মহাকায়ো মহাবেগো দারয়ন্নিব মেদিনীম্।
লোহিতাক্ষঃ করালশ্চ লোহিতশ্মশ্রুমূর্দ্ধজঃ॥

আকর্ণাদ্ ভিন্নবক্ত্রশ্চ শঙ্কুকর্ণো বিভীষণঃ।
ত্রিশিখাং ভ্রূকুটিং কৃত্বা সন্দশ্য দশনচ্ছদম্॥

৭।৮—১৬৩ অঃ আদি।

ঐ রাক্ষস (বক রাক্ষস) বৃহদাকৃতি ও মহাবেগবান্ ছিল, সে ভীমবাক্যে অতিশয় রোষপরবশ হইয়া ভূমি বিদারণ করিতে করিতে, যেখানে ভীম অছেন তথায় আগমন করিল। চক্ষু শ্মশ্রু ও কেশ সকল রক্তবর্ণ, মুখ কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং কর্ণ শঙ্কুর ন্যায় ছিল।

করালাঃ পিঙ্গলা রৌদ্রাঃ শৈলদন্তা রজস্বলাঃ।
জটিলা দীর্ঘসক্থাশ্চ পঞ্চপাদা মহোদরাঃ॥
পশ্চাদঙ্গুলয়ো রূক্ষা বিরূপা ভৈরবস্বনাঃ।
ঘণ্টাজালাববদ্ধাশ্চ নীলকণ্ঠা বিভীষণাঃ॥

১৩০।১৩১—৮ অঃ সৌপ্তিক।

করাল, পিঙ্গল, রৌদ্র, শৈলদন্ত, রজস্বল, জটিল, দীর্ঘসক্থ, পঞ্চপাদ, মহোদর, পশ্চাদঙ্গুলি, রূক্ষ, বিরূপ, ভৈরবস্বন, ঘণ্টাজালে আবদ্ধ, নীলকণ্ঠ, বিভীষণ। আর এক স্থলে রাক্ষসের রূপ—

লোহিতাক্ষো মহাবাহুরূর্দ্ধকেশো মহাননঃ।
মেঘসংঘাতবর্ষ্মা চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ॥

২—১৫৩ অঃ আদি।

মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ভীষণাকৃতি ক্ষুধাকুল হিড়িম্ব নামে ক্রূর এক রাক্ষস ছিল। ঐ পিশিতাশনের জঙ্ঘামূল ও জঠর অতিদীর্ঘ, নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ, শ্মশ্রু ও কেশ রক্তবর্ণ, বদন বিশাল দন্ত দ্বারা অতি ভয়ঙ্কর, গল ও স্কন্ধ বৃহৎ বৃক্ষের ন্যায় এবং কর্ণদ্বয় শঙ্কুতুল্য ছিল।

কৃষ্ণপক্ষে রাক্ষস হইতে ভয় হয়। ১১—১৬২ অঃ বন।

রাক্ষসেরা বনে বাস করে। ৩৩—১৫৩ অঃ আদি।

'হাঁও মাঁও খাঁও মানুষের গন্ধ পাঁও', রাক্ষসের মুখে এ ভয়ঙ্কর শব্দ সকলেই শুনিয়াছে; আজ বলিয়া নয়, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও রাক্ষসেরা ঐ কথা বলিত।

হৃষ্টো মানুষমাংসস্য মহাকায়ো মহাবলঃ।
মেঘসঙ্ঘাতবর্ম্মা চ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রোজ্জ্বলাননঃ।
আঘ্রায় মানুষং গন্ধং ভগিনীমিদমব্রবীৎ॥

৭—১৫২ অঃ আদি।

হিড়িম্ব রাক্ষস মহাকায়, মহাবলবান্, নিবিড় মেঘবর্ণ, তীক্ষ্ণদন্ত-বিশিষ্ট ও প্রদীপ্তমুখ সেই পিশিতাশন মনুষ্যগন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া ঊর্দ্ধাকৃতি অঙ্গুলিদ্বারা মস্তক কণ্ডূয়নপূর্ব্বক রুক্ষকেশ কম্পমান করতঃ অতি বিস্তৃত মুখ জৃম্ভন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নরমাংসভক্ষণের আশায় আহ্লাদে ভগিনীকে কহিল যে,—বহুকালের পর অদ্য আমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ষ্য বস্তু উপস্থিত হইয়াছে।

অসুর দৈত্যদিগের ন্যায়, রাক্ষস তপস্যা নষ্ট করে।

রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন।
অতুল্যবীর্য্যাণ্যতিরূপবন্তি বিঘ্নং সদা তপসশ্চিন্তয়ন্তি॥

১—১১৩ অঃ বন।

অনুপম বলশালী রাক্ষসেরা সাতিশয় রূপবন্ত হইয়া তাদৃশ অদ্ভুত দর্শনীয় রূপ প্রদর্শনদ্বারা তপোবিঘ্ন-মানসে নিরন্তর সঞ্চরণ করিয়া থাকে। কিঙ্কর নামে রাক্ষস বিশ্বামিত্রের অনুচর ছিল, সে বশিষ্ঠের শত পুত্র ভক্ষণ করে। ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ নিয়তই যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ-

দ্বেষ্টা, ধর্ম্মবিলোপকারী ছিল; ২৬—১৭৯ অঃ দ্রোণ। এক শ্রেণীর রাক্ষস ছিল, যাহাদের নাম ক্রোধবশ; ১১—১৫৩ অঃ বন।

যেমন রাক্ষস আছে, সেইরূপ রাক্ষসীও আছে। কৌণপা অর্থে করালাকৃতি রাক্ষস।

ইতি তীর্থানুসত্তারং রাক্ষসী কাচিদব্রবীৎ।
একরাত্রশয়ী গেহে মহোলূখলমেখলা॥ ৪৩—৪৪ অঃ কর্ণ।

"উলূখল নির্ম্মিত সুদীর্ঘ মেখলা-ধারিণী এক রাক্ষসী তীর্থানুসরণে উদ্যত কোন একব্যক্তির গৃহে একরাত্রি শয়ন করতঃ তাহাকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিল।" দেখা যাইতেছে যে, রাক্ষসীর মেখলা উলূখল-নির্ম্মিত ছিল। উলূখল যজ্ঞের একটি প্রধান সামগ্রী, রাক্ষসীটি ব্রাহ্মণ-দিগকে বলিতেছে,—ব্রাহ্মণ অপসদ। সে বাহীকদিগের কথা বলিতেছে; পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে বাহীকেরা দাসীপুত্র। কাহাদিগকে রাক্ষস বলিত?

অথাজগ্মুস্ততো রাজন্ রাক্ষসাস্তত্র ভারত।
তত্র তে শোণিতং সর্ব্বে পিবন্তঃ সুখমাসতে॥
২—৪৩ অঃ শল্য।

কিয়ৎকাল পরে তথায় রাক্ষসগণ সমাগত হইল। তাহারা আগত হইয়া শোণিত পানকরতঃ পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিল। ইহা হইল উপকথার রাক্ষস।

যে ব্রাহ্মণান্ প্রদ্বিষন্তি তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ।
আচার্য্যমৃত্বিজঞ্চৈব গুরুং বৃদ্ধজনং তথা।
প্রাণিনো যেঽবমন্যন্তে তে ভবন্তীহ রাক্ষসাঃ॥
২১।২২—৪৩ অঃ শল্য।

ইহলোকে যাহারা ব্রাহ্মণগণকে বিদ্বেষ করে, তাহারাই রাক্ষস হয়, যে সকল জীবেরা আচার্য্য, ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধজনকে অবজ্ঞা করে, তাহারাই রাক্ষস হইয়া থাকে।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলিতেছেন,—

মাং পাণ্ডবৈঃ সার্দ্ধমিতি তত্ত্বং মোহান্ন বুধ্যসে।
মন্যে ত্বাং রাক্ষসং ক্রূরং তথা চাসি তমোবৃতঃ॥

৩১—৬৬ অঃ ভীষ্ম।

তুমি যে মোহপ্রযুক্ত প্রকৃতার্থ জানিতে পারিতেছ না, ইহাতে আমি তোমাকে নিষ্ঠুর রাক্ষস মনে করিতেছি এবং তোমার মন তমোবৃত বোধ করিতেছি। উপরের শ্লোকে, মোহতমঃ শব্দের সহিত রাক্ষসের সম্বন্ধ আর এই সকল শব্দের গূঢ় তাৎপর্য্য সহজেই অনুমান করা যায়।

যেষাং নাগ্রভুজো বিপ্রা দেবতাতিথিবালকাঃ।
রাক্ষসানেব তান্ বিদ্ধি নির্ব্বিশঙ্কানমঙ্গলান্॥

৫৬—৯৮ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণ, দেবতা, অতিথি ও বালকসকল যাহাদিগের অগ্রভোজী না হয়, সেই নির্ব্বিশঙ্ক অমঙ্গলগণকে রাক্ষস জ্ঞান করিবে। এস্থলে ব্রাহ্মণ, দেবতাদিগের অসম্মানকারীদিগের প্রতি, নিন্দা অর্থে রাক্ষস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা পুর্ব্বে দেখিয়াছি—

পিশাচা রাক্ষসাঃ প্রেতা বিবিধা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।
প্রণষ্টজ্ঞানবিজ্ঞানাঃ স্বচ্ছন্দাচারচেষ্টিতাঃ॥

১৮—১৮৮ অঃ শান্তি।

এস্থলে পিশাচ, রাক্ষস, প্রেত, বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ইহারা এক

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ অজ্ঞান বা অবৈদিক। ব্রহ্মচরণ-সম্ভূত নৈঋর্ত ও যাতুধান নামক রাক্ষসগণ; ৫—১০০ অঃ উদ্। আমরা জানি ব্রহ্মার পাদদ্বয় হইতে শূদ্রগণ জন্মিয়াছিল।

মগধ ছিল বৌদ্ধদের দুর্গসদৃশ, সে স্থলে রাক্ষসীর উৎসব হইত; ১০—১৮ অঃ সভা। রাজ্যসকলমধ্যে রাক্ষসগণ হইতে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে; ১৭—৪০ অঃ শল্য। এস্থলে রাক্ষস অর্থে ব্রাহ্মণ-শত্রু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; রাবণ, দানব ছিল ও রাক্ষস ছিল। সেই রাবণের নাম দেব- ও ব্রাহ্মণ-কণ্টক; ৬—৫৭ অঃ দ্রোণ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, নহুষের নাম ব্রাহ্মণ-কণ্টক; ২৩—৭৬ অঃ অনু। পুলস্ত্য রাবণের পূর্ব্ব পুরুষ, তিনি রাক্ষস ছিলেন। রাক্ষসদিগের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত পুলস্ত্য পুলহ প্রভৃতি প্রজাপতিগণ পরাশরকে অনুনয় করেন; ৯—১৮১ অঃ আদি। যজ্ঞ ও তীর্থ দর্শন অপেক্ষা মানসিক গুণ অধিকতর প্রশস্ত ইহাই পরাশর বলিতেন—৮২অঃ বন।

ন চাশিষ্যায়াব্রতায়োপকুর্য্যান্নাশ্রদ্দধানায় ন বক্রবুদ্ধয়ে।
গুহ্যোহ্যয়ং সর্ব্বলোকস্য ধর্ম্মো নেমং ধর্ম্মং যত্রতত্র প্রজল্পেৎ॥
সন্তি লোকে শ্রদ্দধানা মনুষ্যাঃ সন্তি শূদ্রা রাক্ষসমানুষেষু।
এষামেতদ্দীয়মানং হ্যনিষ্টং যে নাস্তিক্যং চাশয়ন্তেহল্পপুণ্যাঃ॥

২৩—৭৬ অঃ অনু।

যে ব্যক্তি শিষ্য নহে এবং যে ব্রত ধারণ করে নাই আর যে মানব শ্রদ্দধান নহে, যে বক্রবুদ্ধি, তাহাদিগের নিকট এই ধর্ম্মবিষয় কীর্ত্তন করিবে না। এধর্ম্ম সমস্ত লোকেরই গোপনীয়, অতএব যে-সে স্থানে এই ধর্ম্ম জল্পনা করা কর্ত্তব্য নহে। এই লোকে অনেক শ্রদ্দধান মানব আছেন, এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও রাক্ষস

আছে ; যাহাদিগকে ইহা দান করিলে অনিষ্ট হয়, এবং যে সমস্ত অল্প-পুণ্য লোকে নাস্তিকতা আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাদিগের নিকট ইহা কীর্ত্তন করিবে না।

রাক্ষসগণ মুনিদিগকে বলিল,—

বয়ং হি ক্ষুধিতাশ্চৈব ধর্ম্মাদ্ধীনাশ্চ শাশ্বতাৎ।
ন চ নঃ কামকারোঽয়ং যদ্বয়ং পাপকারিণঃ॥

১৯—৪৩ অঃ শল্য।

আমরা ক্ষুধিত ও শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত ; এস্থলে রাক্ষসেরা যে অবৈদিক তাহা তাহারা নিজ মুখে পরিচয় দিতেছে। বাল্যকালে দুর্য্যোধন রাক্ষসী বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি অত্যাচার করিত ; ৭৯—৯৫ অঃ আদি। ঘটোৎকচ রাক্ষস বিহগসদৃশ বলশালী (অর্থাৎ দ্বিজ অথবা ব্রাহ্মণ-তুল্য বলশালী) ২৪—১৪৪ অঃ বন। কেবল অবৈদিকদিগকে রাক্ষস বলিত এমন নহে। অবৈদিক সম্প্রদায় এমন কি অবৈদিক ভাব, ইহাদিগকেও রাক্ষস সাজাইত। চার্ব্বাক ব্রহ্মরাক্ষস ছিল, বৃহস্পতি, নাস্তিক ও লোকায়ত এই তিন প্রকার মতকে চার্ব্বাক মত বলিত। কল্পনাবলে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণ-রূপধারী রাক্ষস বানাইয়া চার্ব্বাক ব্রহ্মরাক্ষস সৃজিত হইয়াছে।

উপরে উদ্ধৃত অংশ হইতে রাক্ষস কাহাদিগকে বলিত সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কল্পনাপ্রসূত ক্রূরস্বভাব এক বীভৎসাকৃতি জীবকে রাক্ষস নাম দিয়া অবৈদিকগণকে ঐ ঘৃণাব্যঞ্জক রাক্ষস নাম দেওয়া হইয়াছিল। আমরা পাপরাক্ষস অর্থে পাপরূপ রাক্ষস দেখিতে পাই ; ৩৩—৯০ অঃ শান্তি।

যাহার মুখে পর-পীড়ন-বাক্যরূপ রাক্ষস নিবদ্ধ আছে ; ৯—৮৭

অঃ আদি। পুরুষাকৃতি ভৌম রাক্ষসের উল্লেখ আছে ; ৮—৯০ অঃ আদি। এই হইল একপ্রকার রাক্ষস, কিন্তু অন্য প্রকার রাক্ষসও আছে। কুবেরের অনুচর যে রাক্ষসেরা ছিল, তাহাদের মধ্যে রৌদ্র ও মিত্র রাক্ষস উভয়ই ছিল ; ১০—১৩৯ অঃ বন। আমরা ধীমান্ রাক্ষসেন্দ্র দেখিতে পাই ; ২০—১৭০ অঃ শান্তি। ইন্দ্র বিরূপাক্ষ রাক্ষসকে অভিনন্দন করিতেছেন ; ১৩—১৭৩ অঃ শান্তি। কুবেরের আদেশে রাক্ষসগণ দ্বিজগণকে রক্ষা করিয়াছিল ; ১৬—১৬২ অঃ বন।

একস্থানে দেখিতে পাই যক্ষ, রাক্ষস প্রভৃতি সকলেই ধীসম্পন্ন ; ৬১—১৭০ অঃ আদি। রাক্ষসেরা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করে।

তং গন্ধর্ব্বাণামপ্সরসাঞ্চ নিত্যমুপতিষ্ঠন্তে বিবুধানাং শতানি।
তং রাক্ষসাশ্চ পরিসংবদন্তি রায়স্পোষঃ স বিজিগীষুরেকঃ॥

১৫—১৫৮ অঃ অনু।

গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, শত শত বিবুধগণ নিয়ত ইঁহাকে উপাসনা করেন, রাক্ষসগণ ইঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) কীর্ত্তন করিয়া থাকে, ইনিই একমাত্র ধনপোষক এবং বিজিগীষু। রাক্ষসেরাও ধর্ম্মজ্ঞ ; ৩১—১৫৮ আদি। তাহারা স্বর্গে গমন করে ; ২৯—৪৩ অঃ শল্য। তাহারা মন্ত্রণাধ্যক্ষ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ; ৩···৫—১৭১ অঃ শান্তি।

রাক্ষসের পুরোহিত আছে ; ১৬—১৭২ অঃ শান্তি। রাক্ষসেরা ধর্ম্ম সমবেক্ষণ করে ; ১২—১৫৭ অঃ বন। এমন কি তাহারা ধর্ম্মের মূলস্বরূপ ; ১৪—১৫৭ অঃ বন। রাক্ষসদিগের মধ্যে যেরূপ ভাল মন্দ ছিল, সেই ভাব আমরা পূর্ব্বে অসুর ও দৈত্য দানবদিগের মধ্যেও দেখিয়াছি। অবৈদিকদিগের মধ্যে গুণবান্ এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি থাকিতে পারে, তখন পর্য্যন্তও বৈদিকগণ স্বীকার করিত।

হিন্দুসমাজের ইতিহাস।

পিশাচ।

রাক্ষস হইতে পিশাচ বহুদূরে নয়, উভয়ের আকৃতি, আচার-ব্যবহার প্রায়ই এক প্রকার। বৈদিকেরা কাহাদিগকে পিশাচ বলিত তাহা বুঝা কঠিন নয়।

বহিশ্চ নাম হীকশ্চ বিপাশায়াং পিশাচকৌ।
তয়োরপত্যং বাহীকা নৈষা সৃষ্টিঃ প্রজাপতেঃ॥

৪১—৪৪ অঃ কর্ণ।

বিপাশা নদীতীরে বহি ও হীক নামে দুই পিশাচ পিশাচী থাকিত, বাহীকেরা তাহাদিগের অপত্য, ইহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে। সেই নিকৃষ্টযোনি বাহীকেরা কি প্রকারে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম সমস্ত জানিবে?

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি বাহীকেরা দাসীপুত্র। অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ ভিন্ন অনেক প্রকার কল্পিত জীব আছে। যক্ষ, রক্ষ (কোন স্থানে রক্ষ ও রাক্ষস এক কথা, কোন স্থানে ভিন্ন), নাগ, পন্নগ (কোন স্থানে নাগ, পন্নগ এক কথা, কোন স্থানে ভিন্ন), পিশাচ, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর বিদ্যাধর প্রভৃতি অসংখ্য আকাশবাসী অন্তরীক্ষচর জীবের কল্পনা আছে।

ভূত, প্রেত, প্রমথ, বিনায়কগণ প্রভৃতি আরও এক শ্রেণীর কল্পিত প্রাণী আছে; কি কারণে ও কি মূল অবলম্বন করিয়া এই সকল জীব কল্পিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না, সে সম্বন্ধে বিচারেও আমাদের প্রয়োজন নাই। অবৈদিকদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিতে ও তাহাদিগকে রৌদ্র ও বীভৎসমূর্ত্তি প্রদান করিতে বৈদিকেরা যে সকল শব্দ প্রধানতঃ ব্যবহার করিতেন, তাহা আমরা

উপরে দিয়াছি। অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস কোথাও বা একই শব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোথাও বা পৃথক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহার কারণ এখন আমরা বুঝিতে পারি না; তবে সকল শব্দগুলিই ঘৃণা প্রকাশ করিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

আমাদের পক্ষে স্মরণ রাখিবার বিষয় যে, শূদ্র, দাস, চোর, তস্কর, দস্যু, নিষাদ, চাণ্ডাল, ম্লেচ্ছ, অসুর, দৈত্য, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রেত, বিনায়কগণ, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, গুহ্যক—এ সকল শব্দই বৌদ্ধ অথবা অবৈদিক বেদ, ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ বিদ্বেষীদিগের প্রতি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণ ব্যবহার করিতেন। ব্রাহ্মণগণ মনে যে ভাব লইয়া অবৈদিকগণের প্রতি এই সকল ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দ ব্যবহার করিতেন, তাহার ফল স্মৃতিতে আমরা দেখিব, আর সেই ফল আজও আমরা ভোগ করিতেছি।

ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব।

যে সকল উপাদান উপরে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা হইতে খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যায়। এক সহস্র বৎসর বৌদ্ধ ও অপরাপর অবৈদিকদিগের সহিত বিরোধ-ফলে পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজ এককালে ধ্বংস না হ'ক্, চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল; সে কথা বৈদিকধর্ম্ম সম্বন্ধেও খাটে, তাহা পরে দেখিব। সকল বিপ্লবে ভাঙ্গে ও গড়ে, বৌদ্ধদিগের সহিত বিবাদের ফলে হিন্দুসমাজ কেবল ভাঙ্গিয়াছিল, গঠিত হয় নাই। পূর্ব্বে চতুর্ব্বর্ণ লইয়া হিন্দুসমাজ ছিল, সে চতুর্ব্বর্ণ আর গঠিত হইল না;

দুই বর্ণ মাত্র রহিল, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, যাহাদের নাম হইল শূদ্র; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের কথা পরে দেখিব।

এই বিপ্লবের সম্বন্ধে আরও কিছু না বলিলে সে সময়কার অবস্থা ও তাহার পরে কি ঘটিয়াছিল তাহা বুঝা যাইবে না। ব্রাহ্মণ কে? কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিত? বৈদিক মতানুসারে "আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ" সকল ব্রাহ্মণ অগ্নির সন্ততি; অগ্নি শব্দে বেদ উপলক্ষিত। অপর পক্ষে সন্ন্যাসীরা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিতেছিলেন; ২২—৫৫ অঃ সভা। তাঁহারাও শ্রুতির প্রমাণ দিতেন।

অব্রাহ্মণোঽপি মুমুক্ষৌ ব্রহ্মবিদ্বাচি ব্রাহ্মণশব্দপ্রয়োগঃ
শ্রুতৌ অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণ ইতি ॥

১৯—১৮০ অঃ বন (টীকা)।

আবার যোগিগণ বলিতেন ব্রাহ্মণ অর্থে "হার্দাকাশাখ্য ব্রহ্মবিদি" ১৯—৩৪ অঃ অনু। বৈদিকেরা বলিতেন—আচার এব ব্রাহ্মণ্যনিশ্চয়ে হেতুঃ বেদপ্রামাণ্যাৎ। ৩৩—১৮০ অঃ বন (টীকা)।

উপরে দেখিয়াছি অসংখ্য উপায়ে তখন লোক ব্রাহ্মণ হইতেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-স্ত্রীলোক বিবাহ করিত। এ প্রথা কত শত বৎসর চলিয়াছিল কেহ বলিতে পারেন না। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা-গর্ভজাত সন্তানেরা ব্রাহ্মণ হইত; কেবল শূদ্রাণী-গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইত না। ইঁহার অনুরূপ এখন আমরা আমেরিকাতে দেখিতে পাই। শ্বেতকায় আমেরিকান কৃষ্ণকায় নিগ্রোকে কখন বিবাহ করে না; যদিও কোন শ্বেতকায় পুরুষ কখনও বিবাহ করেন, কোন নিগ্রো পুরুষ শ্বেতকায় স্ত্রীলোককে কখন বিবাহ করে না, করিলে তাহার পক্ষে বিষম বিপদ্ ঘটে। আমাদের দেশেও এক সময়ে ইহার অনুরূপ

ঘটিয়াছিল, ব্রাহ্মণ যদিও বৌদ্ধ স্ত্রীলোককে বিবাহ করিত, কোন বৌদ্ধ কখন ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিতে পারিত না ; করিলে তাহাদের সন্তান চণ্ডাল অর্থাৎ বৈদিক সমাজের বহির্ভূত হইত। বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। বৈশ্য পুরুষ শূদ্রাণী বিবাহ করিলে তাহাদের পুত্র কন্যা বৈশ্য হইত, ঐ বৈশ্যা কন্যাকে যদি ব্রাহ্মণে বিবাহ করিত তাহা হইলে উপরে কথিত নিয়ম অনুসারে তাহাদের সন্তান ব্রাহ্মণ হইত। আরও একপ্রকার নিয়ম ছিল, যদি কোন ব্রাহ্মণ যে বর্ণেরই হউক না কেন, কোন অনাথ বালক প্রতিপালন করিত ও তাহার ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার করিত সেই বালক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত।

কেবল সংযমফলে লোকে ব্রাহ্মণ হইত, যজ্ঞ করিলে ব্রাহ্মণ হইত, লোকে বলিত আমি ব্রাহ্মণ এই বলিয়া লোকে ব্রাহ্মণ হইত ; চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ হইত, সদাচারসম্পন্ন হইলে লোকে ব্রাহ্মণ হইত, অধ্যয়ন ও যুক্তি ফলে ব্রাহ্মণ হইত, এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধদিগের ব্রাহ্মণ হইবার একটি সহজ উপায় ছিল, তখন বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত বৌদ্ধ কিংবা অবৈদিকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই শ্রেণীর লোকেরা অগণিত সংখ্যায় যোগপথ অবলম্বন করিতেছিল ও তাহার ফলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছিল। এই সন্ন্যাসীরা, ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিত, অনেকস্থলে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী থাকিত, তাহাদের সন্ততি ব্রাহ্মণ হইত। এই সকল একত্রিত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধযুগের শেষে, দেশ হইতে বর্ণবিভাগ এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। কোন কোন স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক চতুর্ব্বর্ণ দেখা যাইত, দেশের সেই অংশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত।

ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও নানাপ্রকার ভেদ ছিল—

দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥ ২—৬ অঃ উদ্।

দ্বিজাতিবর্গের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞগণের মধ্যে সিদ্ধান্তজ্ঞ, সিদ্ধান্তজ্ঞদিগের মধ্যে কর্ম্মকর্ত্তা এবং কর্ম্মকর্ত্তৃদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞেরাই শ্রেষ্ঠ হন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-ভেদে ব্রাহ্মণ দুই প্রকার; ৪০—১৯৯ অঃ শান্তি। আমরা তিন প্রকার নিঃস্ব ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিতে পাই; বেদান্তগ, সাধু এবং অব্রাহ্মণ; ৩—১৬১ অঃ শান্তি। আমরা স্বকর্ম্মনিরত ও নিষিদ্ধকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ দেখি; ১—৭৬ অঃ শান্তি। আমরা "ব্রাহ্মণ প্রকৃত ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অনুষ্ঠায়ী" দেখি; ২৫—৮৪ অঃ উদ্। বেদে অজ্ঞ দ্বিজ; ৬—২৩৫ অঃ শান্তি। স্বধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণ; ৬—২৬২ অঃ শান্তি।" যাবতীয়গণের মধ্যে মনুজ ব্রাহ্মণগণ সাঙ্গবেদ ধারণ করিলেন; ১৫—৭৫ অঃ আদি। আর ব্রাহ্মণরূপে অবৈদিক ব্রহ্মরাক্ষস তাহাও দেখিতে পাই; ১২—৯২ অঃ অনু। যে সকল দ্বিজ জ্ঞানান্বিত তাহারাই দেব, অন্য ব্রাহ্মণনামধারিগণ অসুর; ২৩—২৩৬ অঃ শান্তি। আমরা বসিষ্ঠপ্রভৃতি-বংশীয় ব্রাহ্মণ (৭—২৬ অঃ বন), মধ্যদেশবাসী ব্রাহ্মণ (৪৬—১৬৮ অঃ শান্তি) দেখিতে পাই। অত্রিগোত্র ব্রাহ্মণের বিশিষ্টতা আমরা সংহিতাতে দেখিতে পাই। পূর্ব্বে আমরা পতিত, দূষিত, অভিশপ্ত ব্রাহ্মণের চিত্র দেখিয়াছি।

তখন দেশে ঘোর গৃহবিবাদ চলিতেছে, বৈদিক ও বৌদ্ধদিগের সহিত বিরোধ ছিল, তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিরোধ হইত, বেদবল ও ক্ষত্রিয়বল পরীক্ষা হইতেছিল। ব্রাহ্মণ যুদ্ধ করিত, ভীষ্ম ক্ষত্রিয়

ছিলেন, পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও তাঁহার গুরু, তথাপি উভয়ে যুদ্ধ করিতেছেন। ভীষ্ম বলিলেন—

প্রহারে ক্ষত্রধর্ম্মস্থ যং ত্বং রাম সমাশ্রিতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ত্বং হি যাতি শস্ত্রসমুদ্যমাৎ॥

২৫—১৮১ অঃ উদ্।

হে রাম! আপনি যে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন আমি তাহারই প্রতি প্রহার করিতেছি, যেহেতু শস্ত্রোদ্যম করিলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

আবার কখন কখন ব্রাহ্মণ নিজেই বলিত "দশ শ্রোত্রি সমরাজা" ৩১—৪১ অঃ আদি। অর্থাৎ দশজন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ একজন ক্ষত্রিয়ের সমান। আবার বলিত, 'ব্রহ্ম বর্দ্ধয়তি ক্ষত্রং ক্ষত্রতো ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।' ৩২—৭৩ অঃ শান্তি। ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মতেজ দ্বারা রক্ষিত হইয়াই ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করেন।

সংস্পৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষত্রং ক্ষত্রেণ ব্রহ্ম সংহিতম্।

১৯—৮১ অঃ আদি।

দেবযানী যযাতিকে কহিলেন,—ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের সহিত ব্রাহ্মণ সংস্পৃষ্ট আছে। আবার দেখিতে পাওয়া যায় "ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শূদ্র বৈশ্য ইহারা মিলিত হইয়া হৈহয় ক্ষত্রিয়দিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করে"; ৫—১৫৫ অঃ উদ্। বসিষ্ঠের আশ্রমে নন্দিনী অর্থাৎ বেদ, ম্লেচ্ছ সৈন্য সৃজন করিয়াছিল, তাহারা বেদ-অপহরণকারী বিশ্বামিত্রের সৈন্যদিগকে পরাভূত করে। আবার দেখিতে পাই—

তথৈব পৃথিবীং লব্ধ্বা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
সংশ্রিতা দানবানাং বৈ সাহায্যার্থং দর্পমোহিতাঃ॥

২৮—৩৩ অঃ শান্তি।

রাজলক্ষ্মীর নিমিত্ত দেবাসুরের যুদ্ধ হয়, ঐ সময় কতকগুলি বেদপারগ ব্রাহ্মণ পৃথিবী লাভ করিয়া দর্পে মোহিত হওতঃ দৈত্যদিগের সাহায্যার্থে বদ্ধসন্নাহ হইলেন। পূর্ব্বে আমরা পতিত ব্রাহ্মণের যথেষ্ট উল্লেখ পাইয়াছি।

সে সময়ে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দেশমধ্যে ছিল না বলিলেও চলে। পুরাতন ক্ষত্রিয়গণের বংশধরগণ হয়ত কোথায় দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু নূতন ক্ষত্রিয়জাতি গঠনের ইঙ্গিত আমরা অসংখ্যস্থানে দেখি। তখন ক্ষত্রিয়দের সদৃশ যুদ্ধজীবী আর এক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, তাহারা হইলেন রাজপুত্র বা রাজপুত। অসংখ্য স্থলে দেখি ক্ষত্রিয় শব্দে অবৈদিক হইয়াছে। আর কোথায় বা দেখি শকযবনাদি জাতিগণ, যাহাদের অবৈদিকতাসম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না, তাহাদের নাম ক্ষত্রিয় হইয়াছে। ৫ম ৬ষ্ঠ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে দুই প্রকার লোক ছিল, একদল ব্রাহ্মণ, অন্যদল ব্রাহ্মণেতর, যাহাদের শূদ্র প্রভৃতি অগণিত নাম আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। শীঘ্র দেখিব, সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যায় চতুর্ব্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যাইত। তদ্ভিন্ন আর সকল স্থানেই অধিকাংশ অবৈদিকদিগের বাস ছিল আর তাহাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যায় ব্রাহ্মণ থাকিত, এই সকল দেশকে ম্লেচ্ছ দেশ বলিত; যে দেশে কেবল দুই বর্ণ বাস করে তাহার নামও ম্লেচ্ছ দেশ।

দেশ মধ্যে কি ভাবে ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব চলিতেছিল তাহা বুঝিতে মহাভারতমধ্যে যথেষ্ট উপাদান পাওয়া যায়। প্রথমে সমাজ-বিপ্লবের চিত্র দেখা যাক্, মনে রাখিতে হইবে দেশে যে বিরোধ চলিতেছিল তাহা কেবল ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের সহিত, তাহা নয়; ব্রাহ্মণদের সহিত ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের বিবাদ চলিতেছিল, দেশ হইতে উন্মূলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সমাজ পুনঃ স্থাপন করিতে ব্রাহ্মণেরা তখন চেষ্টা করিতেছেন; ২৩—১৯ অঃ শান্তি।

স্বধর্ম্মপরিত্যাগী মানবকে হত্যা করিবে। যাহারা যজ্ঞবিহীন ও তপস্যাবিহীন তাহাদিগের সহিত সহবাস করিও না; ২৫—১০৯ অঃ শান্তি। পাপাচার ও অধার্ম্মিক ব্যক্তিকে বধ করিলে পাপ হয় না; পুত্রই হউক বা ভৃত্যই হউক প্রমাণকে অপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে শাসন বা বধ করিবে; ১...৭—৩২ অঃ শান্তি। ধর্ম্ম-লোপকারীদিগকে রাজা দণ্ড দিবেন; ৮—৩২ অঃ শান্তি।

"ভূমণ্ডলে যাহারা ধর্ম্ম উচ্ছেদকরতঃ অধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয় তাহা-দিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য।" তখন শূদ্র ও বৈশ্যগণ স্বেচ্ছাচারী হইয়া ব্রাহ্মণনারীতে নিরত হইয়াছিল; ৬৯—৪৯ অঃ শান্তি। রাজা না থাকিলে ধর্ম্ম নিমগ্ন ও বেদসকল বিলুপ্ত হইত; ২১—৬৮ অঃ শান্তি। অসাধু লোকে হব্যকব্যাদি বিলোপ করে; ১০—৮ অঃ শান্তি। দণ্ড রক্ষা না করিলে বেদ-অধ্যয়ন হইত না; ৩৭—১৫ অঃ শান্তি। বর্ণদূষক ব্যক্তিদিগকে দণ্ড করিবে; ৩১—৫ অঃ আশ্রম-বাসিক। অতিবাদদ্বারা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়; ১৪—২৮ অঃ অনু।

অনার্য্যগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাব ও চেষ্টা-সমন্বিত মানবকে সঙ্কর-যোনিজ জানিবে, আর সজ্জনাচরিত কর্ম্মদ্বারা যোনিশুদ্ধতা বিজ্ঞাত

হইবে ; ৪০—৪৮ অঃ অনু। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বিরোধবশতঃ কুল সঙ্কর হয় ; ১২—৫৫ অঃ অনু। অশ্রদ্দধান, অহঙ্কৃত, ব্রহ্মহত্যাকারী (ব্রাহ্মণ-পীড়নকে ব্রহ্মহত্যা বলিত), গুরুতল্পগামী ইহদের সহিত সম্ভাষণ করিবে না ও ইহাদের নিকট ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে না ; ৬—১৩০ অঃ অনু। তাহারা (অপরধর্ম্মবিদ্বেষী স্বল্পবিজ্ঞানসম্পন্ন নরগণ) বেদবিৎ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করে না ; ৫৮—১৪৫ অঃ অনু।

ধর্ম্মস্ত হ্রিয়মাণস্ত বলবদ্ভির্দুরাত্মভিঃ।
সংস্থা যত্নৈরপি কৃত্বা কালেন প্রতিভিদ্যতে॥

১১—১৬২ অঃ অনু।

বলবন্ত দুরাত্মগণকর্ত্তৃক হ্রিয়মাণ ধর্ম্মের সংস্থিতি সাধু লোকেই করিয়াছেন। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কার্য্য এবং শমদমাদি বিষয়ে নিষ্ঠাবন্ত বেদবিদ্যাশালী ব্যক্তিগণ অতি দুর্লভ ; ২—২১২ অঃ শান্তি।

যে চাত্র প্রচলিতধর্ম্মকামবৃত্তাঃ ক্রোশন্তঃ সততমনিষ্টসম্প্রয়োগাঃ ; ২৭—৩২১ অঃ শান্তি। এই জগতে লোকে প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি স্বেচ্ছাচার করে। পূর্ব্বে এক শৃগালের কথা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, শৃগাল বলিল, 'আমি পূর্ব্বজন্মে বেদনিন্দুক, পুরুষার্থ-বিবর্জ্জিত, নিরর্থক আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অনুরক্ত কুতর্কপরায়ণ, নাস্তিক, পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ছিলাম ; ৪৭...৪৯—১৮০ অঃ শান্তি। আমরা প্রাচীন ও ইদানীন্তন পণ্ডিতের উল্লেখ দেখিতে পাই ; ২—২১৩ অঃ শান্তি। জনক রাজার সদনে নানাবিধ উপাসনামার্গ-প্রদর্শক এবং লোকায়ত প্রভৃতি পাষণ্ডগণের তিরস্কারী শত শত আচার্য্য সতত বসতি করিতেন ; ৪—২১৮ অঃ শান্তি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারা যজ্ঞাবশিষ্ট মদ্য মাংস দেবতাকে

অর্পণ করিয়া ভক্ষণ করিত; ১...১২—২২১ অঃ শান্তি। কলিযুগে সকলেই যজ্ঞ হইতে বিমুখ হইয়াছে; ৬৪—২৩১ অঃ শান্তি। কলি-যুগে নিখিল বেদসমুদয় কচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে, সর্ব্বত্র বিলোকিত হয় না; কেবল অধর্ম্ম দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া যজ্ঞ ও বেদসকল উৎসন্ন হইতেছে; ৬৮—২৩১ অঃ শান্তি। কোন অংশে বিরুদ্ধ সদাচার দ্বারা মোহিত, শাশ্বত বৈদিক ধর্ম্ম অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে এই নিমিত্ত বিদ্যাবান্ই হউন, জিতেন্দ্রিয়ই হউন, আর কামক্রোধ-বিজয়ী বলবান্ই হউন, সকল ব্যক্তিই ধর্ম্মবিষয়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন; ২০—২৩১ অঃ শান্তি। যজ্ঞ না করিলে বা যজ্ঞের নিন্দা করিলে নাস্তিক হয়, সেই কারণে অহিংসাত্মক নিষ্কাম যজ্ঞ করিবে; ৩৪—২৬২ অঃ শান্তি।

আমরা ইন্দ্রোত মুনির উপাখ্যানে দেখিতে পাই, সে প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত ছিল, পরে ব্রাহ্মণশত্রু হয়; ৫—১৫১ অঃ শান্তি। প্রিয়-তম পুত্র পতিত হইলে পিতামাতা তাহাকে পরিত্যাগ করে; ১৪৬—১৩৮ অঃ শান্তি। ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিলে স্বজাতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়; ৬—১৫১ অঃ শান্তি। পতিতকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে না; ১৮—১৫১ অঃ শান্তি।

আমরা বিরুদ্ধশাস্ত্র-দর্শনকারীদিগের উল্লেখ পাই; ১০—১৬৩ অঃ শান্তি। পূর্ব্বে আমরা ম্লেচ্ছাচার্য্য, মহর্ষি যবন দেখিয়াছি, দেশ অরাজক হইলে যজ্ঞ নষ্ট হয়; ২১—৭২ অঃ শান্তি। জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধীন; ২২—৭৪ অঃ শান্তি। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—আমি যে ধর্ম্মের নিমিত্ত রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলাম রাজ্যমধ্যে সে ধর্ম্ম নাই; ১৫—৭৫ অঃ শান্তি। দেশকাল ব্যতিক্রম হইলে দেশকাল-অনুসারে ধর্ম্মেরও ব্যতিক্রম হয়;

৩২—৭৮ অঃ শান্তি। এই সংসারে প্রবর্ত্তমানা সেই বেদবিদ্যার প্রতি যেসমস্ত দস্যুগণ পরিপন্থী হয়, তাহাদিগের বিনাশার্থই ব্রহ্মা ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন; ৮—৮৯ অঃ শান্তি। অসাধুগণের প্রতি হিংসা কর্ত্তব্য; ৪—১৩৬ অঃ শান্তি। ব্রাহ্মণের নিমিত্ত রাক্ষসগণকে দেহ দানপূর্ব্বক রণানলে প্রাণত্যাগ করিলে তোমার (চণ্ডালের) মোক্ষ হইবে; ২৭—১০১ অঃ অনু। ধর্ম্ম সঙ্কর উচিত নহে; ৬০—১৪১ অঃ শান্তি।

আমরা বলপ্রয়োগ-পূর্ব্বক ধর্ম্মস্থাপনের কথা পাই এবং যাহারা ধর্ম্মে বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শনও দেখিতে পাই; ৩—১৫০ অঃ শান্তি। অসির নাম অধর্ম্মবারণ অসি; ৪৬—১৬৬ অঃ শান্তি। যখন পাপ (কলি) নিবারিত না হয়, তখন ব্রতবান্ দ্বিজাতিগণ দেবতাকে জানিতে পারেন না, এবং বিপ্রগণ যজ্ঞবিস্তার করিতে সমর্থ হয় না; ১১।১২—৯০ অঃ শান্তি। চণ্ডাল বিশ্বামিত্রকে বলিতেছে,—বিহিত ধর্ম্ম বিজ্ঞাত হইয়া ধর্ম্মসঙ্কর করা আপনার কর্ত্তব্য নহে; ৬০—১৪১ অঃ শান্তি। আপৎকালে বিধর্ম্মাবলম্বন বিধিসিদ্ধ হইয়াছে; ২৮ অঃ উদ্।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি,—

পুত্রো বা যদি বা ভ্রাতা পিতা বা যদি বা সুহৃৎ।
অর্থস্য বিঘ্নং কুর্ব্বাণা হন্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা॥

৪৭—১৪০ অঃ শান্তি।

পিতা, ভ্রাতা, পুত্র অথবা সুহৃদ্‌জন যদি অর্থের বিঘ্ন করে, তবে ঐশ্বর্য্য-অভিলাষী ব্যক্তির তাহাদিগকেও বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। গুরু যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না জানিয়া গর্ব্বিত ও উৎপথগামী হন, তবে

তাঁহার দণ্ডরূপ শাসন বিহিত হয়। লোকে দেবতা ত্যাগ করিয়া ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি ন্যস্ত করতঃ তাহার পূজা করে; ৬৫—১৯০ অঃ বন। অশিষ্টদিগের নিগ্রহ ও শিষ্টদিগের পালন কর্ত্তব্য; ৪—১৮০ অঃ আদি। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই; ১৮—৩১ অঃ বন।

লুব্ধঃ ক্রূরস্ত্যক্তধর্ম্মা নিকৃতিঃ শঠ এব চ।
ক্ষুদ্রঃ পাপসমাচারঃ সর্ব্বশঙ্কী তথালসঃ॥

৬—১৬৮ অঃ শান্তি।

যাহারা লুব্ধ, ক্রূর, ধর্ম্মত্যাগী, ধূর্ত্ত, শঠ, ক্ষুদ্রাশয়, পাপাচার, সর্ব্বশঙ্কী, অলস, দীর্ঘসূত্র, অনৃজু ইত্যাদি, এইরূপ লোকের সহিত মিত্রতা করা উচিত নহে।

হীনে পরমকে ধর্ম্মে সর্ব্বলোকাভিলঙ্ঘিতে।
অধর্ম্মে ধর্ম্মতাং নীতে ধর্ম্মে চাধর্ম্মতাং গতে॥ ইত্যাদি;

১০০৮—১৪১ অঃ শান্তি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—পিতামহ! পরম ধর্ম্ম নষ্টপ্রায় ও সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত হইলে অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় হইলে, মর্য্যাদা বিনষ্ট, ধর্ম্ম নিশ্চয় ক্ষুভিত ও লোকসকল ভূপাল বা দস্যুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, আশ্রমবাসিগণ মোহাচ্ছন্ন এবং কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইলে, লোভ, মোহ, কামবশতঃ সকলেই ভয় দর্শন করিলে, জীবমাত্রেই নিয়ত অবিশ্বস্ত হইলে, অবমাননা দ্বারা হন্যমান হইয়া সকলেই পরস্পর বঞ্চনা করিতে থাকিলে, দেশসকল প্রদীপ্ত ও ব্রাহ্মণগণ পীড়িত হইলে, পর্জ্জন্য বর্ষণে বিরত, পরস্পর ভেদ সমুত্থিত

এবং পৃথিবীতে যে সমুদয় উপজীব্য বস্তু আছে, তৎসমুদয় দস্যুসাৎ হইলে, এই জঘন্য আপৎকালের সমাগমে যে ব্রাহ্মণ দয়াবশতঃ পুত্রপৌত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিতে অশক্ত, তিনি কি প্রকারে জীবনযাপন করিবেন এবং লোকসকল পাপাচার হইলে যে রাজা দয়াবশতঃ পুত্রপৌত্র প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছু অথচ ব্রাহ্মণকে পালন করিতে অশক্ত, তিনি কি প্রকারে অবস্থান করিবেন, এবং কি রূপেই বা ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে ভ্রষ্ট না হন, হে শত্রু-তাপন! আপনি আমাকে তাহাই বলুন।

বিধর্ম্মী লোক সকল আশ্রমস্থ লোকদিগকে (বৌদ্ধদিগের মধ্যে চতুরাশ্রম ছিল না) বিদ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল; ৬৫—২২৮ অঃ শান্তি। নাস্তিক্যবশতঃ পৈতৃক দায়ার্হ, ভ্রাতৃগণ প্রদানে অস্বীকৃত হইল। শূদ্রসকল তপস্যা আরম্ভ করিল, বেদবিৎ ব্যক্তিগণ কৃষিকার্য্য করিতে লাগিল; ৬৯...৭৫—২২৮ শান্তি। দৈত্য বিরোচন বলিতেছেন—

অস্মাকং খল্বিমে লোকাঃ কে দেবাঃ কে দ্বিজাতয়ঃ। ৯—৩৫ অঃ উদ্। যাবতীয় লোক সমস্ত আমাদিগেরই অধিকৃত, আমাদিগের নিকটে দেবতারাই বা কে, আর ব্রাহ্মণেরাই বা কে।

তখন হইয়াছে—

ন কশ্চিৎ কস্যচিচ্ছ্রোতা ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ গুরুঃ॥ ৪৭—১৯০ অঃ বন। কেহ কাহারও সকাশে শ্রোতা হইবে না, কেহ কাহারও গুরু হইবে না।

সকল আশ্রম ও ধর্ম্ম হইতে দণ্ডনীতি শ্রেষ্ঠ; ৬৪ অঃ শান্তি।

দৃশ্যন্তে নাপি দৃশ্যন্তে কলেরন্তে পুনঃ কিল। ১৫—২৩৭ অঃ শান্তি।

বেদসকল কলিযুগের শেষভাগে কোথাও বা দেখা যায়, কোথাও বা দেখা যায় না।

অসুরাণাং সমৃদ্ধানাং জ্বলতামিব তেজসা।

পর্য্যায়কালে ধর্ম্মস্য প্রাপ্তে কলিরজায়ত॥

১২—৭৪ অঃ উদ্।

ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনকাল সমাগত হইলে তেজঃপুঞ্জে প্রজ্জ্বলিত সমৃদ্ধ অসুরদিগের বংশে যেমন কলির উৎপত্তি হইয়াছিল।

অপ্যয়ং নঃ কুরূণাং স্যাদ্ যুগান্তে কালসম্ভৃতঃ।

দুর্য্যোধনঃ কুলাঙ্গারো জঘন্যঃ পাপপূরুষঃ॥

১৮—৭৪ অঃ উদ্।

যুগান্তে দুর্য্যোধন অসুরদিগের ন্যায় কুরুবংশে সাক্ষাৎ পাপের অবতারস্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইন্দ্র ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—

অধার্ম্মিকাস্তু হন্তব্যা ইতি মে ব্রতমাহিতম্।

৪১—৩৩ অঃ কর্ণ।

অধার্ম্মিকদিগকে অবশ্য বিনষ্ট করিতে হইবে।

অযাজ্ঞিক ও অবৈদিকদিগের ধন হরণ করা রাজাদিগের কর্ত্তব্য; ৫।৬—১৩৬ অঃ শান্তি। বেদ ও অগ্নি কদাচ পরিত্যাগ করিবে না; ৩১—২২ অঃ অনু। নাস্তিক বেদনিন্দুক ব্রহ্মঘাতীর সমান; ৪৮—৩৫ অঃ উদ্।

অসুরদিগের উৎপাতে

হাহাভূতা ভয়ার্ত্তা চ নিবৃত্তবিপণাপণা।

নিবৃত্তদেবকার্য্যা চ পুণ্যোদ্বাহবিবর্জ্জিতা॥

নিবৃত্তকৃষিগোরক্ষা বিধ্বস্তনগরাশ্রমা।
অস্থিকঙ্কালসঙ্কীর্ণা ভূর্বভূবোগ্রদর্শনা॥

২৩।২৪—২১০ অঃ আদি।

সমস্ত লোক ভয়ার্ত্ত হইয়া হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল, ক্রয়, বিক্রয়, হট্টকার্য্য, দৈবকার্য্য, পুণ্যকার্য্য, বিবাহকার্য্য, কৃষিকার্য্য ও গোরক্ষা সমস্ত কর্ম্মই রহিত হইল। স্বামী ব্রাহ্মণদ্বেষী, ও স্ত্রী ব্রাহ্মণভক্ত; তাহারও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; (নলরাজা ও তাহার স্ত্রী; ৬৯—১৯২ অঃ বন)। পাপাচার ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা এককালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; ১৩—১৪৩ অঃ শান্তি।

তপোনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বিঘ্ন হইতে রক্ষিত না হইলে কোন ক্রমে ধর্ম্মানুষ্ঠানে সক্ষম হন না; ৪—৩২ অঃ শান্তি। আমরা বর্ণত্যাগী পুরুষ দেখিতে পাই; ৬—৬৫ অঃ শান্তি।

স্বং স্বং ধর্ম্মং যে ন চরন্তি বর্ণাস্তাংস্তান্ ধর্ম্মানন্যথার্থান্ বদন্তি।

৬—৬৫ অঃ শান্তি।

যে বর্ণসকল স্বীয় আচরণীয় ধর্ম্মকে অযথার্থ বলিয়া নিজ নিজ ধর্ম্ম আচরণ না করে, আর্য্যগণ সেই নিয়ত অর্থনিবিষ্ট মনুষ্য সকলকে মর্য্যাদাবিহীন ও পশুসদৃশ বলিয়া থাকেন। অরাজক দেশে বাস নিষেধ; ৫—৬৭ অঃ শান্তি। দস্যুগণকর্ত্তৃক চতুর্ব্বর্ণপীড়ন; ৩৪—৬৪ অঃ আদি। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে দুর্জ্জয় রাজা হইয়াছিলেন; ১৬২—৬৭ অঃ আদি। দণ্ড অন্তর্হিত হইলে প্রজা সঙ্কর হইতে লাগিল, কার্য্যাকার্য্য ভোজ্যাভোজ্য কিছুই বিচার রহিল না।

শূদ্র হইতে অপকৃষ্ট মনুষ্যের উল্লেখ আছে; ১০—৩১ অঃ বন।

নৃশংস ব্যক্তিগণ আপনার সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং আশ্রমবাসীদের দ্বেষ করে; ৬—১৬৪ অঃ শান্তি। শতধা বিনষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্ম-সকল ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারা পুনর্ব্বার প্রবৃদ্ধ হইয়াছে; ২৬—৬৪ অঃ শান্তি। সৎপাত্রে বেদ-অসমর্পণকারী এবং অসৎপাত্রে বেদ সমর্পণ-কারী অগ্নিত্যাগী ব্রাহ্মণ, ভোগী অধ্যাপক, যজ্ঞস্থল ব্যতীত বৃথা পশু-ঘাতী ইত্যাদি ইহারা প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী; ৫—৩৪ অঃ শান্তি।

কলিযুগ—ধর্ম্ম ও সমাজ-বিপ্লব।

কলিযুগ কাহাকে বলে?

দণ্ডনীতিং পরিত্যজ্য যদা কার্ৎস্ন্যেন ভূমিপঃ।
প্রজাঃ ক্লিশ্নাত্যযোগেন প্রবর্ত্তেত তদা কলিঃ॥

৯১—৬৯ অঃ শান্তি।

যখন নরপতি দণ্ডনীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অসদুপায় দ্বারাই প্রকৃতিপুঞ্জকে পীড়িত করিতে থাকেন, তখনই কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়।

কলাবধর্ম্মো ভূয়িষ্ঠং ধর্ম্মো ভবতি ন ক্বচিৎ।
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং স্বধর্ম্মাচ্চ্যবতে মনঃ॥
শূদ্রা ভৈক্ষেণ জীবন্তি ব্রাহ্মণাঃ পরিচর্য্যয়া।
যোগক্ষেমস্য নাশশ্চ বর্ত্ততে বর্ণসঙ্করঃ॥

৯২।৯৩—৬৯ অঃ শান্তি।

কলিযুগে কুত্রাপি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না, সকলেই অধর্ম্মপূর্ণ এবং সকল বর্ণেরই মন স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে; শূদ্রগণ ভিক্ষাবৃত্তি

এবং ব্রাহ্মণগণ অন্যের পরিচর্য্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যোগশীলগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণসঙ্করগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণানাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্॥

৩১।৩২—১৮০ অঃ বন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে মহামতি মহাসর্প (নহুষ), আমার এই বোধ হয় সর্ব্ব বর্ণের সঙ্করহেতু মনুষ্যমাত্রেতে জাতিনিশ্চয় দুঃসাধ্য। সকল মনুষ্য সকল স্ত্রীতে চিরকাল পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকে এবং মনুষ্যমাত্রেরই জন্ম, মরণ, বাক্য ও মৈথুন সমান।

তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ।
বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্ম্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা॥

৩৪—১৪৯ অঃ বন।

হে কৌন্তেয়! তমোগুণযুক্ত কলিযুগে ধর্ম্মের একপাদ মাত্র অবস্থিত রহিবে, নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হইবেন, বেদাচার, ধর্ম্মক্রিয়া ও যজ্ঞানুষ্ঠান শমতাপ্রাপ্ত হইবে।

তখন দেশের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—

হীনে পরমকে ধর্ম্মে সর্ব্বলোকাভিলঙ্ঘিতে।
অধর্ম্মে ধর্ম্মতাং নীতে ধর্ম্মে চাধর্ম্মতাং গতে॥
মর্য্যাদাসু বিনষ্টাসু ক্ষুভিতে ধর্ম্মনিশ্চয়ে।
রাজভিঃ পীড়িতে লোকে পরৈর্ব্বাপি বিশাম্পতে॥

সর্ব্বাশ্রমেষু মূঢ়েষু কর্ম্মসূপহতেষু চ।
কামাল্লোভাচ্চ মোহাচ্চ ভয়ং পশ্যংস্থ ভারত॥

১।২।৩—১৪১ অঃ শান্তি।

পরমধর্ম্ম নষ্টপ্রায় ও সর্ব্বলোককর্ত্তৃক উল্লঙ্ঘিত হইলে, অধর্ম্ম ধর্ম্মের ন্যায় এবং ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় হইলে, মর্য্যাদা বিনষ্ট, ধর্ম্ম নিশ্চয় ক্ষুভিত ও লোকসকল ভূপাল বা দস্যুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইলে, আশ্রমবাসিগণ মোহাচ্ছন্ন এবং কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইলে, লোভমোহ-কামবশতঃ সকলেই ভয় দর্শন করিলে, জীবমাত্রেই নিয়ত অবিশ্বস্ত হইলে, ব্রাহ্মণ কি করিবে ?

ব্রাহ্মণার্থে সমুৎপন্নে যোঽরিভিঃ স্বতা যুধ্যতি।
আত্মানং যূপমুৎস্বজ্য স যজ্ঞোঽনন্তদক্ষিণঃ॥

১০—৯৭ অঃ শান্তি।

শত্রুগণ সকলব্রহ্মবধার্থে উদ্যত হইলে যে মহীপতি যুদ্ধযজ্ঞে গমন করিয়া যূপস্বরূপ নিজদেহ বিসর্জ্জনকরতঃ সেই শত্রুসমূহের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনি অনন্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞরূপে কীর্ত্তিত হন।

কলিকালে ব্রাহ্মণেরা ব্রতাচরণ করিবে না, বেদনিন্দুক হইবে; হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া যজ্ঞ করিবে না; ২৬—১৯০ অঃ বন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্ম। পূর্ব্বদেশীয়েরা দাস, দাক্ষিণাত্যেরা শূদ্র বাহীকেরা তস্কর ইত্যাদি; ১৮…২৯—৪৫ অঃ কর্ণ।

যূপং ছিন্দন্তি যজ্ঞার্থং তত্র যে পরিপন্থিনঃ।

৪০—১৩০ অঃ শান্তি।

যজ্ঞবিষয়ে যাঁহারা পরিপন্থী, তাঁহারা যজ্ঞার্থে যূপচ্ছেদন করেন।

কৃষ্ণাজিনানি শক্তীশ্চ ত্রিশূলান্যায়ুধানি চ।
স্থাপয়ন্ দ্বিজশার্দ্দূলো দেশেষু বিজিতেধু চ॥
সংস্তূয়মানো বিপ্রেন্দ্রৈর্ম্মানয়ানো দ্বিজোত্তমান্।
কল্কী চরিষ্যতি মহীং সদা দস্যুবধে রতঃ॥

৪।৫—১৯১ অঃ বন।

"দ্বিজপ্রবর কল্কী জনপদ জয় করিয়া ঐ সকল দেশে কৃষ্ণাজিন ও শক্তি ত্রিশূল প্রভৃতি সমস্ত আয়ুধ সংস্থাপনকরতঃ বিপ্রেন্দ্রগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ও তাঁহাদের সম্মান রক্ষাকরতঃ নিরন্তর দস্যুবধে রত হইয়া পৃথিবী বিচরণ করিবেন।" পুরাতন ঋষিগণ-সেবিত বেদসমুদয় প্রমাণ ; ৫০—১১৫ অঃ অনু।

অপারে যে ভবেৎ পারমপ্লবে যঃ প্লবো ভবেৎ।
শূদ্রো বা যদিবাহপ্যন্যঃ সর্ব্বথা মানমর্হতি॥

৩৮—৭৮ অঃ শান্তি।

যিনি অপার পারাবারের পার অর্থাৎ তীরস্বরূপ এবং প্লববিহীন বারিধিমধ্যে প্লবস্বরূপ হন, তিনি শূদ্র বা যে কোন বর্ণ হউন জন-সমাজে সর্ব্বথা সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। যাহারা যজ্ঞবিহীন ও তপস্যাহীন তাহাদের সহিত সহবাস করিও না ; ২৫—১০৯ অঃ শান্তি।

আমরা আশ্রমবাসীদিগের দ্বেষকারী দেখিতে পাই ; ৬...৮—৪১ অঃ উদ্। আর এক পক্ষ বলিতেছেন :—আশ্রম কিছু ধর্ম্মের কারণ নহে ; ১৩—১১১ অঃ শান্তি। আশ্রমকারী ব্যক্তিরা নিন্দনীয় ; ৭—৬৫ শান্তি।

বৃদ্ধং রাষ্ট্রং ভবতি ক্ষত্রিয়স্য ব্রহ্মক্ষত্রং যত্র বিরুধ্যতীহ।
অন্বগ্বলং দস্যবস্তদ্ভজন্তে তথা বর্ণং তত্র বিদন্তি সন্তঃ॥

৮—৭৩ অঃ শান্তি।

কশ্যপ কহিলেন—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সেই রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, দস্যুগণ রাজ্যমধ্যে উপদ্রব করিতে থাকে; এবং পণ্ডিতগণ তাদৃশ ক্ষত্রিয়কে ম্লেচ্ছজাতীয় বলিয়া অনুমান করেন। যে কোন নিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও প্রাণধারণ করিবে। তাহাতে নিন্দার্হ হইবে না; ১৫—১৫৬ অঃ আদি।

যো বিদ্যয়া তপসা জন্মনা বা বৃদ্ধঃ স পূজ্যো ভবতি দ্বিজানাম্॥

২—৮৯ অঃ আদি।

যে ব্যক্তি বিদ্যা, তপস্যা অথবা জন্ম দ্বারা বৃদ্ধ হয়, সেই ব্যক্তিই দ্বিজাতিগণের পূজ্য হইয়া থাকে।

উপরে অনেকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিলাম। এইরূপ অংশ মহাভারতে অসংখ্য স্থানে পাওয়া যায়। শান্তিপর্ব্বের রাজধর্ম্ম ও আপদ্ধর্ম্ম-প্রকরণে, তখন দেশমধ্যে যে নৃশংস গৃহবিবাদ চলিতেছিল, তাহা বুঝিবার উপাদান যথেষ্ট পাওয়া যায়। উপরে লিখিয়াছি যে কেবল ব্রাহ্মণগণের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ চলিতেছিল তাহা নহে, ব্রাহ্মণ-ব্যতিরিক্ত সকল সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের এ প্রকার বিরোধ চলিতেছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে, বুদ্ধদেব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম দেশমধ্যে প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয় না; তবে অগণিত মিশ্রিত সম্প্রদায় ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পিতা বা মাতার অননুজ্ঞাত হইয়া অন্য ধর্ম্মাচরণ করিবে না;

৫—১০৮ অঃ শান্তি। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুরাতন ধর্ম্ম; ২৪—১০৮ অঃ শান্তি। যে অসুর-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে, সে সেই পরিমাণে সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে; ২২—১০৯ অঃ শান্তি। কেহ বা বলিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়েই শাস্ত্রমূলক; ২০—৫২ অঃ শান্তি।

দেবতা ও অসুর উভয়েই ব্রহ্মার পৌত্র, অর্থাৎ এমন অবৈদিক সম্প্রদায় ছিল, যাহারা বেদকে আশ্রয় করিয়া যুক্তি করিত। আমরা দেখিতে পাই জ্যেষ্ঠভ্রাতা পতিত, নাস্তিক অথবা পরিব্রাজক, অথচ কনিষ্ঠ গৃহবাসী ও বৈদিকধর্ম্ম-অনুসরণকারী; ২৭—৩৫ অঃ শান্তি। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের চিত্র দেখিতে পাই।

অসংখ্যাতা ভবিষ্যন্তি ভিক্ষবো লিঙ্গিনস্তথা।
আশ্রমানাং বিকল্পাশ্চ নিবৃত্তেঽস্মিন্ কৃতে যুগে॥

২৫—৬৫ অঃ শান্তি।

এই সত্যযুগ নিবৃত্ত হইলে আশ্রমসকলের বিকল্প উপস্থিত হইবে এবং পৃথিবীতে অসংখ্য জটাদিচিহ্নধারী ভিক্ষুসকল বিচরণ করিবে। ব্রাহ্মণেরা বলিতেছেন অন্যায় মতে প্রবৃত্ত ও নির্বৃত্ত ধর্ম্মসকল, অন্ধের ন্যায় পথিমধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হয়; ৩৪—৬৫ অঃ শান্তি। দেখা যায় ধনবান্ তরুণ ব্রাহ্মণকুমার সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছে, কেহবা বৈরাগ্যের প্রশংসা করিত; ২২…২৭—২৫ অঃ শান্তি। কেহ বলিত তপস্যাদ্বারা সনাতন লোক লাভ হয়; আর বেদপাঠরূপ যজ্ঞ দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয়; ৩—২৬ অঃ শান্তি।

কেহ বলিত পরের অনিষ্টাচরণ ব্যতীত কদাচ অর্থ উপার্জ্জন হয় না; ২০—২৬ অঃ শান্তি। আর্য্যরূপে কৃত্রিম পথে বিচরণশীল ব্যক্তি

শোভন বর্ণ অথবা নিকৃষ্ট বর্ণ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি যদি সদাচারবিহীন হয়, তবে তাহাকে সম্মান করিবে না; ৪৮—৪৮ অনু।

অপরে স্বল্পবিজ্ঞানা ধর্ম্মবিদ্বেষিণো নরাঃ।
ব্রাহ্মণান্ বেদবিদুষো নেচ্ছন্তি পরিসর্পিতুম্॥
ব্রতবন্তো নরাঃ কেচিচ্ছ্রদ্ধাধর্ম্মপরায়ণাঃ।
অব্রতা ভ্রষ্টনিয়মাস্তথান্যে রাক্ষসোপমাঃ॥
যজ্বানশ্চ তথৈবান্যে নির্হোমাশ্চ তথা পরে।
কেন কর্ম্মবিপাকেন ভবন্তীহ বদস্ব মে॥

৫৮...৬০—১৪৫ অঃ অনু।

উমা বলিলেন,—অপর-ধর্ম্মবিদ্বেষী স্বল্পবিজ্ঞান-সম্পন্ন নরগণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করে না, কোন কোন মানব ব্রতবিশিষ্ট, কেহ কেহ শ্রদ্ধা-ধর্ম্ম-পরায়ণ, কেহ কেহ অব্রত, কেহ বা ভ্রষ্টনিয়ম, অপরে রাক্ষসোপম, কেহ বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করেন, অপরে নির্হোম, অতএব কোন্ কর্ম্মবিপাক দ্বারা ইহ-লোকে মানবগণ ঈদৃশ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া থাকে?

অপর ধর্ম্মবিদ্বেষী স্বল্প-বিজ্ঞানবিশিষ্ট নরগণ ব্রাহ্মণের নিকট গমন করিতে ইচ্ছা করে না; ৫৮—১৪৫ অঃ অনু। আমরা ধর্ম্মবিপ্লবের ও দার্শনিক মত লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহাদের চিত্র দেখিতে পাই; ৩০১ অধ্যায় শান্তি। তখন কেবল শূদ্রকে বেদ অধ্যাপন নিষিদ্ধ ছিল, এমত নহে; ব্রাহ্মণকেও বিচার করিয়া বেদ অধ্যাপন বিধি ছিল; ৪৫—৩২৭ অঃ শান্তি। আমরা প্রাচীন ও ইদানীন্তন পণ্ডিতের কথা দেখিতে পাই; ২—২১৩ অঃ শান্তি।

প্রণষ্টঃ শাশ্বতো ধর্ম্মঃ সদাচারেণ মোহিতঃ।
তেন বৈদ্যস্তপস্বী বা বলবান্ বা বিমুহ্যতে ॥

২০—২৬১ অঃ শান্তি।

কোন অংশে বিরুদ্ধ সদাচার দ্বারা মোহিত শাশ্বত বৈদিকধর্ম্ম অনুদ্দিষ্ট হইয়াছে, এই নিমিত্ত বিদ্বাবান্‌ই হউন, জিতেন্দ্রিয়ই হউন, আর কামক্রোধ-বিজয়ী বলবান্‌ই হউন, সকল ব্যক্তিই ধর্ম্মবিমুগ্ধ হইয়া থাকে। যজ্ঞ না করিলে বা নিন্দা করিলে নাস্তিক হয়, সেই কারণে অহিংসাত্মক ও নিষ্কাম যজ্ঞ করিবে; ৩৪—২৩২ অঃ শান্তি। আমরা বিরুদ্ধশাস্ত্র-দর্শনকারীদিগকে দেখিতে পাই; ১০—১৬৩ অঃ শান্তি।

তখন দেশমধ্যে গ্রামের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল না।

বহবো গ্রামবাস্তব্যা দোষাদ্‌ব্রূয়ুঃ পরস্পরম্।
ন তেষাং বচনাদ্রাজা সৎকুর্য্যাদ্ ঘাতয়ীত বা ॥
ন বাচ্যঃ পরিবাদোহয়ং ন শ্রোতব্যঃ কথঞ্চন।
কর্ণাবথাপিধাতব্যৌ প্রস্থেয়ং চান্যতো ভবেৎ ॥

১১।১২—১৩২ অঃ শান্তি।

গ্রামবাসী বহুব্যক্তি রোষবশতঃ রাজার নিকট পরস্পর নিন্দাবাদ করিয়া থাকে কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যানুসারে কাহাকেও পুরস্কার বা তিরস্কার করিবেন না। পুরোহিত প্রভৃতির পরিবাদ কোনরূপে বক্তব্য বা শ্রোতব্য নহে, যদি কেহ সভামধ্যে তাঁহাদিগের নিন্দা করে, তবে কর্ণদ্বয় পিধান করিবে অথবা স্থানান্তরে প্রস্থান করিবে। অগ্রাম্যোঃ শব্দের অর্থ বুদ্ধিমদ্‌ভিঃ—৩০—৯৩ অঃ শান্তি (টীকা)। ইন্দ্রিয়সেবাকে গ্রাম্য সুখ বলিত। গ্রামের পুরোহিতের

অবস্থা গ্রামবাসীদিগের অপেক্ষা বোধ হয় আরও নিকৃষ্ট ছিল; গ্রামযাজী, দেবপূজক, নক্ষত্রগণনাকারী, ইহারা এক প্রকার পতিতদিগের তুল্য ছিল।

এ সময়ে আমাদের মনে ধারণা করা কঠিন যে, একদিন এমন ছিল, যখন ভারতবর্ষে প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ছিল; বৈদিক ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম, অথবা যাহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্ম বলি, ব্রাহ্মণ্য সমাজ অথবা হিন্দু সমাজ, দেশ হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছিল, অথবা নিতান্ত বিকৃত ভাবে ছিল। মহাভারতে বর্ণিত চিত্র হইতে সে অবস্থার আব্‌ছায়া আমরা দেখিতে পাই। তখনও দানবের অন্নে ব্রাহ্মণভোজন হইত; ১৯—১ অঃ সভা। রাক্ষসকর্ত্তৃক কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণভোজন বর্ণিত আছে; ৯—১৭১ অঃ শান্তি। রাক্ষসকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণপূজার উল্লেখ দেখিতে পাই; ৩৯—১২৪ অঃ অনু। অর্থাৎ, অহিন্দুদিগের অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভোজন করিত। আমরা শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই; ৬।৭—১৩৫ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণ শূদ্র-উপদেষ্টা হইত, তখন শূদ্রযাজক, শূদ্রের অধ্যাপক ও শূদ্রের সেবক ব্রাহ্মণ ছিল। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিত; ২০—১২২ অঃ অনু। ব্রাহ্মণীর গর্ভ ভিন্ন ব্রাহ্মণের জন্ম হইত, সে কথা অনেক স্থলে আছে, ব্রাহ্মণের স্ত্রী নিষাদী তাহারও উল্লেখ আছে; ৩—২৯ অঃ আদি। পক্ষান্তরে আমরা দৈত্যদিগের সাহায্যকারী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাই। শূদ্রের আশ্রয়ে ব্রাহ্মণ বাস করিত; ৯—৬৩ অঃ শান্তি। অত্রি বলিলেন,—গৌতমের নিকটে আমার দ্বেষ্টা ব্রাহ্মণেরা অবস্থিতি করেন; ৯—১৮৫ অঃ বন। অত্রিগোত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোত্র না হইলেও একটি শ্রেষ্ঠ গোত্র ছিল—গৌতম

বুদ্ধদেবের নামান্তর। যুগক্ষয়ে অর্থাৎ ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব সময়ে—

ন ব্রতানি চরিষ্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ।
ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥
নিম্নেপ্সীহাং করিষ্যন্তি হেতুবাদবিমোহিতাঃ ॥

২৬—১৯০ অঃ বন।

ব্রাহ্মণেরা ব্রতাচরণ করিবে না ও বেদনিন্দুক হইবে এবং হেতুবাদে বিমোহিত হইয়া হোম যজ্ঞ করিবে না ও নীচ বিষয়ে স্পৃহা করিবে। তখনও বৌদ্ধ কিংবা অবৈদিক পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিচার করিবার নিমিত্ত বেদ পড়িতেছিল। ব্রাহ্মণেরা বলিতেন —অব্রাহ্মণে ন হি ব্রহ্ম ধ্রুবং তিষ্ঠেৎ কদাচন। ৩১—৩ অঃ শান্তি।

ব্রহ্মাস্ত্র ব্রাহ্মণব্যতীত অপর কোন জাতিতেই মৃত্যুকালে স্ফূর্ত্তি পায় না। তখন ব্রাহ্মণব্যতীত অপরেও বেদ পড়িতেছে, তাহারও উদাহরণ আছে। অসৎ প্রলাপং অর্থে গ্রাম্য বার্ত্তা। শূদ্র হইতে অপকৃষ্ট মনুষ্য দেখিতে পাই ; ১০-৩১ অঃ বন। বেদ হইল পুরান ঋষিগণ-সেবিত, আর সেই বেদ একমাত্র প্রমাণ।

এই হইল সাধারণ সামাজিক অবস্থা ; বৈদিকদিগের মধ্যেও পরস্পরের সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল না। ক্ষত্রিয়গণ চিরদিন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণদের সহায় ; এই ছিল পুরাতন ব্রাহ্মণ্য সমাজে ক্ষত্রিয়ের স্থান, কিন্তু দেশে তখন নূতন ক্ষত্রিয় সৃজন হইতেছিল। ব্রাহ্মণদিগের সহিত নূতন শ্রেণীর ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধ একটি সুন্দর তুলনা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মতঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি ॥
অয়ো হন্তি যদাশ্মানমগ্নিনা বারি হন্যতে।
ব্রহ্ম চ ক্ষত্রিয়ো দ্বেষ্টি তদা সীদন্তি তে ত্রয়ঃ ॥

২৪।২৫—৫৬ অঃ শান্তি।

"জল হইতে অগ্নি, বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়, এবং প্রস্তর হইতে লৌহ সমুত্থিত হইয়াছে, অতএব উহাদিগের তেজ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইলেও স্বীয় যোনিতে প্রশান্ত হইয়া থাকে। যৎকালে লৌহ প্রস্তর বিদারণ করে, অগ্নি দ্বারা বারি শুষ্ক হয়, এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতে থাকে তখন উহারা অবসন্ন হয়।"

ব্রাহ্মণেরাই তখন ক্ষত্রিয় জাতি সৃজন করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা যে নিজেদের প্রাধান্য দৃঢ় করিবার চেষ্টা করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নয়।

যথা ভর্ত্তাশ্রয়ো ধর্ম্মঃ স্ত্রীণাং লোকে যুধিষ্ঠির।
স দেবঃ সা গতির্নান্যা ক্ষত্রিয়স্য তথা দ্বিজাঃ ॥
ক্ষত্রিয়ঃ শতবর্ষী চ দশবর্ষী দ্বিজোত্তমঃ।
পিতাপুত্ত্রৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ তয়োর্হি ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥
নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্।
পৃথিবী ব্রাহ্মণালাভে ক্ষত্রিয়ং কুরুতে পতিম্ ॥

২০...২২—৮ অঃ অনু।

"হে যুধিষ্ঠির! ইহলোকে স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম যেমন ভর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের দেবতা এবং ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়ের গতি, তদ্ভিন্ন গতি নাই। শতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় এবং দশবর্ষীয়

দ্বিজোত্তম পিতা-পুত্ররূপে বিজ্ঞেয়, এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই গুরু। নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকে পতি করে, তদ্রূপ পৃথিবীও ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয়কে পতি করিয়া থাকেন।” পূর্ব্বের ক্ষত্রিয় জাতি লোপ পাইয়াছিল; ক্ষত্রিয় শব্দের এক অর্থ অবৈদিক হইয়াছিল। শুকদেব জনককে ব্রাহ্মণের মোক্ষ বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছিলেন, কিন্তু আর তিন বর্ণের সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য প্রথম তিন বর্ণেরই কর্ত্তব্য, কিন্তু তাঁহার কথায় কেবল ব্রাহ্মণেরই ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, আর তিন বর্ণের নাই; ৪৫—৩২৭ অঃ শান্তি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও ম্লেচ্ছগণ যুধিষ্ঠিরের প্রদত্ত ব্রাহ্মণদিগের বসু হরণ করিয়া লইল; ২৬—৮৯ অঃ অশ্ব। চ্যবন বলিয়াছিলেন,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পরস্পর বিরোধবশতঃ কুল সঙ্কর হইবে; ১২—৫৫অঃ অনু।

কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—আমার সমান ধৈর্য্য, বীর্য্য, যশ, শৌর্য্য, বিক্রম ও তেজে কে আছে? তাঁহার কথায় আকাশবাণী হইল,—রে মূঢ়! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা কি তুমি জান না? ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া ইহলোকে প্রজা শাসন করেন; ১২...১৬—১৫২ অঃ অনু। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন, নিজেকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেন না।

আশীবিষবিষং তীক্ষ্ণং ততস্তীক্ষ্ণতরো দ্বিজঃ।
ব্রহ্মাশীবিষদগ্ধস্য নাস্তি কশ্চিচ্চিকিৎসকঃ॥

৩৩—১৫৯ অঃ অনু।

আশীবিষ সর্পের বিষ তীক্ষ্ণ, ব্রাহ্মণ তদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণস্বরূপ আশীবিষদ্বারা দগ্ধ হয় তাহার কেহ চিকিৎসক নাই। রাজা ব্রাহ্মণের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করিতেন, এই পৃথিবী বা

যাবতীয় ধন ব্রাহ্মণেরই হইতে পারে; ১০—৭২ অঃ শান্তি। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ ছিল, কেহ কেহ বলিতেন,—জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের অধিকার; ২২—৭৪ অঃ শান্তি। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণেরাই নিজে বলিতেন,—সকল ধর্ম্মই ক্ষাত্রধর্ম্মের অধীন; ২—৬৪ অঃ শান্তি।

এস্থলে ক্ষাত্রধর্ম্ম শব্দের অর্থ দণ্ডনীতি ধর্ম্ম। যাহার হস্তে দণ্ড আছে, সেই ক্ষত্রিয় অর্থাৎ রাজা। সকল আশ্রম ও ধর্ম্ম হইতে দণ্ডনীতি শ্রেষ্ঠ; ৬৪ অঃ শান্তি। রাজা পুরুরবা ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাদ করিয়াছিলেন; ২০—৭৫ অঃ শান্তি। তিনি স্বর্গ হইতে ত্রিবিধ অগ্নি আনয়ন করেন, এ স্থলে পুরুরবা শব্দে দশানন রাবণ শব্দের ন্যায়, নানাপ্রকার অবৈদিক মত মনুষ্যরূপে কল্পিত হইয়াছে; ২৪—৭৫ অঃ শান্তি।

মহাভারতের সময়ে দেশের লোক যোগপন্থা অবলম্বন করিয়া অথবা অপরাপর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া দলে দলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে ছিল; ১৪—৩৩ অঃ শান্তি। ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুশাসনে ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত কোন বর্ণেরই সন্ন্যাসগ্রহণে অধিকার নাই।

চাতুরাশ্রম্যধর্ম্মাশ্চ বেদধর্ম্মাশ্চ পার্থিব।
ব্রাহ্মণেনানুগন্তব্যা নান্যো বিদ্যাৎ কদাচন॥

৯—৬৫ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ আশ্রমচতুষ্টয়-বিহিত ও বেদোক্ত ধর্ম্মসকল আচরণ করিবেন, কিন্তু শূদ্রাদি বর্ণগণ কখনই সেই ধর্ম্মাচরণ করিবে না। এবং অন্য ধর্ম্ম প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণের পক্ষেও সেইরূপ বৃত্তি কল্পিত হয় না। এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে

যাহাদিগকে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বলিত, তাহাদের বেদে অধিকার ছিল না ও তাহারা দ্বিজশব্দবাচ্য নহে। ৩২৭ অঃ শান্তি পর্ব্বে সেকালের বেদপাঠ সম্বন্ধে বিচার আছে। সে বিচারে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বেদ-পাঠের উল্লেখ নাই।

পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়দিগের সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে ও এই সকল অংশ একত্র করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে ক্ষত্রিয়বর্ণ ছিল সেই ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রায় লোপ পাইয়াছিল, বৌদ্ধযুগের পরে নূতন ক্ষত্রিয়জাতি গঠিত হইতেছিল, এই সকল ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের অধীনতা স্বীকার করিত ; আরও দেখা যায় যে, আর এক শ্রেণীর লোকদিগকে ক্ষত্রিয় বলিত, তাহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিল।

বৈশ্যদের এ অবস্থা বিশেষরূপে ঘটিয়াছিল, দেশমধ্যে বেদপাঠ তখন কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। আমরা যে সময়ের চিত্র মহাভারত হইতে দেখিতে পাই, সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা ধীরে ধীরে দেশমধ্যে প্রবল হইতেছে ; চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রায় লোপ পাইয়াছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই সকলের পুনঃ সংস্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় ; আরও অনেক স্থলে দেখিয়াছি, ব্রাহ্মণেরা অবৈদিকদিগকে দণ্ড দিতে, দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে, তাহাদের ধন অপহরণ করিতে, রাজা-দিগকে উত্তেজিত করিতেছে ; অবৈদিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সকল বর্ণকেই উৎসাহিত করিতেছে, তাহাদিগকে স্বর্গলাভের লোভ দেখাইতেছে ; চতুর্ব্বর্ণ মিলিয়া অবৈদিকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষায়, নূতন গঠিত ক্ষত্রিয় রাজগণ বর্ণ, আশ্রম ও

ধর্ম্ম এই সকল পুনঃ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছে। শান্তিপর্ব্বের আপদ্‌ধর্ম্ম ও রাজধর্ম্ম প্রকরণে এই সকল রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মতঃই হউক বা অধর্ম্মতঃই হউক, ক্ষত্রিয় রাজগণকে দণ্ড প্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিতেছে। রাজা বর্ণসঙ্কর নিবারণ করিবে, বেদ-অধ্যয়নকারী এবং যজ্ঞকারীদিগকে রক্ষা করিবে; ধর্ম্ম লোপ-কারীদিগকে দণ্ড দিবে, বর্ণদূষক ব্যক্তিদিগকে দণ্ড দিবে। এই সকল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের আদেশ অনেক স্থলে আছে। বলপ্রয়োগের দ্বারাও ধর্ম্মস্থাপনের ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়।

বলাদ্ধর্ম্মঃ প্রবর্ত্ততে বলে প্রতিষ্ঠিতো ধর্ম্মঃ।

বল হইতে ধর্ম্ম সম্ভূত হইয়া থাকে, বলেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। অধর্ম্মবারণ অসির কথা দেখিয়াছি, সকল আশ্রম ও ধর্ম্ম হইতে দণ্ডনীতি শ্রেষ্ঠ তাহাও দেখিয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কচ্চিন্নয়পথে বিপ্রাঃ স্বকর্ম্মনিরতাস্তব।
ক্ষত্রিয়া বৈশ্যবর্গা বা শূদ্রা বাপি কুটুম্বিনঃ॥

৭।৮—২৬ অঃ আশ্রমবাসিক।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সকল তোমার নীতিপথের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ কর্ম্মে থাকেন ত?

পূজয়েদ্ধার্ম্মিকান্ রাজা নিগৃহ্নীয়াদধার্ম্মিকান্।
নিযুঞ্জ্যাচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্ববর্ণান্ স্বকর্ম্মসু॥

১৮—৮৬ অঃ শান্তি।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—রাজা ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগকে পূজা করিবে, অধার্ম্মিকদিগকে নিগ্রহ করিবে এবং যত্নের সহিত সকল

বর্ণকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে। আমরা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নরপতির উল্লেখ দেখিতে পাই ; ৫৭—২৮ অঃ শান্তি।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বধর্ম্মস্থং স কৃত্বা পর্য্যরক্ষত।
ধর্ম্মতো ধর্ম্মবিদ্রাজা ধর্ম্মো বিগ্রহবানিব॥

৮—৪৯ অঃ আদি।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব স্বকর্ম্মসু। ১০—৪৯ অঃ আদি।
স্থিতাঃ সুমনসো রাজংস্তেন রাজ্ঞা স্বধিষ্ঠিতাঃ॥ ১১—৪৯ অঃ আদি॥"

ধর্ম্মশীল রাজা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতারের ন্যায় ধর্ম্মপথ অবলম্বনপুর্ব্বক চতুর্ব্বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করিয়া প্রজা পালন করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারা রাজাকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সুপ্রসন্নমনে স্ব স্ব কর্ম্মেই রত থকিত।

পরশুরামকর্ত্তৃক বিনষ্ট ক্ষত্রিয় জাতি পুনরায় গঠিত হইবার পর,
—স্বকর্ম্মনিরতাশ্চাসন্ সর্ব্বে বর্ণা নরাধিপ ; ২৪—৬৪ অঃ আদি।

তখন সকল বর্ণ স্বধর্ম্মনিরত ছিল, ধর্ম্ম কোন স্থলেই পরিহীয়মান ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

এতান্ রাজা পালয়ন্নপ্রমত্তো নিয়োজয়ন্ সর্ব্ববর্ণান্ স্বধর্ম্মে।

২৭—২৯ অঃ উদ্।

রাজা এই সমস্ত বর্ণের (চতুর্ব্বর্ণের) লোকদিগকেই সাবধানে পালনকরতঃ আপন আপন কর্ম্মসাধনে নিয়োজিত করিবেন। বলপূর্ব্বক চতুর্ব্বর্ণ-স্থাপনেরও যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দণ্ডনীতিশ্চ ধর্ম্মেভ্যঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং নিযচ্ছতি।

১৪—১৩২ অঃ উদ্।

রাজা সম্যক্‌রূপে দণ্ডনীতির প্রয়োগ করিলে উহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-

চতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিবদ্ধ রাখিয়া অশেষ ধর্ম্মসঞ্চয়ে সমর্থ করিতে পারিবে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বিনষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্মসকল ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারা পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

প্রজাশ্চতুর্ব্বিধাস্তেন ত্রাতা রাজন্ কৃতাত্মনা।
তেনাত্মতপসা লোকাঃ স্থাপিতাশ্চাতিতেজসা॥

৪৪—১২৬ অঃ বন।

মহারাজ মান্ধাতা যত্নপূর্ব্বক প্রজা রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আত্মতপস্যা দ্বারা লোকসকল স্থাপিত করিয়াছিলেন।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং তথা বেদাশ্চাতুরাশ্রম্যমেব চ।
সর্ব্বং প্রমুহ্যতে হ্যেতদ্‌যদা রাজা প্রমাদ্যতি॥

৭—৯১ অঃ শান্তি।

যখন রাজা প্রমাদগ্রস্ত হন, তখন চতুর্ব্বর্ণ, বেদচতুষ্টয় ও আশ্রম-চতুষ্টয়, এই সকল মুগ্ধ হইয়া থাকে।

যস্ত্ববধ্যবধে দোষঃ স বধ্যস্যাবধে স্মৃতঃ।
সা চৈব খলু মর্য্যাদা যাময়ং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
তস্মাত্তীক্ষ্ণঃ প্রজা রাজা স্বধর্ম্মে স্থাপয়েত্ততঃ।
অন্যোন্যং ভক্ষয়ন্তো হি প্রচরেয়ুর্বৃকা ইব॥

২৭।২৮—১৪২ অঃ শান্তি।

অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যেরূপ দোষ, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেইরূপ দোষ হইয়া থাকে, সাধুগণ যাহা পরিত্যাগ করেন, দস্যুগণ তাহা নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে, অতএব নৃপতি অতি-তীক্ষ্ণ হইয়া প্রজাগণকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন, তাহার অন্যথা হইলে তাহারা বৃকের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণকরতঃ বিচরণ

করিবে। কল্কী অবতার বেদবিহিত মর্য্যাদা স্থাপন করিবেন; ২—১৯১ অঃ বন।

আমরা রাজাকর্ত্তৃক সমাজ-প্রবর্ত্তনের চিত্র দেখিতে পাই; ২২—৬৮ অঃ শান্তি। দুষ্মন্তের রাজত্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত ছিল; ৯—৬৮ অঃ আদি। সমস্ত লোক স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত হইল ইত্যাদি; ১৯৩ অঃ বন। আমরা চতুর্ব্বর্ণ স্থাপন করণের উল্লেখ পাই; ৮—৪৯ অঃ আদি। সর্ব্বে বর্ণাঃ স্বধর্ম্মস্থাঃ; ১২—১৬৩ অঃ আদি। স্বধর্ম্মে রেমিরে বর্ণাঃ; ৯—৬৮ অঃ আদি। আমরা দেখিতে পাই জরাসন্ধ চতুর্ব্বর্ণের ধারয়িতা; ১৩...১৯—৩০ অঃ সভা। এই কথাগুলিতে চিন্তার সামগ্রী আছে। জরাসন্ধ অবৈদিক মতের কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি। কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। তাঁহার রাজধানী মগধ দেশের অন্তর্গত গিরি-ব্রজ নগরে অবস্থিত ছিল। মগধ ও রাজগৃহ এই দুই স্থানের সহিত বৌদ্ধদিগের দৃঢ় সম্বন্ধ, তথাপি আমরা দেখিতে পাই, জরাসন্ধ চারি-বর্ণের পালনকারী। জরাসন্ধের শত্রু ও হত্যাকারী ভীমকেও চতু-র্ব্বর্ণের রক্ষিতা বলা হইয়াছে; ৪৪—৬৪ অঃ বন। রাজা কেবল কলিযুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেন এমন নহে, ত্রেতাযুগেও নৃপতিগণ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতেন; ৬৬।৬৭—২৩১ অঃ শান্তি।

ত্রেতাযুগে ধর্ম্মবিষয়ে মানবগণের স্বতঃপ্রবৃত্তির অভাব-নিবন্ধন ধর্ম্মসংক্রান্ত শাসনকর্ত্তা, যে সমস্ত মহাবল মহাপরাক্রম মহীপাল প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সর্ব্ব-প্রাণিধর্ম্মবিষয়ক শাসন করি-তেন। দ্বাপরে পরমায়ুর পরিমাণ হ্রাস হওয়ায় শাসনকর্ত্তৃগণ সকলেই ভ্রষ্ট হইল। আমরা রাজাকর্ত্তৃক "চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্থাপনাৎ পালনাৎ চ"

দেখিতে পাই; ৫—৬৫ অঃ শান্তি। রাজর্ষি অষ্টক "সাধুধর্ম্ম-সংস্থাপক" ৬—৬৮ অঃ আদি।

দেশমধ্যে তখন আর এক কাণ্ড ঘটিতেছিল, ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে কোথাও বা চতুর্ব্বর্ণ স্থাপন করিতেছিলেন কোথাও বা দেশের লোকদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণেরা নিজ সম্প্রদায়কে সংস্কৃত করিতে অতিশয় চেষ্টা করিতেছিলেন। অবৈদিকদিগের সহিত সংঘর্ষ-ফলে নানাপ্রকার ব্যভিচার ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সেইগুলি দূর করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন।

সর্ব্বে চ বেদাঃ সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সাংখ্যং পুরাণঞ্চ কুলে চ জন্ম।
নৈতানি সর্ব্বাণি গতির্ভবন্তি শীলব্যপেতস্য নৃপ দ্বিজস্য।

১২—২২ অঃ অনু।

কশ্যপ কহিয়াছেন,—ষড়ঙ্গের সহিত বেদসমুদয়, সাংখ্য, পুরাণ, এবং সৎকুলে জন্ম এই সমুদয় সদাচার-পরিভ্রষ্ট দ্বিজের গতি হয় না।

যথা দারুময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

৪৬—৩৬ অঃ শান্তি।

কাষ্ঠময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ ও বেদজ্ঞানবিহীন ব্রাহ্মণ এই তিনটিই নামধারী মাত্র, ইহাদের দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না।

দ্বাবিমৌ গ্রসতে ভূমিঃ সর্পো বিলশয়ানিব।
রাজানঞ্চাপ্যযোদ্ধারং ব্রাহ্মণঞ্চাপ্রবাসিনম্॥

৫৭—৩৩ অঃ উদ্।

সর্প যেমন গর্ত্তস্থিত মূষিকাদি গ্রাস করে, সেইরূপ অযোগ্য রাজা

ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ, এই দুই জনকে পৃথিবী গ্রাস করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ ব্রাহ্মণ ও রাজন্যগণের কিছুমাত্র খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে অপ্রবাসী ব্রাহ্মণের অর্থ যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত নিজ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন নাই; তখন বৈদিক জ্ঞান সকল স্থানে লাভ হইত না। বেদজ্ঞান-বিহীন ব্রাহ্মণকে দান নিষ্ফল; ৪৫—৩৬ অঃ শান্তি। ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহার ব্রাহ্মণত্ব থাকে না; ৮১—১৪১ অঃ শান্তি। কখন কখন ব্রাহ্মণেরা নিজ সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নিয়মিত করিতে রাজার সাহায্য লইতেন। আমরা দেখিতে পাই রাজা কর্ত্তৃক কদর্য্য ব্রাহ্মণের সর্ব্বস্ব আদান; ১৫—১২১ অঃ শান্তি।

অশ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্ব এব সর্ব্বে চানাহিতাগ্নয়ঃ।
তান্ সর্ব্বান্ ধার্ম্মিকো রাজা বলিং বিষ্টিঞ্চ কারয়েৎ॥
৫—৭৬ অঃ শান্তি।

যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নবিহীন ও নিরগ্নিক, ধার্ম্মিক নরপতি তাহাদের নিকট কর গ্রহণ করিবেন এবং বিনা বেতনে তাহাদিগকে রাজা পরিচর্য্যা (বেগার) করাইবেন।

স চেন্নো পরিবর্ত্তেত কৃতবৃত্তিঃ পরন্তপ।
ততো নির্ব্বাসনীয়ঃ স্যাত্তস্মাদ্দেশাৎ সবান্ধবঃ॥
১৪—৭৬ অঃ শান্তি।

যদ্যপি সেই (বেদজ্ঞ) ব্রাহ্মণ রাজার নিকট বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াও চৌর্য্যবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে নরপতি তাহাকে বান্ধব-বর্গের সহিত দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। এস্থলে চৌর্য্যবৃত্তি অর্থে সাধারণ অপহরণকারী চোরকে বুঝায়, না কোনপ্রকার

অবৈদিককে বুঝায় তাহা বলা কঠিন, তবে চোর, তস্কর ও দস্যু এই সকল শব্দ অবৈদিকগণের নাম ছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি।

শ্রুতশীলে সমাজ্ঞায় বৃত্তিমস্য প্রকল্পয়েৎ।

১৪—১৬৫ অঃ শান্তি।

নৃপতি ব্রাহ্মণের বিদ্যা ও চরিত্রের বিষয় বিদিত হইয়া তাঁহার বৃত্তি বিধান করিবেন।

তস্মাদ্রাজ্ঞা বিশেষেণ বিকর্ম্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
নিয়ম্যাঃ সংবিভজ্যাশ্চ তদনুগ্রহকারণাৎ॥

৩৩—৭৭ অঃ শান্তি।

বিকর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণগণকে নৃপতিরা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিয়মিত ও সম্যক্‌রূপে বিভক্ত করিয়া রাখিবেন। উপরে সংবিভাগ শব্দটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার সামগ্রী, ইহার সাধারণ অর্থ থাক বাঁধা। রাজা কেবল ব্রাহ্মণদের শ্রেণীভুক্ত করিতেন তাহা নহে, প্রথম তিন বর্ণের শ্রেণীবিভাগেরও উল্লেখ আছে।

রাজার শাসন ভিন্ন ব্রাহ্মণেরা নিজ সম্প্রদায় বিশুদ্ধ রাখিতে নানাপ্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম না করিলে কিংবা নিষিদ্ধ-কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা সামাজিক শাসনে দণ্ডিত করিতেন। এই সকল ব্রাহ্মণদের নাম হইত পতিত, অভিশপ্ত, অব্রাহ্মণ, শূদ্রতুল্য অথবা শূদ্র।

উদক্যামাসতে যে চ দ্বিজাঃ কেচিদনগ্নয়ঃ।
কুলং বা শ্রোত্রিয়ং যেষাং তে সর্ব্বে পাপকর্ম্মিণঃ॥

২৬—১৬৫ অঃ শান্তি।

যাহারা আহিতাগ্নি নয়, এবং যাহাদিগের বংশে বেদজ্ঞানবিহীন পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহারা সকলেই শূদ্রতুল্য।

উদপানোদকে গ্রামে ব্রাহ্মণো বৃষলীপতিঃ।
উষিত্বা দ্বাদশসমাঃ শূদ্রকর্ম্মৈব গচ্ছতি॥

২৭—১৬৫ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ শূদ্রের কন্যা পরিণয় করিয়া যে দেশে কেবল কূপোদক উপজীব্য, তথায় দ্বাদশ বৎসর বাস করিলে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত। ইহা হইতে মনে হয়, তখন কেবল নদীর ধারে ব্রাহ্মণেরা, অন্ততঃ সৎ ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন।

আহ্বায়কা দেবলকা নাক্ষত্রাঃ গ্রামযাজকাঃ।
এতে ব্রাহ্মণচাণ্ডালাঃ মহাপথিকপঞ্চমাঃ॥

৬—৭৬ অঃ শান্তি।

যাহারা ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত থাকেন, আর বেতন-গ্রহণপূর্ব্বক দেবপূজা, নক্ষত্রগণনা, গ্রামযাজনা, ও মহাপথ অর্থাৎ নৌকাদ্বারা সমুদ্রগমন করেন, শাস্ত্রে এ পঞ্চ জনকে ব্রাহ্মণচণ্ডাল বলিয়া থাকে। হিংসা করিলে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল হয়; ১২—২৭ অঃ অনু। যে ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মাধিকারে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা পতিত হইতেন। স্থানান্তরে দেখিয়াছি, রাজপ্রেষ্যগণ অর্থাৎ রাজকীয় কর্ম্মচারীরা পতিত হইতেন। ব্রাহ্মণেরা তখন পূর্ব্বকার নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম্মমধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। গ্রামযাজক প্রভৃতি পতিত হইতেন, দেশের লোকে অধিকাংশ শূদ্র হইয়াছিল অথবা শূদ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অবৈদিক বা বৌদ্ধদিগের যাজন নিষিদ্ধ বলিয়া

এইরূপ বিধি তাঁহারা করিয়াছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের পক্ষে বাণিজ্য, শিল্প, শূদ্রকে উপদেশ প্রদান, নিন্দনীয় ছিল; ১৪…১৭—৯১ অঃ অনু। কৃষি-উপজীবী ব্রাহ্মণগণ শূদ্রসদৃশ। শূদ্রকর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণ, বিদ্যা অধ্যয়ন ও সৎকর্ম্মহীন ব্রাহ্মণগণ নিন্দনীয় ও ব্রাহ্মণ সভামধ্যে প্রবেশের অনুপযুক্ত; ৭—৫১ অঃ সভা। পতিত ব্রাহ্মণ-দিগের পক্ষে নিন্দনীয় নামের অভাব ছিল না।

যা সংজ্ঞা বিহিতা লোকে দাসে শুনি বৃকে পশৌ।
বিকর্ম্মণি স্থিতে বিপ্রে সৈব সংজ্ঞা চ পাণ্ডব॥ ৫—৬২ অঃ শান্তি।

পৃথিবীতে দাস, কুকুর, বৃক এবং অপর পশুগণের প্রতি যে সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়, ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মান্বিত হইলে তাঁহার প্রতিও সেই সকল সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। অশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ যজ্ঞে আহুতি প্রদানে অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত।

ক্ষত্রাণি বৈশ্যানি চ সেবমানঃ শৌদ্রাণি কর্ম্মাণি চ ব্রাহ্মণঃ সন্।
অস্মিল্লোঁকে নিন্দিতো মন্দচেতাঃ পরে চ লোকে নিরয়ং প্রয়াতি॥
৪—৬২ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্রগণের কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল আচরণ করে তাহা হইলে সেই মন্দ-বুদ্ধি ইহলোকে নিন্দিত এবং পরলোকে নিরয়গামী হয়। এস্থানে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণের বিহিত ষট্‌কর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে ব্রাহ্মণেরা চেষ্টা করিতেছিলেন এবং যে ব্রাহ্মণ ষট্‌কর্ম্ম না করিত তাহাকে লোকাপবাদ ও সামাজিক দণ্ড ভোগ করিতে হইত।

দেশমধ্যে রাজার অথবা শাসনকর্ত্তার দণ্ড দিবার ভার;

ব্রাহ্মণেরা নিজে যতটুকু দণ্ড দিতে পারিতেন তাহা দিতেন। যাহাদিগকে তাঁহারা পতিত বা কুব্রাহ্মণ ভাবিতেন, তাহাদের সহিত সহবাস করিতেন না, একত্র ভোজন করিতেন না, শ্রাদ্ধকালে এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের নিমন্ত্রণ বন্ধ করিতেন, যাহাতে কেহ তাহাদিগকে দান না করে তাহারও বিধি করিতেন,—

"নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
দীয়মানং রুদত্যন্নং" ; ৫—৩৭ অঃ অনু।
যাবন্তঃ পতিতা বিপ্রা জড়োন্মত্তাস্তথৈব চ।
দৈবে বাপ্যথ পিত্র্যে বা রাজন্নার্হন্তি কেতনম্॥
১২—২৩ অঃ অনু।

যে সকল বিপ্র পতিত অর্থাৎ মহাপাতকহেতু জ্ঞাতিগণকর্ত্তৃক বহিভূ‌র্ত হইয়াছে, আর যাহারা জড় অথবা উন্মত্ত, তাহারা দৈব কিংবা পরিত্যক্ত কার্য্যে নিমন্ত্রণের যোগ্য নহে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—কেহ কেহ পংক্তিদূষণ ও অপাঙ্‌ক্তেয়, কেহ কেহ পংক্তিপাবন আছেন। এই সূত্রে একটি দীর্ঘ তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণ পতিত হইলে পংক্তিদূষণ হইত।

স্ত্রীপূর্ব্বাঃ কাণ্ডপৃষ্ঠাশ্চ যাবন্তো ভরতর্ষভ।
অজপা ব্রাহ্মণাশ্চৈব শ্রাদ্ধে নার্হন্তি কেতনম্॥
২২—২৩ অঃ অনু।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যাহারা স্ত্রীজিত অথবা স্ত্রীপণ্যোপজীবী, বেশ্যাপতি এবং সন্ধ্যাবন্দনবিহীন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণযোগ্য নহে। কুব্রাহ্মণ দাসপংক্তিতে ভোজন করিবে; ৫—৬৩ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অন্ন ভোজনে কোন হানি নাই, কেবল বিকর্ম্মী সর্ব্বভক্ষ শূদ্রের অন্ন পরিত্যাজ্য ; ২—১৩৫ অঃ অনু।

শূদ্রদিগের সহিত ভোজনে ব্রাহ্মণদিগের প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ; ২০—১৩৬ অঃ অনু। তবে ইহার ব্যতিক্রম ছিল ; সেই বিপ্লবের সময়, ব্রাহ্মণেরা অযাজ্যকেও যাজন করিত ও অভোজ্যও ভক্ষণ করিত।

যথা বৈ ব্রাহ্মণঃ সীদন্নযাজ্যমপি যাজয়েৎ।
অভোজ্যান্নানি চাশ্নীয়াত্তথেদং নাত্র সংশয়ঃ॥

২১—১৩০ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণ যেমন অবসন্ন হইলে, অযাজ্য ব্যক্তির যাজন করিয়া থাকেন, এবং অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন, আপৎকালে ক্ষত্রিয়েরও ব্রাহ্মণস্ব ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন অন্যের ধন গ্রহণে দোষ হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। উপরের উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে সকল ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দূর করিতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন। ষট্‌কর্ম্মবিহীন ব্রাহ্মণদিগের দণ্ড-সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে ; কিন্তু আমরা শীঘ্রই দেখিব যে, ব্রাহ্মণসমাজ, বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, অন্ততঃ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ কল্পনা করিতেন, সে ভাবে আর গঠিত হইল না। দণ্ডপ্রদানের যথেষ্ট আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পুনর্গঠনের লক্ষণ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে পুনরভ্যুত্থিত ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ অথবা অবৈদিকগণ হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য এই প্রকার নিয়ম করিয়াছিলেন। একভাবে ইহা আত্মরক্ষার চেষ্টা, ইহাই সময়ে প্রস্তরীভূত হইয়া দেশাচার হইল।

ব্রাহ্মণদিগের পুনরভ্যুত্থান,—সন্ন্যাসী।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণের শক্তিবৃদ্ধি হইতে লাগিল, যে ব্যক্তি পরাক্রমশালী সে ক্ষত্রিয় নাম গ্রহণ করিল, এবং ব্রাহ্মণও তাহাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিল। এ অবস্থায় নূতন ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের আজ্ঞাধীন হইবে তাহা আশ্চর্য্য নয়। ব্রাহ্মণ্য শাসন পুনঃস্থাপন করিতে এই শ্রেণীর ক্ষত্রিয়েরা প্রধান সহায় হইল। বৈশ্যেরা তখন শূদ্রসদৃশই হইয়া গিয়াছিল, দেশের লোক প্রায় সকলেই শূদ্র অর্থাৎ বিকৃত বৌদ্ধ ছিল। এতদিন পর্য্যন্ত বৌদ্ধগণ (যাহাদের নাম শূদ্র হইল) ব্রাহ্মণগণকে উৎপীড়ন করিতেছিল, এখন বৌদ্ধদিগের পতনে ও নবগঠিত ক্ষত্রিয়দিগের সাহায্য পাইয়া দেশমধ্যে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হইলেন। কি ভাবে তাঁহারা এই প্রভুত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা এখনি দেখা যাইবে।

ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে যে প্রকার ভাবিতেন, তাহার উদাহরণ নিম্নে দিতেছি, সময়ে দেশের লোকদিগেরও ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে সেইরূপ ধারণা হইল।

ব্রাহ্মণো হি পরং তেজো ব্রাহ্মণোহি পরং তপঃ।
ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে॥

১৬—৩০২ অঃ বন।

ব্রাহ্মণই পরম তেজ—ব্রাহ্মণই পরম তপস্যা; ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সূর্য্য অন্তরীক্ষে বিরাজ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে।
তারণায় সমর্থাঃ স্যুর্বিপরীতে বধায় চ॥ ৭—৩০৩ অঃ বন।

মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা পূজিত হইলে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হন এবং অবমানিত হইলে বিনাশের হেতু হইয়া উঠেন।

চক্ষুর্ম্মনোভ্যাং সন্তোষ্যা বিপ্রাঃ পূজ্যাশ্চ শক্তিতঃ।
ন চৈষাং বিপ্রিয়ং কার্য্যং তে হি বহ্নিশিখোপমাঃ॥

৩৮—১৪৯ অঃ দ্রোণ।

ব্রাহ্মণকে চক্ষু ও মনের দ্বারা সন্তোষিত এবং যথাশক্তি পূজা করিবে, কদাপি তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবে না, কেননা তাঁহারা অগ্নিশিখার ন্যায়। বালক ব্রাহ্মণ রাজার নিকট মাননীয়; ২—৫৬ অঃ আদি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের রাজা।

ন মে পিতা প্রিয়তরো ব্রাহ্মণেভ্যস্তথাভবৎ।
ন মে পিতুঃ পিতা বাপি যে চান্যেহপি সুহৃজ্জনাঃ॥

১৫—৮ অঃ অনু।

আমার পিতা বা পিতামহ বা অন্য কোন সুহৃদ্ জন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার প্রিয় নয়। রাজা ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিবেন; ৮—১৭৬ আদি।

ব্রাহ্মণাংস্তোষয়েদ্ যস্তু তুষ্যন্তে তস্য দেবতাঃ।
বচনাচ্চাপি বিপ্রাণাং স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ॥

১৪—১৯৯ অঃ বন।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে, তাহার প্রতি দেবতারা তুষ্ট হন। মনুষ্য ব্রাহ্মণের বচনেই স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ দেবতুল্য; ২৫—২০৫ অঃ বন। যাঁহারা দেবগণেরও দেব, সেই ব্রাহ্মণগণ যাহা বলেন তাহাই পরম-মঙ্গলজনক। ব্রাহ্মণগণ দেবগণের দেব; ৪৩—

৬০ অঃ শান্তি। ধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণো যোনিঃ; ২১—৯০ অঃ শান্তি। অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণও দেবস্বরূপ; ২০—১৫১ অঃ অনু।

ব্রাহ্মণ যদি সতত অনিষ্ট কার্য্যেও বর্ত্তমান থাকেন, তথাচ সর্ব্বতোভাবে মান্য; ২৩—১৫১ অঃ অনু। ব্রাহ্মণগণ অন্যলোক (স্বর্গাদিন্যায়) সৃজন করিতে পারেন; ১৩—১৫৯ অঃ অনু।

নানুযোগা ব্রাহ্মণানাং ভবন্তি বাচা রাজন্ মনসা কর্ম্মণা বা।

৫৬—১৯২ অঃ বন।

মন, বাক্য বা কার্য্য-দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রতি শাসন নাই।

দুর্ব্বেদা বা সুবেদা বা প্রাকৃতাঃ সংস্কৃতাস্তথা।
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্মচ্ছন্না ইবাগ্নয়ঃ॥
যথা শ্মশানে দীপ্তৌজাঃ পাবকো নৈব দুষ্যতি
এবং বিদ্বানবিদ্বান্ বা ব্রাহ্মণো দৈবতং মহৎ॥

৮৮।৮৯—১৯৯ অঃ বন।

ব্রাহ্মণগণ বেদরহিত কি বেদবিৎ কি প্রাকৃত কি সংস্কৃত, যাহাই হউন না কেন, তাঁহাদিগের অবমাননা কর্ত্তব্য নয়; তাঁহাদিগকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বোধ করিবে। যে প্রকার শ্মশানে দীপ্তশিখ অগ্নি দূষ্য হয় না, সেই প্রকার, ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ই হউন, কিংবা অবিদ্বান্ই হউন, তিনি মহৎ ও দেবতাস্বরূপ।

ব্রাহ্মণের অতিক্রমদ্বারা প্রশস্ত কুল দুষ্কুলতা প্রাপ্ত হয়।

২৬।২৭—৩৬ অঃ উদ্।

একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত রাজ্য নষ্ট করেন।

৮—৪০ অঃ উদ্।

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত; ৬—৪৩ অঃ উদ্। জন্মিবা-

মাত্র অসংস্কৃত ব্রাহ্মণ সকলের নমস্য ও অতিথি ; ১—৩৫ অঃ অনু।
ইন্দ্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; ৫৯—৭৬ অঃ আদি।

ব্রাহ্মণের অভাব হইলে চুরি দোষের নয়।

আপৎসু বিহিতং স্তৈন্যে বিশিষ্টং চ মহীয়সঃ।
বিপ্রেণ প্রাণরক্ষার্থং কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ॥

৩৯—১৪১ অঃ শান্তি।

আপৎকালে প্রাণরক্ষার জন্য চৌর্য্য অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয় হয় না ;

যান্ পূজয়ন্তো বিন্দতি স্বর্গমায়ুর্যশঃ প্রজাঃ।

১৬—১৫০ অঃ শান্তি।

জনগণ যাঁহাদিগকে পূজাকরতঃ স্বর্গ, আয়ু ও যশ লাভ করেন, তুমি অকারণ সেই ব্রাহ্মণগণকে সতত দ্বেষ করিয়া থাক। শুনক-তনয় ইন্দ্রোত জন্মেজয়কে বলিয়াছিলেন ;—

কর্ত্তা শাস্তা বিধাতা চ ব্রাহ্মণো দেব উচ্যতে।

১৯—১৬৫ অঃ শান্তি।

যদ্ ব্রাহ্মণার্থং বিসৃজেদাত্মানমপি চাত্মজম্॥

ব্রাহ্মণের উপকারার্থ আত্মাকে বা আত্মজকে পরিত্যাগ করিবে।

ব্রাহ্মণো নাম ভগবান্। ১২—২৬৮ অঃ শান্তি।

এই হইল ব্রাহ্মণসম্বন্ধে ব্রাহ্মণদিগের ও অপরাপর সকলের ধারণা। দেশ শাসন করিবার অধিকার ক্ষত্রিয়ের ছিল, সেই ক্ষত্রিয়েরা হইল ব্রাহ্মণদিগের গঠিত। ব্রাহ্মণব্যতীত রাজ্য চলে না।

তস্মাদেবং বিজানীহি কুরূণাং বংশবৰ্দ্ধন।
ব্রাহ্মণপ্রমুখং রাজ্যং শক্যং পালয়িতুং চিরম্॥

৮০—১৭০ অঃ আদি।

কোন ভূপতি ব্রাহ্মণরহিত হইয়া কেবল শৌর্য্য বা আভিজাত্য দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন না, অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, যে রাজ্যের কার্য্যচিন্তায় ব্রাহ্মণের প্রাধান্য থাকে, সেই রাজ্য চিরকাল রক্ষা করিতে পারা যায়।

ব্রাহ্মণা হি সদা রক্ষ্যাঃ; ৩৬—১৯০ অঃ আদি। দোষী ব্রাহ্মণকে ক্ষমা করিবে।

অভিশপ্তমপি হ্যেষাং কৃপায়ীত বিশাম্পতে।
ব্রহ্মঘ্নে গুরুতল্পে চ ভ্রূণহত্যে তথৈব চ॥ ৩২—৫৬ অঃ শান্তি।

ব্রহ্মহত্যা, বিমাতৃসহবাস ও ভ্রূণহত্যা, এই ত্রিবিধ পাপগ্রস্ত অথবা রাজদ্বেষী হইলে তাহাদিগকে নিজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য।

রাজদ্বিষ্টে চ বিপ্রস্য বিষয়ান্তে বিসর্জ্জনম্।
বিধীয়তে ন শারীরং দণ্ডমেষাং কদাচন॥

৩৩—৫৬ অঃ শান্তি।

ব্রাহ্মণগণ অপরাধ করিলে তাহাদিগকে রাজ্য হইতে বিসর্জ্জন করা বিধেয়, কদাচ হনন করিবে না। কশাঘাত অথবা অন্য দৈহিক দণ্ড করিবে না। ব্রাহ্মণের নিমিত্ত তিন বর্ণ অস্ত্র গ্রহণ করিবেন; ২৯—৭৮ অঃ শান্তি।

নহি মে ব্রাহ্মণো বধ্যঃ পাপেষ্বপি রতঃ সদা।

২—২৯ অঃ আদি।

ব্রাহ্মণ নিয়ত পাপনিরত হইলেও বধ্য নহে। সর্ব্বপ্রাণিপীড়ন অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-পীড়নে গুরুতর পাপ; ৯৫—৬৩ অঃ আদি। ব্রাহ্মণের উপকারার্থে আত্মজকে ও আত্মাকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণবধ ও আত্মবধ এ উভয়ের মধ্যে আত্মবধই শ্রেয়; ৫…৭—১৬৮ অঃ আদি। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রাণীর অবধ্য; ৩—২৮ অঃ আদি। ব্রাহ্মণ সর্ব্বপাপে অবস্থিত হইলেও কোন প্রকারে বধার্হ হইতে পারে না; ১৭—৮২ অঃ উদ্।

কোন অবস্থায় ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে নাই; ৮৮—১৯৯ অঃ বন।

দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দেশমধ্যে ব্রাহ্মণের এইস্থান ছিল, দেড় সহস্র বৎসরে এসম্বন্ধে কোন প্রভেদ হয় নাই। এই পনর শত বৎসরের মধ্যে এদেশে কত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তথাপি ব্রাহ্মণের স্থান পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও সেইরূপ আছে। সাড়ে সাত শত বৎসর হিন্দুরা বিদেশীয়গণের দাসত্ব করিতেছে, হিন্দু জাতি লোপ পাইতেছে, বাঙ্গালাদেশে হিন্দুদিগের সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদিগের মত লাঞ্ছিত ও নির্য্যাতিত জাতি পৃথিবীতে কখন হয় নাই, তথাপি দেশমধ্যে ব্রাহ্মণের স্থান দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও সেইভাবে আছে। বিপ্লবের পর স্মৃতি-যুগ অথবা মৃত্যুযুগ আরম্ভ হইল, সে যুগ এখনও চলিতেছে। স্মৃতিযুগের আরম্ভে বৌদ্ধ অথবা বিকৃত বৌদ্ধদিগের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন, তাহাদের সহিত ব্রাহ্মণ্য সমাজের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তবে পূর্ব্বে যাহারা বৌদ্ধ ছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণ্য সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আসিল। হিন্দু সমাজের লোক দুই ভাগে বিভক্ত হইল, ব্রাহ্মণ

ও অব্রাহ্মণ অথবা বৈদিক বা অবৈদিক ; এই অব্রাহ্মণদিগের নাম হইল শূদ্র, ইহারা হইল ব্রাহ্মণেতর অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ হইতে ভিন্ন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ইতর, অপর, অবর, হীন, শূদ্র, অন্ত্যজ প্রভৃতি অগণিত নাম দিয়াছিলেন। এই ইতরদিগের সহিত ধর্ম্ম অথবা সমাজ-সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা কোন সম্পর্ক রাখিলেন না ; ইহাদের ধর্ম্মশিক্ষা কাহারা প্রদান করিত এবং কিভাবে দেওয়া হইত তাহা আমাদের জ্ঞাত হওয়া অতিশয় আবশ্যক। একথা বুঝিতে হইলে পূর্ব্বে যেসকল সম্প্রদায়ের কথা বলা হইয়াছে, সে সকল সম্প্রদায়-সম্বন্ধে আরও কিছু বলা প্রয়োজন।

বৈদিকেরা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড অনুসরণ করিতেন ; তাঁহারা চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রম এক সময়ে স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম অনুশীলন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরাপর সম্প্রদায়দিগের ধর্ম্ম ও আশ্রম-সম্বন্ধে এখন বিশেষ কিছু জানা যায় না। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদের কথা পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, আমরা কতকগুলি মতের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম ; লোকায়তগণ নাস্তিক ছিল ; ২৬—২১৮ অঃ শান্তি। নিশ্চিতবাদিগণ সন্ন্যাসকে তপস্যা বলিত ; ১—১৭ অঃ অশ্ব।

যাহাদিগকে হেতুবাদিক বলিত, তাহারা শাস্ত্রোক্ত হেতুবাদ-বিরোধী ছিল। বিজ্ঞানবাদীরা নাস্তিক ছিল ; ৩৫—২১৮ অঃ শান্তি। হঠবাদীরা প্রাক্তন কর্ম্ম বিশ্বাস করিত না ; ১৩...১৬—৩২ অঃ বন। শ্রুতি ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কি বলবান্ তাহা লইয়া বিচার হইত, মার্কণ্ডেয় মুনি যোগপথ-অনুমোদনকারী ছিলেন, তথাপি তিনি অগ্নিতে হবন অর্থাৎ যজ্ঞ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন ;

৩—১৮৬ অঃ বন। আমরা দেখি জনক রাজার যজ্ঞে নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ বরুণপুত্র বন্দীর সহিত ব্রহ্মর্ষি অষ্টাবক্রের বিবাদ চলিতেছে; ১৭৫—২ অঃ আদি।

নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলম্।

তাবুভাবেকচর্য্যৌ তাবুভাবনিধনৌ স্মৃতৌ ॥২—৩১৬ অঃ শান্তি।

সাংখ্যজ্ঞানের সমান জ্ঞান, যোগবলের তুল্য বল আর নাই এবং সাংখ্য ও যোগ উভয়েরই অনুষ্ঠান এক ও উভয়েই অবিনাশী ইহা উক্ত হইয়াছে। সৌগত মতাবলম্বীদিগকে নাস্তিক বলিত; ৩৬—২১৮ অঃ শান্তি।

অবৈদিক আর্হতগণের মধ্যে জাতকর্ম্ম সংস্কার হইত। নির্ণয় অথবা প্রত্যক্ষ আগম এই উভয়ের মধ্যে বলবত্তর কি?—ইহা লইয়া বিচার হইত; ২—১৬২ অঃ অনু। হেতুবাদিগণ প্রত্যক্ষ কারণ দর্শন করিতেন; ৫—১৬২ অঃ অনু। প্রহ্লাদের মত, সমস্ত পদার্থ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; পুরুষার্থো ন বিদ্যতে; ২...১৫—২২২ অঃ শান্তি। কেহ কেহ বলিতেন বিবিধ পন্থা এক হইয়াও পরস্পর পরস্পরের অঙ্গস্বরূপ; ২১—৩৪৮ অঃ শান্তি। কেহ বলিতেন ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই শাস্ত্রমূলক; ২০—৩২ অঃ শান্তি। কেহ কেহ বা বিবিধ সম্প্রদায়ের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিতেন; ১—১৭৬ অঃ শান্তি। কোথাও বা দেখিতে পাই, "শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা শাস্ত্রকে নিন্দা করে এবং বিদ্যাবণিক্ রাক্ষসের ন্যায় নিজ বিদ্যা প্রকাশ করে।" ১০...১৬—১৪২ অঃ শান্তি। কেহ বলিতেন ন্যায়ানুগত যে ব্যবহার তাহাই শাস্ত্র, এবং যাহা অন্যায়-অনুগত তাহাই অশাস্ত্র; ৫৮—২৬৮ অঃ শান্তি। কেহ বলিতেন, বেদশাস্ত্র হইতে যাহা বিভিন্ন

তাহাই অশাস্ত্র, ইহা শ্রুতিমধ্যে প্রতিপন্ন রহিয়াছে ; ৫৯—২৬৮ অঃ শান্তি।

দানেন কর্ম্মণা চান্যে তপসাঽন্যে তপস্বিনঃ

বুদ্ধ্যা দাক্ষ্যেণ চৈবান্যে বিন্দতি ধনসঞ্চয়ান্ ॥

৪৮—১৩০ অঃ শান্তি।

কেহ কেহ দান ও কর্ম্ম দ্বারা তপস্বী হয়, কেহ বা তপস্যা করিয়াই তপস্বী হইয়া থাকে, অপরে বুদ্ধিকৌশল ও দক্ষতা দ্বারা ধনসঞ্চয় করে। আমরা কপটধর্ম্মচারী দেখিতে পাই ; ১৮—১৫৮ অঃ শান্তি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।

অনুমানতোঽপি ধর্ম্মো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫৬—৬৯ অঃ কর্ণ।

কোন কোন পণ্ডিত "শ্রুতি হইতেই ধর্ম্ম" এইরূপ নির্দ্দেশ করেন।

কেহ বলিতেন, সকলেই বেদাশ্রয় করিয়া যুক্তি করেন ; ১৭২ অঃ বন। ধর্ম্মের বিধি যথাবৎ বর্ত্তমান থাকিলেও ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ৫—২৯ অঃ উদ্।

সমস্ত পাষণ্ডগণের মধ্যে কেহ কেহ দেহনাশ-নিবন্ধন আত্মার বিনাশ স্বীকার করিত, কেহবা দেহকেই অবিনাশী বলিয়া স্বীকার করিত, এবংবিধ বিবিধ বিষয় ইত্যাদি ইত্যাদি পাষণ্ডগণের ধর্ম্ম ; ৪—২১৮ অঃ শান্তি।

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—

ইমে বৈ মানবাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মং প্রতি বিশঙ্কিতাঃ।

কোঽয়ং ধর্ম্মঃ কুতো ধর্ম্মস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥

১—২৫৮ অঃ শান্তি।

ধর্ম্মস্ত্বয়মিহার্থঃ কিমমুত্রার্থোঽপি বা ভবেৎ।
উভয়ার্থো হি বা ধর্ম্মস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ॥

২—২৫৮ অঃ শান্তি।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে কহিতেছেন—এই সমস্ত মানবগণ, আর্য্য, জৈন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় ধর্ম্মের নানাত্বনিবন্ধন তদ্বিষয়ে সন্দিহান হন; অতএব ধর্ম্মের স্বরূপ লক্ষণ কি এবং কোথা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে, আপনি আমার নিকটে তাহা কীর্ত্তন করুন; আর ধর্ম্ম কি ইহলোকের নিমিত্ত অথবা পরলোকের নিমিত্ত কিংবা উভয় লোকের নিমিত্ত, ইহাও আপনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন। আর এক স্থলে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্ম বলিতেছেন—

অমিথ্যাজ্ঞানিনঃ কেচিন্মিথ্যাবিজ্ঞানিনঃ পরে।
তদ্বৈ যথাযথং বুদ্ধ্বা জ্ঞানমাদদতে সতাম্॥ ১০
পরিমুষ্ণন্তি শাস্ত্রাণি ধর্ম্মস্য পরিপন্থিনঃ।
বৈষম্যমর্থবিদ্যানাং নিরর্থাঃ স্থাপয়ন্তি তে॥ ১১
আজিজীবিষবো বিদ্যাং যশঃকামৌ সমন্ততঃ।
তে সর্ব্বে নৃপ পাপিষ্ঠা ধর্ম্মস্য পরিপন্থিনঃ॥ ১২
অপক্কমতয়ো মন্দা ন জানন্তি যথাতথম্।
যথা হ্যশাস্ত্রকুশলাঃ সর্ব্বত্রযুক্তিনিষ্ঠিতাঃ॥ ১৩
পরিমুষ্ণন্তি শাস্ত্রাণি শাস্ত্রদোষানুদর্শিনঃ।
বিজ্ঞাতমর্থং বিদ্যানাং ন সম্যগিতি বর্ত্ততে॥ ১৪
নিন্দয়া পরিবিদ্যানাং স্ববিদ্যাং খ্যাপয়ন্তি চ।
বাগস্ত্রা বাক্‌শরীভূতা দুগ্ধবিদ্যাফলা ইব॥ ১৫

তান্ বিদ্যাবণিজো বিদ্ধি রাক্ষসানিব ভারত।
ব্যাজেন সদ্ভির্বিহিতো ধর্ম্মস্তে পরিহাস্যতি ॥ ১৬
ন ধর্ম্মবচনং বাচা নৈব বুদ্ধ্যেতি নঃ শ্রুতম্।
ইতি বার্হস্পতং জ্ঞানং প্রোবাচ মঘবা স্বয়ম্ ॥ ১৭

১৪২ অঃ শান্তি।

"কেহ কেহ যথার্থ জ্ঞানী, কেহ কেহ বৃথাজ্ঞান-সম্পন্ন হয়, ইহা যথার্থরূপে বিদিত হইয়া বুদ্ধিমান্ জনগণ সাধুদিগের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মবিদ্বেষী অর্থজ্ঞানবিহীন মানবগণ শাস্ত্রসকলের নিন্দা এবং শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য প্রকটন করিয়া থাকে। মহারাজ! যাহারা শাস্ত্র ও আচারের নিন্দাপ্রসঙ্গে কেবল জীবিকানির্ব্বাহার্থ বিদ্যাশিক্ষা-করতঃ যশ আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারাই ধর্ম্মদ্বেষী ও পাপিষ্ঠ। শাস্ত্রজ্ঞান-বিহীন অযুক্তি-সম্পন্ন জনগণের ন্যায় অপরিণতবুদ্ধি মূর্খেরা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে জানে না। শাস্ত্রের দোষদর্শী জনগণ শাস্ত্রসকলের নিন্দা করিয়া থাকে, শাস্ত্রের অর্থ বিজ্ঞাত হইলেও তাহাদিগের নিকট তাহা সাধুভাবে প্রতিপন্ন হয় না; তাহারা কৃত-বিদ্য ব্যক্তিগণের ন্যায় বাক্যরূপ অস্ত্র ও শর ধারণকরতঃই পরের বিদ্যার নিন্দাবাদ দ্বারা নিজ বিদ্যা প্রকটন করে। হে ভারত! তুমি এরূপ জনগণকে বিদ্যাবণিক্ ও রাক্ষসের ন্যায় জ্ঞান করিও, তাহারা সাধুগণের বিহিত ধর্ম্মকে ছলপূর্ব্বক পরিত্যাগ করে। আমরা শুনিয়াছি, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম উচ্চারণ করিলেই ধর্ম্ম হয় না; দেবরাজ স্বয়ং বৃহস্পতির এই উপদেশ কহিয়াছেন।"

সে সময়ে আর এক দল ছিল, যাহাদের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন;

ইহাদের নাম তার্কিক। তার্কিক বলিয়া কোন সম্প্রদায় ছিল কিংবা এই শব্দটি সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইত, তাহা বলা যায় না।

ভবন্তি সুদূরাবর্ত্তা হেতুমন্তোঽপি পণ্ডিতাঃ।
দৃঢ়পূর্ব্বে স্মৃতা মূঢ়া নৈতদস্তীতিবাদিনঃ॥
অনৃতস্যাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি।
চরন্তি বসুধাং কৃৎস্নাং বাবদূকা বহুশ্রুতাঃ॥
পার্থ যান্ন বিজানীমঃ কস্তান্ জ্ঞাতুমিহার্হতি।
এবং প্রাজ্ঞাঃ শ্রুতাশ্চাপি মহান্তঃ শাস্ত্রবিত্তমাঃ॥

২৩।২৪।২৫—১৯ অঃ শান্তি।

ভীষ্ম একস্থলে তাহাদের (তার্কিকদিগের) বর্ণনা করিতেছেন, কতকগুলি মূঢ় লোক হেতু অর্থাৎ তর্কাদি-শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও পূর্ব্ব-জন্মের দৃঢ়তর কুসংস্কারবশতঃ আত্মা নাই বলিয়া বিবাদ করে, অতএব মোক্ষবিষয়ক এই সারসিদ্ধান্ত তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করান অসাধ্য জানিবে। দুষ্ট মনুষ্যগণ বহুল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও বাচালতা-বশতঃ জনসমাজে আপনাকে বক্তৃতাপটু জানাইয়া মোক্ষধর্ম্মের নিন্দা করতঃ পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। অর্জ্জুন! যাহার অর্থ মাদৃশ লোকে বোধগম্য করিতে না পারে, তাহা অপর অজ্ঞান লোকে কি বুঝিবে? পরন্তু ঐ মূর্খগণ যেমন শাস্ত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব বোধ করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা প্রাজ্ঞ সাধুদিগকেও জানিতে পারে না।

বহবঃ পণ্ডিতা মূর্খা লুব্ধা মায়োপজীবিনঃ।
কুর্য্যুদ্দোষমদোষস্য বৃহস্পতিমতেরপি॥ ৬৩—১১১ অঃ শান্তি।

অনেকানেক পণ্ডিত, মূর্খ, লুব্ধ ও মায়োপজীবী (মায়া—ছল)

মানবগণ বৃহস্পতি-সমান মতিমান্ নির্দ্দোষ মানবের দোষ স্থাপন করিয়া থাকে। তার্কিকেরা বেদাপেক্ষা যুক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেন। নৈয়ায়িকানাং মুখোন যুক্তিরেব বলীয়সী নতু শ্রুতিরিতি মন্যমানেন ইত্যাদি·; ১৭৫—২ অঃ আদি (টীকা)।

বহুকথিতমিদং হি বুদ্ধিমদ্ভিঃ কবিভিরপি প্রথয়দ্ভিরাত্মকীর্ত্তিম্।
ইদমিদমিতি তত্র তত্র হন্ত স্বপরমতৈর্গহনং প্রতর্কয়দ্ভিঃ॥

৩৫—১৭৯ অঃ শান্তি।

কবি (বুদ্ধিমান্‌গণ) আত্মকীর্ত্তি প্রথিতকরতঃ স্বমত ও পরমত দ্বারা এই শাস্ত্রে এইরূপ কহে, এইরূপ বহু বিতর্ক করিয়া বাহুল্যরূপে আত্মতত্ত্বের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য বৈদিকেরা তার্কিকগণের বিরোধী ছিলেন। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য আশ্রয়স্ব শ্রুতিং স্মৃতিম্।
একাক্ষরাভিসম্বদ্ধং তত্ত্বং হেতুভিরিচ্ছসি॥
বুদ্ধির্ন তস্য সিদ্ধ্যেত সাধনস্য বিপর্য্যয়াৎ॥ ১১৪ - ১৯৯ অঃ বন।

হে ভারত! তুমি শুষ্ক তর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতি স্মৃতি আশ্রয় কর, শ্রুতিসিদ্ধ যুক্তি দ্বারা অদ্বিতীয় অক্ষর তত্ত্বের কামনা কর।

যাথাতথ্যমবিজ্ঞায় শাস্ত্রাণাং শাস্ত্রদস্যবঃ।
ব্রহ্মস্তেনা নিরারম্ভা দম্ভমোহবশানুগাঃ॥ ৫৩—২৬৮ অঃ শান্তি।

শাস্ত্রদস্যুগণ শাস্ত্রসকলের যথাতথ্য না জানিয়া স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য ব্রহ্মবস্তুর আলাপনকরতঃ শমদমাদি-সাধনে ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক দম্ভ ও মোহের বশতাপন্ন হইয়াছে। আমরা কপট-ধর্ম্মচারীদিগের উল্লেখ দেখিতে পাই,—

অন্তঃক্রূরাঃ বাঙ্‌মধুরাঃ কূপাশ্ছন্নাস্তৃণৈরিব।
ধর্ম্মবৈতংসিকাঃ ক্ষুদ্রা মুষ্ণন্তি ধ্বজিনো জগৎ ॥

১৮—১৫৮ অঃ শান্তি।

(এইরূপ লোকেরা) তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায়, অন্তরে ক্রূর ও বাক্য-মাত্রে মধুর হইয়া থাকে; সেই ক্ষুদ্রাশয় জনগণ ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া ধর্ম্মচ্ছলে অপরের অনিষ্ট করতঃ জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। এই হইল সাধারণ তার্কিক ও অপরাপর সম্প্রদায়ের অবস্থা। কিন্তু যাহাদের প্রভাবে দেশের লোকের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইল, তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ভাবে বলা প্রয়োজন; ইঁহারা হইলেন সন্ন্যাসীর দল। কাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলিত ও এখনও বলে তাহা আমরা সকলেই জানি; কিন্তু তখন সন্ন্যাসীর স্থলে অসংখ্য শব্দ ব্যবহারও হইত। সন্ন্যাসী, যতি, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, হংস, পরম-হংস, তপস্বী, মুনি, কাপালিক, বৈখানস, যাবকব্রতী প্রভৃতি নানা শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক শব্দের কি বিশেষত্ব ও উহাদের মধ্যে পরস্পরের কি সম্বন্ধ তাহা এখন বলা কঠিন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে মাংসদানের কথা আছে; ৮—১৩৬ অঃ শান্তি। অপর স্থলে দেখিতে পাই, সন্ন্যাসীদিগকে ভক্ষ্যাদি দ্রব্য দেওয়া বিধি; ৫৩—২ অঃ বন। এমন গৃহে ভিক্ষা করিবে যে গৃহে প্রচুর আছে; ৩০—৪২ অঃ উদ্‌। সন্ন্যাসীদিগের স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে বিধি নাই; ২৭—১৮ অঃ শান্তি। যাবকব্রতী সন্ন্যাসীরা উৎসৃষ্ট গোময়ে যে যব থাকিত তাহাই পাক করিয়া খাইত; ৩৮—২৬ অঃ অনু।

সন্ন্যাসিগণ কেবল দ্বিজাতিদিগের গৃহে ভিক্ষা করিবে; ৩—

১৯২ অঃ শান্তি। কোথাও বা দেখিতে পাই, সন্ন্যাস-আশ্রমের পর হংস আশ্রম; হংস আশ্রমের পর পরমহংস আশ্রম।

হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ।

৮৯—১৪১ অঃ অনু।

পরমহংস আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠতম অদুঃখ, অসুখ, প্রিয়দর্শন, অজর, অমর, ও অধ্যায় আশ্রম আর নাই। অতিশয় রাগবশতঃ লোকে ইহা আচরণ করে না। ত্রিদণ্ডধারণ সন্ন্যাসীদিগের লক্ষণ ছিল।

আমরা শূদ্র সন্ন্যাসী দেখিতে পাই; ১২১—১০ অঃ অনু। ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের সন্ন্যাস-আশ্রমের উল্লেখ আছে। কাপালী-বৃত্তি সন্ন্যাসীও দেখিতে পাওয়া যায়; ৫০—১০৪ অঃ শান্তি। চতুর্ব্বিধ ভিক্ষুর কথা আছে—"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ"; ৮৯—১৪১ অঃ অনু। কুটীচক ও বহূদক, হংস ও পরমহংস ভেদে ভিক্ষু চতুর্ব্বিধ, যিনি যাহার পশ্চাৎ উল্লিখিত হইয়াছেন, তিনি তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কুটীচক ও বহূদক ইহারা উভয়েই ত্রিদণ্ডধারণ করেন, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ভিক্ষু গৃহে বসতি করেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া থাকেন, তৃতীয় ভিক্ষু আশ্রমধর্ম্মে নিরত, আর চতুর্থ ব্যক্তি নিস্ত্রৈগুণ্য-পথে বিচরণ করেন। এই শ্লোক হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এমন ভিক্ষু ছিল, যাহারা গৃহে বাস করিত এবং আশ্রম-ধর্ম্মানুসরণ করিত। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসিগণ অবৈদিক ভিক্ষু সন্ন্যাসী-দিগের আচরণ অনেক সময়ে অনুমোদন করিতেন না, তাঁহারা বলিতেন—

ন কুট্যাং নোদকে সঙ্গো ন বাসসি ন চাসনে।
ন ত্রিদণ্ডে ন শয়নে নাগ্নৌ ন শরণালয়ে॥ ৮২—১৪১ অঃ অনু।

মোক্ষার্থী মানব গৃহে, উদকে, বসনে, আসনে, ত্রিদণ্ডে, শয়নে, হুতাশনে ও রক্ষক-নিকেতনে সঙ্গ করিবেন না। আমরা সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর উল্লেখ দেখিতে পাই ; ২১—১৪২ অঃ অনু। কদাচ দার-পরিগ্রহকারী মুনি ও দার-অপরিগ্রহকারী মুনি দেখিতে পাই।

সিদ্ধিবাদেষু সংসিদ্ধাস্তথা বননিবাসিনঃ।
স্বৈরিণো দারসংযুক্তাস্তেষাং ধর্ম্মঃ কথং স্মৃতঃ॥

২১—১৪২ অঃ অনু।

যাঁহারা সিদ্ধিবাদে সুপ্রসিদ্ধ, বনবাসী, স্বেচ্ছাচারী ও কদাচিৎ দারপরিগ্রহকারী তাহাদিগের ধর্ম্ম কি প্রকারে স্মৃত হইয়া থাকে ? যুধিষ্ঠির নিজ মুখে প্রকৃত সন্ন্যাসীর বর্ণনা করিতেছেন —

হিত্বা গ্রাম্যসুখাচারং তপ্যমানো মহত্তপঃ।
অরণ্যে ফলমূলাশী চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ॥
জুহ্বানোহগ্নিং যথাকালমুভৌ কালাবুপস্পৃশন্।
কৃশঃ পরিমিতাহারশ্চর্ম্মচীরজটাধরঃ॥ ৪-৫—৯ অঃ শান্তি।

"আমি গ্রাম্য ব্যবহার সুখসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসী ও ফলমূলাহারী হইয়া সুমহৎ তপস্যানুষ্ঠান করতঃ মৃগগণের সহিত বিচরণ করিব। আমি তথায় অবস্থানপূর্ব্বক যথাসময়ে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিব ; প্রাতঃ ও সায়ংকালে স্নান, চর্ম্মচীর ও জটা-ধারণ ও পরিমিত ভোজন করিয়া শরীরকে কৃশ করিব এবং শীত, বাত, আতপ, ক্ষুধা ও পিপাসাদি জন্য ক্লেশসকল সহ্য করিতে অভ্যাস করতঃ বিধিদৃষ্ট তপস্যাদ্বারা ক্রমে শরীরকে বিশোষিত করিব এবং অরণ্যস্থ প্রহৃষ্ট মৃগ-পক্ষিগণের শ্রুতিমনোহর নানাবিধ কলধ্বনি শ্রবণ ও পুষ্পিত বৃক্ষাদির

মনোরম পুষ্পগন্ধ আঘ্রাণ এবং স্বাধ্যায়-নিরত বানপ্রস্থ প্রভৃতি নানা-বেশধারী রমণীয়মূর্ত্তি বনবাসীদিগকে দর্শনকরতঃ অবস্থান করিব; আমি আর কাহারও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইব না; অতএব গ্রামবাসী-দিগের সহিত আমার যে আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না, তাহা আর বক্তব্য কি? আমি তথায় একান্ত শিলাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক পক্ক ও অপক্ক বন্যফল, নির্ঝরবারি এবং স্তোত্রাদি দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনকরতঃ কালযাপন করিব। এইরূপে আরণ্যক-শাস্ত্র-বিহিত কঠোর ব্রত আশ্রয় করতঃ দেহাবসানের কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, অথবা মুণ্ডিতমস্তক হইয়া প্রতিদিন এক এক বনস্পতির নিকট ফল ভিক্ষা করিয়া শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ করিব এবং নিরাশ্রয় ও ভস্মাচ্ছাদিত-কলেবর হইয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিব, কিংবা সমস্ত প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলে অবস্থান করিব। অপিচ, সমস্তপরি-গ্রহশূন্য ও সুখদুঃখ রহিত হইয়া মমতা ও বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক শোক বা হর্ষের বশবর্ত্তী হইব না এবং স্তুতি ও নিন্দায় সমান জ্ঞান করিব। আমি আর কদাচিৎ কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বাহে অন্ধ জড় বা বধিরের ন্যায় হইয়া বিশুদ্ধচিত্তে কেবল আত্মোপাসনায় রত থাকিব। আমি জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ প্রাণীজাতের মধ্যে কাহারও প্রতি হিংসা না করিয়াই কি ধাম্মিক, কি ইন্দ্রিয়পরায়ণ সকলের প্রতিই সমদৃষ্টি করিব। কাহাকেও অবজ্ঞা বা কাহারও প্রতি ভ্রূকুটী-পাত করিব না। সর্ব্বদা প্রসন্নভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমনে যত্নপর হইব। গমনকালে কোন দিক্ বা দেশের প্রতি লক্ষ্য ও পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত, কি পথের বিষয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবর্জ্জিত ও নিরপেক্ষ হওতঃ সমাহিত ও সরলান্তঃ-

করণে যদৃচ্ছাচারে গমন করিব। স্বভাব জীবের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং আহারাদি ব্যাপার স্বাভাবিক সংস্কার-বশতঃই নির্ব্বাহিত হইবে, কিন্তু আমি জ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্মী সেই সমস্ত সুখ-দুঃখাদিকে চিন্তা করিব না। পবিত্র ভোজন দ্রব্য যদি প্রথম গৃহে কিছুমাত্রও না পাই, তাহা হইলে অন্য গৃহে যাইব, সে স্থলেও প্রাপ্ত না হইলে ক্রমে সপ্ত গৃহে পর্য্যটনপূর্ব্বক উদরপূর্ত্তি করিব। যখন গ্রামের সমস্ত লোকের উদূখল-মুষলাদির কার্য্য সমাধা ও অগ্নিসকল নির্ব্বাপিত হইয়া রন্ধনশালা ধূমশূন্য হইবে এবং গৃহস্থসকল ভোজনাদি ব্যাপার সমাপ্ত করিবে, এমন কি যৎকালে অতিথি ও ভিক্ষুকাদিরও আর গমনাগমন থাকিবে না, আমি এরূপ এক সময়ে যাইয়া দুই তিন বা পাঁচটি গৃহে পর্য্যটনপূর্ব্বক ভিক্ষা করিব এবং সমস্ত আশা-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিব। লাভ আর অলাভই হউক, উভয়তই সমান জ্ঞান করিয়া সুমহৎ তপশ্চর্য্যায় রত থাকিব; জীবিতার্থী বা মুমূর্ষু এ উভয়েরই কাহারই ন্যায় ব্যবহার করিব না। আমি জীবন বা মরণে সমান জ্ঞান করিব, কিছুতেই হর্ষ বা বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। যদি কোন ব্যক্তি কুঠার দ্বারা আমার এক বাহু ছেদন করে এবং অপর একব্যক্তি অন্য বাহু চন্দন দ্বারা লেপিত করে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে কাহারও কল্যাণ বা অকল্যাণ চিন্তা করিব না। মনুষ্যগণ স্বীয় অভ্যুদয়-নিমিত্ত যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, আমি তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক শরীর-নির্ব্বাহোপযোগী কর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া কালযাপন করিব। সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্মে অনাসক্ত থাকিয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে যত্নপর হইব এবং সর্ব্বতোভাবে সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোমালিন্য

দূরীকৃত করিব। সংসারপাশ ছেদন করিয়া সমস্ত সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হওতঃ, বায়ুর ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিব।”

চণ্ডালাদি সন্ন্যাসী, যাহারা দন্তার্থ নখলোমধারী, স্বধর্ম্মজ্ঞাপক, অবিধিপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র-ত্যাগকারী, এবং গুরুভার ব্যক্তির অপ্রিয়-কারী, সেই চণ্ডালাদি জীবেরও গার্হস্থ ধর্ম্মে সংবিভাগ আছে; ১০—২৪২ অঃ শান্তি। এস্থলে বৌদ্ধ বা তৎসদৃশ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগের কথা হইতেছে, সন্ন্যাস আশ্রম তখন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই গ্রহণ করিত। এইরূপ স্বধর্ম্মচারী শূদ্রের ভৈক্ষ্যচর্য্যা-রূপ চতুর্থ আশ্রম বিহিত হইয়াছে। বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়গণও এই সকল ধর্ম্মাচরণ করিবে।

ভৈক্ষ্যচর্য্যাং ততঃ প্রাহুস্তস্য তদ্ধর্ম্মচারিণঃ।
তথা বৈশ্যস্য রাজেন্দ্র রাজপুত্রস্য চৈব হি॥

১৪—৬৩ অঃ শান্তি।

উপরের অংশগুলি হইতে তখন নানাপ্রকার সন্নাসী ছিল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য বা প্রভেদ এখন বুঝিতে পারা যায় না। তৎকালে সন্ন্যাসীদিগের এই প্রকার রূপ-বর্ণনা আছে।

জটাজিনধরা দান্তাঃ পঙ্কদিগ্ধা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
মুণ্ডা নিস্তন্তবশ্চাপি বসন্ত্যর্থার্থিনঃ পৃথক্॥
কাষায়বসনাশ্চান্যে শ্মশ্রুলা হ্রীনিষেবিণঃ।
বিদ্বাংসশ্চৈব শান্তাশ্চ মুক্তাঃ সর্ব্বপরিগ্রহৈঃ॥

১৬।১৭—১৬৭ অঃ শান্তি।

জটাজিনধারী দান্ত ভস্মাবগুণ্ঠিত জিতেন্দ্রিয় মুণ্ডিতমস্তক নৈষ্ঠিক

ব্রহ্মচারিগণও অর্থাভিলাষী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করেন, অপরে কাষায় বসন পরিধানকরতঃ শ্মশ্রুল, লজ্জাশীল, শান্ত, সর্ব্বসঙ্গবিমুক্ত ও বিদ্বান্ হইয়াও অর্থার্থী হন। ভিক্ষুকের মনের গঠন এইরূপ চিত্রিত আছে—

অরোষণো যঃ সমলোষ্টকাঞ্চনঃ প্রহীণশোকো গতসন্ধিবিগ্রহঃ।
নিন্দাপ্রশংসোপরতঃ প্রিয়াপ্রিয়ে ত্যজন্নুদাসীনবদেষ ভিক্ষুকঃ॥
নীবারমূলেঙ্গুদশাকবৃত্তিঃ সুসংযতাত্মাগ্নিকার্য্যেষু চোত্থঃ।
বনে বসন্নতিথিষ্বপ্রমত্তো ধুরন্ধরঃ পুণ্যকৃদেষ তাপসঃ॥

৬।৭—৩৮ অঃ উদ্।

যাহার নিকটে লোষ্ট্র, প্রস্তর কি কাঞ্চন সকলই সমান, যিনি রোষশূন্য, শোকরহিত, বিগতসন্ধিবিগ্রহ ও নিন্দা প্রশংসায় বিরত হইয়া উদাসীনের ন্যায় প্রিয়াপ্রিয় পরিহারকরতঃ বিচরণ করেন, তিনিই ভিক্ষুক। নীবার, মূল, ইঙ্গুদ, শাক প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ দ্বারা যাঁহার জীবিকানির্ব্বাহ হয়, যাঁহার আত্মা সুন্দররূপে সংযত হইয়াছে, যাঁহাকে অগ্নিকার্য্যে নিয়োগ করা যাইতে পারে, যিনি বনে বাস করিয়াও অতিথিগণের প্রতি অপ্রমত্ত থাকেন, তাদৃশ পুণ্যকারী ব্যক্তিই তাপসধুরন্ধর।

তখন সমাজে ঘোর বিপ্লব চলিতেছে, এক মহাপ্রশ্ন দেশের লোকের মন আলোড়ন করিতেছে, গৃহে থাকিব না সন্ন্যাস গ্রহণ করিব? বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণের প্রত্যেকের নিমিত্তই গৃহস্থ-আশ্রম বিহিত ছিল। সকলেরই ঋণ ছিল, কেবল গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া সেই ঋণগুলি পরিশোধ করিতে পারা যায়। বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য আশ্রম কর্ম্মমূলক, কর্ম্ম করিলে সেই ঋণগুলি

পরিশোধ করিতে পারা যায়। গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়াই কেবল কর্ম্ম করা যায়, কর্ম্ম করিলে মরণান্তে স্বর্গলাভ হয়। পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম-জীবনের পর, পুনরাবৃত্তিবিহীন মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অপর-পক্ষে সন্ন্যাসিগণ বলিত যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে এই জীবনেই মোক্ষ-লাভ হয়, পুনরাবৃত্তির কোন আশঙ্কা থাকে না। সন্ন্যাসিগণ শত শত বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষা দিতেছিল, দেশে তখন প্রকৃতপক্ষে তুই বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ, যাহাদিগকে শূদ্র বলিত। শূদ্রের অবস্থা দেশমধ্যে কোন কালেও গৌরবের ছিল না। সন্ন্যাসিগণ বলিত সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্রহ্মকে জানা যায়; আর যে ব্রহ্মকে জানে, সেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসীর নামান্তর দ্বিজ, শূদ্রদিগের পক্ষে এ প্রকার প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন; দলে দলে অব্রাহ্মণগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিল। কেহবা বৈরাগ্যের নিমিত্ত সন্ন্যাসী হইল, কেহবা তুঃখে সন্ন্যাস অবলম্বন করিল; ৩—১৭৬ অঃ শান্তি।

গৃহস্থ আশ্রম পক্ষে যাহারা ছিল, তাহাদের সহিত সন্ন্যাসীদিগের ঘোর বিবাদ বাধিল। সন্ন্যাসিগণ যজ্ঞের নিন্দা করিতেন ও সন্ন্যাস আশ্রমের প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা বলিতেন—

তস্মাৎ প্রমাণতঃ কার্য্যো ধর্ম্মঃ সূক্ষ্মো বিজানতা
অহিংসা সর্ব্বভূতেভ্যো ধর্ম্মেভ্যো জ্যায়সী মতা॥
উপোষ্য সংশিতো ভূত্বা হিত্বা বেদকৃতাঃ শ্রুতীঃ।
আচার ইত্যনাচারঃ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥
যদি সংজ্ঞাশ্চ বৃক্ষাংশ্চ যূপাংশ্চোদ্দিশ্য মানবাঃ।
বৃথামাংসং ন খাদন্তি নৈষ ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে॥

৬...৮—২৬৪ অঃ শান্তি।

প্রমাণ দ্বারা হিংসা এবং অহিংসা উভয়ের বলাবল জানিয়া, সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, সর্ব্বভূতের প্রতি হিংসা না করাই সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গ্রামসমীপে বাসকরতঃ সংশিতব্রত হইয়া বেদবিহিত চাতুর্ম্মাস্যযাজীর অক্ষয় সুকৃত হয় ইত্যাদি ইত্যাদি ফলশ্রুতি পরিত্যাগপূর্ব্বক আচারবুদ্ধিবশতঃ পুরুষ গৃহস্থাচারবিহীন হইবে অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে, পুরুষের পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ, এই রূপ জ্ঞান করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য আশ্রয় কর্ত্তব্য। আর যাহারা ফল কামনা করতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনুষ্য। মানবগণ যদি যজ্ঞবৃক্ষ যূপ সমুদয়কে উদ্দেশ করিয়া বৃথামাংস ভক্ষণ করে, তবে তাহা কিছু প্রশংসনীয় ধর্ম্ম নহে। তাঁহারা বলিতেন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সর্ব্বোত্তম।

আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্রয়ীধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
মনো যস্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্য্যতে॥

৭৬—৩১২ অঃ বন।

যুধিষ্ঠির যক্ষকে কহিলেন,—আনৃশংস্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ত্রয়ীধর্ম্ম নিত্যফলবিশিষ্ট; লোকে মন সংযত করিয়া শোক করে না, এবং সাধুদিগের সহিত সন্ধি করিলে তাহা জীর্ণ হয় না অর্থাৎ বিষয় পরিত্যাগী ব্যক্তিগণ হইতে কোন প্রাণীর ভয়সম্ভাবনা না থাকায় সন্ন্যাসধর্ম্মই উত্তম ধর্ম্ম ও সর্ব্বথা আশ্রয়ণীয়; তাঁহারা বলিতেন—সন্ন্যাসঃ পরমতপঃ; ৯—১৬১ অঃ শান্তি। সন্ন্যাসকে ব্রহ্মযোগ বলিয়া জানিবে।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা নিরাশীর্ব্বন্ধনাঃ সদা।
ত্যাগে যস্য হুতং সর্ব্বং স ত্যাগী স চ বুদ্ধিমান্॥

যতো ন গুরুরপ্যেনং শ্রাবয়েদুপপাদয়েৎ।
তং বিদ্যাৎ ব্রহ্মণো যোগং বিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্॥

৩২।৩৩—২১২ অঃ বন।

যাহার সমুদয় কর্ম্ম নিয়ত ফলাশংসাবিরহিত এবং সন্ন্যাস-বিষয়ে যাহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বুদ্ধিমান্। ব্রহ্মের যোগ যে কি পদার্থ, তাহা গুরুও যখন শ্রবণ করাইতে পারেন না, কেবল উপপাদন মাত্র করিয়া দেন, তখন বিষয় বিয়োগেই লক্ষণ দ্বারা যোগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব সন্ন্যাসকেই ব্রহ্মযোগ বলিয়া জানিবে।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসি-বিরোধ দেবপূজা।

পক্ষান্তরে যাঁহারা গৃহস্থধর্ম্মের বা আশ্রমের সমর্থকারী ছিলেন, তাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম ও সন্ন্যাসীদিগকে নিন্দা করিতে বিরত থাকিতেন না। যখন যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিতেছিলেন, তখন নকুল ও অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিতেছেন; হে মহারাজ! যদি পবিত্র তীর্থে স্নান, পিতৃলোক-উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি এবং দেবোদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া অরণ্যে গমন করেন, তাহা হইলে প্রচণ্ড বায়ুচালিত মেঘ যেমন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমে বিলীন হয়, তদ্রূপ আপনিও চরমে উভয় লোক হইতে ভ্রষ্ট হইবেন। যিনি অন্তরে অভি-মানাদি এবং বাহ্যবস্তু সকলে মনের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, নচেৎ গৃহস্থ-আশ্রম ত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলে সন্ন্যাসী হয় না। ৩৩…৩৫—১২ অঃ শান্তি।

ইহ বৈকস্ত নামুত্র অমুত্রৈকস্ত নো ইহ।
ইহ বামুত্র চৈকস্ত নামুত্রৈকস্ত নো ইহ॥
ধনানি যেষাং বিপুলানি সন্তি নিত্যং রমন্তে সুবিভূষিতাঙ্গাঃ।
তেষাময়ং শক্রবরঘ্ন লোকো নাসৌ সদা দেহসুখে রতানাম্॥
যে যোগযুক্তাস্তপসি প্রসক্তাঃ স্বাধ্যায়শীলা জরয়ন্তি দেহান্।
জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধে নিবৃত্তাস্তেষামসৌ নায়মরিঘ্ন লোকঃ॥
যে ধর্ম্মমেব প্রথমং চরন্তি ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা চ ধনানি কালে।
দারানবাপ্য ক্রতুভির্যজন্তে তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ॥
যেনৈব বিদ্যাং ন তপো ন দানং ন চাপি মূঢ়াঃ প্রজনে যতন্তি।
ন চানুগচ্ছন্তি সুখান্ ন ভোগাংস্তেষাময়ঞ্চৈব পরশ্চ লোকঃ॥

৮৮...৯২—১৮৩ অঃ বন।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—কাহারও ইহলোকেই মঙ্গল হয়, পরলোকে হয় না; কাহারও বা পরলোকে হয়, ইহলোকে হয় না; কোন ব্যক্তির ইহ ও পরলোক উভয় লোকেই হইয়া থাকে; কাহারও বা না ইহলোক না পরলোক কোন লোকেই হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, তাহারা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা বিহার করে, সদা দেহসুখাসক্ত সেই ব্যক্তিদিগের ইহলোকেই সুখভোগ হইয়া থাকে, পরলোকে হয় না। যাহারা যোগযুক্ত, তপস্যাসক্ত, জিতেন্দ্রিয়, স্বাধ্যায়শীল ও প্রাণিবধে নিবৃত্ত হইয়া দেহকে জীর্ণ করে, তাহাদিগের পরলোকে সুখভোগ হয়, ইহলোকে হয় না। যাহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ করে, পরে ধর্ম্মদ্বারাই যথাকালে ধনসঞ্চয়পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের ইহ ও পর উভয় লোকেই সুখভোগ হয়। যে

মূঢ়েরা বিদ্যাভ্যাস, তপস্যা, দান ও সন্তান প্রজননে যত্নবান্ না হয় এবং ঐহিক সুখোপভোগও না করে, তাহাদিগের ইহ, পর উভয় লোকেই সুখকর হয় না।

মানবগণ যখন পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের নিকট ঋণী রহিয়াছে, তখন কোন্ ব্যক্তির কি প্রকারে মোক্ষ হইতে পারে? মন্ত্রসকল শরীরহীন মুক্ত পুরুষের উপকারের নিমিত্ত নহে; অতএব তাদৃশ অশরীরতা লক্ষণে মোক্ষ নাই। বেদবাক্যের যাহাতে সম্যক্-রূপে জ্ঞান হয় না, তাহা সত্যের ন্যায় আভাসমান মিথ্যাধর্ম্ম, বিদ্যা-বিহীন অলস পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সেই মিথ্যাধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বেদশাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনি পাপদ্বারা আহৃত বা আকৃষ্ট হন না; বরঞ্চ তিনি যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় পশু-গণের সহিত ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন, এবং তিনি স্বয়ং সর্ব্বকাম দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অন্যকে তর্পিত করিয়া থাকেন। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-সমুচ্চিত উপাসনা রূপ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয় না, সুতরাং তাহা গার্হস্থ্যেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; ১৭।১৮—২৬৮ অঃ শান্তি। গৃহস্থগণ বলিতেন,—সাধুলোক অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণ বনে থাকিয়া গ্রাম্য লোকের ন্যায় গ্রাম্য সুখ ভোগ করিতে পারেন; ১০—৩০৯ অঃ শান্তি। তাঁহারা বলিতেন "মৌনাৎ ধ্যানমাত্রান্ন মুনির্ভবতি নাপি অরণ্যবাসাৎ সন্ন্যাসমাত্রাৎ" কেবল মৌনভাব অবলম্বন করিলেই কেহ মুনি হয় না এবং বনবাসমাত্রদ্বারাও মুনি হইতে পারে না; ৬০—৪৩ অঃ উদ্। তাঁহারা বলিতেন,—ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম মহাপাপ।

ধর্ম্ম্যান্ দারান্ পরিত্যজ্য যস্ত্বমিচ্ছসি জীবিতুম্।

১৫—১৮ অঃ শান্তি।

সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে পূর্ব্ব উপজীবিকা পরিত্যাগ করিতে হইত, অশিল্পজীবী ছিল ভিক্ষুদিগের নাম; ৫—৯১ অঃ আদি। একজন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন 'ন মে মনো রজ্যতি ভোগকালে দৃষ্ট্বা যতীন্ প্রার্থয়তঃ পরত্র'; ৭—৩৫৪ অঃ শান্তি। পরিব্রাজককে পরগৃহে অন্ন প্রার্থনা করিতে দেখিয়া যতিধর্ম্মেও আমার মন অনুরক্ত হয় না। তাঁহারা বলিতেন,—অলসেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, গার্হস্থ্য আশ্রমেও মোক্ষ হয়।

অপি হ্যক্তানি ধর্ম্ম্যাণি ব্যবস্যন্ত্যুত্তরাবরে।
লোকযাত্রার্থমেবেহ ধর্ম্মস্য নিয়মঃ কৃতঃ॥

৪—২৫ অঃ শান্তি।

মহর্ষিগণ ধর্ম্মের নিমিত্ত হিতকর কর্ম্মসকলকে ন্যূনাধিকভাবে নিশ্চয় করেন, গার্হস্থ্য আশ্রমেও মোক্ষ হয়, অলসেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করে, ত্যাগ করিলেই মুক্তি হইয়া থাকে, বিষয়-লম্পট মানবগণ গার্হস্থ্য-আশ্রম কামনা করে, এবংবিধ বিষয়ভেদে লোকযাত্রানির্ব্বাহার্থ ধর্ম্মের নিয়ম নির্ণীত হইয়াছে।

শক্যং তু মৌনমাস্থায় বিভ্রতাত্মানমাত্মনা।
ধর্ম্মচ্ছদ্ম সমাস্থায় চ্যবিতুং ন তু জীবিতুম্॥
শক্যং পুনররণ্যেষু সুখমেকেন জীবিতুম্।
অবিভ্রতা পুত্রপৌত্রান্ দেবর্ষীনতিথীন্ পিতৃন্॥

২১।২২—১০ অঃ শান্তি।

ক্ষত্রিয়ের মস্তকমুণ্ডনরূপ কপটসন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক যত্ন দ্বারা দেহকে নিশ্চেষ্টভাবে রক্ষা করিলে, তাহা বিনাশের নিমিত্ত হইয়া থাকে, জীবনের নিমিত্ত নহে। তবে কেবল দেব, ঋষি, অতিথি, পিতৃ,

পুত্র ও পৌত্রদিগের ভরণে অসমর্থ পুরুষই অরণ্য প্রদেশে একাকী অবস্থানপূর্ব্বক সুখী হইতে পারে। নারদ স্পষ্ট কথা বলিলেন—

অন্নাদ্‌গৃহস্থা লোকেঽস্মিন্ ভিক্ষবস্তাপসাস্তথা।
অন্নাদ্ভবন্তি বৈ প্রাণাঃ প্রত্যক্ষং নাত্র সংশয়ঃ॥

৮—৬৩ অঃ অনু।

ইহলোকে অন্নের জন্য গৃহস্থ হয়, এবং অন্নহেতুই ভিক্ষুক ও তাপস হইয়া থাকে। তখন সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও যথেষ্ট ব্যভিচার ঘটিয়াছিল, তাহাদিগের দুরাচারসম্বন্ধে সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন—

গূহন্তি সর্পাইব গহ্বরাণি স্বশিক্ষয়া স্বেন বৃত্তেন মর্ত্ত্যাঃ।
তেষু প্রমুহ্যন্তি জনা বিমূঢ়া যথাধ্বানং মোহয়ন্তে ভয়ায়॥

২১—৪৬ অঃ উদ্।

সর্পেরা যেমন গর্ত্তাদিমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ কুলাচারী মনুষ্যেরা স্বকীয় গুরুপরম্পরা উপদেশ এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্র দ্বারা মদ্য মাংস পরস্ত্রী সেবনাদি পাপ সমস্ত আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। আপাতরমণীয় সেই সকল মনুষ্যের নিকটে বিমূঢ় লোকেরা প্রকৃষ্টরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়ে, যেহেতু সেই বঞ্চকেরা প্রকাশে শিষ্টাচারের অতিক্রম না করিয়া উহাদিগকে ভয়ের নিমিত্ত মোহিত করে, অর্থাৎ নরকগ্রস্ত করিবার অভিপ্রায়ে উহাদিগকে মদ্যমাংস-সেবনাদি অশুচি ব্রতের উপদেশ দ্বারা প্রতারিত করিতে থাকে। অতএব সম্যক্ পরীক্ষিত লোকদিগের সঙ্গেই সহবাস করা কর্ত্তব্য। দুরাচার বোধ হয় কাপালিকদিগের মধ্যে অধিক ছিল,

আমরা পাপীয়সী কাপালিকী বৃত্তি দেখিতে পাই। কাপালিকদিগের নাম হইয়াছিল শৃঙ্গী, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সেবী; ১৫—১৭০ অঃ আদি।

পরিব্রজন্তি দানার্থং মুণ্ডাঃ কাষায়বাসসঃ।
সিতা বহুবিধৈঃ পাশৈঃ সঞ্চিন্বন্তো বৃথামিষম্॥
ত্রয়ীঞ্চ নাম বার্ত্তাঞ্চ ত্যক্ত্বা পুত্রান্ ব্রজন্তি যে।
ত্রিবিষ্টব্ধঞ্চ বাসশ্চ প্রতিগৃহ্নন্ত্যবুদ্ধয়ঃ॥
অনিষ্কষায়ে কাষায়মীহার্থমিতি বিদ্ধি তম্।
ধর্ম্মধ্বজানাং মুণ্ডানাং বৃত্ত্যর্থমিতি মে মতিঃ॥
কাষায়ৈরজিনৈশ্চীরৈর্নগ্নান্মুণ্ডান্ জটাধরান্।
বিভ্রৎ সাধুন্মহারাজ জয় লোকান্ জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

৩২...৩৫—১৮ অঃ শান্তি।

মূর্খেরা বহুবিধ আশাপাশে বদ্ধ হইয়া শিষ্য ও মঠ প্রভৃতি বিষয়-প্রাপ্তি-লালসায় কাষায়বস্ত্র-ধারণ ও মস্তকমুণ্ডনপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করে, কিন্তু যাহারা ত্রৈবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্র ও পুত্রকলত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহাশ্রম হইতে নির্গত হইয়া ত্রিদণ্ড এবং কাষায় বস্ত্রাদি ধারণ করে, তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ। মহারাজ! সন্ন্যাস ধর্ম্ম পবিত্র হইলেও সন্ন্যাসবেশধারী মুণ্ডিতমস্তক বিমূঢ়গণের কাষায়-বস্ত্রধারণ, কেবল জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্তই জানিবেন, আমার বিবেচনায় ঐ জীবিকানির্ব্বাহমাত্রেই উহাদিগের পুরুষার্থ, অতএব আপনি জিতেন্দ্রিয়তা আশ্রয় করিয়া কাষায় বস্ত্র অজিন ও কৌপীন-ধারী এবং নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও জটাধারী প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতিপালনপূর্ব্বক ইহলোক ও পরলোক জয়ে প্রবৃত্ত হউন। উপরের অংশ হইতে দুই প্রকার সন্ন্যাসীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিষ্যসংগ্রহ-

কারী, মঠপরিচালক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, আর দ্বিতীয় প্রকার সন্ন্যাসী সংসারত্যাগী সাধারণ সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয়। কোন কোন স্থলে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াও তাহারা নানা কর্ম্ম করিতেন।

দ্বাবেব ন বিরাজেতে বিপরীতেন কর্ম্মণা।
গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ॥

নিশ্চেষ্ট গৃহস্থ ও কর্ম্মশীল ভিক্ষুক, ইহারা বিপরীত কর্ম্মহেতু শোভা পায় না। কোন কোন স্থলে সংসার ত্যাগ করিয়াও সুখভোগে স্পৃহাশূন্য হইতেন না। সাধুলোক বনে থাকিয়া গ্রাম্য লোকের ন্যায় গ্রাম্য সুখভোগ করিতে পারেন; ১০—৩০৯ অঃ শান্তি।

দেশে গৃহস্থ-আশ্রম ও সন্ন্যাস-আশ্রম এই দুই মত সম্বন্ধে যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা পরে দেখিব, তাহাতে সন্ন্যাসীদেরই জয় হইল। ব্রাহ্মণগণ গৃহস্থ-আশ্রমের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাহাদিগের প্রভাব অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগেরই প্রভাব পরে শতগুণ অধিক হইল।

মহাভারতে এই বিরোধের চিত্রব্যতীত আর এক চিত্র আমরা দেখিতে পাই, সে উভয় দলের সমন্বয়ের চিত্র। শত শত বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্রান্ত বিবাদ চলিতেছিল। পরে বোধ হয় শ্রান্তিপ্রযুক্ত একটা মিট্‌মাটের অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল, বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া সন্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছিল। এই মিলনের চিত্র আমরা মহাভারতে অসংখ্য স্থানে দেখিতে পাই। যখন রাজা দুষ্মন্ত কণ্বমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, তিনি (দুষ্মন্ত) সেই আশ্রমে বেদপারগ ব্রাহ্মণ এবং চার্ব্বাকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ

উভয়কেই দেখিলেন, "আশ্রমপদে অনুষ্ঠিত বৈতালিক যজ্ঞকর্ম্মে ঋগ্বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক পদক্রমে উচ্চারিত ঋগ্বেদীয় মন্ত্রসমস্ত শ্রবণ করিলেন। কল্পসূত্রপ্রভৃতি যজ্ঞবিদ্যাঙ্গ-বিশারদ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও নিয়তব্রত ঋষিগণকর্ত্তৃক মধুর সামগীত দ্বারা এবং অথর্ব্ববেদশিরোদগত যতাত্মা ও সুনিয়ত ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক ভারুণ্ড সামগীত দ্বারা সেই আশ্রমস্থল শোভিত হইতেছিল। সামবেদান্তর্গত পূগযজ্ঞীয় সামগ অথর্ব্ববেদপ্রবর মুনিগণ পদ ও ক্রমযুক্ত সংহিতা পাঠ করিতেছিলেন। অপর দ্বিজগণের যথাস্থানোচ্চারিত শব্দ সংস্কৃতবাক্যকথনদ্বারা শ্রীমান্ আশ্রম নিনাদিত হইয়া দ্বিতীয় ব্রহ্মলোকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। যজ্ঞসংস্তরবেত্তা, ক্রমশিক্ষাবিশারদ, ন্যায়তত্ত্বজ্ঞ, আত্মবিজ্ঞানসম্পন্ন, বেদপারগ, নানাবাক্যের সমাহার ও সমবায়ে বিশারদ, ব্রহ্মোপাসনারূপ বিশেষ কার্য্যজ্ঞ, মোক্ষধর্ম্মপরায়ণ, মতস্থাপন, আশঙ্কানিরাকরণ ও সিদ্ধান্তকরণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ, ছন্দ, শব্দ ও নিরুক্ত শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন, কালজ্ঞানবিশারদ, দ্রব্যগুণকর্ম্মজ্ঞ, কার্য্যকারণবেত্তা, পক্ষিবানরগণের শব্দবোধী, বিস্তীর্ণ গ্রন্থ সমাশ্রিত ও নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন দ্বিজগণকর্ত্তৃক উচ্চারিত এবং প্রধান প্রধান চার্ব্বাকগণকর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে অনুনাদিত শব্দসকল ভূপালকর্ত্তৃক শ্রুত হইতে লাগিল"; ৩৭...৪৭—৭০ অঃ আদি।

এস্থলে আমরা বেদপাঠী ব্রাহ্মণ দেখিলাম এবং তাহাদিগের সহিত চার্ব্বাকগণকেও দেখিলাম। যখন যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দূতমুখে হস্তিনাপুরে সকলের নিকট অভিনন্দন পাঠাইতেছেন তখন তিনি অবৈদিকদিগকেও অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভের পর চতুর্ব্বর্ণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিলেন

এবং ব্রাহ্মণপ্রভৃতিকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিলেন, তদ্ভিন্ন তিনি "কামৈঃ সন্তর্পয়ামাস কৃপণাংস্তর্ককানপি" ; ৬—৪৫ অঃ শান্তি।

যুধিষ্ঠির অধিক কি কৃপণ ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগেরও অভিলাষ পূরণ করিতে ক্রটী করেন নাই। বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয়ের উদাহরণ মহাভারতে অসংখ্য স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবদ্গীতা হইল এই চেষ্টার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। ইহা কেবল দার্শনিক সমন্বয়ের চেষ্টা নহে, ইহা ব্রাহ্মণ্যসমাজ পুনর্গঠনের শেষ চেষ্টা, ইহার পর ব্রাহ্মণ্যসমাজ পুনর্গঠনের আর এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সকল প্রকার দার্শনিক মতের বিচার বোধ হয় গীতাতে পাওয়া যায়, তবে প্রধানতঃ ইহাতে বৈদিক মত এবং সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল মত লইয়া বিচার আছে। তখন মহা প্রশ্ন চলিতেছিল, কর্ম্ম করিব, না কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব? গৃহে থাকিব, না সন্ন্যাসী হইব? সাঙ্খ্য মত বেদের উপর স্থাপিত, বেদের সহিত পাতঞ্জলমতের বিরোধ নাই; তথাপি উভয় মতই বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের বিপক্ষে। গীতাতে বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ড, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল এই তিন মতের সমন্বয় আছে, তবে দুঃখের বিষয় দার্শনিকদিগের নিকট এই সমন্বয় গ্রাহ্য হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে দেশের লোকের অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণের কথার পর অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন,—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩—৪২ অঃ ভীষ্ম।

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত! আমার মোহ বিনষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার প্রসাদে স্বরূপানুসন্ধানরূপ স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি স্বধর্ম্মবিষয়ে গতসন্দেহ হইয়া অবস্থান করিতেছি, অতএব

তোমার আজ্ঞা পালন করিব, কিন্তু ফলে তাহা ঘটিল না। দেশের লোক কর্ম্মপরিত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের শিষ্য হইল।

এমন সময় ছিল ব্রাহ্মণেরা বলিতেন—

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ ব্রাহ্মণং কৃত্বা অগ্রতঃ।

ব্রাহ্মণকে অগ্রে করিয়া চতুর্ব্বর্ণকে বেদ শুনাইবে। তখন বেদান্তে পারদর্শী শূদ্রকে দেখিতে পাওয়া যাইত, এমনকি ম্লেচ্ছগণের মধ্যে আচার্য্যও ছিল, ব্রহ্মজ্ঞানসম্বন্ধে শূদ্রও উপদেশ দিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবলতাবৃদ্ধির সহিত এ সমস্তেরই পরিবর্ত্তন হইল, স্মৃতিযুগ আরম্ভ হইল, তখন ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—"ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ"। এ অবস্থায় শূদ্রগণকে কে শিক্ষা দেয়? তাহারা কোন কোন স্থানে আপনাদিগকে যে শিক্ষা দিত না, তাহা বলা যায় না, শূদ্রদিগের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। যাহারা এরূপ সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পণ্ডিত অথবা শিক্ষিত যে কেহ থাকিত না, তাহা বলা যায় না। তবে বিবিধ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ শূদ্রদিগের প্রধান শিক্ষাদাতা হইল, সেভাব এখনও এককালে যায় নাই। সন্ন্যাসীরা সকলেই কর্ম্মপরিত্যাগী ও নিবৃত্তিমার্গের উপদেষ্টা। কর্ম্মপন্থি-সন্ন্যাসীর কথা শুনা যায় না; দেশের লোক তাহাদের নিকট বৈরাগ্য ও নিবৃত্তি ধর্ম্ম শিক্ষা করিল। তাহার পর শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিনি দিগ্বিজয়ে নির্গত হন। কর্ম্মকাণ্ড-সমর্থনকারী পণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা তাঁহার দিগ্বিজয়যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এবং ভারতবর্ষের দুরদৃষ্টক্রমে সে উদ্দেশ্য সফল হয়। ইহার একশত বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে।

বৈরাগ্য হইল দেশের লোকের শিক্ষা। ব্রাহ্মণগণ অব্রাহ্মণদের নিকট কখন ইচ্ছা করিয়া যান নাই। নিজেদের প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত কখন কখন তাহাদের অনুসন্ধান করেন, কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ উপযাজক হইয়া শূদ্রদিগের গৃহে গিয়াছে একথা শুনা যায় না। সন্ন্যাসীরা দলে দলে দেশমধ্যে পরিভ্রমণ করিত, লোকের গৃহে ভিক্ষাই ছিল তাহাদের জীবিকার উপায়। সেই সূত্রে গ্রামে এমন কুটীর নাই, যেখানে তাহারা উপস্থিত না হইত; এমন গৃহস্থ নাই যে, তাহারা সন্ন্যাসীদিগকে ভিক্ষা না দিত। অব্রাহ্মণ অথবা শূদ্রদিগের স্ত্রী পুরুষ সন্ন্যাসীদের মুখ হইতেই ধর্ম্মসংক্রান্ত কথা শুনিতে পাইত। শূদ্রদিগের পক্ষে পুরাণ পাঠ অথবা শ্রবণ নিষিদ্ধ ছিল না, সকল পুরাণই রূপকভাবে লিখিত, একভাবে দেখিলে ইহারা কতকগুলি অলৌকিক উপকথা বলিয়া মনে হয়; আর একভাবে দেখিলে উপকথার ছলে পুরাণগুলি আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা দিবার প্রকৃষ্ট উপায় তাহা সহজে দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিবার অশিক্ষিত শূদ্র স্ত্রী বা পুরুষদিগের শক্তি নাই একথা ব্রাহ্মণেরা চিরকাল বলেন; সেই কারণে শিশুদের উপযোগী অলীক উপকথা শূদ্রদিগের ধর্ম্মশিক্ষার একমাত্র উপায় নির্দ্ধারিত হইল। ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপকথাশ্রবণ ও সন্ন্যাসীদিগের নিকট হইতে বৈরাগ্য শিক্ষা এই হইল শূদ্রদিগের হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞানের উপায়, আর সেই শূদ্রেরা দেশের পনর আনার অধিক লোক।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে যে বৈরাগ্যশিক্ষা নাই, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহারা বৈরাগ্যের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, যখন সংসার অসার বলিয়া মনে হইবে, তখনই মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। তাঁহারা

শূদ্রদের নিমিত্ত বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম বিহিত করেন নাই। সন্ন্যাসীরা সকলকে সকল অবস্থাতেই বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে শিক্ষা দিত। সন্ন্যাসীদিগের এই শিক্ষাই প্রবল রহিল। কর্ম্মের উৎকর্ষতা গীতার শিক্ষা হইলেও কর্ম্মত্যাগের শিক্ষাই দেশ-মধ্যে প্রবল রহিল। শঙ্করাচার্য্য এই শিক্ষার প্রধান উপদেষ্টা।

ভিক্ষান্নমাত্রেণ সদা তুষ্টিমন্তঃ, ইহাই হইল আহারের ব্যবস্থা, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ, এই হইল পরিচ্ছদের ব্যবস্থা, গ্রাসাচ্ছাদনের এই প্রকার বিধি, ব্রাহ্মণ হইতে স্ত্রীপুরুষ অভেদে সকলের ধর্ম্ম হইল।

গীতা ভিন্ন অপর গ্রন্থেও কর্ম্মপন্থা-সমর্থনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়, যোগবাসিষ্ঠের এই শ্লোকটী সকলেরই পরিচিত—

উভয়াভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥

শিহ্লন মিশ্র লিখিলেন, "নমো কর্ম্মভ্যো বিধিরপি যেন ন প্রভবতি।" বাল্মীকি লক্ষ্মণের মুখে বলাইয়াছিলেন,—

ন শোভার্থম্ ইমৌ বাহূ।

ব্যাসদেব কেবল ক্ষত্রিয়ের নয়, সকল বর্ণকেই অবস্থাবিশেষে যুদ্ধ করিতে প্ররোচনা দিয়াছেন; কিন্তু এ সব হইলে কি হয়? বৈরাগ্য সকল বর্ণের স্ত্রীপুরুষ অভেদে দেশের লোকের অস্থিমজ্জামধ্যে প্রবেশ করিল; সে ভাব আজও আছে। এস্থলে ব্রাহ্মণেরা সন্ন্যাসীদিগের নিকট পরাজিত হইলেন; তাঁহারাও নিজে বৈরাগ্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। কি ভাবে দেশের লোক ধীরে ধীরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিল, আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস মনোযোগ-

পূর্ব্বক পড়িলে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকল্পনার মূল হইল, পরং ব্রহ্ম; ৪৫—১৭ অঃ অনু। তিনি জনার্দ্দন, দস্যুত্রাসাৎ জনং দস্যুজনং অর্দ্দয়তি পীড়য়তীতি জনার্দ্দনঃ; ৬—৭০ অঃ উদ্ (টীকা)। সেই পরব্রহ্ম মনুষ্যবিগ্রহ ধারণ করেন। বেদ, ব্রাহ্মণ, গো ও যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত তিনি অবতীর্ণ হন, এবং দস্যুবধের নিমিত্ত অর্থাৎ অবৈদিকতা দূর করিবার নিমিত্ত তিনি অর্জ্জুনের সহিত নরনারায়ণ-রূপ ধারণ করেন। এস্থলে পরমাত্মা (কৃষ্ণ) হইলেন কর্ম্মাত্মক। এই হইল মহাভারত ও গীতার কৃষ্ণ। ভাগবত পুরাণে এবং পদ্ম ও আদি প্রভৃতি পুরাণে শুদ্ধ চিন্ময় ব্রহ্ম হইলেন ভক্তির কৃষ্ণ। কর্ম্মের সহিত এ কৃষ্ণকল্পনার সম্বন্ধ নাই। পরে বাঙ্গালাদেশে শ্রীকৃষ্ণ হইলেন প্রেমের শ্রীকৃষ্ণ, সন্ন্যাসী চৈতন্যদেব কৃষ্ণনামে প্রেম প্রচার করিলেন; তিনি নিজে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুচরেরাও সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। এই প্রেমের ধর্ম্ম বৈরাগ্যমূলক, পরম বিরাগী হইল ভাগবতের মুখ্য লক্ষণ।

আমরা সামাজিক ইতিহাসে অনেকদূর পরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আবার মহাভারতের সময়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ কতদূর বিস্তৃত ছিল ও ভারতবর্ষের লোকেরা কি অনুপাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুসরণকারী ছিল? ভারতবর্ষের মান-চিত্র দেখিলে ও তাহার সহিত সে সময়কার দেশের বর্ণনা পড়িলে কিছু সংবাদ পাওয়া যায়।

প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, আরট্ট, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর, ইহারা বিনিন্দিত; ৪৬—৪৪ অঃ কর্ণ। মৎস্যাবধি কুরুপাঞ্চাল পর্য্যন্ত এবং নৈমিষ অবধি চেদীপর্য্যন্ত সমুদয় দেশীয় বিশিষ্ট সজ্জনেরা পুরাতন ধর্ম্ম

অবলম্বন করিয়াই জীবনযাপন করেন; কেবল মদ্রক ও পঞ্চনদেরা নহে; ১৬—৪৫ অঃ কর্ণ। পাঞ্চালেরা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মাবলম্বী, কৌরবেরা দান-ধর্ম্মাবলম্বী, মৎস্যদেশীয়েরা সত্যধর্ম্মাবলম্বী, শূরসেনেরা যজ্ঞ-ধর্ম্মাবলম্বী, পূর্ব্বদেশীয়েরা দাস, দাক্ষিণাত্যেরা শূদ্র, বাহীকেরা তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রেরা সঙ্কর; ২৮—৪৫ অঃ কর্ণ।

পাঞ্চাল অবধি কুরু, নৈমিষ ও মৎস্যপর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রদেশবাসী লোকেরাই যথার্থ-ধর্ম্মজ্ঞানী। আর উদীচ্য, অঙ্গ ও মগধদেশীয় প্রাচীন জনেরা স্বয়ং ধর্ম্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ না হইয়াও শিষ্টধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকেন; ৩০—৪৫ অঃ কর্ণ। মাগধেরা সঙ্কেতদ্বারা, কোশলদেশীয়েরা দর্শনদ্বারা, কৌরব ও পাঞ্চালগণ অর্দ্ধোক্তির দ্বারা, শাল্বেরা কথন দ্বারা জানিতে পারে, শিবিদেশীয়েরা পার্ব্বতীয়দিগের ন্যায় দুর্ব্বোধ, যবনেরা সর্ব্বজ্ঞ ও শূর। ম্লেচ্ছেরা স্বীয় সঙ্কেত-পরতন্ত্র; ইতর লোকেরা প্রতিবোধিত না হইলে অর্থবোধ করিতে পারে না; ৩৪।৩৫—৪৫ অঃ কর্ণ।

উপরে যে যে দেশের নাম কথিত হইল বর্ত্তমানকালে সেই সেই দেশগুলির সীমা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিতে পারে। তবে স্থূলভাবে ভারতবর্ষের তখন কি অবস্থা ছিল, তাহা বোধ হয় জানিতে পারা যায়। গান্ধার দেশ বর্ত্তমান আফগানিস্থানের অংশ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শকুনিকে গান্ধাররাজপুত্র বলিত এবং পর্ব্বতরাজপুত্রও বলিত। পাঞ্জাব প্রদেশে উত্তর ও পশ্চিমদিক্ ভিন্ন আর কোথাও পর্ব্বত নাই। তখনও আফগানিস্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল ও তথায় ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। আমরা পূর্ব্বে গান্ধারদেশীয় ব্রাহ্মণের উল্লেখ দেখিয়াছি; পরে দেখিব মুসলমানদের আক্রমণ সময় পর্য্যন্ত

আফগানিস্থানের অনেকাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই হইল ভারতবর্ষের পশ্চিমদিকের কথা। পূর্ব্বদেশীয়েরা দাস, অঙ্গ, কলিঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ (বর্ত্তমান আসাম) ইহারা সকলেই ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত। মগধ বৌদ্ধদিগের দুর্গস্বরূপ ছিল; গয়রাজা অসুর ছিলেন, তাঁহারা নামে গয়া হইয়াছে। ভোজেরা অবৈদিক ছিল; ভোজপুর এখনও মগধের অন্তর্গত; তথাপি লেখার ভাবে মনে হয় অঙ্গ ও মগধে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইতেছে। সমস্ত দাক্ষিণাত্য দেশ শূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্র যদি বর্ত্তমান সুরাট হয় ও সিন্ধু যদি সিন্ধ হয়, তাহা হইলে সে সময়ে উত্তর ভারত-বর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশগুলিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রাবল্য ছিল না, সমগ্র দাক্ষিণাত্য অবৈদিক ছিল। কেবল উত্তর ভারতবর্ষে, যাহাকে বর্ত্তমানে যুক্তপ্রদেশ বলা যায়, বৈদিক ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যাইত।

আর একপ্রকারে ধর্ম্মসম্বন্ধে তখন দেশের অবস্থা জানা যায়, যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে নিজের সাম্রাজ্য প্রদান করেন, আর তাঁহার চারিপুত্র ভিন্ন ভিন্ন অন্ত্যজ দেশের রাজা হয়। প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয়পর্য্যন্ত ও গঙ্গাযমুনার মধ্যে অবস্থিত যে স্থান তাহাই ছিল যযাতির সাম্রাজ্যের সীমা, এই খণ্ডকে মধ্যদেশ বলিত। ইহার চতুর্দ্দিকে শবরদিগের নিবাস ছিল; শবর অর্থে এখন আমরা জানি চণ্ডাল বা অবৈদিক। মহাভারত যে একখানি রূপক কাব্য, তাহার অগণিত প্রমাণ গ্রন্থ-মধ্যেই পাওয়া যায়। পুরুকে মধ্যদেশ প্রদান সেই রূপকের একটি অন্যতম উদাহরণ; পুরু শব্দ পু এবং রু এই দুই শব্দ একত্র করিয়া গঠিত হইয়াছে। পু অর্থে পবিত্র, ও রু অর্থে রব; পবিত্ররব এই দেশের রাজা হইল। আমরা ইহার অনুরূপ

উদাহরণ শীঘ্রই পাইব। মধ্যদেশ হইল পুণ্যরবের দেশ। কোন কোন মতে এই দেশকে আর্য্যাবর্ত্ত বলিত; এই হইল এক সময়ের আর্য্যাবর্ত্তের সীমা। আর একমতে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, পূর্ব্বে সমুদ্র ও পশ্চিমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীসঙ্গম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অমরকোষে আর্য্যাবর্ত্ত কোন্ দেশকে বলে তৎসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—

আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ। (অমরকোষ)।
আসমুদ্রাচ্চ পূর্ব্বস্মাৎ আসমুদ্রাচ্চ পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥ (মনু)

আর্য্যাবর্ত্ত ও পুণ্যভূমি শব্দে আর্য্যাবর্ত্তকে বুঝায়। এই স্থান হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী। আর্য্যাবর্ত্তের অর্থ দিয়াছেন "আর্য্যা বর্ত্তন্তেহত্র"। লক্ষ্য করিতে হইবে আর্য্যাবর্ত্তের অপর নাম পুণ্য-ভূমি; এই স্থানে আমরা পু রু শব্দের যথার্থ অর্থের ইঙ্গিত পাইলাম। উপরে আর্য্যাবর্ত্তের যে ভিন্ন ভিন্ন সীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক ধর্ম্ম ধীরে ধীরে দেশমধ্যে পুনরায় বিস্তৃত হইতেছিল। মধ্যদেশে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইতেছিল। তবে একটু কথা আছে, মহাভারতে মধ্যদেশীয় গৌতম নামে একজন ব্রাহ্মণের উপাখ্যান আছে। ইহাতে সেকালে ব্রাহ্মণেরা কিরূপ পতিত হইয়াছিল, তাহার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। গৌতমের বেদের সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না, সে শূদ্র বিধবাকে বিবাহ করে, ভিন্ন দেশে গিয়া আত্মগোপন করিয়া বাস করে। তাহার চরিত্র অতিশয় দূষিত ছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে ব্রাহ্মণটির

নাম গৌতম, ইহা বুদ্ধদেবের নামান্তর। তবে মধ্যদেশে যে সুব্রাহ্মণ বাস করিত তাহার সন্দেহ নাই, উৎকল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহারা আপনাদিগকে মধ্যদেশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

উপরে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে বৈদিক ধর্ম্মের কিরূপ অবস্থা ছিল সে সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সাধারণ ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। সমগ্র দেশ হইতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে বৈদিক ধর্ম্ম ও চতুর্ব্বর্ণ সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পাইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। সম্রাট্ অশোক এবং বোধ হয় অপর বৌদ্ধ নরপতিগণও বৈদিকগণকে স্বধর্ম্ম-পালনে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। কর্ণের সহিত শল্যের কলহে শল্য কর্ণকে বলিতেছেন,—

সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণাঃ সন্তি ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি সর্ব্বতঃ।
বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথা কর্ণ স্ত্রিয়ঃ সাধ্ব্যশ্চ সুব্রতাঃ॥

৪২—৪৫ অঃ কর্ণ।

ওহে কর্ণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সুব্রতপরায়ণ সাধ্বী অঙ্গনারা সকল স্থানেই আছেন।

ন কর্ণ দেশসামান্যাৎ সর্ব্বঃ পাপং নিষেবতে।
যাদৃশাঃ স্বস্বভাবেন দেবা অপি ন তাদৃশাঃ॥

৪৬—৪৫ অঃ কর্ণ।

ওহে কর্ণ! কোন দেশে কেহ কেহ পাপাচরণ করে বলিয়া তথাকার সকলেই পাপী এমন নহে; আপন আপন চরিত্র দ্বারা দেবতাদিগকেও অতিক্রম করেন।

এতদূর পর্য্যন্ত দর্শনের বিচার, ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও অপরাপর

সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মণদিগের বিরোধ, বিবিধ সম্প্রদায়, সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ইহাদের অধঃপতন, পুনরায় চতুর্ব্বর্ণ চতুরাশ্রম স্থাপনের চেষ্টা, ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদিগের বলসঞ্চয় ও পুনরায় তাহাদের আধিপত্যস্থাপন, এই সকল সম্বন্ধে আলোচনা হইল। সে সময়ে দেশের সাধারণ লোকের কি প্রকার ধর্ম্ম ছিল, তাহা জানিতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। মহাভারতে দেবতার কিছু বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়।

স্তুত্যর্থমিহ দেবানাং বেদাঃ সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।

৫০—৩২৭ অঃ শান্তি।

দেবগণের স্তুতির নিমিত্ত ব্রহ্মা বেদসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কিন্তু বেদের দেবতা ও মহাভারত এবং অপরাপর পুরাণে যে সকল দেবতার সাক্ষাৎ পাই, ইঁহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করা সুকঠিন। অথচ পৌরাণিক দেবতাকল্পনা যে বৈদিক দেবতা হইতে হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু কি প্রকারে ও কতদিনে এই পরিবর্ত্তন হইল, তাহা আজও নিরূপিত হয় নাই। পৌরাণিক দেবতা বলিলেই প্রতিমা অথবা প্রতিমূর্ত্তির কথা সহজেই মনে হয়। অনেকে বলেন প্রতিমাপূজা হিন্দুরা বিকৃত বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—কলিকালে 'এড়ূকান্ পূজয়িষ্যন্তি বর্জ্জয়িষ্যন্তি দেবতাঃ'; ৬৫—১৯০ অঃ বন। লোকে দেবতা ত্যাগ করিয়া ভিত্তির অভ্যন্তরে অস্থি ন্যস্তকরত তাহার পূজা করিবে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে সমাধি প্রথা ছিল, ঐ সমাধি পূজার সামগ্রী হয়। কেহ কেহ বলেন, সমাধিস্থ ব্যক্তির মূর্ত্তি গঠন করিয়া

অর্চ্চনা করা হইত। সময়ে এই প্রথার অনুকরণে হিন্দুরা দেবদেবীর কল্পনা করিয়া তদনুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিত, ইহা হইতে প্রতিমাগঠনের সৃষ্টি হয়। যজ্ঞ হইতে দেবপূজা-পদ্ধতি আরম্ভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা মহাভারতের সময়ে দেখিতে পাই, ইজ্যা (যজ্+ ক্যপ্) অর্থে দেবপূজা ; ৪৭—১১৫ অঃ অনু।

মহাভারতের সময়ে দেশমধ্যে দেবপূজার উল্লেখ অসংখ্য স্থলে দেখিতে পাই। দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন,—তুমি ব্রহ্মা ও শঙ্কর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণদ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্রীড়া করিয়া থাক ; ৫৪—১২ অঃ বন। আমরা দেবস্থানদর্শনে যাত্রা (৮—৩৬ অঃ শান্তি), গৃহদেবতা (৩৪—৩৬ অঃ শান্তি), দেবতাপীঠ (৭—৪০ অঃ শান্তি), দেবতায়তনানি (৮—৭৭ অঃ বন), পুণ্য আয়তন (২৮—৮৭ অঃ বন), দেবপূজার মাঙ্গলিক দ্রব্য (১০—৪০ অঃ শান্তি), দেবতা-প্রতিমার উল্লেখ (২৬—২ অঃ) ভীষ্ম ; এই সকল দেখিতে পাই।

জরা রাক্ষসী বলিতেছে—

গৃহে গৃহে মনুষ্যাণাং নিত্যং তিষ্ঠামি রাক্ষসী।
গৃহদেবীতি নাম্না বৈ পুরা সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা॥ ২—১৮ অঃ সভা।

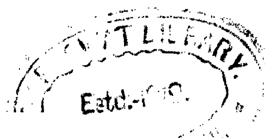
আমি মনুষ্যমাত্রেরই গৃহে গৃহে নিত্য ভ্রমণ করিয়া থাকি, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পূর্ব্বে গৃহদেবীনামে দিব্যরূপিণী আমাকে সৃজন করিয়া দানবগণের বিনাশ জন্য স্থাপন করিয়াছেন। তখনও বিষ্ণুর নাম শালগ্রাম ছিল ; ১২৪—৮৪ অঃ বন। আমরা দেবগণের চরণাঙ্কিত ক্রীড়াস্থান দেখিতে পাই ; ৪—১৩৯ অঃ বন। তখনও লিঙ্গ ও প্রতিমা অর্চ্চনা হইত ; ৯২—২০০ অঃ দ্রোণ। কণ্বমুনির আশ্রমে দেবতায়তন ছিল ; ৪৯—৭০ অঃ আদি। রাজভবনে মন্দির থাকিত ও তাহার

মধ্যে দেবমূর্ত্তি থাকিত ; ১৩—৩৮ অঃ শান্তি। তখনও তীর্থে চৈত্য থাকিত ; ১৭—১২৫ অঃ বন। চৈত্য অর্থে পূজনীয় বৃক্ষ, বৌদ্ধদিগের দেবালয় ও জৈনদিগের মন্দিরকেও চৈত্য বলিত। মৃত ব্যক্তির সমাধির উপর উত্তোলিত স্মরণার্থ স্তম্ভকেও চৈত্য বলিত। শ্মশানে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিত ; ৯৯—১৫৩ অঃ শান্তি। সকলেই আমাকে (বিষ্ণু) পূজা করে ; ৭—১২৬ অঃ অনু। দ্বিজাতিগণ দেবতাদের উদ্দেশে উপহার আহরণ করিতেন ; ১৯—২১৩ অঃ বন। আমরা দেখিতে পাই, দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও ব্রাহ্মণ সহিত বিরোধ করিলে ছয় মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়—

প্রকৃতের্ব্বিক্রিয়াপত্তি ষণ্মাসান্মৃত্যুলক্ষণম্।
দৈবতান্যবজানাতি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে॥ ১২—৩১৭ অঃ শান্তি।

যাহারা দেবতাসকলকে অবজ্ঞা করে এবং ব্রাহ্মণসকলের সহিত বিরোধ করিতে থাকে, ছয় মাসের মধ্যে তাহাদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে। পুষ্প দিয়া দেবপূজা হইত ; ১১—২৬৪ অঃ শান্তি। গৃহ-দেবতাগণ থাকিত ; ১০—১০০ অঃ অনু। তখনও দেবগণকে প্রতিদিন অন্ন নিবেদন করিত ; ৮—২৩ অঃ অনু। চণ্ডালগণের (অর্থাৎ অবৈদিকগণের) দেবালয় থাকিত ; ৩২—১৪১ অঃ শান্তি। বৃক্ষবাসী দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাই ; ৩২—১৪৩ অঃ শান্তি। গন্ধ, পুষ্প ও ধূপের দ্বারা তখনও পূজাবিধি ছিল ; ৫—১৮ অঃ সভা। মহাদেবেরও তখন লিঙ্গ (কারণশরীর) ও প্রতিমা পূজা হইত ; ৯২—২০ অঃ দ্রোণ। মহাদেবের মৃত্তিকানির্ম্মিত স্থণ্ডিলপূজারও পদ্ধতি ছিল ; ৬৫—৩৯ অঃ বন।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত



নির্ঘণ্ট

